কিয়েগো হিগাশিনো

স্যালভেশন অফ আ সেইন্ট

অনুবাদ: সালমান হক

BanglaBook.org

স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার ঠিক আগে খুন হয়ে গেল ইয়োশিতাকা, বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয় তাকে। সঙ্গত কারণেই তার স্ত্রী আয়ানে হয় প্রধান সন্দেহভাজন। কিন্তু সমস্যা একটাই–ইয়োশিতাকার মৃত্যুর সময় কয়েক শ' মাইল দূরে অবস্থান করছিল সে। টোকিও'র পুলিশ ডিটেক্টিভ কুসানাগির দৃঢ় বিশ্বাস, আয়ানে নির্দোষ কিন্তু তার সহযোগি উতসুমি মনে করে এই হত্যাকাণ্ডে মহিলা জড়িত। কারো কাছেই শক্ত কোনো প্রমাণ নেই। বাধ্য হয়েই ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও হিসেবে পরিচিত এক প্রফেসরের শরণাপন্ন হয় উতসুমি। কিন্তু এই কেসটি তার ক্ষুরধার মস্তিষ্ককেও বিপদে ফেলে দেয়। রীতিমতো অসম্ভব হয়ে ওঠে সমাধান করাটা। এ রকম ঠাণ্ডা মাথার খুনির নাগাল পাওয়া কি সম্ভব হবে?

ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স'র মাধ্যমে বিখ্যাত জাপানি থৃলার লেখক কিয়েগো হিগাশিনোর অসাধারণ কাজের সাথে বাংলাভাষি পাঠক এরই মধ্যে পরিচিত হয়েছেন, *স্যালভেশন অফ আ সেইন্ট*-এ তারা আরেকবার মুগ্ধ হবেন, বিস্মিত হবেন ডিটেক্টিভ গ্যালিলিওর বুদ্ধিদীপ্ত অনুসন্ধান দেখে।

ISBN 9848 7297 78

বইয়ের আলোয় আলোকিত হোন...
www.BanglaBook.org

http://www.facebook.com/pages/batighar-prokashoni

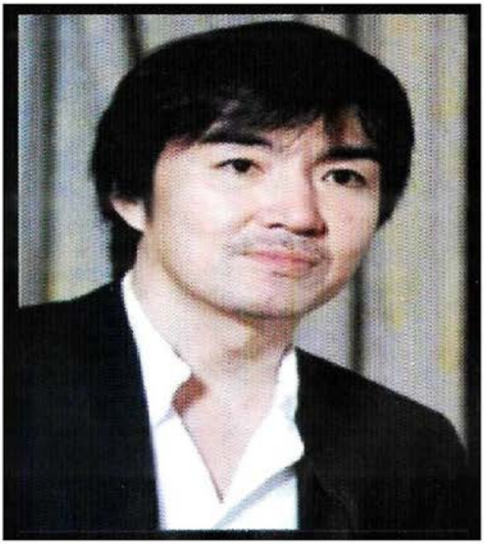

প্রখ্যাত জাপানিজ থৃলার লেখক কিয়েগো হিগাশিনো ১৯৫৮ সালে ওসাকায় জন্ম গ্রহণ করেন। ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়াশোনা শেষ করে যোগ দেন নিপ্পন ডেনসো কোর্পোরেশনে। সেখানে কর্মরত অবস্থায়ই ১৯৮৫ সালে লিখে ফেলেন তার প্রথম উপন্যাস 'আফটার স্কুল,' আর সেটা পেয়ে যায় জাপানিজ থৃলার সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার এডোগাওয়া র‍্যাম্পো। এর পর পরই চাকরি ছেড়ে পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন তিনি। তার উপন্যাসগুলো ঠাঁই পেতে শুরু করে জাপানের সবচেয়ে বেশি বিক্রিত বইয়ের তালিকায়। তার লেখা *ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স* প্রকাশিত হলে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও পরিচিত লাভ করেন তিনি।

স্যালভেশন অফ আ সেইন্ট তার সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাসের একটি।

www.BanglaBook.org

কিয়েগো হিগাশিনো

স্যালভেশন অফ আ সেইন্ট

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অনুবাদ : সালমান হক

বাতিঘর প্রকাশনী

বাতিঘর প্রকাশনী

সালভেশন অব আ সেইন্ট

মূল : কিয়েগো হিগাশিনো

অনুবাদ : সালমান হক

Salvation Of A Saint

Copyright©2019 by Kiego Higashino

অনুবাদস্বত্ব © ২০১৯ বাতিঘর প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০

প্রচ্ছদ : কৌশিক জামান

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : অনুবাদক

মূল্য : তিনশত বিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books

BanglaBook.org

ভূমিকা

কিয়েগো হিগাশিনোর *ডিভোশন অব সাসপেক্ট এক্স* অনুবাদ করেছিলাম প্রায় তিন বছর হতে চলল। নিজের ভীষণ প্রিয় বই বলেই যতটা সম্ভব যত্ন নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করেছিলাম, তবে সত্যি কথা বলতে বইটি নিয়ে পাঠকের যেরকম উচ্ছাস দেখেছি, তা ছিল আশাতীত। ভেতরে ভেতরে অবশ্য চাইছিলাম হিগাশিনোর মতন একজন লেখক তার প্রাপ্য সম্মানটুকু পাক বাঙালি রহস্যপ্রেমীদের কাছ থেকে। বলা বাহুল্য, সেটাই হয়েছে। তখনই সিদ্ধান্ত নেই, তার সবগুলো বইয়ের কাজ কোন না কোন সময় তুলে দেব পাঠকের হাতে। সেই থেকেই *স্যালভেশন অব সেইন্ট*'র কাজ শুরু। কিন্তু পেশাগত ব্যস্ততা এবং নানাবিধ কারণে কিছুটা দেরি হয়ে গেল। আশা করছি সম্মানিত পাঠকেরা বিলম্বটুকু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখবেন।

জাপানিজ সাহিত্য পড়তে হয় ধীরে-সুস্থে, আয়েশ করে। হুড়মুড় করে পড়ে গেলে অনেক কিছুই দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে–হোক সেটা রগরগে থৃলার কিংবা প্রেমের কোন গল্প। এক কাপ ভালো চায়ের জন্যেও তো অপেক্ষা করতে হয়, না কি?

কিয়েগো হিগাশিনোর রহস্যোপন্যাসগুলোকে আলাদা করা যায় তাদের গঠনে, লিখনশৈলীতে। তার লেখা প্রতিটি বাক্যই উপন্যাসে কোন না কোন ভূমিকা রাখে। *স্যালভেশন* শব্দের বাংলা অর্থ করলে দাঁড়ায় পরিত্রাণ বা রক্ষা করা, আর *সেইন্ট* মানে যে সাধু-সন্ত তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না (তারপরও বলে দিলাম)। পুরো উপন্যাস পড়া শেষ হলেই কেবল এই নামকরণের হেতু ধরতে পারবেন বুদ্ধিমান পাঠক। আশা করছি ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও এবং ডিটেক্টিভ কুসানাগির এই যুগলবন্দি আপনাদের মনে আবারো দাগ কাটতে পারবে।

প্রিয় লেখক এবং প্রকাশক মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন ভাইকে ধন্যবাদ এরকম ভিন্নধর্মী সব থৃলার পাঠকদের হাতে নিয়মিত তুলে দেয়ার জন্যে। ধন্যবাদ বাপ্পীভাইকে, বারবার তাগাদা দেয়ার জন্যে।

সালমান হক
ঢাকা

উৎসর্গ :

জাহিদ হোসেন

প্রিয় লেখক, অগ্রজ

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

অধ্যায় ১

অপরাজিতা ফুলগুলো ফুটেছে বেশ কয়েকদিন পর, থোকায় থোকায়। ওগুলোর রঙে উজ্জ্বল হয়ে আছে চারপাশ। চারদিকের শুকনো মাটিও ক্ষুন্ন করতে পারেনি পাপড়িগুলোর সৌন্দর্য। *খুব বিরল জাতের হয়তো নয়, কিন্তু আমার পছন্দের,* বারান্দার কাচের দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনে মনে বলল আয়ানে। *নিয়ম করে পানি দিতে হবে।*

"আমার একটা কথাও কি তোমার কানে ঢুকেছে?" বিরক্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ইয়োশিতাকা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে একটা হাসি দিল সে, "হ্যাঁ, সব শুনেছি। না শোনার কি হলো?"

"তাহলে দয়া করে একটু দ্রুত জবাব দিয়ে আমাকে বাধিত করবে এরপর থেকে," পা ভাঁজ করে সোফায় বসতে বসতে বলল ইয়োশিতাকা। নিয়মিত ব্যায়াম করে সে, কিন্তু খেয়াল রাখে যাতে পায়ের পেশি বেশি স্ফীত না হয়। ওতে করে চাপা জিন্স পরতে অসুবিধে হয়।

"অন্য কিছু ভাবছিলাম।"

"তাই? আগে তো কখনও এমন করোনি," একপাশের ভ্রু উঁচু করে মন্তব্য করল তার স্বামী।

"তুমি যা যা বললে সেগুলো কিন্তু অবাক করেছে আমাকে।"

"অবাক হওয়ার কি আছে? এতদিনে তো আমার জীবন-যাপনের ধরণের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা তোমার।"

"অভ্যস্ত...হয়তো।"

"যা বলতে চাচ্ছো স্পষ্ট করে বলো, ভণিতা ভালো লাগে না আমার," আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে হাত জোড়া মাথার ওপরে নিয়ে বলল ইয়োশিতাকা। চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আয়ানের বলা কথাগুলোর কোন গুরুত্ব নেই তার কাছে। *আসলেই কি এতটা উদাসীন সে, না কি অভিনয় করছে?...*সন্দেহ হলো আয়ানের।

লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে ইয়োশিতাকার সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকালো সে।

BanglaBook.org

"ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ তোমার কাছে?"

"কি এত গুরুত্বপূর্ণ?"

"বাচ্চা নেয়া?"

একটা শুকনো হাসি ফুটে উঠল ইয়োশিতাকার মুখের কোণে। ক্ষণিকের জন্যে বাইরে তাকিয়ে আবারও আয়ানের চোখে চোখ রাখলো সে। "আমার কোন কথাই শোননি তুমি, তাই না?"

"শুনেছি," চোখ বড় করে জবাব দিল আয়ানে, "সেজন্যেই জিজ্ঞেস করছি।"

হাসিটা উধাও হয়ে গেল তার। শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো একবার। "হ্যাঁ, এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমাদের কোন বাচ্চা না হয়, তাহলে এই বিয়ের কোন অর্থ নেই আমার কাছে। একজন পুরুষ আর নারীর মধ্যে রোমান্টিকতা খুব বেশিদিন স্থায়ী হয় না, সময়ের সাথে ফিকে হয়ে আসে। লোকে একসাথে থাকে একটা পরিবার গঠনের জন্যে। নারী-পুরুষের বিয়ে হয়, এরপর তারা সন্তান নেয়। তখন পরিচয় বদলে তারা হয়ে যায় বাবা আর মা। কেবলমাত্র তখনই তারা প্রকৃত জীবনসঙ্গীতে পরিণত হয়। এটার সাথে তো তুমি একমত?"

"আমার কাছে বিয়ের সংজ্ঞাটা ঠিক এরকম নয়।"

মাথা ঝাঁকালো ইয়োশিতাকা। "হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে বিয়ের সংজ্ঞা এটাই। আর এ ব্যাপারে আমার মত কিছুতেই বদলাবে না। আমাদের যদি বাচ্চাকাচ্চা না হয়, তাহলে আমি আর তোমার সাথে সময় নষ্ট করতে রাজি নই।"

দুই হাত দিয়ে কপালের দু'পাশ চেপে ধরলো আয়ানে। বেশ খানিকক্ষণ ধরেই মাথাব্যথা করছে। এরকম কিছু আশা করেনি সে। "অর্থাৎ," কিছুক্ষণ পর বলল আয়ানে, "যে নারী তোমাকে বাচ্চা দিতে পারবে না, তাকে দরকার নেই তোমার। আমাকে জীবন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে জায়গায় অন্য কাউকে বিয়ে করবে তুমি, তাই তো?"

"এভাবে কেন বলছো?।"

"কিন্তু এটাই তো সত্য!"

সোজা হয়ে বসলো ইয়োশিতাকা। পরবর্তী কথাগুলো বলার আগে কিছুক্ষণ ভাবলো। "হ্যাঁ, তোমার দিক থেকে চিন্তা করলে ব্যাপারটা সেরকমই ঠেকবে বোধহয়। তোমাকে বুঝতে হবে, জীবন নিয়ে একটা

BanglaBook.org

আলাদা পরিকল্পনা আছে আমার। আর সেই পরিকল্পনার গুরুত্ব অনেক বেশি আমার কাছে।"

একটা হাসি ফুটলো আয়ানের মুখে, যদিও এই মুহূর্তে হাসার মত মানসিকতা নেই তার। "এই কথাটা সবাইকে শোনাতে খুব ভালো লাগে তোমার, তাই না? *জীবন নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে তোমার আর সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।* আমাদের যখন প্রথম দেখা হয়েছিল তখনও বলেছিলে।"

"এত মন খারাপ করছো কেন, আয়ানে? কিসের অভাব আছে তোমার, শুনি? যদি তোমাকে কিছু দিতে ভুলে যাই আমি, তাহলে মনে করিয়ে দাও। তোমার জন্যে যা যা করা সম্ভব, সব করতে রাজি আছি। তাই আপাতত এই ফালতু আলোচনা বন্ধ করে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি বরং। না কি অন্য কোন উপায় জানা আছে তোমার?"

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল আয়ানে। বড় একটা ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে সেখানে, তিন মাস লাগিয়ে ওটা সেলাই করেছে সে; সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে অর্ডার দিয়ে কিছু উপকরণ আনতে হয়েছিল।

জীবনে বাচ্চাকাচার গুরুত্ব ইয়োশিতাকার কাছ থেকে শিখতে হবে না তার। সে নিজেও মা হতে চায় খুব করে। কতবার স্বপ্ন দেখেছে, একটা রকিং চেয়ারে বসে বাচ্চার কাঁথা সেলাই করছে, দিন দিন ফুলে উঠছে তার পেট কিন্তু বাস্তবে তেমনটা হয়নি। তাই হাল ছেড়ে দিয়েছে সে–জীবনের সব স্বপ্ন তো আর পূরণ হবার নয়। ভেবেছিল তার স্বামীও হয়তো মানিয়ে নেবে।

"প্রশ্নটা হয়তো বোকার মত শোনাবে, তারপরও না জিজ্ঞেস করে পারছি না।"

"কি প্রশ্ন?"

তার দিকে তাকিয়ে লম্বা একটা শ্বাস নিল আয়ানে। "আমার জন্যে তোমার ভালোবাসার কি হলো?"

যন্ত্রনার ছাপ ফুটে উঠল ইয়োশিতাকার চেহারায়, এরপর ধীরে ধীরে একটা হাসি জায়গা করে নিল সেখানে। "তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা একটুও কমেনি," বলল সে, "তোমাকে এখনও আগের মতই ভালোবাসি আমি।"

BanglaBook.org

কথাটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যে তা ভালো করেই জানা আছে আয়ানের। তবুও জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, সেটাই যথেষ্ট। অন্য কোন উত্তর জানাও নেই তার।

"চলো এখন," উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল ইয়োশিতাকা।

নিজের ড্রেসারের দিকে তাকালো আয়ানে। ওটার সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে কিছু সাদা পাউডার লুকানো আছে।

ওগুলো ব্যবহারের সময় ঘনিয়ে এসেছে, ভাবলো সে, *আশার শেষ প্রদীপটাও নিভে গেছে কিছুক্ষণ আগে।*

দরজা দিয়ে বের হবার সময় এক দৃষ্টিতে ইয়োশিতাকার দিকে চেয়ে রইলো, ভাবছে, *এ পৃথিবীতে যে কোন কিছুর চেয়ে তোমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি আমি। সেজন্যেই তোমার কথাগুলো ছুরির ফলার মত বিঁধেছে আমার হৃদয়ে।*

আর সে জন্যেই মরতে হবে তোমাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২

মাশিবাদের সিঁড়ি বেয়ে নামতে দেখে কেন যেন খটকা লাগলো হিরোমি ওয়াকামার। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে জোর করে হাসছে তারা– বিশেষ করে আয়ানে।

"এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত," নিচে নেমে বলল ইয়োশিতাকা। এরপর জিজ্ঞেস করল ইকাইদের কাছ থেকে কিছু শুনেছে কি না।

"কিছুক্ষণ আগে ইউকিকো মেসেজ দিলো, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে," হিরোমি বলল তাকে।

"তাহলে শ্যাম্পেইনের বোতল বের করে ফেলি।"

"না, তুমি বসো। আমি করছি," হন্তদন্ত হয়ে বলল আয়ানে। "হিরোমি, গ্লাসগুলো বের করতে পারবে?"

"অবশ্যই।"

"আমি তাহলে টেবিল সাজিয়ে ফেলি," ইয়োশিতাকা বলল।

রান্নাঘরের দিকে ছুট দিলো আয়ানে। ডাইনিং রুমের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা লম্বা কাপবোর্ডের দিকে এগোলো হিরোমি। এই কাপবোর্ডটা একটা অ্যান্টিক, প্রায় তিরিশ লাখ ইয়েন লেগেছে কিনতে–তেমনটাই শুনেছে সে। ভেতরের গ্লাসগুলোও মানানসই।

খুব সাবধানে ভেতর থেকে পাঁচটা সরু শ্যাম্পেইন গ্লাস বের করল সে। দুটো ব্যাকারাট আর তিনটা ভেনেশিয়ান নকশার। অতিথিদের ভেনেশিয়ান নকশার গ্লাস দিয়ে আপ্যায়ন করাটা মাশিবাদের একটা রীতি।

ডাইনিং টেবিলটায় আটজন একসাথে বসতে পারলেও আজকে পাঁচজনের জন্যে টেবিল সাজাচ্ছে ইয়োশিতাকা। অনেক আগে থেকেই নিয়মিত ডিনার পার্টির আয়োজন করে অভ্যস্ত সে। হিরোমিও এতদিনে জেনে গেছে যে কী কী করতে হবে।

প্রতিটা চেয়ারের সামনে একটা করে শাম্পেইন গ্লাস রাখলো সে। রান্নাঘর থেকে পানির আওয়াজ ভেসে আসছে। ইয়োশিতাকার দিকে এগিয়ে গেল হিরোমি।

BanglaBook.org

"ওকে কিছু বলেছো তুমি?" ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"সেরকম কিছু না," না তাকিয়েই জবাব দিলো ইয়োশিতাকা।

"কথা তো বলেছো?"

এই প্রথম ওর দিকে তাকালো লোকটা, "কিসের ব্যাপারে?"

"কিসের ব্যাপারে মানে?"–আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় কলিং বেল বেজে উঠল।

"এসে গেছে ওরা," রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে হাঁক ছাড়লো ইয়োশিতাকা।

"আমি কাজ করছি। তুমি একটু দরজাটা খোলো না!" আয়ানে জবাব দিলো।

"খুলছি," ইন্টারকমের দিকে হেঁটে যেতে যেতে বলল ইয়োশিতাকা।

দশ মিনিট পর সবাই খাবার টেবিলে বসে পড়লো, ওরা মোট পাঁচজন। সবাই হাসছে–কিন্তু হিরোমির কাছে প্রত্যেকের হাসিই মেকি বলে মনে হচ্ছে। যেন খুব কষ্ট করে হাসিখুশি একটা পরিবেশ জিইয়ে রেখেছে তারা। এই ধরণে মেকি ব্যবহার কিভাবে আয়ত্ত্ব করে লোকে সেটা ভেবে অবাক লাগলো ওর। জন্ম থেকে কেউ এই ক্ষমতা নিয়ে বড় হয় না নিশ্চয়ই। হিরোমি জানে যে এরকম পরিবেশের সাথে কিভাবে মানিয়ে নিতে হবে তা শিখতে আয়ানের কম করে হলেও এক বছর লেগেছে।

"আপনার রান্নার তুলনা হয় না আয়ানে," হোয়াইটফিশ মুখে দিয়ে বলল ইউকিকো ইকাই, "এই মাছটা সবাই রান্না করতে পারে না, দারুণভাবে ম্যারিনেট করা হয়েছে," প্রতি দাওয়াতেই সবগুলো খাবারের প্রশংসা করা ইউকিকোর স্বভাব।

"এই রান্না তো তোমার ভালো লাগবেই!" পাশের সিট থেকে বলল তার স্বামী তাতসুহিকো। "তুমি তো সবসময় দোকানের সস দিয়ে ম্যারিনেট করো।"

"মাঝে মাঝে নিজেও সস বানিয়ে নেই।"

"আওজিসো সস, পুদিনা পাতা দিয়ে–এর বেশি কিছু না।"

"তো? ওটাই তো ভালো!"

"আমার নিজেরও আওজিসো ভালো লাগে," বলল আয়ানে।

"শুনেছো? আর তোমার শরীরের জন্যেও ভালো জিনিসটা," হাসি ফুটলো ইউকিকোর মুখে।

BanglaBook.org

“ওকে আর প্রশ্রয় দিবেন না, আয়ানে,” তাতসুহিকো বলল, “না-হলে দেখা যাবে এর পরে আমার স্টেকেও ঐ সস মেখে দিয়েছে।”

“সেটা করলে ভালোই লাগবে কিন্তু,” ইউকিকো বলল, “পরেরবার চেষ্টা করবো।”

তাতসুহিকো বাদে সবাই হেসে উঠল।

তাতসুহিকো ইকাই একজন আইনজীবি। বেশ অনেকগুলো কোম্পানির লিগাল অ্যাডভাইজর সে। ইয়োশিতাকা মাশিবার কোম্পানিও তার মধ্যে পড়ে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনার সাথেও জড়িত সে। দু'জনের বন্ধুত্ব বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে।

ওয়াইন রেফ্রিজারেটর থেকে একটা বোতল বের করে হিরোমির গ্লাসে ঢালবে কি না জিজ্ঞেস করল তাতসুহিকো।

“আমার লাগবে না, ধন্যবাদ,” গ্লাস সরিয়ে নিয়ে বলল হিরোমি।

“আসলেও লাগবে না? আমি তো ভেবেছিলাম হোয়াইট ভালো লাগে আপনার।”

“আসলেও ভালো লাগে, কিন্তু আজকের মত যথেষ্ট হয়েছে। ধন্যবাদ।”

তার বদলে ইয়োশিতাকার গ্লাস ভরে দিল তাতসুহিকো।

“তোমার শরীর ঠিক আছে তো?” আয়ানে জিজ্ঞেস করল।

“হ্যাঁ–আমি ঠিক আছি। কয়েকদিন ধরে একটু বেশিই ড্রিঙ্ক করে ফেলছি, লাগাম টানতে হবে।”

“আপনার বয়সই তো পার্টিতে গিয়ে ড্রিঙ্ক করার!”

আয়ানের গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে নিজের গ্লাস ভর্তি করল তাতসুহিকো। ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেল নিজের স্ত্রীর গ্লাসটা, “ইউকিকোর জন্যে আপাতত অ্যালকোহল মানা, তাই একা একা ড্রিঙ্ক করতে হয় আমাকে।”

“ওহ হ্যাঁ! ভুলেই গিয়েছিলাম,” কাঁটাচামচ প্লেটে রেখে বলল ইয়োশিতাকা, “কিছুদিন তো এসব বন্ধ রাখতে হবে আপনাকে, তাই না?”

“যদি না একসাথে দুইজনের জন্যেই খেতে চায় আর কি,” তাতসুহিকো বলল ওয়াইনের গ্লাস নাড়তে নাড়তে। “এখন যা-ই খাবে, বুকের দুধে সেটার একটা প্রভাব থাকবে।”

“কবে থেকে আবার ড্রিঙ্ক করতে পারবে?” ইয়োশিতাকা জিজ্ঞেস করল।

BanglaBook.org

"আরও প্রায় এক বছর পর, ডাক্তারের মতে।"

"আমার মতে দেড় বছর বন্ধ রাখা উচিত," তাতসুহিকো বলল পাশ থেকে। "এমনকি দুই বছর বন্ধ রাখলেও কোন ক্ষতি নেই। আর এতদিন যদি বন্ধ থাকেই, তাহলে একেবারে ছেড়ে দিতে ক্ষতি কি?"

"মানে বাচ্চার যত্নও নিতে হবে, এসব থেকেও দূরে থাকতে হবে। অসম্ভব! অবশ্য তুমি যদি আমাদের ছোট্ট রাজপুত্রের যত্ন নিতে রাজি হও, তাহলে ভেবে দেখতে পারি।"

"থাক!" তার স্বামী বলল, "কিন্তু এক বছর বন্ধ রাখতেই হবে। এরপর অল্প অল্প করে, ঠিক আছে?"

চোখ বড় করে কিছুক্ষণ তাতসুহিকোর দিকে তাকিয়ে থাকলো ইউকিকো। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার হাসি ফুটলো তার চেহারায়। তাকে দেখে যে কারও মনে হবে যে এই ধরনের সাংসারিক খুনসুটি উপভোগ করে সে।

দুই মাস আগে একটা ফুটফুটে বাচ্চা হয়েছে ওদের। অনেক দিনের অপেক্ষার পর প্রথম সন্তান। তাতসুহিকোর বয়স বেয়াল্লিশ আর ইউকিকোর পঁয়ত্রিশ। একদম শেষ বয়সে এসে বাচ্চা হয়েছে–এমনটাই বলে বেড়ায় ওরা।

আজকের দাওয়াতটাও ওদের বাচ্চা হওয়ার উপলক্ষেই বলতে গেলে। পরিকল্পনাটা ইয়োশিতাকার, সব আয়োজন করেছে আয়ানে।

"আজ রাতে তো দাদা-দাদীর কাছে আছে বাবু?" জিজ্ঞেস করল ইয়োশিতাকা।

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলল তাতসুহিকো, "যতক্ষণ ইচ্ছে বাইরে থাকতে পারবো আজকে। নাতিকে কাছে পেয়ে খুব খুশি দুইজন। এই জন্যেই বাবা-মা কাছাকাছি থাকাটা একটা বড় সুবিধা।"

"তবে আমি একটু চিন্তিত," স্বীকার করল ইউকিকো, "মাঝেমাঝে তোমার মা একটু বেশিই যত্ন নিয়ে ফেলে বাবুর। বুঝতে পারছো তো আমি কি বলছি? আমার এক বান্ধবী বলেছে যে কোলে তুলে নেয়ার আগে বাচ্চাদের কিছুক্ষণ কাঁদতে দেয়া উচিত।"

ইউকিকোর খালি গ্লাস দেখে উঠে দাঁড়ালো হিরোমি। "আমি আপনার জন্যে পানি নিয়ে আসছি।"

BanglaBook.org

"মিনারেল ওয়াটারের বোতল আছে ফ্রিজে, পুরোটাই নিয়ে এসো," আয়ানে বলল তার উদ্দেশ্যে।

রান্নাঘরে এসে ফ্রিজ খুলল হিরোমি। ফ্রিজটা বিশাল, দুইটা দরজা–মাঝখান থেকে খোলে। একটা দরজার তাকে সারি সারি মিনারেল ওয়াটারের বোতল। সেখান থেকে একটা বোতল তুলে নিয়ে টেবিলে ফিরে আসলো সে। আয়ানের চোখে চোখ পড়তেই ঠোঁট নেড়ে নীরবে একবার ধন্যবাদ জানালো তাকে।

"তোমাদের জীবনই পাল্টে গেছে, তাই না? প্রথম সন্তান বলে কথা," ইয়োশিতাকা বলল।

"একদম। বাসায় ফেরার পর বাবুকে নিয়েই কাটে সময়," জবাবে বলল তাতসুহিকো।

"এটাই ভেবেছিলাম। কাজে কোন প্রভাব পড়েনি তো? সবাই অবশ্য বলে যে বাচ্চা হওয়ার পরে দায়িত্ববোধ না কি বেড়ে যায়। বাবা হবার পর তুমিও এখন আগের চেয়ে সতর্ক কাজের ব্যাপারে?"

"তা বলতে পারো।"

পানির বোতলটা নিয়ে সবার গ্লাসে ঢেলে দিল আয়ানে। মুখের এককোণায় হাসি।

"এবার তো তোমাদের পালা," ইয়োশিতাকা আর আয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল তাতসুহিকো। "তোমাদের বিয়ের প্রায় এক বছর হতে চলল। নব্য বিবাহিত–এই পর্ব তো কেটে গেছে এতদিনে?"

"ডার্লিং!" স্বামীর হাতে আলতো করে চাপড় দিয়ে বলল ইউকিকো, "এটা কিরকম প্রশ্ন?"

"আচ্ছা বাবা!" জোর করে হেসে বলল তাতসুহিকো, "সবার জীবন পরিকল্পনা ভিন্ন," গ্লাসের বাকি ওয়াইনটুকু এক ঢোকে শেষ করে ফেলল সে, দৃষ্টি হিরোমির দিকে। "আপনার কি খবর, হিরোমি?" জিজ্ঞেস করেই হাত উঁচু করল সে, "চিন্তা করবেন না, অবিবাহিত একজন ভদ্রমহিলাকে উল্টোপাল্টা কিছু জিজ্ঞেস করবো না আমি। আপনার স্কুলে সব কেমন চলছিলাম তা-ই জানতে চাচ্ছিলাম। সব ঠিক তো?"

"এখন পর্যন্ত তো ঠিকই আছে। তবে অনেক কিছু শেখা বাদ এখনও।"

BanglaBook.org

"সবচেয়ে সেরা টিচারের ছাত্রি আপনি," বলল ইউকিকো। এরপর আয়ানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কয়েকদিনের জন্যে সবকিছু হিরোমির ওপর ছেড়ে দেবেন?"

মাথা নেড়ে সায় জানালো আয়ানে। "আমার পক্ষে যা যা শেখানো সম্ভব ছিল, সব শিখিয়ে দিয়েছি।"

"বাহ! দারুণ," হাসিমুখে হিরোমির দিকে তাকিয়ে বলল ইউকিকো।

লজ্জা পেয়ে চোখ নিচু করল হিরোমি। সে জানে, তার ব্যাপারে আসলে কোন আগ্রহ নেই ইকাইদের। কিন্তু এভাবে প্রশ্ন করছে যাতে ওর নিজের অস্বস্তি না লাগে টেবিলে। এখানে একমাত্র সে-ই অবিবাহিত।

"ভালো কথা," দাঁড়িয়ে বলল আয়ানে, "আপনাদের জন্যে একটা উপহার আছে।" সোফার পেছন থেকে বড় একটা কাগজের ব্যাগ বের করে টেবিলে নিয়ে আসলো সে। ভেতরের জিনিসটা বের করার সাথে সাথে ইউকিকোর মুখ হা হয়ে গেল বিস্ময়ে। তাতসুহিকোও অবাক হয়েছে। একটা সুতোর নকশা করা বেডকভার। তবে সাধারণ বেডকভারের চেয়ে অনেক ছোট।

"বাবুর বিছানার জন্যে এটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনারা," আয়ানে বলল, "আর যখন বাবু বড় হয়ে যাবে তখন ট্যাপেস্ট্রি হিসেবে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে পারবেন।"

"অসাধারণ নকশা!" উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল ইউকিকো। "অনেক অনেক ধন্যবাদ, আয়ানে," বেডকভারের একপাশ ধরে বলল সে, "ওর অনেক পছন্দ হবে। ধন্যবাদ!"

"চমৎকার একটা উপহার। এরকম একটা বেডকভার বানাতে তো অনেক সময় লাগে, তাই না?" হিরোমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল তাতসুহিকো।

"এটা সেলাই করতে কতদিন লেগেছে? সাত মাস?" আয়ানেকে পাল্টা জিজ্ঞেস করল হিরোমি। এখনও এত জটিল কিছু সেলাই করাটা আয়ত্তে আসেনি তার।

ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল আয়ানের, "ঠিক মনে নেই আমার," বলল সে, এরপর ইউকিকোর দিকে তাকালো, "আপনার পছন্দ হয়েছে দেখে খুব খুশি লাগছে।"

BanglaBook.org

"পছন্দ হবে না!" ইউকিকো বলল, "কিন্তু এরকম একটা উপহার গ্রহণ করাটা উচিত হবে কি না বুঝতে পারছি না। ডার্লিং তুমি কি জানো, এরকম বেডকভারের দাম কত? গিনজা গ্যালারিতে একটা আসল আয়ানে মিতা বেডকভার দশ লাখ ইয়েনের নিচে বিক্রি হয় না।"

"কি!" এবারে আসলেও বিস্মিত হয়েছে তাতসুহিকো। কয়েকটা সেলাই করা কাপড়ের টুকরোর যে এত দাম হতে পারে সে ধারণা ছিল না তার।

"এর আগে কখনও ওকে কোন কিছুতে এত মনোযোগ দিয়ে সেলাই করতে দেখিনি আমি," ইয়োশিতাকা বলল এ সময় পাশ থেকে। "এমনকি আমার ছুটির দিনগুলোতেও ঐ সোফাতে বসে এক মনে সুঁই সুতো নিয়ে কাজ করে গেছে ও।"

"সময়মতো শেষ করতে পেরেছি, তাতেই খুশি আমি," বলল আয়ানে।

ডিনার শেষ হবার পর লিভিং রুমে চলে আসলো সবাই। ইয়োশিতাকা আর তাতসুহিকো হুইস্কি নিয়ে বসেছে এবার। ইউকিকো কফি চাইলে রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলো হিরোমি।

"আমি কফি বানাচ্ছি," ওকে থামিয়ে বলল আয়ানে, "তুমি হুইস্কির জন্যে পানি আর বরফ নিয়ে এসো। ফ্রিজে বরফ আছে," এটুকু বলে সিঙ্কের কাছে গিয়ে কেতলি ভরে নিলো সে।

ট্রে নিয়ে লিভিং রুমে ফিরে হিরোমি দেখলো যে বাগান নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখন। মাশিবাদের বাগানে ছোট ছোট অনেকগুলো রঙিন বাতি জ্বলে চারপাশ থেকে। এই রাতের বেলাতেও ছোট ছোট গাছ আর গুল্মগুলো চকচক করছে।

"এতগুলো ফুল গাছের যত্ন নেয়া চাট্টিখানি ব্যাপার না," তাতসুহিকো বলল।

"আমি অবশ্য বাগান নিয়ে এত কিছু জানি না," ইয়োশিতাকা বলল, "এটা পুরাপুরি আয়ানের কৃতিত্ব। দোতলার বারান্দাতেও কিছু গাছ আছে। প্রতিদিন গাছে পানি দেয় ও। আমি সাহায্য করতে পারি না সেরকম। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, ফুলগাছগুলো ভীষণ পছন্দ ওর।"

ইয়োশিতাকার যে বাগান করা নিয়ে কোন আগ্রহ নেই সেটা বুঝতে সমস্যা হলো না হিরোমির; প্রাকৃতিক জিনিসের প্রতি বরাবরই আগ্রহ কম লোকটার।

BanglaBoi.org

রান্নাঘর থেকে তিনজনের জন্যে কফি বানিয়ে নিয়ে এসেছে আয়ানে। হুইস্কির কথা মনে পড়ায় দ্রুত দু'টা গ্লাসে পানি ঢালতে শুরু করল হিরোমি।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাসায় ফেরার কথা বলল ইকাইরা।

"দারুণ কিছু সময় কাটলো। উপহারটাও চমৎকার," দাঁড়িয়ে বলল তাতসুহিকো। "পরের পার্টি আমাদের বাসায়। যদিও বাবুর কারণে পুরো বাসাই এলোমেলো।"

"তাড়াতাড়িই সব পরিস্কার করা শুরু করবো আমি," স্বামীর ভুড়িতে খোঁচা মেরে বলল ইউকিকো, এরপর হাসিমুখে আয়ানের দিকে তাকালো "আমাদের রাজপুত্রকে দেখতে আসতে হবে কিন্তু আপনাদের। একটা পান্ডার মত দেখতে হয়েছে ও।"

আয়ানে তাদের নিশ্চিত করল যে সময় করে ঘুরে আসবে একদিন।

হিরোমির নিজেরও বাসায় ফেরার সময় হয়েছে, তাই ইকাইদের সাথেই বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। একই ট্যাক্সিতে যাওয়ার প্রস্তাব দিল তাতসুহিকো।

"হিরোমি, কাল বাইরে যাবো আমি," সে জুতো পরার সময় বলল আয়ানে।

"তিন দিনের ছুটি তো কাল থেকে। কোথাও যাচ্ছেন ঘুরতে?" ইউকিকো জিজ্ঞেস করল।

"বাবা-মা'র সাথে দেখা করতে যাবো।"

"সাপোরোতে?"

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো আয়ানে, "হ্যাঁ, বাবার শরীর খুব একটা ভালো না। মা সারাদিন একাই থাকে। তাই ভাবলাম ঘুরে আসি একবার।"

"আহহা, এর মাঝে আমরা আপনাকে এত কষ্ট দিয়ে গেলাম!" বোকার মত হেসে বলল তাতসুহিকো।

দ্রুত মাথা নাড়লো আয়ানে, "আরে ধুর, কি যে বলেন আপনারা। সেরকম কিছু হয়নি বাবার।" এরপর হিরোমির দিকে তাকালো সে, "কিছু লাগলে ফোন দেবে, আমার মোবাইল নম্বর তো আছেই তোমার কাছে।"

"আপনি ফিরবেন কবে?"

"সেটা এখনও জানি না," বলল আয়ানে, "তোমাকে ফোন করে জানাবো নিশ্চিত হয়ে। তবে খুব বেশি দিন না।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," ইয়োশিতাকার দিকে একবার তাকালো হিরোমি, তবে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে সে।

অবশেষে বিদায় নিয়ে মাশিবাদের বাসার সামনে থেকে মেইন রোডের দিকে হাঁটতে লাগলো ওরা তিনজন। একটা ট্যাক্সি ক্যাব ডাক দিলো তাতসুহিকো। হিরোমি যেহেতু প্রথমে নেমে যাবে তাই সে সবার শেষে উঠল ট্যাক্সিতে।

"বাচ্চাকাচ্চার ব্যাপারে খুব বেশি কথা বলিনি আশা করি," ট্যাক্সি ছাড়ার পর বলল ইউকিকো।

"বললে কি অসুবিধা? আমাদের বাচ্চা হওয়া উপলক্ষেই তো দাওয়াত দিয়েছিল," তাতসুহিকো বলল সামনের সিট থেকে। "আর ওরাও তো বাচ্চা নেয়ার চেষ্টা করছে, তাই না?"

"কিছুদিন আগে তো সেরকমই কিছু একটা বলেছিল ইয়োশিতাকা..."

"ওদের কারো হয়তো কোন সমস্যা আছে, সেজন্যেই বাচ্চা হচ্ছে না। সেরকম কিছু শুনেছেন না কি আপনি, হিরোমি?"

"না, শুনিনি," বলল হিরোমি।

"ওহ," ইউকিকোর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো সে হতাশ।

হিরোমির মনে হলো যে ওর কাছ থেকে তথ্য বের করার জন্যেই একসাথে ট্যাক্সিতে আসার প্রস্তাব দিয়েছে তারা।

*

পরদিন সকালে বরাবরের মতনই সকাল ন'টায় নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হলো হিরোমি। গন্তব্য দাইকানইয়ামার একটা পাঁচতলা বিল্ডিং। সেখানেই একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে সেলাইয়ের স্কুল খুলেছে ওরা। স্কুল খোলার পরিকল্পনা অবশ্য আয়ানের। আয়ানে মিতার কাছ থেকে সরাসরি সেলাইয়ের কৌশল শেখার জন্যে প্রায় ত্রিশজনের মত শিক্ষার্থী আসে।

বিল্ডিং থেকে বের হয়ে বাইরে স্যুটকেস হাতে আয়ানেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো হিরোমি। ওকে দেখে হাসলো আয়ানে।

"আয়ানে! কিছু হয়েছে?"

"না, যাওয়ার আগে তোমাকে একটা জিনিস দেয়ার জন্যে এসেছি," বলে জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা চাবি বের করল আয়ানে।

BanglaBook.org

"এটা কিসের জন্যে?"

"আমাদের বাসার চাবি। কাল তোমাকে তো বললামই যে কবে ফিরবো ঠিক নেই...তাই এটা তোমার কাছে থাক। যদি হঠাৎ দরকার পড়ে।"

"বেশ।"

"কোন সমস্যা হবে?"

"না, সেটা না। কিন্তু এটা তো বাড়তি চাবি নিশ্চয়ই। আপনার কাছে আসলটা আছে তো?"

"সেটার দরকার নেই আমার। দরকার হলে বাসায় ফেরার পথে তোমাকে ফোন করলেই হবে। আর তুমি না পারলে আমার জামাই দেখা করবে আমার সাথে।"

"ঠিক আছে তাহলে..."

"ধন্যবাদ," হিরোমির হাতে চাবিটা দিলো আয়ানে। শক্ত করে ওটা মুঠিতে নিল ও।

"যাই এখন," স্যুটকেস টানতে টানতে হাঁটা শুরু করল আয়ানে।

"দাঁড়ান," হিরোমি বলল, "আয়ানে?"

থেমে পেছনে ফিরলো আয়ানে, "হ্যাঁ?"

"না...মানে...সাবধানে যাবেন।"

"আচ্ছা," ওর উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে আবার হাঁটা শুরু করল আয়ানে।

*

সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্লাস নিল হিরোমি, দম ফেলারও ফুরসত নেই। শেষ শিক্ষার্থীটা যখন বিদায় নিল, হিরোমির ঘাড় আর কাঁধে প্রচণ্ড ব্যথা করছে। ক্লাসরুম পরিস্কার করা শেষ করেছে ঠিক এই সময় বেজে উঠল মোবাইল ফোনটা। ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে একবার ঢোক গিললো সে। ইয়োশিতাকা।

"আজকের মত ক্লাস শেষ না?" সে রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে বলে উঠল লোকটা।

"এখনই শেষ হলো।"

"বেশ। আমি এখন কয়েকজন ক্লায়েন্টের সাথে আছি। এই কাজ শেষ করেই বাসায় ফিরবো আমি। তুমিও এসে পড়ো।"

BanglaBoi.com

এত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বলল সে যে হিরোমি কী বলবে ভেবে পেল না।

"যদি না অন্য কোন পরিকল্পনা থাকে তোমার।"

"না, অন্য কোন পরিকল্পনা নেই। তুমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে?"

"একদম নিশ্চিত। কয়েকদিনের মধ্যে ফিরবে না ও, জানোই তো তুমি।"

নিজের হ্যান্ডব্যাগের দিকে তাকালো হিরোমি। আয়ানে তাকে যে চাবিটা দিয়েছিল সেটা এখনও আছে ভেতরে।

"আর তোমার সাথে একটা ব্যাপারে কথাও বলতে হবে আমার।"

"কি?"

"সেটা দেখা হলে বলবো। নয়টার মধ্যে বাসায় ফিরে আসবো আমি। তুমি আসার আগে একটা কল দিয়ো," ও জবাব দেয়ার আগেই লাইন কেটে দিল সে।

একটা পাস্তার দোকানে বসে একা একাই খেয়ে নিলো হিরোমি, এরপর ইয়োশিতাকাকে ফোন দিল। বাসাতেই ছিল সে। ও আসছে শুনে উচ্ছ্বাস ভর করল তার কণ্ঠে।

ট্যাক্সিতে বসে মাশিবাদের বাসায় যাওয়ার পথে নিজেকে কেন যেন বড্ড ঘেন্না হলো হিরোমির। ইয়োশিতাকা যে বিন্দুমাত্র অপরাধবোধে ভুগছে না এই ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে তার কাছে। তবে সে নিজেও কম খুশি নয় মনে মনে।

হেসে দরজা খুলে দিল ইয়োশিতাকা। কোন লুকোছাপা নেই তার মধ্যে। একদম শান্ত আর স্বাভাবিক। লিভিংরুমে ঢুকতেই কফির গন্ধ নাকে আসলো।

"কতদিন হলো নিজে কফি বানাই না," রান্নাঘর থেকে দুটো কফিভর্তি কাপ নিয়ে এসে বলল ইয়োশিতাকা, কোনটারই পিরিচ নেই। "আশা করি খুব খারাপ বানাইনি," একটা কাপ ওর দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

"তোমাকে এর আগে কখনও রান্নাঘরে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।"

BanglaBook.org

"আসলেও যাইনি। বিয়ের পর থেকে বাসার কোন কাজই করিনি বলতে গেলে।"

"আয়ানে খুব সংসারি," বিড়বিড় করে বলল হিরোমি। কফির কাপে চুমুক দিল একবার। কিছুটা তিতকুট স্বাদ।

"বেশি কফি দিয়ে দিয়েছি," হতাশ স্বরে বলল ইয়োশিতাকা।

"আমি বানাবো আবার?"

"না, এখন আর সে ঝামেলায় যাওয়ার দরকার নেই। পরেরবার বানিয়ো। আর তোমাকে এখানে কফি নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ডাকিনি আমি," মার্বেলের তৈরি টেবিলে কফির কাপটা নামিয়ে বলল ইয়োশিতাকা। "গতকাল ওর সাথে কথা বলেছি আমি।"

"ধরতে পেরেছিলাম আমি।"

"তবে তোমার কথা বলিনি। ওর ধারণা অপরিচিত কেউ। যদি আমার কথা সে বিশ্বাস করে থাকে আরকি।"

সকালের কথা ভাবলো হিরোমি। ওর হাতে চাবিটা দেয়ার সময় একটা হাসি লেগে ছিল আয়ানের ঠোঁটের কোণে। কোন ধরণের বিতৃষ্ণা ছিল না সে হাসির আড়ালে।

"কি বললেন আয়ানে?"

"মেনে নিয়েছে।"

"আসলেই?"

"হ্যাঁ, আসলেই। তোমাকে তো বলেই ছিলাম যে মেনে নেবে।"

মাথা ঝাকালো হিরোমি। "কথাটা কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না, কিন্তু এত সহজে কিভাবে মেনে নিল সে তা মাথায় ঢুকছে না আমার।"

"কারণ এটাই শর্ত ছিল, *আমার শর্ত*। যাইহোক, তোমার এসব নিয়ে চিন্তা করে কাজ নেই। সব ঠিকঠাক।"

"তাহলে আমাদের আর কোন সমস্যা থাকলো না?"

"ঠিক বলেছো," হিরোমির কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টানতে টানতে বলল ইয়োশিতাকা। আলিঙ্গনে কোন বাঁধা দিল না হিরোমি। কানের কাছে ইয়োশিতাকার ঠোঁট অনুভব করল, "রাতটা থেকে যাও।"

"বেডরুমে?"

একটা দুষ্টু হাসি ফুটলো ইয়োশিতাকার ঠোঁটে। "আমাদের একটা গেস্ট রুম আছে। ডাবল বেড সেখানে।"

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় জানালো হিরোমি। এখনও সবকিছু কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকছে তার কাছে, অস্বস্তিবোধ হচ্ছে কিছুটা।

পরদিন সকালে রান্নাঘরে কফি বানাচ্ছে এমন সময় ইয়োশিতাকা ভেতরে ঢুঁকে বলল তাকে কফি বানানো শেখাতে।

"আয়ানের কাছ থেকেই শিখেছি আমি।"

"ভালো তো। শেখাও আমাকে," হাত ভাঁজ করে বলল ইয়োশিতাকা।

ড্রিপারের ওপরে একটা ফিল্টার পেপার রেখে চামচ দিয়ে মেপে কফি দানা সেখানে রাখলো হিরোমি। সামনে ঝুঁকে পরিমাণটা লক্ষ করল ইয়োশিতাকা।

"প্রথমে গরম পানি দেবে। অল্প একটু। দেখবে দানাগুলো ফুলতে শুরু করেছে," কেতলি থেকে অল্প একটু ফুটানো পানি ড্রিপারে ঢাললো হিরোমি, এরপর বিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার পানি ঢালা শুরু করল, "চারপাশ দিয়ে পানি ঢালতে হবে। খেয়াল রাখবে দু-জনের জন্যে যে পরিমাণ পানি দরকার সে দাগ পর্যন্ত পৌঁছেছে কি না। পৌঁছানো মাত্র থেমে যাবে। না থামলে কফি অত কড়া হবে না।"

"বেশ জটিল।"

"কখনও নিজের জন্যে কফি বানাওনি না কি?"

"কফিমেকার দিয়ে বানিয়েছি। বিয়ের পর আয়ানে ফেলে দিয়েছিল মেকারটা। এভাবে কফি বানালে না কি স্বাদ বেড়ে যায়।"

"তোমার কফিভক্তির কথা নিশ্চয়ই জানতো সে। তাই সবচেয়ে সেরাটাই দিতে চেয়েছে।"

মৃদু হেসে মাথা নাড়লো ইয়োশিতাকা। হিরোমি যতবারই তার প্রতি আয়ানের ভালোবাসার কথা বলা শুরু করেছে প্রতিবারই এমনটাই করেছে সে।

কফিতে চুমুক দিয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে এভাবে বানালেই বেশি স্বাদ হয়। রবিবারে বন্ধ থাকে সেলাই স্কুল, কিন্তু হিরোমি এদিন ইকেবুকুরোর একটা শিল্পকলা স্কুলে পার্ট টাইম চাকরি করে। এ কাজটাও আয়ানে নিয়ে দিয়েছিল তাকে।

বের হবার সময় পেছন থেকে ইয়োশিতাকা কাজ শেষে ফোন দিতে বলল ওকে, রাতে একসাথে ডিনার করবে। মানা করার কোন কারণ খুঁজে পেল না হিরোমি।

BanglaBook.org

*

কারুশিল্প স্কুলে কাজ শেষ হতে হতে সাতটা বেজে গেল। বের হবার আগে ইয়োশিতাকার নম্বরে ফোন দিলো হিরোমি, কিন্তু ধরলো না সে। কয়েকবার চেষ্টা করে মাশিবাদের ল্যান্ড লাইনে ফোন করল, কিন্তু লাভ হলো না।

বাইরে কোথাও গিয়েছে না কি? কিন্তু মোবাইল ফোন রেখে তো কোথাও যায় না সে।

মাশিবাদের বাসায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল হিরোমি। যাওয়ার পথে আরও কয়েকবার ফোন দিল কিন্তু ধরলো না ইয়োশিতাকা।

কিছুক্ষণের মধ্যে বাসাটায় পৌঁছে গেল হিরোমি। উপরে তাকিয়ে দেখলো যে লিভিং রুমের বাতি জ্বলছে। তবুও কেউ দরজা খুলছে না বা ফোন ধরছে না।

শেষমেশ ব্যাগ থেকে চাবিটা বের করে সামনের দরজা খুলে ভেতরে পা দিলো। হলওয়েতেও বাতি জ্বলছে। জুতো খুলে ছোট হলওয়েটা পার হয়ে আসলো সে। কফির মৃদু গন্ধ নাকে আসলো। দিনের বেলা নিশ্চয়ই কফি বানিয়েছিল ইয়োশিতাকা।

লিভিং রুমের দরজা খোলার সাথে সাথে জমে গেল ও।

নিশ্চল ভঙ্গিতে কাঠের মেঝের ওপর হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে ইয়োশিতাকা। পাশেই কফির কাপ থেকে কালো রঙের গাঢ় কফি ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেতে।

অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে হবে আমার–নম্বরটা কত যেন? কতবার তো দেখেছি! কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা বের করল হিরোমি। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলো না নম্বরটা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

দূর থেকেই বাড়িগুলোর আভিজাত্য স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। ল্যাম্পপোস্টের ক্ষীণ আলোতেও প্রতীয়মান যে বাড়ির মালিকেরা টাকা পয়সা খরচ করতে কার্পণ্য বোধ করেনি। এই এলাকায় যারা থাকে তাদের 'সঞ্চয়ী হিসাব' বলে ব্যাঙ্কে কোন অ্যাকাউন্ট সচরাচর থাকে না।

মহল্লাটা সাধারণত নৈঃশব্দে ভরা থাকলেও আজ তার ব্যত্যয় ঘটেছে। বেশ কয়েকটা পুলিশের গাড়ি এসে জমা হয়েছে রাস্তায়। "বামে নামিয়ে দিন," সামনে ঝুঁকে ট্যাক্সি চালকের উদ্দেশ্যে বলল কুসানাগি।

ট্যাক্সি থেকে বের হয়ে একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে ক্রাইম সিনের উদ্দেশ্যে পা চালালো সে। ইতোমধ্যে ঘড়ির কাটা দশটা অতিক্রম করে ফেলেছে। সিনেমাটা দেখাই হলো না। হলে যখন দেখাচ্ছিল তখন ব্যস্ততার কারণে যেতে পারেনি। পরবর্তীতে ডিভিডি ভাড়া করতে যাবার সময় এক সহকর্মীর কাছে শোনে যে টিভিতে দেখানো হবে ওটা, তাই আর ডিভিডিও ভাড়া করেনি। কিন্তু আজ তাড়াহুড়ো করে বাসা থেকে বের হয়ে আসার সময় রেকর্ডারটা চালু করে আসতে ভুলে গেছে।

বেশ রাত হয়ে যাওয়াতে কোন 'উৎসাহী জনতা' চোখে পড়লো না। এমনকি খবরের চ্যানেলের কর্মীরাও উপস্থিত হয়নি এখনও। সাধারণ একটা খুনের কেস হলেই ভালো, সিনেমাটা পরবর্তী সময়ে দেখে নেয়া যাবে। তবে খুব বেশি আশা করাটা যে বোকামি হবে তা ভালো করেই জানে সে।

একজন গোমড়ামুখী পুলিশ অফিসার সটান দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সদর দরজার সামনে। কুসানাগি তার ব্যাজ দেখানোর সাথে সাথে অভিব্যক্তি বদলে গেল তার। 'শুভ সন্ধ্যা' জানিয়ে সরে দাঁড়ালো।

সামনের লনের একপাশে ফুলঝারের ধারে একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো কুসানাগি। চেহারা পরিস্কার বোঝা না গেলেও দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না তার। ওদিকটায় এগিয়ে গেল সে।

"তুমি এখানে কি করছো?"

ধীরে তার দিকে ফিরলো কাওরু উতসুমি, খুব একটা অবাক হয়নি। "শুভ সন্ধ্যা, ডিটেক্টিভ।"

BanglaBook.org

"বাইরে কি করছো তুমি?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"দেখছি। ব্যালকনিতেও আছে অনেকগুলো।"

"অনেকগুলো কি?"

"ফুলগাছ," উপরের দিকে নির্দেশ করে বলল উতসুমি।

ওপরে তাকিয়ে উতসুমির কথার প্রমাণ দেখতে পেলো কুসানাগি। ব্যালকনির ফাঁক গলে ইতস্তত বেরিয়ে আছে বেয়াড়া কতগুলো পাতাভর্তি ডাল। দেখে সাধারণই মনে হচ্ছে।

ডিপার্টমেন্টে সদ্য যোগ দেয়া ডিটেক্টিভের দিকে নজর ফেরালো সে। "আবারও প্রশ্নটা করি তাহলে," বলল কুসানাগি, "ভেতরে নেই কেন তুমি?"

"ওখানে লোকে গিজগিজ করছে, ইতোমধ্যেই ভিড় জমে গেছে।"

"ভিড় ভালো লাগে না তোমার?"

"সবাই যা দেখে ফেলেছে সেগুলো আবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার মধ্যে কোন যুক্তি খুঁজে পাই না আমি। তাছাড়া ফরেনসিকের লোকদের কাজের অসুবিধেও করতে চাইনি। তাই বাইরে এসে নিজের মত করে তদন্ত করছি।"

"তদন্ত? আমি তো দেখলাম ফুলের দিকে তাকিয়ে ছিলে!"

"ইতোমধ্যেই চারপাশের একবার ঘুরে আসা শেষ।"

"বেশ। ক্রাইম সিনটায় একবার উঁকি তো দিয়েছো?"

"আসলে ভেতরেই ঢুকিনি। দরজা থেকে ফিরে এসেছি," উতসুমি জবাব দিল।

হতাশ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো কুসানাগি। তার মতে একজন ডিটেক্টিভের প্রথম কাজ হওয়া উচিত ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। কিন্তু উতসুমি যে তার সাথে একমত নয়, সেটা স্পষ্ট।

"নিজে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে খারাপ করেছো বলবো না, তবে আমার সাথে ভেতরে আসতে হবে তোমাকে। কিছু জিনিস তদন্তকারীর নিজের চোখে দেখা উচিত।"

বাড়ীর সদর দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল কুসানাগি। চুপচাপ তার পিছু নিল উতসুমি।

ভেতরে স্থানীয় থানার লোকজন আর কুসানাগির নিজের ডিপার্টমেন্টের লোকেরা গিজগিজ করছে।

BanglaBook.org

জুনিয়র ডিটেক্টিভ কিশিতানি ওকে দেখে এগিয়ে এলো। "এত তাড়াতাড়ি আপনাকে ডেকে নিয়ে আসার জন্যে দুঃখিত, স্যার," শুকনো হাসি তার মুখে।

"ফালতু প্যাচাল রাখো," কুসানাগি বলল গম্ভীর স্বরে। "এটা কি আসলেও খুন?"

"এখনও নিশ্চিত নই আমরা। তবে সেরকমটাই মনে হচ্ছে।"

"পুরো ঘটনা বলো আমাকে। সংক্ষেপে।"

"এই বাড়ির মালিক মারা গিয়েছে, লিভিংরুমে। একা ছিল সে।"

"একা ছিল এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত?"

"এদিকে আসুন।"

কুসানাগিকে লিভিংরুমের দিকে নিয়ে গেল কিশিতানি, তাদের পেছনে উতসুমি। বড় একটা রুম, প্রায় পাঁচশো স্কয়ার ফিট। দুটো সবুজ রঙের চামড়ার সোফা আর একটা নিচু মার্বেলের টেবিল রাখা মাঝে।

টেবিলের পাশে সাদা টেপ দিয়ে মৃতদেহের একটা আউটলাইন আঁকা হয়েছে। লাশটা সরিয়ে ফেলেছে ফরেনসিকের লোকজন। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কিশিতানি বলল, "মৃতের নাম ইয়োশিতাকা মাশিবা, বিবাহিত, কোন সন্তান নেই।"

"সেটা এখানে আসার পথেই শুনেছি," কুসানাগি বলল, "লোকটা বোধহয় কোন একটা কোম্পানির প্রেসিডেন্ট ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ, একটা আইটি কোম্পানি। আজকে রোববার হওয়াতে অবশ্য অফিসে যায়নি। মনে হচ্ছে বাসা থেকে বের হবার সুযোগই মেলেনই তার।"

"মেঝেতে কিসের দাগ ওগুলো?" নিচের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"কফি। মৃতদেহের পাশেই পড়ে ছিল। আমাদের ফরেনসিকের একজন সিরিঞ্জ দিয়ে কিছুটা আলামতও সংগ্রহ করেছে। একটা কফি কাপও পেয়েছি।"

"লাশ প্রথমে আবিষ্কার করে কে?"

"ইয়ে..." বলে পকেট থেকে নোটপ্যাড বের করে কিশিতানি। "মহিলার নাম হিরোমি ওয়াকাইয়ামা। ভদ্রলকের স্ত্রীর শিক্ষানবিশদের একজন।"

BanglaBook.org

"শিক্ষানবিশ?"

"ইয়োশিতাকার স্ত্রী একজন বিখ্যাত *নকশীকাঁথা শিল্পী*।"

"নকশীকাঁথার আবার বিখ্যাত শিল্পীও আছে?"

"আমিও অবাক হয়েছিলাম প্রথমে। হয়তো মেয়েরা বেশি জানবে এ ব্যাপারে," বলে উতসুমির দিকে তাকালো কিশিতানি। "তুমি কি 'আয়ানে মিতা' নামে কাউকে চেনো?" জিজ্ঞেস করল সে। তার নোটপ্যাডে এই নামটাই লেখা।

"না," জবাবে বলল উতসুমি, "মেয়েরা বেশি জানবে এটা বললেন কেন?"

"এমনি, মনে হলো," মাথা চুলকে বলল কিশিতানি।

কোনমতে হাসি চাপলো কুসানাগি। অবশেষে অর্ডার দেয়ার মতন অধীনস্থ কাউকে পেয়েছে কিশিতানি, কিন্তু ভাগ্য খুব একটা সুপ্রসন্ন মনে হচ্ছে না তার। কিভাবে উতসুমির সাথে মানিয়ে চলতে হবে এ ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই।

"কিভাবে লাশের খোঁজ মিললো?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"ভদ্রলোকের স্ত্রী গতকাল স্যাপোরো গিয়েছে, বাবা-মা'র বাড়িতে। যাওয়ার আগে বাসার চাবি মিস ওয়াকাইয়ামার কাছে দিয়ে যায় সে। কবে ফিরবেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন বিধায় চাবি রেখে গেছেন। হঠাৎ জরুরি কোন দরকার হতে পারে। মিস ওয়াকাইয়ামা বলেছেন, মি. মাশিবার কোন অসুবিধে হচ্ছে কি না সেটা জানার জন্যে বেশ কয়েকবার ফোন দেন তিনি। তবে পাওয়া যাচ্ছিলো না তাকে। মোবাইলের পাশাপাশি ল্যান্ডলাইনেও কল দেয় মিস ওয়াকাইয়ামা, কিন্তু লাভ হয় না। তাই শেষমেষ সশরীরে এসে দেখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জানিয়েছেন যে প্রথম ফোনটা দিয়েছিলেন সাতটার দিকে আর এখানে এসে উপস্থিত হন আটটায়।

"তখনই মৃতদেহ দেখতে পান?"

"হ্যাঁ। নিজের ফোন থেকেই ৯৯৯-এ ফোন দেন এরপর। অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছাতে খুব বেশি সময় লাগে না। অ্যাম্বুলেন্সের সাথে একজন ডাক্তারও আসেন। পরীক্ষার সময় কিছুটা সন্দেহ হলে তিনি আমাদের ফোন দেন।"

"ওহ," বলে উতসুমির দিকে তাকালো কুসানাগি। ডান পাশের কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন দেখছে সে। "মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছেন যিনি, তিনি এখন কোথায়?"

BanglaBook.org

"বাইরে, একটা গাড়িতে বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন। চিফ আছেন তার সাথে।"

"কি? চিফও চলে এসেছেন? ভেতরে ঢোকার সময় তো তাকে চোখে পড়লো না," ভ্রু কুঁচকে বলল কুসানাগি। "মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?"

"বিষজাতীয় কিছু সেবনের কারণে মৃত্যু বলে প্রাথমিক ধারণা ফরেনসিকের। এটা আত্মহত্যাও হতে পারে...তবে খুনের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না। তা না-হলে তো আমাদের ডাকা হতো না, তাই না?"

"হুম," আড়চোখে আবারও উতসুমির দিকে তাকালো কুসানাগি, এখন রান্নাঘরে প্রবেশ করেছে সে। "মিস ওয়াকাইয়ামা যখন এখানে আসেন তখন দরজা ভেতর থেকে আটকানো ছিল?"

"তেমনটাই তো বলছেন।"

"জানালা আর স্লাইডিং ডোর?"

"দোতলার বাথরুমের জানালা বাদে না কি সবকিছুই বন্ধ ছিল।"

"ঐ জানালা দিয়ে কি কারও বের হওয়া সম্ভব?"

"আমি নিজে চেষ্টা করে দেখিনি, তবে মনে হয় না।"

"তাহলে সবাই কেন এটাকে খুন বলছে?" সোফায় বসে পায়ের ওপর পা তুলে দিল কুসানাগি। "তাদের ধারণা যে কফিতে বিষ মেশানো হয়েছে? তাহলে তো কফিতে বিষ মেশানোর পর আততায়ীর ঘটনা স্থল থেকে পালাতে হবে। ওরকম কিছুর আলামত তো নেই, নাহ, মিলছে না..."

"আপনার সাথে আমিও একমত।"

"আর কিছু জানা বাকি আছে আমার?"

"ফরেনসিকের লোকেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনের সময় মি. মাশিবার মোবাইল ফোনটা বেজে ওঠে একবার। ইবিসুর একটা রেস্টুরেন্ট থেকে ফোন দেয়া হয়। আজ রাত আটটার সময় দু'জনের একটা টেবিলের জন্যে রিজার্ভেশন দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারের সাথে কথা হয়েছে আমার। সে জানায় যে সাড়ে ছ'টার দিকে ফোন দিয়েছিলেন মাশিবা। আর আপনাকে তো বলেছিই যে মিস ওয়াকাইয়ামা সাতটার দিকে প্রথম কল করেছিলেন, কিন্তু ফোন ধরেননি ভদ্রলোক। সাড়ে ছ'টার সময় রেস্তোরাঁয় রিজার্ভেশন দেয়া কারো জন্যে সাতটার মধ্যে আত্মহত্যা করাটা একটু বেমানান।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," ভ্রু কুঁচকে বলল কুসানাগি, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে। "এই কথাটা আমি এখানে আসার পরপরই বলা উচিত ছিল তোমার।"

"সরি, আপনার অন্যান্য প্রশ্নের কারণে ভুলেই গিয়েছিলাম বলতে।"

"বেশ," বলে নিজের হাঁটুতে একবার চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালো কুসানাগি। এ সময় রান্নাঘর থেকে উতসুমি বেরিয়ে এলে হাত নেড়ে তার মনোযোগ আকর্ষণ করল সে, "এরকম ঘোরাঘুরি করছো কেন? কিশি আমাদের এখানকার সবকিছু খুলে বলছে, সেটা বুঝতে পারছো?"

"সব শুনেছি আমি। ধন্যবাদ, ডিটেক্টিভ কিশিতানি।"

জবাবে কেবল আলতো মাথা নাড়লো কিশিতানি।

"কাবার্ডের ব্যাপারে কিছু বলবে না কি?"

"এখানটায় দেখুন?" খোলা কাবার্ডের দরজার ভেতরের দিকটায় নির্দেশ করল উতসুমি। "এই শেলফটা অন্যান্যগুলোর তুলনায় একটু খালি খালি মনে হচ্ছে না?"

খালি জায়গাটায় অনায়াসে একটা প্লেট এঁটে যাবে।

"হুম, তো?"

"রান্নাঘরে ড্রাইং র‍্যাকে পাঁচটা শ্যাম্পেইন গ্লাস দেখেছি আমি।"

"তাহলে ওগুলোই হয়তো এখানে ছিল।"

"হয়তো।"

"হঠাৎ করে শ্যাম্পেইনের গ্লাস নিয়ে আলাপ শুরু করলে কেন?"

কুসানাগির দিকে তাকালো উতসুমি। একবার কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে, যেন বলবে কি না সেটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে। "আসলে ওরকম কিছু না," খানিক বাদে বলল সে, "আমার মনে হচ্ছে যে এখানে হয়তো কাওকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো হয়তো তখনই ব্যবহার করা হয়েছে।"

"খারাপ বলোনি, খুবই সম্ভব এটা। অবস্থাসম্পন্ন নিঃসন্তান দম্পতিরা কিছুদিন পরপরই পার্টির আয়োজন করে থাকে। কিন্তু মি. মাশিবা আত্মহত্যা করেছেন না কি খুন হয়েছেন তার সাথে এসবের কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না," বলে কিশিতানির দিকে ঘুরলো কুসানাগি। "মানুষের পক্ষে অদ্ভুত অনেক কিছুই করা সম্ভব। এক ঘন্টা পরে ডিনারের জন্যে টেবিল রিজার্ভেশন দিয়েও যদি কেউ আত্মহত্যা করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে কিছু করার নেই আমাদের।"

BanglaBook.org

এবারও কেবল মাথা নাড়লো কিশিতানি।

"মহিলার কি খবর?"

"মহিলা? মানে?"

"ভিক্টিম...মানে, মৃতের স্ত্রীর কথা বলছি আমি। তাকে কেউ ফোন দিয়েছে?"

"ওহ! না, এখনও তার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। স্যাপোরো শহর থেকে বেশ দূরে জায়গাটা। আর কোনভাবে কথা বলা সম্ভব হলেও কালকের আগে এখানে পৌঁছুবার সম্ভাবনা নেই।"

"হ্যাঁ, হোক্কাইদো এখান থেকে অনেক দূরে," কুসানাগি বলল, ভেতরে ভেতরে কিছুটা খুশিই হয়েছে। মহিলা যদি কাছাকাছি কোথাও থাকতো তাহলে কাউকে না কাউকে এখানে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হতো। চিফ মামিয়াকে যতটুকু চেনে সে, ওকেই থাকতে বলতেন তিনি। বেশি রাত হওয়াতে প্রতিবেশীদের সাথেও আজকে আর কথা বলা যাবে না। বাসায় ফিরে কি করবে-এসব নিয়ে ভাবছে এমন সময় মামিয়া প্রবেশ করলেন ভেতরে।

"কুসানাগি, তুমি এখানে! অবশেষে আসার সময় হলো তাহলে।"

"অনেক আগেই এসেছি আমি। কিশিতানি সবকিছু খুলে বলেছে ইতোমধ্যে।"

মাথা নাড়লো মামিয়া, এরপর ঘুরে দরজার বাইরে তাকিয়ে বলল, "ভেতরে আসুন।" ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের ছিপছিপে গড়নের এক নারী প্রবেশ করল। ঘন কালো চুল পিঠ অবধি ছড়িয়ে আছে। চুলের রঙ তার ফর্সা চেহারার ঔজ্জ্বল্য যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে এ মুহূর্তে কিছুটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তাকে।

হিরোমি ওয়াকাইয়ামা।

"আপনি বলছিলেন যে রুমে পা দিয়েই মৃতদেহটা চোখে পড়েছে আপনার, তাই না?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল তাকে। "এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, তখনও তো এখানেই ছিলেন?"

বেশ কিছুক্ষণ পর মেঝের দিক থেকে দৃষ্টি উঠিয়ে সোফার দিকে তাকালো হিরোমি। সন্ধ্যায় দেখা দৃশ্যটা পুনরায় মনে করার চেষ্টা করছে। প্রসাধনী কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে ব্যাপারে ভালোই জ্ঞান রাখে সে। অবশ্য মেক-আপ ব্যবহার ছাড়াও সৌন্দর্য ম্লান হবে না তার।

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," অবশেষে ক্ষীন গলায় বলল সে।

কুসানাগির কেন যেন মনে হলো যে হিরোমির দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হচ্ছে। হয়তো তার ক্ষীণ কণ্ঠ অথবা শারীরিক গঠনের কারণে। এখনও ঘোরের মধ্যে আছে সে, সন্দেহ নেই।

"আজকের আগে শেষবার এখানে আপনার পা পড়েছিল গত পরশু?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল।

মাথা নেড়ে সায় জানালো হিরোমি।

"কোন পার্থক্য কি চোখে পড়ছে? কোন অসামঞ্জস্য?"

ভয়ে ভয়ে আশপাশে একবার তাকালো সে, এরপর দ্রুত মাথা ঝাঁকালো, "আমি আসলে নিশ্চিত নই। এখানে কালকে আরো কয়েকজন ছিল। ডিনার পার্টির আয়োজন করেছিলেন মাশিবা আর আয়ানে..." গলা কাঁপছে তার।

মাথা নাড়লেন মামিয়া, তার চোখে সহানুভূতি।

"আপনাকে আজকে আর খুব বেশিক্ষণ এখানে আটকে রাখবো না। বাসায় গিয়ে এখন বিশ্রাম নেয়া উচিত। কালকে আপনার সাথে যোগাযোগ করা হবে, ঠিক আছে?"

"আচ্ছা," বলল হিরোমি, "কিন্তু খুব বেশি কিছু বলার নেই আমার।"

"জানি, তদন্তের জন্যে ছোটখাটো সব তথ্যই দরকার। আশা করি আপনি আমাদের সাহায্য করবেন।"

"ঠিক আছে," মাথা নিচু করেই বলল হিরোমি।

"আমার একজন লোক আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবে," বলে কুসানাগির দিকে তাকালেন মামিয়া। "তুমি এখানে এসেছো কিভাবে? গাড়ি এনেছো?"

"না, ট্যাক্সি।"

"আজকেই গাড়ি বাসায় রেখে আসলে!"

বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছিলেন মামিয়া, এমন সময় উতসুমি বলে উঠল, "আমি গাড়ি এনেছি।"

অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো কুসানাগি। "তুমি টোকিওর রাস্তায় নিজের গাড়ি নিয়ে বের হও? এই বেতনে?"

"এখানে আসার জন্যে যখন যোগাযোগ করা হয় তখন একটা রেস্তোরাঁয় ছিলাম আমি, দুঃখিত।"

BanglaBook.org

"দুঃখিত হবার কিছু দেখছি না," বললেন মামিয়া, "তুমি কি মিস ওয়াকাইয়ামাকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারবে?"

"অবশ্যই, তবে তার আগে তাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি।"

"কি প্রশ্ন?" নতুন ডিটেক্টিভের এহেন কথায় অবাক না হয়ে পারলেন না মামিয়া।

হিরোমির চেহারায় যেন মেঘ ডেকেছে।

"মি. মাশিবা যখন মেঝেতে পড়ে যান তখন নিশ্চয়ই তিনি কফি খাচ্ছিলেন। আমি জানতে চাই, তিনি কাপের সাথে পিরিচ ব্যবহার করতেন কি না?"

হিরোমির চোখজোড়া বড় হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে। "একা একা কফি খাওয়ার সময় পিরিচ না ব্যবহার করাটাই স্বাভাবিক।"

"তাহলে মনে হচ্ছে আজকে সকালে অথবা গতকাল কোন অতিথি এসেছিল তার সাথে দেখা করতে," আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলল উতসুমি। "সেটা কে হতে পারে জানেন?"

"কিভাবে বুঝলে যে এখানে কেউ এসেছিল?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"সিঙ্কে এখনও একটা কফির কাপ আর দু'টা পিরিচ পড়ে আছে। মি. মাসিবা যদি একা একাই কফি খেয়ে থাকেন তাহলে দু'টা পিরিচের কি দরকার? একটাই তো বের করার কথা না।

কিশিতানি রান্নাঘরে গিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে এলো। "ঠিক বলেছে উতসুমি। ওখানে একটা কাপ আর দু'টা পিরিচ রাখা।"

মামিয়ার সাথে একবার দৃষ্টি বিনিময় করে হিরোমি ওয়াকাইয়ামার দিকে তাকালো কুসানাগি।

"জানেন কিছু?"

মাথা ঝাঁকালো হিরোমি। "না..." ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল সে, "এখানে তো সেদিনের পার্টির পরে আর আসিনি আমি। আজকে কেউ এসেছিল কি না সেটা কিভাবে জানবো?"

আবারও মামিয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি। উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়লেন তিনি। "আপনাকে আর এখানে আটকে রাখবো না আমরা। উতসুমি, তুমি বাসায় পৌঁছে দাও তাকে। কুসানাগি, যাও ওদের সাথে।"

"জি, স্যার," কুসানাগি বলল। মামিয়ার উদ্দেশ্য পরিস্কার বুঝতে

BanglaBook.org

পারছে সে। মিস ওয়াকাইয়ামা কিছু একটা লুকোচ্ছে, তার কাজ সেই তথ্য বের করা।

তিনজন একসাথে বাসাটা থেকে বের হলো। ওদের অপেক্ষা করতে বলে গাড়ি আনতে গেল উতসুমি, কাছেরই একটা পার্কিং লটে রাখা আছে সেটা।

অপেক্ষার সময়টুকুতে পাশে দাঁড়ানো হিরোমির দিকে নজর রাখলো কুসানাগি। একদম বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে তাকে। তবে বিধ্বস্ততার পেছনে লাশ আবিষ্কারের পাশাপাশি অন্য কারণও থাকতে পারে।

"আপনার কি শীত করছে?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"না, ঠিক আছি আমি।"

"আজকে কোথাও যাওয়ার কথা ছিল আপনার?"

"আজকে? কেন?"

"এমনি জানতে চাচ্ছিলাম।"

হিরোমির চেহারার উদ্বিগ্ন ভাবটা ফিরে এসেছে। কিছু বলবে কি না সেটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে।

"আপনি বোধহয় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে ফেলেছেন," কুসানাগি বলল, "তবুও আবারো জিজ্ঞেস করছি..."

"কি?"

"মি. মাশিবাকে কেন ফোন দিয়েছিলেন সন্ধ্যায়?"

"মিসেস মাশিবা যে আমাকে চাবি দিয়ে গেছেন, সেটা জানেন বোধহয়? তাই মনে হলো একবার ফোন দিয়ে দেখি মি. মাশিবা ঠিকঠাক আছেন কি না। স্বামীকে একা ফেলে সচরাচর কোথাও যান না মিসেস মাশিবা। যদি কোন কিছু দরকার হতো..."

"তিনি যখন ফোন ধরলেন না, তখন এখানে আসার সিদ্ধান্ত নেন আপনি?"

"জি," আস্তে করে মাথা নেড়ে বলে হিরোমি।

"কিন্তু লোকে তো অনেক কারণেই ফোন না ধরতে পারে, সেটা ল্যান্ডলাইন হোক কিংবা মোবাইলেই হোক। হয়তো জরুরি কোন কাজের কারণে ধরতে পারছিল না। আপনার কি এরকম কিছু মনে হয়নি?"

"না," কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল হিরোমি।

BanglaBook.org

"কেন? আপনি কি নির্দিষ্ট কোন ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন?"

"না, ওরকম কিছু না। শুধু মনে হচ্ছিল যে কি যেন একটা ঠিক নেই..."

"মনে হচ্ছিলো?"

"কারো খোঁজ নিতে বাসায় এসে পড়া কি বড় ধরণের কোন অপরাধ?"

"অবশ্যই না। আসলে আপনার সিদ্ধান্তে আমি অবাক হবার পাশাপাশি কিছুটা মুগ্ধও হয়েছি। অনেকেই তো প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়ের কাছে বাসার চাবি রেখে যায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা কোন প্রকার বাড়তি দায়িত্ব নিতে চায় না, চিন্তা করা তো দূরের কথা। আপনার কাজটা প্রশংসার দাবিদার।"

মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল হিরোমি। কুসানাগির কথাগুলো তার ওপর কিরকম প্রভাব ফেলেছে তা বোঝা সম্ভব হলো না।

একটা লাল রঙের মিতসুবিশি পাজেরো বাড়িটার সামনে উপস্থিত হলো এ সময়। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এলো উতসুমি।

"পাজেরো!" বিস্ময় গোপন করল না কুসানাগি।

"চালিয়ে মজা," বলল উতসুমি। "উঠে পড়ুন তাহলে," হিরোমির জন্যে পেছনের সিটের দরজা খুলে দিয়ে বলল সে।

চালকের আসনে বসে জিপিএস সেট করতে শুরু করল উতসুমি, ইতোমধ্যেই হিরোমির বাসার ঠিকানা জেনে নিয়েছে সে। দাইগাকু রেল স্টেশনের কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্টে। গাড়ি চলতে শুরু করার অল্প সময় পর সামনে ঝুঁকে এলো হিরোমি ওয়াকাইয়ামা, জিজ্ঞেস করল, "মি. মাশিবার মৃত্যু একটি দুর্ঘটনা...না কি আত্মহত্যা?"

রিয়ারভিউ মিররে উতসুমির সাথে চোখাচোখি হলো কুসানাগির।

"এখনও নিশ্চিত করে বলা সম্ভব হচ্ছে না," বলল সে, "আগে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসুক।"

"কিন্তু আপনারা তো হোমিসাইড ডিপার্টমেন্টের লোক, তাই না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের ডাকা হয়েছে কারণ এটা একটা হত্যাকাণ্ড 'হতেও পারে'–তা ভেবে। এর চেয়ে বেশি কিছু এমুহূর্তে বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।"

"আচ্ছা," ক্ষীণকণ্ঠে বলল হিরোমি।

"একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ ধরেই করতে চাচ্ছি আপনাকে, মিস

BanglaBook.org

ওয়াকাইয়ামা," যতটা সম্ভব স্বাভাবিক স্বরে বলল কুসানাগি, "এটা যদি আসলেও হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে কে দায়ি হতে পারে সে ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে?"

"না," আগের সুরেই বলল হিরোমি। "মি. মাশিবা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু আসলে জানি না আমি। তাকে শুধু আমার শিক্ষকের স্বামী হিসেবে চিনি।"

"বেশ। ওরকম কিছু যদি পরে মনে পড়ে তাহলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন।"

চুপচাপ বসে রইলো হিরোমি। একবার মাথাও নাড়লো না।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটার সামনে তাকে নামিয়ে দিল ওরা। এ সময় সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে এসে বলল কুসানাগি।

"কি মনে হচ্ছে তোমার," রাস্তার দিকে তাকিয়ে করল প্রশ্নটা।

"মানসিকভাবে যথেষ্ট শক্ত মহিলা," গাড় চালাতে চালাতে জবাব দিল উতসুমি।

"তাই?"

"হ্যাঁ। আমাদের সামনে একবারের জন্যেও কাঁদেনি।"

"হয়তো অতটা কষ্ট পায়নি।"

"নাহ, আমরা পৌঁছুনোর আগে কাঁদছিল। অ্যাম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত সময়টুকুতে অবশ্যই কেঁদেছে ।"

"সেটা কিভাবে জানলে?"

"তার মেক-আপ। দেখে বোঝাই যাচ্ছিল যে তাড়াহুড়ো করে ঠিক করা হয়েছে।"

জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো কুসানাগি। "আসলেই?"

"কোন সন্দেহ নেই।"

"কিছু ব্যাপার শুধু নারীদের চোখেই পড়ে," বলল সে, "এবং অবশ্যই সেটা একটা ভালো দিক," দ্রুত যোগ করতে ভুললো না।

"জানি আমি," হাসলো উতসুমি, "তাকে দেখে আপনার কেমন মনে হয়েছে, ডিটেক্টিভ কুসানাগি?"

BanglaBook.org

"এক শব্দে বলতে গেলে—সন্দেহজনক। এরকম ফোন না ধরতেই হুট করে একজনের বাসায় এসে উপস্থিত হওয়াটা সন্দেহজনক।"

"ঠিক বলেছেন। আমি হলে এভাবে একজন অপরিচিত পুরুষ মানুষের খোঁজ নিতে বাসায় এসে হাজির হতাম না।"

"তোমারও কি মনে হয়, মি. মাশিবার সাথে তার কোন সম্পর্ক ছিল? না কি আমি একটু বেশিই ভেবে ফেলছি?"

"এখানে বেশি ভাবার কিছু নেই। বরং তাদের মধ্যে সম্পর্ক না থাকলেই অবাক হবো। আমার মতে আজ রাতে একসাথে ডিনার সারার পরিকল্পনা ছিল তাদের।"

"ইবিসুর রেস্তোরাঁটায়," তুড়ি বাজিয়ে বলল কুসানাগি।

"কেউ উপস্থিত হয়নি বিধায় ফোন দিয়েছিল তারা, দু'জনের জন্যে একটা টেবিল রিজার্ভ করা হয়েছিল। অর্থাৎ মি. মাশিবার পাশাপাশি যার সাথে ডিনার করার কথা ছিল তার, সে-ও উপস্থিত হয়নি।"

"সেটা হিরোমি ওয়াকাইয়ামা হবার সম্ভাবনাই বেশি," কুসানাগি বলল।

"যদি তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে খুব দ্রুতই সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।"

"কিভাবে?"

"সিঙ্কের কফি কাপটা এখনও ধোয়া হয়নি, অর্থাৎ আঙুলের ছাপ মিলবে সেখান থেকে।"

"ঠিক। কিন্তু," কুসানাগি ভ্রু উঁচিয়ে বলল, "তাদের মধ্যে প্রণয় আছে বলেই যে হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে সন্দেহ করতে হবে, তেমনটা নয় কিন্তু।"

"জি," বলে একপাশে গাড়ি থামিয়ে ফোন বের করল উতসুমি, "আমি একটা ফোন করলে কোন সমস্যা হবে?"

"কাকে ফোন দেবে?"

"মিস ওয়াকাইয়ামাকে, আর কাকে?"

কুসানাগি জবাবে কিছু বলার আগে নম্বরগুলো ডায়াল করে কানে ফোন চাপালো উতসুমি। "মিস ওয়াকাইয়ামা? আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে উতসুমি বলছি। বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু আপনার আগামীকালের শিডিউল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম..." বলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল সে, "আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

BanglaBook.org

ফোন কেটে দিল উতসুমি।

"কি বলল?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"সেরকম কোন কাজ না কি নেই। বাসাতেই থাকবে। সেলাইয়ের স্কুলে যাবে না।"

"হুম," বলল কুসানাগি।

"আমি কিন্তু আসলে তার শিডিউল জানার জন্যে ফোন দেইনি," আড়চোখে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল উতসুমি।

"তাহলে?"

"কাঁদছিলেন মিস ওয়াকাইয়ামা, লুকোনোর চেষ্টা করেও সক্ষম হননি। অর্থাৎ আমদের দৃষ্টির আড়াল হওয়া মাত্র নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি।"

সিটে সোজা হয়ে বসলো কুসানাগি। "এইজন্যে ফোন দিয়েছিলে? কাঁদছে কি না জানার জন্যে?"

"মানুষ অনেক সময় প্রাথমিক শকের কারণে অপরিচিত লোকের মৃত্যুতেও কাঁদে। কিন্তু ঘটনার এতক্ষণ পর..."

"অর্থাৎ জীবনের *'নিষ্ঠুর অনিশ্চয়তা'* উপলব্ধির কারণে নয়, বরং শুরুতেও মি. মাশিবার জন্যে মন থেকেই কাঁদছিলেন হিরোমি ওয়াকাইয়ামা," তার হয়ে বাক্যটা শেষ করল কুসানাগি। মুখে হাসি ফুটেছে তার। "ভালো দেখিয়েছো, জুনিয়র ডিটেক্টিভ।"

"ধন্যবাদ, ডিটেক্টিভ কুসানাগি," উতসুমির ঠোঁটেও হাসি। "জীবনের 'নিষ্ঠুর অনিশ্চয়তা'–চাইলেই তো সাহিত্যিক হতে পারতেন আপনি!"

পরদিন সকাল সাতটায় ফোনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল কুসানাগির। চিফ মামিয়া ফোন দিয়েছেন।

"এত সকালে," রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বলল কুসানাগি।

"বাসায় যে ঘুমোতে পেরেছো সেটার জন্যে শুকরিয়া আদায় করো। মাগুরো পুলিশ স্টেশনে কালকের ঘটনাটা একটা মিটিং আছে। আমরা সবাই সেখানেই যাবো, আজকের রাতটা ওখানে কাটাতে হতে পারে।"

"এটা বলার জন্যে এত সকালে ফোন দিয়েছেন? যাতে মিটিংয়ে যাওয়ার সময় টুথব্রাশ নিয়ে যাই?"

BanglaBook.org

"নাহ। তোমাকে হানেদায় যেতে হবে আজকে।"

"হানেদা? হানেদায় কি আবার?"

"এয়ারপোর্ট! মিসেস মাশিবা স্যাপোরো থেকে ফিরবেন আজ। তাকে সেখান থেকে সরাসরি স্টেশনে নিয়ে আসবে।"

"তিনি নিশ্চয়ই জানেন এ ব্যাপারে?"

"জানা তো উচিত। উতসুমির সাথে যাবে তুমি, তার গাড়িতে। আটটার সময় ল্যান্ড করবে প্লেন।"

"সকাল আটটা!"

ফোন ছেড়ে লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলো কুসানাগি।

তাড়াহুড়ো করে তৈরি হচ্ছে এমন সময় বেজে উঠল ফোনটা। ইতোমধ্যেই ওর বাসার সামনে এসে পড়েছে উতসুমি। মানিব্যাগ পকেটে ঢুকিয়ে, জুতো পরে দৌড়ে বাসা থেকে বের হলো কুসানাগি।

উতসুমি গাড়িতে হেলান দিয়ে অপেক্ষা করছিল। কুসানাগি পাজেরোর প্যাসেঞ্জার সিটটায় উঠে বসা মাত্র গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

"আবারও একই কাহিনী। ভিক্টিমের পরিবারের লোকজনের সাথে দেখা করার অভিজ্ঞতাটা কখনোই সুখকর নয়," সিট বেল্ট লাগিয়ে বলল কুসানাগি।

"চিফ তো বললেন যে এই কাজের জন্যে আপনার চেয়ে ভালো কেউ নেই ডিপার্টমেন্টে।"

"চিফ নিজে এটা বলেছে?"

"বলেছেন যে আপনার চেহারা দেখলেই না কি এক ধরণের 'প্রশান্তি' বোধ করে তারা।"

"ওহ," নাক দিয়ে শব্দ করে বলল কুসানাগি। "অর্থাৎ আমার চেহারায় গর্দভ গর্দভ ভাব আছে।"

আটটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে এয়ারপোর্টে পৌঁছালো ওরা। এরাইভাল লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে আয়ানে মাশিবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলো। একটা কমলা রঙের কোট পরনে থাকার কথা তার, হাতে নীল রঙের স্যুটকেস থাকবে।

"উনিই না কি?" একজনকে এগিয়ে আসতে দেখে ইশারা করল উতসুমি।

BanglaBook.org

কুসানাগিও তাকালো ওদিকে। ওদের কাছে থাকা বর্ণনার সাথে মিলে গিয়েছে মহিলার অবয়ব। দু'চোখে রাজ্যের বিষন্নতা; তার ব্যক্তিত্বের কিছু একটা নজর কাড়লো কুসানাগির–বাড়তি গাম্ভীর্যটুকুই বোধহয়। "উনিই মিসেস মাশিবা," নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই কেন যেন কর্কশ শোনাচ্ছে তার, কথা জড়িয়ে আসছে যেন।

যেন হঠাৎই হৃৎপিণ্ডটা লাফ দিয়ে গলার কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে। এক মুহূর্তের জন্যেও আয়ানে মাশিবার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না। কিন্তু কেন?

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

পরিচিতি পর্ব শেষে প্রথমেই আয়ানে মাশিবা জিজ্ঞেস করল যে তার স্বামীর মৃতদেহ বর্তমানে কোথায় আছে।

"স্থানীয় আদালত ময়নাতদন্তের অনুমতি দিয়েছে," কুসানাগি ব্যাখ্যার স্বরে বলল, "আমি ঠিক বলতে পারবো না যে এই মুহূর্তে কোথায় আছে মৃতদেহ, কিন্তু শিগ্রই জেনে আপনাকে জানাবো।"

"তাহলে তাকে শেষবারের মতন দেখতেও পাবো না," আয়ানে বলল। চোখজোড়া কোটরে ঢুঁকে গেছে তার; চুল উসকোখুসকো। খুব কষ্ট করে কান্না চেপে রেখেছে।

ফোনটা পাওয়ার পর থেকে নিশ্চয়ই এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমায়নি। "ময়নাতদন্ত শেষে যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহ হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা হবে," কুসানাগির নিজের কানেই কথাগুলো বড় ঠুনকো শোনালো। ভিক্টিমের পরিবারের সাথে কথা বলতে সবসময়ই ভীষণ অস্বস্তিবোধ হয় তার, কিন্তু এবার সেই অস্বস্তির পরিমাণ কেন যেন অনেক বেশি।

"ধন্যবাদ," জবাবে বলল আয়ানে।

গতানুগতিক নারীদের তুলনায় মহিলার গলা একটু অন্যরম ঠেকলো কুসানাগির কাছে। সম্মোহনী একটা ভাব আছে।

"মাগুরো সিটি পুলিশ স্টেশনে আপনার সাথে কিছু কথা বলতে চাই আমরা, যদি আপনার কোন সমস্যা না থেকে থাকে।"

"হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমাকে আগেই ফোনে জানানো হয়েছে।"

"বেশ, চলুন তাহলে। বাইরে গাড়ি পার্ক করে রেখেছি আমরা।"

উতসুমির পাজেরোর পেছনের সিটের দরজা খুলে আয়ানেকে ভেতরে প্রবেশে সহায়তা করল কুসানাগি। এরপর চালকের পাশের আসনে উঠে বসলো।

"গতকাল রাতে আপনার সাথে যোগাযোগ করা যাচ্ছিলো না। কিভাবে জানলেন সবকিছু?" পেছনে ঘুরে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"আমার বাড়ির কাছেই একটা হট স্প্রিং রিসোর্ট আছে। এক বন্ধুর সাথে সেখানে গিয়েছিলাম। ফোনটাও বন্ধ করে রেখেছিলাম, তাই পাননি

BanglaBook.org

বোধহয় আপনারা। ঘুমোতে যাবার আগ দিয়ে মেসেজ দেখার জন্যে ফোন চালু করতেই দেখি অনেকগুলো ভয়েস মেসেজ এসে জমা হয়েছে," বলে লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো আয়ানে। "প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ হয়তো ঠাট্টা করছে আমার সাথে। পুলিশ বার্তা পাঠাবে এটা কে আশা করে বলুন?"

"এরকম ঘটনা কোনরকম পূর্বাভাস ছাড়াই ঘটে যায়," কুসানাগি একমত প্রকাশ করে বলল।

"কিরকম ঘটনা! আমাকে পরিস্কার করে কেউ কিছুই বলেনি, শুধু বলেছে যে ও..." কেঁপে উঠল আয়ানের কণ্ঠ। ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল কুসানাগি। আয়ানে আসলে নির্দিষ্ট একটা প্রশ্নের উত্তর চায়, কিন্তু সেই প্রশ্নটা কোনভাবেই মুখে আনতে পারছে না।

"ফোনে আপনাকে কি বলা হয়েছে?"

"বলেছে যে আমার স্বামী মারা গেছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে কিছু 'ধোঁয়াশা' সৃষ্টি হয়েছে, তাই পুলিশি তদন্ত হবে। আর কিছু না।"

এটুকুই বলা হবে জানা ছিল কুসানাগির। খবরটা শোনার পর আয়ানের মনের অবস্থা কি হয়েছিল ভাবতেই গলা শুকিয়ে গেল তার। সকালে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এসে প্লেনে উঠেছে কিভাবে? "আপনার স্বামী বাসাতেই মারা গিয়েছেন," মহিলাকে বলল সে। "মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি, তবে তার শরীরে দৃশ্যমান কোন ক্ষত ছিল না। হিরোমি ওয়াকাইয়ামা তাকে লিভিং রুমে মৃত অবস্থায় আবিষ্কার করে।"

"হিরোমি..." আয়ানে যে 'যারপরনাই' অবাক হয়েছে সেটা তার দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারলো কুসানাগি।

একবার উতসুমির সাথে চোখাচোখি হলো তার।

দু'জনে একই জিনিস ভাবছি, মনে মনে বলল কুসানাগি। হিরোমি ওয়াকাইয়ামা আর ইয়োশিতাকা মাশিবার সম্পর্ক নিয়ে তারা কথা বলেছে বারো ঘন্টাও হয়নি। মিস ওয়াকাইয়ামা হচ্ছে আয়ানের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষার্থী। তাদের বাসাতেও নিশ্চয়ই নিয়মিত যাতায়াত ছিল হিরোমির। আর যদি আয়ানের স্বামীর সাথে তার সম্পর্ক থেকে থাকে তাহলে কেসটা একদমই গতানুগতিক হয়ে যাবে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আয়ানে কতটুকু জানে। হিরোমির সাথে সম্পর্ক নিশ্চয়ই ভালো ছিল তার। কুসানাগির অভিজ্ঞতায় বলে যে খুব বেশি ঘনিষ্ঠ লোকেরা একে অপরের কাছ থেকে অনেক কিছুই লুকায়।

BanglaBoi.org

"আপনার স্বামীর কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতা ছিল?" জিজ্ঞেস করল সে।

জবাবে মাথা ঝাঁকালো আয়ানে। "না, নিয়মিত চেক-আপ করাই আমরা। কখনো কোন কিছু ধরা পড়েনি। খুব বেশি ড্রিঙ্কও করতো না ও।"

"কখনো অজ্ঞান হয়ে যাননি অকস্মাৎ?"

"নাহ, ওরকম কিছু হয়নি কখনো। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না, কিভাবে হলো এটা?" কপালে হাত দিয়ে বলল আয়ানে। দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড মাথাব্যথা করছে তার।

এখনই বিষের ব্যাপারে কোন বক্তব্য করা ঠিক হবে না। বরং ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে না পাওয়া অবধি আত্মহত্যা বা খুনের ব্যাপারেও কিছু বলবে না বলে ঠিক করল কুসানাগি।

"আসলে আমরা প্রাথমিকভাবে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে আসছি না এখনই। তবে আপনার স্বামী যেহেতু মৃত্যুর সময় একা ছিলেন বাসায়, তাই সবকিছুই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হচ্ছে। গতকাল মিস হিরোমির সাথে কথাও বলেছি। এখন যেহেতু আপনি এসে পড়েছেন, আমাদের জন্যে আরো ভালো হলো।"

"হ্যাঁ, সেটা আমাকে ফোনেও জানানো হয়েছে।"

"আপনি কি স্যাপোরোতে প্রায়ই যান?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল আয়ানে। "বিয়ের পরে এবারই প্রথম গিয়েছিলাম।"

"আপনার বাবা-মা তো ওখানে থাকেন? সবকিছু ঠিক আছে সেখানে?"

"ফোনে আমাকে বলা হয়েছিল যে বাবার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। কিন্তু ওখানে গিয়ে দেখি খুব একটা খারাপ অবস্থা নয় তার, যতটা আমাকে বলা হয়েছিল। তার জন্যেই গিয়েছিলাম স্যাপোরোতে।"

মাথা নাড়লো কুসানাগি। "মিস ওয়াকাইয়ামার কাছে চাবি রেখে গিয়েছিলেন কেন?"

"আমি দূরে থাকা অবস্থায় বাসায় যদি কোন জরুরি দরকার পড়ে, সেই ভেবেই রেখে গিয়েছিলাম। আমার অনেক কাজে সাহায্য করে ও। আর আমি সেলাইয়ের কাপড়সহ অনেক কিছুই বাসায় মজুদ রাখি। ক্লাসে সেগুলোর দরকার হলে হিরোমি বাসা থেকে নিয়ে আসতে পারতো।"

"মিস ওয়াকাইয়ামা বলছিলেন যে আপনার স্বামীর জন্যে চিন্তা হচ্ছিল

BanglaBook.org

তার। তাই ফোন না ধরায় বাসায় গিয়েছেন। আমি ভাবছিলাম...” সাবধানে পরের কথাগুলো বলল কুসানাগি, “আপনি কি তাকে এ ব্যাপারে কিছু বলে গিয়েছিলেন কি না।”

ভ্রুজোড়া মৃদু কুঁচকে গেল আয়ানের। “সরাসরি ওরকম কিছু বলিনি। কিন্তু আমার হাবভাবে ও হয়তো ধরে নিয়েছে। সবসময়ই অন্যদের নিয়ে ভাবে মেয়েটা। তাছাড়া বিয়ের পর এই প্রথম ইয়োশিতাকাকে একা রেখে কোথাও গিয়েছিলাম আমি...তাই হয়তো...” এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল সে, “কেন, চাবি রেখে গিয়ে কি কোন ভুল করেছি?”

“না না–ওরকম কিছু না। আমি শুধু মিস ওয়াকাইয়ামা গতকাল আমাদের যা বলেছেন সেটা যাচাই করছিলাম।”

দু'হাতে মুখ ঢাকলো আয়ানে। “আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। একদম সুস্থ ছিল ও। শুক্রবারেও আমাদের দুইজন বন্ধু দাওয়াতে এসেছিল বাসায়। তাদের সাথে হাসিমুখে কথা বলেছে ও,” কাঁপছে আয়ানের কণ্ঠস্বর।

“আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থা,” শান্তস্বরে বলল কুসানাগি। “আমি দুঃখিত যে এরকম পরিস্থিতিতেও প্রশ্ন করতে হচ্ছে আমাকে। শুক্রবারে কারা এসেছিল আপনাদের বাসায়?”

“আমার স্বামীর কলেজের এক বন্ধু আর তার স্ত্রী,” তাতসুহিকো আর ইউকিকো ইকাইয়ের নাম বলল আয়ানে। “আমার একটা অনুরোধ আছে,” হঠাৎই চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল তার।

“নির্দ্বিধায় বলুন,” কুসানাগি বলল।

“আমাদের কি সরাসরি পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে?”

“আপনার কি কোন কাজ আছে এ মুহূর্তে?”

“আমি আগে বাসায় যেতে চাই, যদি সম্ভব হয়। আমি জানতে চাই যে কোথায় মারা গেছে ও...কিভাবে মারা গেছে। কোন সমস্যা হবে?”

আবারো উতসুমির দিকে তাকালো কুসানাগি। তবে এবার চোখাচোখি হলো না তাদের। একাগ্রচিত্তে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

“আমাকে চিফ ডিটেক্টিভের সাথে কথা বলতে হবে আগে,” বলে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল কুসানাগি।

মামিয়া ফোন ধরলে তাকে আয়ানের অনুরোধের ব্যাপারে জানালো

BanglaBook.org

কুসানাগি। গুঙিয়ে উঠল লিড ডিটেক্টিভ, এরপর বলল, "ঠিক আছে...তবে পরিস্থিতি খানিকটা বদলে গেছে। তার সাথে বাসাতে কথা বললেই বরং ভালো হবে এখন। আসো তোমরা।"

"বদলে গেছে মানে?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"এসো, তারপর বলছি।"

"ঠিক আছে," বলে কলটা কেটে দিল কুসানাগি। "আপনার বাসাতেই যাবো আমরা," আয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল।

"ধন্যবাদ," নিচু স্বরে বলল আয়ানে।

আবারো সামনের রাস্তায় চোখ দিল কুসানাগি।

পেছনে বসা আয়ানে মোবাইল বের করে একটা নম্বরে ডায়াল করল।

"হ্যালো...হিরোমি?"

খানিকটা উদ্বিগ্ন বোধ করল কুসানাগি। সে ভাবেনি গাড়ি থেকে কাউকে ফোন করবে আয়ানে। বিশেষ করে হিরোমিকে। কিন্তু এখন তো মানা করাও সম্ভব নয়।

"...আমি জানি," আয়ানে বলছে ফোনে। "এখন দু'জন ডিটেক্টিভের সাথেই আছি আমি। বাসার দিকে যাচ্ছি। তোমার ওপর দিয়ে যে কি গেছে সেটা ভেবেই খারাপ লাগছে আমার।"

হৃৎস্পন্দন ক্রমশই দ্রুততর হচ্ছে কুসানাগির। মাথায় চিন্তার ঝড়। ওপাশে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা কি বলছে কে জানে। প্রেমিকের মৃত্যুতে আবেগের বশবর্তী হয়ে সবকিছু খুলে না বললেই হয়। অবশ্য সেরকমটা ঘটলে আয়ানের চেহারা দেখেই বোঝা যাবে।

"...সেটাই বলেছে আমাকে। তুমি ঠিক আছো? খাওয়া-দাওয়া বন্ধ কোরো না দয়া করে...আচ্ছা। যদি খুব বেশি সমস্যা না হয়, আসতে পারবে এখন? কারো সাথে কথা বলতে পারলে ভালো লাগবে আমার।"

কুসানাগি আশা করেনি যে হিরোমিকে বাসায় আসতে বলবে আয়ানে। এ পাশের কথোপকথন শুনে মনে হলো ওদের সাথে যেভাবে কথা বলেছে মিস ওয়াকাইয়ামা, আয়ানের সাথেও একই ভঙ্গিতে কথা বলেছে।

"তুমি আসলেই ঠিক আছো তো? আচ্ছা, তাহলে দেখা হচ্ছে। সাবধানে এসো।" ফোন কেটে দিল আয়ানে। পেছনের সিট থেকে তার ফোঁপানোর শব্দ কানে এলো কুসানাগির।

"মিস ওয়াকাইয়ামাও কি আসছেন?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। ওহহো! সে আসাতে কোন সমস্যা হবে না তো?"

"নাহ। তিনিই তো মি. মাশিবার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছিলেন প্রথমে। তার কাছ থেকেই সব শুনলে ভালো হবে আপনার জন্যে," কুসানাগি বলল ঘাড় না ঘুরিয়েই, ভেতরে ভেতরে একটু উত্তেজিত বোধ করছে সে। প্রেমিকের স্ত্রীর কাছে প্রেমিকের মৃত্যু সংবাদ কিভাবে খুলে বলবে হিরোমি তা শিঘ্রই দেখতে পাবে ওরা, উত্তেজনার কারণ সেটাই। এছাড়া তখন আয়ানেকে ঠিকমতো খেয়াল করলে হয়তো এটাও বোঝা যেতে পারে যে স্বামীর পরকীয়ার ব্যাপারে পূর্ব ধারণা ছিল কি না তার।

মাশিবাদের বাসার কাছাকাছি এসে হাইওয়ে থেকে মফস্বলের রাস্তায় প্রবেশ করল ওরা। উতসুমির মুখস্থ হয়ে গেছে ঠিকানাটা। কোন সমস্যা হচ্ছে না তার।

চিফ মামিয়া অপেক্ষা করছিল ওদের জন্যে। কিশিতানিকে সাথে নিয়ে গেটের বাইরে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো ওরা। গাড়ি থেকে নেমে তাদের দিকে হেঁটে গেল কুসানাগি। পেছনে উতসুমি আর আয়ানে। মামিয়ার সাথে আয়ানের পরিচয় করিয়ে দিল সে।

"এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের পরিচয় হলো, ব্যাপারটা দুঃখজনক," মামিয়া বলল আয়ানের উদ্দেশ্যে। এরপর কুসানাগির দিকে তাকালো। "তাকে বলেছো সবকিছু?"

"মোটামুটি।"

সমবেদনার দৃষ্টিতে আয়ানের দিকে তাকালো মামিয়া। "আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে কর্তব্যের খাতিরে আমাদের কিছু প্রশ্ন করতেই হবে। বাসায় ফেরা মাত্র আপনাকে এরকম পরিস্থিতিতে ফেলার জন্যে আমরা দুঃখিত।"

"সমস্যা নেই।"

"চলুন ভেতরে যাওয়া যাক। চাবি বের করো কিশিতানি।"

পকেট থেকে বাসার চাবিটা বের করে আয়ানের দিকে এগিয়ে দিল কিশিতানি। শান্ত ভঙ্গিতে ওটা হাতে নিল সে। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ভ্রু কুঁচকে, এরপর সামনে এগিয়ে গেল। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে পা রাখলো সদ্য বিধবা মহিলা, অন্য সবাই অনুসরণ করল তাকে। কুসানাগির হাতে তার স্যুটকেস।

"কোথায় পেয়েছিলেন ওকে?" জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

BanglaBook.org

"এদিকে," বলে হলওয়ে ধরে সামনে এগোলো মামিয়া।

লিভিং রুমের একপাশে এখনও হলুদ টেপ লাগানো। মেঝেতে ইয়োশিতাকার মৃতদেহের প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে। সেদিকে তাকিয়েই মুখে হাত দিল আয়ানে।

একবার কেঁপে উঠে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে। কান্নার দমকে কাঁপছে পুরো শরীর। কিছুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হয়ে জিজ্ঞেস করল, "এভাবে কখন পেয়েছিলেন ওকে?"

"আমরা তো পাইনি। মিস ওয়াকাইয়ামা আটটার দিকে এখানে আসেন, তিনিই খবর দেন তখন।"

"আটটা...এ সময় কি করছিল ও?" নিজেকেই প্রশ্ন করল আয়ানে।

"কফি খাচ্ছিলেন। আমাদের লোকেরা পরিস্কার করেছে জায়গাটা। মৃতদেহের পাশে একটা কফি কাপ পাওয়া গিয়েছে। মেঝেতেও কফি ছিটিয়ে ছিল।"

"কফি..." মাথা উঁচু করে বলল আয়ানে, "নিজেই বানিয়েছিল?"

"জি?" কুসানাগি বলল।

মাথা ঝাঁকালো আয়ানে। "আসলে...ও কখনো নিজে কফি বানায় না।"

মামিয়ার মুখভঙ্গি বদলে যেতে দেখলো কুসানাগি। "কখনো কফি বানাতেন না তিনি?"

"আমাদের বিয়ের আগে বানাতো। তখন ওর কফিমেকার ছিল।"

"এখন নেই?"

"না, দরকার হয় না তাই আমি ফেলে দিয়েছি। সিঙ্গেল-কাপ ড্রিপার ব্যবহার করি আমি।"

"ম্যাম, এ মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভব নয় আমার পক্ষে," দ্বিধান্বিত স্বরে বলল মামিয়া, "কিন্তু খুব সম্ভবত বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে আপনার স্বামীর।"

ক্ষণিকের জন্যে বিহ্বলতা ভর করল আয়ানের চোখে মুখে। "বিষ? মা-মানে! ফুড পয়জনিং এর কথা বলছেন?"

"না। আমাদের ল্যাব টেকনিশিয়ানরা কফিতে বিষাক্ত কিছুর অস্তিত্ব পেয়েছে। তবে কোন ধরণের বিষ তা এখনও জানা সম্ভব হয়নি। এটা নিশ্চিত করে বলা যেতে পারে, কোন প্রকার শারীরিক অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়নি আপনার স্বামীর।"

"কিন্তু ও কেন...এটা কিভাবে হলো?"

BanglaBook.org

"সেটা জানার জন্যেই আপনার সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম।"

এজন্যেই মামিয়া ফোনে বলেছিল যে পরিস্থিতি বদলে গেছে। স্টেশন থেকে এখানে কেন এসেছে সে তা-ও বুঝতে পারলো কুসানাগি।

কপাল চেপে ধরে সোফায় বসে পড়লো আয়ানে। "আমি কিছুই বলতে পারবো না এ ব্যাপারে।"

"আপনার সাথে মি. মাশিবার শেষ কথা হয়েছিল কখন?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল।

"শনিবার সকালে। একসাথেই বাসা থেকে বের হয়েছিলাম আমরা।"

"সেদিন কি তার ব্যবহারে কোন ভিন্নতা চোখে পড়েছিল আপনার? মানে সচরাচর যেটা দেখা যায় না। এসব ক্ষেত্রে একদম ছোটখাটো তথ্যও তদন্তে কাজে দেয়।"

চুপচাপ কিছুক্ষণ ভাবলো আয়ানে, এরপর মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিলো। "না। সেরকম কিছু মনে পড়ছে না।"

মনে না পড়াই স্বাভাবিক, ভাবলো কুসানাগি। একে তো স্বামীর মৃত্যুর দুঃসংবাদ শুনতে হয়েছে আগে, তার ওপর এখন মামিয়া জানালো যে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু হয়েছে মি. মাশিবার। সবারই ভেঙে পড়ার কথা।

"একটু বিশ্রাম দরকার ওনার, চিফ," মামিয়ার উদ্দেশ্যে বলল কুসানাগি। "এত দূর থেকে এসেছেন, নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো তুমি।"

"না, আমি ঠিক আছি," পিঠ সোজা করে বলল আয়ানে। "তবে কাপড় বদলাতে পারলে ভালো হতো। কালকে রাত থেকে এই জামা-কাপড় পরে আছি।"

"কালকে রাত থেকে?"

"হ্যাঁ। তৈরি হয়েই টোকিওতে ফেরার টিকেট খোঁজা শুরু করেছিলাম আমি, যাতে সময় নষ্ট না হয়।"

"তাহলে তো ঘুমোতেই পারেননি।"

"চেষ্টা করলেও ঘুম আসতো না।"

"এরকম করলে চলবে না," মামিয়া বলল এবারে, "বিশ্রাম নিন এখন, আমরা পরে নাহয় প্রশ্ন করবো আপনাকে।"

"না, আমি আসলেই ঠিক আছি। কাপড় বদলিয়ে নিচে নেমে আসবো," বলে উঠে দাঁড়ালো আয়ানে।

BanglaBook.org

তাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো কুসানাগি, এরপর মামিয়ার দিকে ঘুরে বলল, "বিষের ব্যাপারে কি জানতে পেরেছি আমরা?"

"কফিতে আর্সেনাস এসিড পাওয়া গেছে," মামিয়া মাথা নেড়ে বলল।

"আর্সেনাস এসিড?" চোখ বড় হয়ে গেল কুসানাগির। "স্কুলের ঘটনাটার মতো?"

"ফরেনসিকের ওদের ধারণা সোডিয়াম আর্সেনাইট ব্যবহার করা হয়েছে এই ক্ষেত্রে। সহনীয় মাত্রার অনেক বেশি পরিমাণই খেয়ে ফেলেছিলেন মি. মাশিবা। লিথাল ডোজেরও বেশি। বিকেলে ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেলে নিশ্চিত হয়ে বলা যাবে। মৃতদেহটা যে অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে, আর্সেনিক পয়জনিংয়ের সম্ভাবনাই বেশি।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কুসানাগি। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সম্ভাবনা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে।

"কিন্তু এটা যদি সত্য হয় যে, মি. মাশিবা কখনো নিজে কফি বানান না, তাহলে এক্ষেত্রে কফি বানিয়েছিল কে?" নিজেকেই যেন জিজ্ঞেস করল মামিয়া।

"নিজেই বানিয়েছিলেন তিনি," হঠাৎ বলে উঠল উতসুমি।

"তুমি কিভাবে জানলে সেটা?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল।

"একজন প্রত্যক্ষদর্শী সেটা বলেছে," বলে কুসানাগির দিকে তাকালো উতসুমি। "মিস ওয়াকাইয়ামা।"

"ওহ হ্যাঁ, কি যেন বলছিলেন তিনি কফির ব্যাপারে?" আগের দিনের কথোপকথন মনে করার চেষ্টা করল কুসানাগি।

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কফি খাবার সময় পিরিচ ব্যবহার করেন কি না মি. মাশিবা। মিস ওয়াকাইয়ামা তখন বলেছিলেন, একা থাকলে বোধহয় পিরিচ ব্যবহার করেন না তিনি।"

"ওহ, আমিও তো পাশেই ছিলাম তখন," মামিয়া মাথা নেড়ে বলল। "ধরে নিলাম মিস ওয়াকাইয়ামা সত্য কথা বলছেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে মি. মাশিবার স্ত্রী যেটা জানেন না সেটা তিনি কিভাবে জানলেন?"

"আপনাকে একটা কথা আগেই বলতে চেয়েছিলাম," বলে মামিয়ার দিকে ঝুঁকে নিচু স্বরে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা আর ইয়োশিতাকা মাশিবার সম্পর্কের ব্যাপারে তার ধারণার কথা খুলে বলল কুসানাগি।

পালা করে উতসুমি আর কুসানাগির দিকে তাকালো মামিয়া। "তোমাদের দু'জনেরও এই ধারণা?"

BanglaBook.org

"কেন, আপনিও এই সন্দেহ করেছিলেন না কি চিফ?" ভ্রু উঁচু করে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"আমার মত দীর্ঘ সময় ধরে এই কাজ করলে অনেক কিছুই চোখে পড়ে। আমি গতকালই ধারণা করেছিলাম যে কোন একটা সমস্যা আছে," মাথায় হাত বোলালো মামিয়া।

"কি ঘটছে কেউ আমাকে বলবেন দয়া করে?" কিশিতানি জিজ্ঞেস করল।

"পরে," মামিয়া বলল। "আপাতত মিসেস মাশিবার সামনে কেউ কিছু বলবে না, ঠিক আছে?"

মাথা নাড়লো কুসানাগি আর উতসুমি।

"মেঝেতে যে কফি পড়ে ছিল সেখানে বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে তাহলে?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"আরেকটা জায়গাতেও পাওয়া গেছে।"

"কোথায়?"

"ড্রিপারে পেপার ফিল্টারটা পেয়েছি আমরা। সেখানে ব্যবহৃত কফির গুঁড়োতেও বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে।"

"তাহলে কফি বানানোর সময়েই বিষ মেশানো হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করল কিশিতানি।

"সেটা একটা সম্ভাবনা। তবে আরেকটা সম্ভাবনাও আছে," এক আঙুল উঁচু করে বলল মামিয়া।

"কফি বিনের সাথে আগেই মিশিয়ে রাখা হয়েছিল বিষ," উতসুমি বলল পাশ থেকে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মামিয়ার চেহারা। "ঠিক বলেছো। কফি বিনগুলো ফ্রিজে রাখা ছিল। ব্যাগে অবশ্য ফরেনসিকের লোকেরা বিষের অস্তিত্ব পায়নি। তবে তার মানে এটা নয় যে বিষ ছিল না। হয়তো শুধু ওপরের দিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল।"

"তাহলে কফিতে বিষ কখন মেশানো হয়েছে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"সেটা জানা সম্ভব হয়নি। ফরেনসিকের লোকেরা ডাস্টবিন থেকে অনেগুলো ব্যবহৃত ফিল্টার উদ্ধার করেছে। ওগুলোতে বিষের অস্তিত্ব নেই। অবশ্য থাকবে সেটা আশাও করিনি। কারণ ফিল্টারে বিষ মেশানো হলে মি. মাশিবার পাশাপাশি অন্য কারো মৃতদেহও পাওয়া যেত।"

BanglaBook.org

“একটা অধোয়া কফির কাপ রাখা ছিল সিঙ্কে,” উতসুমি বলল। “আমি জানতে চাই সেই কফিটা কে খেয়েছিল আর কখন খেয়েছিল।”

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো মামিয়া। “সেটা জানতে পেরেছি আমরা। দু'জন ব্যক্তির হাতের ছাপ পাওয়া গেছে কাপটায়। একটা হচ্ছে ইয়োশিতাকা মাশিবার। অন্যটা তোমরা যার কথা ভাবছো, তার।”

একবার দৃষ্টি বিনিময় করল উতসুমি আর কুসানাগি। ওদের ধারণার সপক্ষে এখন প্রমাণও পাচ্ছে।

“ওহ চিফ, আপনাকে বলার সুযোগ পাইনি। গাড়ি থেকে মিস ওয়াকাইয়ামাকে ফোন দিয়েছিলেন আয়ানে,” গোটা ঘটনা মামিয়াকে খুলে বলল কুসানাগি।

“তিনি আসলে তো আমাদের জন্যে ভালোই হয়,” কপালে ভাঁজের সংখ্যা বাড়লো মামিয়ার। “তুমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবে যে কখন একসাথে কফি খেয়েছিল তারা।”

“ঠিক আছে,” কুসানাগি বলল।

এসময় ওপরের সিঁড়ি থেকে পায়ের শব্দ ভেসে আসায় চুপ করে গেল ওরা।

“দুঃখিত, আপনাদের বসিয়ে রাখলাম,” লিভিং রুমে এসে বলল আয়ানে। একটা নীল শার্ট আর কালো রঙের ট্রাউজার তার পরনে। এয়ারপোর্ট থেকে বেরুনোর পর যেরকম ফ্যাকাসে লাগছিল তাকে, এখন তার চেয়ে ভালো লাগছে। কিছুটা রঙ ফিরেছে চেহারায়। অবশ্য এটা মেক-আপের কারণেও হতে পারে।

“আপনি যদি আসলেও খুব বেশি ক্লান্ত না হন, তাহলে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আমরা,” মামিয়া বলল।

“নিশ্চয়ই।”

“বসুন,” সোফার দিকে নির্দেশ করল চিফ।

সোফায় বসে কাচের দরজা দিয়ে বাইরে বাগানের দিকে একবার তাকালো আয়ানে। “সবগুলো গাছ দেখি শুকিয়ে গেছে। ওকে বলে গিয়েছিলাম পানি দেয়ার কথা। কিন্তু ফুলগাছের প্রতি কখনোই আগ্রহ দেখায়নি।”

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে তাকালো কুসানাগি। রঙ বেরঙের বিভিন্ন ফুলের সমারোহ বাগানে।

BanglaBook.org

“আপনারা যদি কিছু না মনে করেন,” আয়ানে বলল। “আমি কি গাছগুলোয় পানি দিতে পারি প্রথমে? না-হলে অন্য কিছুতে মন বসবে না।”

এরকম কিছু আশা করেনি মামিয়া। “অবশ্যই,” কিছুক্ষণ পর বলল সে, “কোন তাড়া নেই আমাদের।”

উঠে দাঁড়িয়ে কাচের দরজাটার বদলে রান্নাঘরের দিকে এগোলো আয়ানে। সেদিকে তাকিয়ে কুসানাগি দেখলো যে বড় একটা বালতিতে পানি ভরছে সে।

“পাইপ নেই?” জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

“এটা দোতলার বারান্দার গাছগুলোর জন্যে,” মৃদু হেসে বলল আয়ানে। “ওখানে সিঙ্ক নেই কোন।”

“ওহ্ আচ্ছা,” এর আগের দিন উতসুমিকে ওপরতলার গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল কুসানাগি।

বালতিটা বেশ বড়। কুসানাগি উঠে দাঁড়িয়ে ওটা হাতে নিতে চাইলে মানা করে দিল আয়ানে। “সমস্যা নেই, অভ্যাস আছে আমার,” বলল সে।

“আরে না, দিন আমাকে,” কুসানাগি এক রকম জোর করে বালতিটা নিল তার হাত থেকে।

“ধন্যবাদ,” ক্ষীণ কণ্ঠে বলল আয়ানে।

মাস্টার বেডরুমটা নিচতলার লিভিংরুমের মতন বড় না, তবে একদম ছোটও না। বিছানার ওপরে একটা সুন্দর ট্যাপেস্ট্রি ঝুলছে। রঙধনুর সবগুলো রঙ খেলা করছে সেখানটায়। মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো কুসানাগি।

“আপনার নিজের কাজ এটা?”

“হ্যাঁ, অনেক আগের।”

“খুবই সুন্দর। মাফ করবেন, কিন্তু আমি যখন প্রথম *‘সেলাইয়ের কাজ’* কথাটা শুনেছিলাম তখন এরকম কোন কিছু কথা কল্পনা করিনি। ভেবেছিলাম এমব্রয়ডারির কাজ হবে হয়তো। কিন্তু এটা তো রীতিমত একটা শিল্প।”

“আমার কাছে এটা আসলেও একটা শিল্প। খুব সাধারণ একটা কাপড়ও সুন্দর নকশার সেলাইয়ের জন্যে অনন্য হয়ে উঠতে পারে। ফলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনও হয়ে ওঠে আরেকটু রঙিন।”

“আপনার হাতের কাজ খুব সুন্দর। আর এ ধরণের নকশা করা যে কারো পক্ষে সম্ভব নয়, খাটনিও বেশি নিশ্চয়ই।”

BanglaBook.org

“হ্যাঁ, লম্বা সময়ের প্রয়োজন, আর ধৈর্য্য। কাজটা উপভোগ করতে হবে, না-হলে সেলাই শেষে যে জিনিসটা পাওয়া যাবে ওটাও সুন্দর হবে না।”

মাথা নাড়লো কুসানাগি, আরেকবার তাকালো দেয়ালে ঝোলানো শিল্পকর্মটার দিকে। সুতোর বুননে শিল্পীর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। অজান্তেই একটা হাসি ফুটলো তার চেহারায়।

ব্যালকনিটা বেশ চওড়া। পুরো জায়গা জুড়েই নানা আকৃতির গাছের টব।

কোণা থেকে একটা অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান তুলে নিল আয়ানে। “কাজের না জিনিসটা?” বলে কুসানাগির দিকে ওটা বাড়িয়ে ধরলো সে।

ক্যানের তলায় ছোট ছোট অনেকগুলো ছিদ্র। বালতি থেকে পানি তুলে টবগুলোর ওপর ক্যানটা ধরলো আয়ানে। ঝর্ণার মত পানি ঝরছে ওটা থেকে।

“বাহ! বাসায় বানানো ঝাঁঝরি।”

“হ্যাঁ। এটা না থাকলে বালতি থেকে পানি তুলে আবার গাছে ঢালা খুব ঝামেলা হতো। লম্বা সুঁই দিয়ে তাই একদিন ক্যানটা ছিদ্র করে নিয়েছিলাম।”

“ভাল বুদ্ধি।”

“তাই না? অবশ্য ও কখনো বুঝতে পারেনি যে কেন এখানে গাছ লাগিয়েছিলাম আমি,” বলে কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো আয়ানে। তার পায়ের ওপর পড়তে লাগলো ক্যানের পানি।

“মিসেস মাশিবা,” পাশ থেকে ডাক দিল কুসানাগি।

“আমি দুঃখিত। আসলে...এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে ও আর পৃথিবীতে নেই।”

“সেটাই স্বাভাবিক।”

“আমাদের বিবাহিত জীবন মাত্র এক বছরের। এক বছর ! কেবলই গুছিয়ে উঠছিল আমাদের সংসার। একে অপরকে ভালো করে জানছিলাম। কোন খাবারটা ওর প্রিয়, কোথায় যেতে ভালো লাগে...কত পরিকল্পনা।”

কিছু না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো কুসানাগি। আয়ানেকে দেখছে একদৃষ্টিতে। এক গালে হাত দিয়ে স্মৃতিচারণে ব্যস্ত মহিলা। আশপাশের রঙিন ফুলগুলো হঠাৎই মলিন হয়ে গেল যেন।

BanglaBook.org

"দুঃখিত," আবারও বলল আয়ানে। "আমি জানি যে এভাবে আপনাদের খুব একটা সাহায্য করতে পারবো না। আমাকে আরো শক্ত হতে হবে।"

"আমরা পরেও আসতে পারি," কুসানাগি বলে উঠল কিছু না ভেবেই। মামিয়া অবশ্য ওর সাথে একমত হবে কি না সন্দেহ।

"না, তার দরকার নেই। এখন কথা বলতে সমস্যা হবে না আমার। এখানে এসে আসলে বুঝতে চেয়েছিলাম যে কিভাবে ঘটলো ঘটনাটা। ও কেন বিষ খেতে যাবে...?"

কলিংবেলের শব্দ ভেসে আসায় কথা শেষ করতে পারলো না আয়ানে। ব্যালকনির রেলিঙের কাছে গিয়ে নিচে উঁকি দিল সে।

"হিরোমি!" বলে ডাক দিয়ে একবার হাত নাড়লো।

"মিস ওয়াকাইয়ামা এসেছেন?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

মাথা নাড়লো আয়ানে। নিচ তলায় নেমে এলো ওরা। উতসুমি দরজা খোলার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে। "মিস ওয়াকাইয়ামা," ফিসফিসিয়ে তার উদ্দেশ্যে বলল কুসানাগি।

কিন্তু উতসুমি সামনে এগোনোর আগেই আয়ানে ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল। বাইরে দাঁড়িয়ে আছে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা।

"ভেতরে এসো, হিরোমি," আয়ানে বলল। গলা ধরে আসছে তার।

"আপনি ঠিক আছেন, মিসেস মাশিবা?"

"হ্যাঁ..." বলে সামনে এগিয়ে হিরোমিকে জড়িয়ে ধরলো আয়ানে। অঝোরে কাঁদতে শুরু করল এরপর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

দীর্ঘ আলিঙ্গন শেষে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আয়ানে। "দুঃখিত," সবার উদ্দেশ্যে বলল সে। "ভেবেছিলাম নিজেকে ধরে রাখতে পারবো, কিন্তু হিরোমি...তোমাকে দেখার পর কি যে হলো," এখনও ফোঁপাচ্ছে সে। "এখন ঠিক আছি আমি।"

কষ্ট করে মুখে একটা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল আয়ানে। দৃশ্যটা দেখে পেটে মোচড় দিয়ে উঠল কুসানাগির। *এ মুহূর্তে একান্তে সময় কাটানো প্রয়োজন তার।*

"আপনার কোন কিছুর দরকার হলে আমাকে বলবেন," হিরোমি বলল।

"শুধু এখানে থাকো, আর কিছু চাই না আপাতত," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল আয়ানে। "মাথা ঠিক মত কাজ করছে না আমার। কিন্তু তোমার মুখ থেকে সবকিছু শুনতে চাই।"

"মাফ করবেন, মিসেস মাশিবা," যতটা সম্ভব শান্ত স্বরে বলল কুসানাগি। "আমরা মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। গতরাতে তাড়াহুড়োয় অনেক কিছুই জানা হয়নি।"

বিভ্রান্তি ভর করল হিরোমির চেহারায়।

"আপনারাও চাইলে থাকতে পারেন, আমার কোন সমস্যা নেই," আয়ানে বলল।

মনে মনে নিজেকে গালি দিল কুসানাগি। কথাটা ঠিকভাবে বলতে পারেনি সে। "মানে...আমরা মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে প্রথমে কথা বলতে চাই, যদি আপনি কিছু না মনে করেন।"

"কিন্তু আমিও ওর কাছ থেকে সব শুনতে চাই," আয়ানে বলল, "সেজন্যেই তো আসতে বললাম।"

"মিসেস মাশিবা, তদন্তের খাতিরে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয় আমাদের। মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে আমাদের কথা বলাটা জরুরি এ মুহূর্তে। আনুষ্ঠানিকতাও বলতে পারেন। খুব বেশি সময় লাগবে না।"

এই কথার পর কারো পক্ষে মানা করা সম্ভব হয় না, মনে মনে বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"ঠিক আছে," ভ্রু কুঁচকে বলল আয়ানে। "কিন্তু আমি কোথায় থাকবো?"

"এখানেই। আমরা আপনার সাথে কথা বলতে চাই," বলে উতসুমি আর কুসানাগির দিকে তাকালো মামিয়া। "তোমরা মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে অন্য কোথাও গিয়ে কথা বলো নাহয়।"

"গাড়ী বের করছি আমি," বলে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল উতসুমি।

বিশ মিনিট পর হিরোমি আর উতসুমির সাথে নিজেকে একটা চব্বিশ ঘন্টা খোলা রেস্তোরাঁয় আবিষ্কার করল কুসানাগি। বেশ চুপচাপ জায়গাটা। টেবিলে মুখোমুখি বসেছে ওরা। একপাশে দুই ডিটেক্টিভ, অপর পাশে মিস ওয়াকাইয়ামা।

"কাল রাতে ঘুম হয়েছে আপনার?" কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল কুসানাগি।

"না, বারবার ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল।"

"এরকম একটা ঘটনার পর সেটাই স্বাভাবিক।" কাঁদছিলেন নিশ্চয়ই সারারাত। "প্রতিদিন তো আর দরজা খুলে একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করে না কেউ।" বিশেষ করে প্রেমিকের।

মাথা নিচু করে বসে আছে হিরোমি।

"কয়েকটা প্রশ্ন করা বাকি ছিল গতকাল। সেগুলোই জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম আজকে। আশা করি আপনি কিছু মনে করবেন না।"

লম্বা করে শ্বাস নিল হিরোমি। "আসলে আমার বলার মত তো আর কিছু নেই। কি জিজ্ঞেস করবেন তা মাথায় আসছে না।"

"কঠিন কিছু জিজ্ঞেস করবো না। যদি আপনি *সৎভাবে* প্রশ্নগুলোর উত্তর দেন তাহলে খুব বেশি সময় লাগবে না।"

মাথা তুললো হিরোমি, দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্যে ক্রোধ উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেল। "মিথ্যে কিছু বলিনি আমি।"

"তাহলে তো কোন সমস্যাই নেই। আপনি গতকাল ইয়োশিতাকা মাশিবার মৃতদেহ খুঁজে পান রাত আটটার দিকে। এর আগে শেষবারের মত মাশিবাদের বাসায় আপনি গিয়েছিলেন গত শুক্রবার, একটা দাওয়াতে। তাই তো?"

"জি।"

BanglaBook.org

"ঠিকমতো ভেবে উত্তর দিন মিস ওয়াকাইয়ামা। পরিচিত কারো মৃতদেহ এরকম পরিস্থিতিতে আবিষ্কারের পর প্রায় ক্ষেত্রেই অনেক কিছু ভুলে যায় লোকে। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করুন একবার। আপনি কি আসলেও শুক্রবার রাতের পর মাশিবাদের বাসায় যাননি?" হিরোমির চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল কুসানাগি।

পলক ফেলতেও যেন ভুলে গেছে হিরোমি। "এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন বারবার? আপনাদের তো সত্যটা বলেইছি আমি।"

"প্রশ্নগুলো আপাতত আমরাই করি নাহয়?" মৃদু হেসে বলল কুসানাগি। "আপনি কেবল উত্তর দিন।"

"কিন্তু–"

"মনে করুন যে আপনার স্মৃতিশক্তি যাচাই করছি আমরা। বারবার প্রশ্ন করার কারণ হচ্ছে আমরা চাই যে আপনি ঠিক উত্তরটা দিন। পরে যদি দেখা যায় যে আপনি ভুল কিছু বলেছিলেন বা কিছু চেপে গিয়েছেন তাহলে আমাদের বা আপনার কারো জন্যেই ভালো হবে না ব্যাপারটা।"

এবারে আর কিছু বলল না হিরোমি। তার মাথায় যে চিন্তার ঝড় বইছে তা পরিস্কার বুঝতে পারছে কুসানাগি। নিশ্চয়ই ভাবছে, খুব শিগ্রই তার মিথ্যেটা ধরা পড়ে যাবে। এখনই সত্যটা স্বীকার করবে কি না সেটা নিয়ে দোটানায় ভুগছে।

মুখ বন্ধই রাখলো হিরোমি। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না, কী করবে। ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে কুসানাগি।

"আমরা যখন কালকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, সিঙ্কে একটা কফি কাপ আর দু'টা পিরিচ রাখা ছিল। আপনাকে প্রশ্ন করা হলে আপনি বলেন, এ ব্যাপারে কিছু জানেন না, কিন্তু পরবর্তীতে পরীক্ষা করে কাপের গায়ে আপনার হাতের ছাপ পেয়েছে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট। তাই স্বভাবতই আমি ভাবছিলাম, কাপটা কখন ধরলেন আপনি।"

নিশ্বাসের সাথে উঠছে নামছে হিরোমির কাঁধ জোড়া।

"ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে দেখা করেছিলেন আপনি, তাই না? মিসেস মাশিবা স্যাপোরো যাবার পর।"

দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কিছুক্ষণ বসে রইলো হিরোমি। কুসানাগি মোটামুটি নিশ্চিত যে এবারে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না সে, যতই চেষ্টা করুক না কেন।

BanglaBook.org

দীর্ঘক্ষণ পর মাথা নাড়লো হিরোমি। "হ্যাঁ, দেখা করেছিলাম। সরি।"

"মি. মাশিবার সাথে দেখা করেছিলেন, এটা স্বীকার করছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

এবারও তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল হিরোমি। *আস্ত গাড়ল*, মনে মনে বলল কুসানাগি। ধৈর্য্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে তার।

"আমাকে কি প্রশ্নটার উত্তর দিতেই হবে?" আবারো দুই ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে। "যা ঘটে গেছে তার সাথে এটার কোন সম্পর্ক নেই। একান্তই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

দেখে মনে হচ্ছে যেকোন মুহূর্তে কেঁদে দেবে মেয়েটা। তবে কথার ঝাঁঝালো ভাবটা ঠিকই ধরতে পারলো কুসানাগি। বয়স্ক এক সহকর্মীর বলা একটা উক্তি মনে পড়ে গেল কুসানাগির–দেখে যতই নরম মনে হোক না কেন, পরকীয়ায় লিপ্ত কোন মহিলাকে কখনো ছোট করে দেখবে না।

সময় নষ্ট করতে ইচ্ছে করছে না কুসানাগির। "আমরা জানতে পেরেছি, কী কারণে মৃত্যু হয়েছে মি. মাশিবার," হিরোমির চাহনির পরোয়া না করে বলল সে, "বিষ মেশানো হয়েছিল কফিতে।"

"কি?" আদতেই চমকে উঠল হিরোমি।

"হ্যাঁ, মেঝেতে পড়ে থাকা কফিতে বিষের অস্তিত্ব পেয়েছি আমরা।"

চোখ যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে হিরোমির। "কী যা-তা বলছেন এসব। এটা অসম্ভব!"

কিছুটা সামনে ঝুঁকলো কুসানাগি। "কেন অসম্ভব?"

"কারণ..."

"সকালে যখন তার সাথে কফি খেয়েছিলেন আপনি, তখন কোন সমস্যা হয়নি, এই তো?"

ক্ষণিকের জন্যে ভাষা হারিয়ে ফেলল হিরোমি, এরপর মাথা নেড়ে সায় জানালো।

"আমাদের সমস্যাটা নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারছেন, মিস ওয়াকাইয়ামা। মি. মাশিবা যদি নিজেই কফিতে বিষ মেশান–তাহলে সেটা আত্মহত্যা কিংবা দুর্ঘটনা হতে পারে। কিন্তু সেটার সম্ভাবনা খুবই কম। তাই এমনটা ভাবাই শ্রেয় যে, কেউ একজন ইচ্ছেকৃতভাবে তার অজান্তে কফিতে বিষ মিশিয়েছে। কফি ফিলটারেও বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। আমাদের ধারণা কফি বিনের সাথে মেশানো হয়েছিল বিষ।"

BanglaBook.org

রক্তিম হয়ে উঠেছে হিরোমির চেহারা। মাথা ঝাঁকালো সে। "এ ব্যাপারে কিছু জানি না আমি।"

"আমাদের কিছু প্রশ্নের জবাব তো দিতে পারবেন? এটা জানা খুবই জরুরি, ঠিক কখন মি. মাশিবার সাথে কফি খেয়েছিলেন আপনি। তাহলে আমরা ধারণা করতে পারবো যে কখন বিষ মেশানো হয়েছিল কফিতে।"

সোজা হয়ে বসে হিরোমির চোখের দিকে তাকালো। দরকার হলে সারাদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারবে সে।

এক পর্যায়ে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে কান্না চাপার চেষ্টা করল হিরোমি। "আমি করিনি কাজটা," হঠাৎ করেই বলে বসলো এরপর।

"হুম?"

"আমি কফিতে বিষ মেশাইনি, বিশ্বাস করুন।"

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল কুসানাগি আর উতসুমি।

হিরোমি ওয়াকাইয়ামা হচ্ছে এখন অবধি এই ঘটনার একমাত্র সন্দেহভাজন আসামী। কফিতে বিষ মেশানোর পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল তার হাতে। হয়তো ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে সম্পর্কে ফাটল ধরেছিল তার কিংবা কোন অজ্ঞাত কারণে মনে মনে ক্ষোভ পুষে রেখেছিল। মাশিবার মারা যাবার পর *'ঘটনাক্রমে'* তার মৃতদেহ আবিষ্কারের ঘটনার পুরোটাই নাটক হতে পারে।

অবশ্য কেসটার প্রাথমিক পর্যায়েই যদি হিরোমিকে খুনি হিসেবে ধরে নেয় ওরা, তাহলে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেতে পারে। এ মুহূর্তে মিস ওয়াকাইয়ামার বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনাটা অত্যন্ত জরুরি। ইচ্ছে করেই তৎক্ষণাৎ কিছু বলা থেকে নিজেকে বিরত রাখলো কুসানাগি। সে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল যে ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে কখন কফি খেয়েছিল হিরোমি। এই প্রশ্নের জবাবে হঠাৎ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগলো কেন সে? নিশ্চয়ই ওদের মনোভাব আঁচ করতে পেরেছে কিছুটা।

"আপনাকে কিন্তু কোন প্রকার দোষারোপ করছি না আমরা," কুসানাগি মৃদু হেসে বলল। "শুধু ঘটনার সঠিক সময়টা আন্দাজ করতে চাইছি। সেক্ষেত্রে আপনি যদি মি. মাশিবার সাথে দেখা করে তার সাথে কফি খেয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই এটাও বলতে পারবেন, কফিটা কে বানিয়েছিল, কিভাবে বানিয়েছিল বা কখন বানিয়েছিল।"

BanglaBook.org

চেহারায় ফ্যাকাসে ভাবটা আরো প্রকট হলো হিরোমির। কুসানাগি এখনও বুঝতে পারছে না, কেন দ্বিধাবোধ করছে সে। অন্য কোন কিছু লুকোচ্ছে না তো?

"মিস ওয়াকাইয়ামা?" হঠাৎই পাশ থেকে ডাক দিল উতসুমি।

চমকে তার দিকে তাকালো হিরোমি।

"ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে আপনার কেমন সম্পর্ক ছিল তা কিছুটা আন্দাজ করেছি আমরা," উতসুমি বলল নির্লিপ্ত সুরে। "চাইলে আপনি অস্বীকার করতে পারেন ব্যাপারটা। *সেক্ষেত্রে* আরো কিছু *ব্যক্তিগত* প্রশ্ন করতে হবে আমাদের," ব্যক্তিগত কথাটার প্রতি জোর দিল সে। "যেভাবেই হোক, সত্যটা বের করে আনাই আমাদের কাজ। আর সেই কাজের অংশ হিসেবে তখন আরো অনেকের সাথে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হতে পারে। আমি যা বললাম, তা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবুন। আপনি যদি প্রশ্নগুলোর ঠিকঠাক উত্তর দেন, তখন আমরাও সেভাবেই তদন্ত করবো। আপনি নিশ্চয়ই চাইবেন না, কিছু তথ্য আমরা বাদে বাইরের কেউ জানুক।"

কুসানাগির দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়লো উতসুমি।

হিরোমি আসলেও ভাবছে, কী করবে। হয়তো এবারে একজন নারী কথাগুলো বলায় ব্যাপারটাকে আরো গুরুত্ব দিচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে ওদের দিকে তাকালো সে।

"আপনারা আসলেও কাউকে কিছু বলবেন না?"

"যদি তথ্যগুলো কেসের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যক্তিগতই থাকবে। সবসময় এমনটাই হয়," কুসানাগি বলল ব্যাখ্যার সুরে।

মাথা নাড়লো হিরোমি। "তাহলে...মানে...আপনাদের সন্দেহ ঠিক। মি. মাশিবার সাথে বিশেষ সম্পর্ক ছিল আমার। আর এই উইকেন্ডে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম আমি।"

"সময়টা বলুন।"

"শনিবার রাতে। ন'টার একটু পরে।"

সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে তাহলে দু'জনে।

"আপনাদের সাক্ষাতের ব্যাপারটা কি পূর্ব পরিকল্পিত ছিল?"

"না। ক্লাসের মাঝে আমাকে কল দিয়েছিল ও, শেষের দিকে। বাসায় যাওয়ার আমন্ত্রণ জানায়।"

BanglaBook.org

"আর আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন আপনি। এরপর?"

কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো হিরোমি। "রাতটা ওখানে কাটিয়ে পরদিন সকালে চলে আসি," কুসানাগির দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে সে।

নোট নিতে শুরু করেছে উতসুমি। তার অভিব্যক্তি দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না এ মুহূর্তে। *কিছু না কিছু তো চলছে ওর মাথায়*, মনে মনে বলল কুসানাগি। পরে জিজ্ঞেস করা যাবে।

"একসাথে কখন কফি খেয়েছিলেন আপনারা?"

"সকাল বেলা। আমিই বানিয়েছিলাম কফি। এর আগের রাতেও খেয়েছিলাম অবশ্য।"

"শনিবার রাতে? মানে, দু-বার একসাথে কফি খেয়েছিলেন আপনারা?"

"হ্যা।"

"রাতের বেলায়ও আপনিই বানিয়েছিলেন কফি?"

"না। মি. মাশিবা বানিয়েই রেখেছিলেন। আমি পৌঁছুনোর পর কাপে ঢেলে দেন," হিরোমি বলল। "এবারই প্রথম তাকে কফি বানাতে দেখি আমি।"

"কিন্তু আপনারা রাতের বেলা পিরিচ ব্যবহার করেননি?" উতসুমি তার নোটবুক থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল।

"না।"

"পরদিন সকালে, মানে গতকাল আপনি বানিয়েছিলেন কফি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"মি. মাশিবা একটু কড়া কফি খেতেন, তাই আমাকেই বানাতে বলেন সকাল বেলা। পুরোটা সময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন," উতসুমির দিকে তাকিয়ে বলল হিরোমি। "এবারে পিরিচ ব্যবহার করেছিলাম আমরা। সিঙ্কে ওগুলোই দেখেছেন আপনারা।"

মাথা নাড়লো কুসানাগি। উতসুমির ধারণা মিলে যাচ্ছে। "শনিবার রাতে আর রবিবার সকালে কি একই কফি-বিন ব্যবহার করেছিলেন আপনারা?"

"তাই তো মনে হয়। আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছিলাম কফি। আগেরদিন মি. মাশিবাও বোধহয় একই জায়গা থেকেই কফি নিয়েছিলেন।"

"এর আগে কি কখনো মাশিবাদের বাসায় কফি বানিয়েছিলেন?"

BanglaBook.org

"খুব কম। আয়ানে কয়েকবার বলেছিল আমাকে কফি বানাতে, তখন। তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন যে কিভাবে কফিমেকার ছাড়া কফি বানাতে হয়। গতকাল সেভাবেই বানিয়েছিলাম।"

"কফি বানানোর সময় অন্যরকম কিছু চোখে পড়েছিল আপনার? ব্যাগটা কি সাধারণত যেখানে থাকে সেখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে রাখা হয়েছিল? ব্র্যান্ডও কি একই ছিল?"

চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ভাবলো হিরোমি। এরপর মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল। "অন্যরকম কিছু চোখে পড়েনি। আচ্ছা আপনারা বারবার আমি যখন কফি বানিয়েছিলাম তখনকার কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন? এটার সাথে তো কেসের কোন সম্পর্ক থাকার কথা নয়।"

"মানে?"

"মানে..." চোখ নামিয়ে নিল হিরোমি, "সকালের বানানো কফিতে তো কোন প্রকার বিষাক্ত কিছু ছিল না, তাই না? কেউ নিশ্চয়ই পরে মিশিয়েছে।"

"হতে পারে। কিংবা কোন বিশেষ কৌশলে আগেই মিশিয়ে রাখা হয়েছিল।"

"বিশেষ কৌশল?" হিরোমিকে দেখে মনে হলো না যে সে কথাটার সাথে একমত। "ভিন্ন কিছু চোখে পড়েনি আমার।"

"সকাল বেলা কফি খেলেন আপনারা। এরপর?"

"আমি বেরিয়ে যাই। ইকেবুকুরো আর্ট স্কুলে সেলাইয়ের ক্লাস নেই আমি।"

"ক্লাসের শিডিউল?"

"একটা সকালে, নয়টা থেকে এগারোটা। আরেকটা বিকেলে...তিনটা থেকে ছয়টা।"

"দুই ক্লাসের মাঝের সময়টায় কি করেন আপনি?"

"প্রথম ক্লাস শেষে সবকিছু গুছিয়ে রেখে লাঞ্চ সেরে নেই। এরপর দ্বিতীয় ক্লাসের প্রস্তুতি নেয়া শুরু করি।"

"লাঞ্চ কি সাথে করে নিয়ে যান?"

"সাধারণত বাসা থেকে কিছু নেই না। গতকাল একটা নুডলস রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম..." বলে চোখজোড়া সরু করে তাকালো হিরোমি। "বড় জোর এক ঘন্টা স্কুলের বাইরে ছিলাম। এই সময়ের মধ্যে মাশিবাদের বাসায় গিয়ে আবার ফিরে আসা সম্ভব নয়।"

BanglaBook.org

হাসলো কুসানাগি। "ভাববেন না, এখনই আপনার অ্যালিবাই যাচাই করতে যাচ্ছি না আমরা। আপনি বলেছেন, গতকাল আপনার ক্লাস শেষে মি. মাশিবাকে ফোন দেন। সেই বক্তব্যের কিছু কি বদলাবেন?"

দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরালো হিরোমি। "ফোন দিয়েছিলাম, এটা ঠিক। কিন্তু কারণটা যা বলেছিলাম তার চেয়ে ভিন্ন কিছু ছিল।"

"আমার যতদূর মনে আছে, আপনি বলেছিলেন যে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মি. মাশিবার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না তা জানার জন্যে ফোন দিয়েছিলেন।"

"আসলে...সকাল বেলা যখন বের হই তখন তিনি আমাকে ক্লাস শেষে ফোন দিতে বলেছিলেন," মি. মাশিবাকে একবার আপনি, আরেকবার তুমি করে সম্বোধন করছে হিরোমি।

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকলো কুসানাগি। "একসাথে ডিনারের পরিকল্পনা ছিল আপনাদের, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"এবারে সব মিলে যাচ্ছে। সেলাই শিক্ষকের স্বামীর জন্যে সচরাচর কেউ এতটা চিন্তিত হয় না যে ফোন না ধরলে বাসায় ছুটে যাবে।"

কাঁধ ঝুলে পড়লো হিরোমির। "আমার মনে হচ্ছিল যে কথাটা হয়তো যুক্তিসংগত শোনাবে না। কিন্তু ঐ মুহূর্তে অন্য কিছু মাথায় আসেনি।"

"মি. মাশিবা ফোন না ধরায় তাদের বাসাতে গিয়েছিলেন আপনি–এই বক্তব্যে কিছু পরিবর্তন করবেন?"

"না। অন্য সব ব্যাপারে যা ঘটেছিল তা-ই বলেছি। আমি দুঃখিত, বাধ্য হয়ে মিথ্যে বলতে হয়েছিল আমাকে।"

কুসানাগির পাশে বসে এক নাগাড়ে নোট নিয়েই যাচ্ছে উতসুমি। হিরোমির দিকে তাকানোর আগে একবার তার দিকে তাকালো সে। এবারে সবকিছু খাপে খাপে বসে যাচ্ছে। গত রাতে যে সন্দেহগুলো ছিল ওদের মনে, সেগুলোও প্রশমিত হয়েছে কিছুটা। অবশ্য এখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যাবে না হিরোমিকে।

"যেমনটা বলেছিলাম আপনাকে, আমাদের ধারণা এটা একটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হতে পারে। এটাও জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাউকে সন্দেহ হয় কি না আপনার। তখন জবাবে আপনি বলেছিলেন, মি. মাশিবার ব্যাপারে খুব বেশি কিছু জানেন না। এখন যেহেতু আমরা জানি, তার সাথে আপনার কেমন সম্পর্ক ছিল, সে ব্যাপারে কিছু বলবেন?"

BanglaBook.org

ভ্রু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবলো হিরোমি। "ইয়োশিতাকাকে হত্যা করতে পারে, এরকম কারো সম্বন্ধে আসলেও কোন ধারণা নেই আমার।"

এই প্রথম মি. মাশিবাকে 'ইয়োশিতাকা' বলে ডাকলো হিরোমি।

"একটু মনে করার চেষ্টা করুন। এটা যদি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে কোন না কোন মোটিভ তো থাকবেই। হয়তো আপনাকে সরাসরি সে ব্যাপারে কিছু বলেননি তিনি।"

কপাল চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভাবলো হিরোমি। "কি বলবো বুঝতে পারছি না। ওর অফিসে সব তো ঠিকই ছিল। কারো সম্পর্কে কখনো কোন ধরণের মন্তব্যও করেনি।"

"একটু সময় নিয়ে ভাবুন।"

বিষন্ন দৃষ্টিতে কুসানাগির দিকে তাকালো হিরোমি। "বিশ্বাস করুন, কাল সারারাত ভেবেছি। কিভাবে এমনটা হলো তা বুঝতেই পারছি না। ওর সাথে বলা প্রতিটা কথা মনে করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু লাভ হয়নি। আমিও জানতে চাই, কেন ওকে খুন করা হলো!"

কুসানাগি খেয়াল করল, এখনও খানিকটা লাল হয়ে আছে হিরোমির চোখজোড়া। সারারাত কাঁদার ফসল। লোকটাকে আসলেও ভালোবাসতো সে, কিংবা খুব ভালো অভিনয় করতে পারে।

"মি. মাশিবার সাথে আপনার সম্পর্কের শুরুটা কখন?"

প্রশ্নটা শুনে লাল চোখজোড়া বড় হয়ে গেল হিরোমির। "এর সাথে কি কেসের কোন সম্পর্ক আছে?"

"কোনটার সম্পর্ক আছে, কোনটার নেই–তা আমরা বুঝবো। আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন, এ ব্যাপারে অন্য কেউ কিছু জানবে না। আর একবার জরুরি সব তথ্য জানবার পর অতিরিক্ত কোন প্রশ্নও করবো না আমরা।"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে লম্বা একটা শ্বাস নিল হিরোমি। ঠাণ্ডা হয়ে আসা চায়ের কাপে চুমুক দিল একবার।

"তিন মাস আগে।"

"ধন্যবাদ," বলল কুসানাগি। সম্পর্কটা কিভাবে শুরু হলো তা কিভাবে জিজ্ঞেস করা যায় ভাবলো একবার। "অন্য কেউ জানে এ ব্যাপারে?"

"আমার জানামতে–না।"

"কিন্তু এর আগেও নিশ্চয়ই একসাথে বাইরে খেতে গিয়েছিলেন আপনারা। তখন হয়তো কেউ দেখেছিল?"

BanglaBook.org

"এসব ব্যাপারে খুব সাবধানী ছিলাম আমরা। এক রেস্তোরাঁয় কখনো দু'বার যাইনি। তাছাড়া, ইয়োশিয়াতাকা প্রায়ই ব্যবসার খাতিরে পরিচিত অন্য নারীদের সাথেও রেস্তোরাঁয় যেতো। তাই কেউ যদি আমাদের দেখেও ফেলতো, সন্দেহের কিছু ছিল না।"

ইয়োশিতাকা মাশিবা তাহলে পাকা খেলোয়াড় দেখা যাচ্ছে, ভাবলো কুসানাগি। মিস ওয়াকাইয়ামা বাদেও তার অন্য প্রেমিকা থাকতে পারে। আর সেটাই হবে হিরোমির মোটিভ।

লেখা থামিয়ে মাথা উঁচু করল উতসুমি। "আপনারা কখনো কোন হোটেলে দেখা করেছেন?" জিজ্ঞেস করল সে। আড়চোখে তার দিকে তাকালো কুসানাগি। সে নিজেও এই প্রশ্নটা করতে চাচ্ছিলো অনেকক্ষণ ধরে, কিন্তু কিভাবে করবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

এবারে খানিকটা বিরক্ত মনে হলো হিরোমিকে। "এর সাথে কি তদন্তের আসলেও কোন সম্পর্ক আছে?"

উতসুমির অভিব্যক্তিকে কোন পরিবর্তন আসলো না। "অবশ্যই আছে। তদন্তের জন্যে ইয়োশিয়াতাকা মাশিবার প্রাত্যাহিক জীবন সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য পাবো তত ভালো হবে আমাদের জন্যে। কখন কার সাথে দেখা করতেন তিনি, তা জানা দরকার। আমরা যদি তার পরিচিত সবাইকে প্রশ্ন করি তাহলে অনেক কিছুই জানতে পারবো, কিন্তু এমন কিছু তথ্য আপনার কাছে আছে, যা শুধু আপনিই দিতে পারবেন। হোটেলে গিয়ে আপনারা কি করেছিলেন সে ব্যাপারে কোন কৌতূহল নেই আমাদের। শুধু জানতে চাই যে হোটেলে গিয়েছিলেন কি না।"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম" বেজার মুখে অবশেষে বলল হিরোমি। "কিন্তু ওসব সস্তা হোটেলে নয়, যেখানে...যেখানে..." বাক্যটা শেষ করল না সে।

"আপনারা কি সবসময় একই হোটেলে যেতেন?"

"তিনটা হোটেলে গিয়েছি আমরা। তবে রেজিস্টারে খোঁজ নিলে আমাদের নাম পাবেন না। ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলাম।"

"তবুও, হোটেলের নামগুলো বলুন," উতসুমি বলল।

মুখ ভার করে তিনটা হোটেলের নাম বলল হিরোমি। তিনটেই প্রথম সারির হোটেল। মাশিবা আর হিরোমি যদি প্রতিদিন ওগুলোয় না গিয়ে থাকে, তাহলে তাদের চেহারা সেখানকার কর্মচারীদের মনে থাকার কথা নয়।

BanglaBoi.org

"কোনদিন দেখা করবেন সেটা কি আগে থেকেই ঠিক করে রাখতেন আপনারা?"

"না–সাধারণত হাতের কাজ বুঝে সময় ঠিক করতাম।"

"কতদিন পরপর দেখা করতেন?"

"সপ্তাহে একবার, মাঝে মাঝে দু'বার।"

নোট নেয়া শেষ করে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো উতসুমি।

"ধন্যবাদ। আপাতত আমাদের আর কোন প্রশ্ন নেই," বলল কুসানাগি।

"আমার আর কিছু বলারও নেই," গম্ভীর কণ্ঠে বলল হিরোমি।

তার উদ্দেশ্যে একবার হেসে বিলের কাগজটা তুলে নিল কুসানাগি।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে তিনজন পার্কিং লটের দিকে হাঁটছে এমন সময়ে হঠাৎ থেমে গেল হিরোমি, "আচ্ছা..." বলল সে, "আমি কি বাসায় ফিরে যেতে পারি এখন?"

"কোন সমস্যা?" তার দিকে ঘুরলো কুসানাগি। "আপনার সাথে না মিসেস মাশিবা দেখা করবে বলেছেন।"

"হ্যাঁ, কিন্তু এখন খুব একটা ভালো বোধ করছি না। আমার হয়ে তাকে কথাটা জানাতে পারবেন?"

"ঠিক আছে, বলবো।"

"আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসবো?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল।

"না, ধন্যবাদ। আমি ক্যাব ডেকে নেব।"

ঘুরে বিপরীত দিকে হাঁটা দিল হিরোমি। রাস্তার একপাশে দাঁড়ানো একটা ক্যাবে উঠে পড়লো। মোড় না ঘোরা পর্যন্ত ট্যাক্সিটার দিকে তাকিয়ে রইলো কুসানাগি।

"আমাদের কি মিসেস মাশিবাকে তার স্বামীর পরকীয়ার ব্যাপারটা জানানো উচিত?"

"বুঝতে পারছি না," জবাবে বলল উতসুমি। "আমাদের কাছে সব স্বীকার করার পর মিসেস মাশিবার মুখোমুখি হতে নিশ্চয়ই বিবেকে বাঁধছিল তার।"

"ঠিক বলেছো।"

"আসলেও কি তিনি কিছু খেয়াল করেননি?"

BanglaBook.org

"কে কিছু খেয়াল করেননি?"

"মিসেস মাশিবা। আপনার কি আসলেই মনে হয়, কিছু জানতেন না তিনি?"

"মনে হয় না।"

"কেন?"

"মিস ওয়াকাইয়ামাকে দেখে কিভাবে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল, খেয়াল করেছো?"

"হ্যাঁ...কিন্তু," চোখ নামিয়ে নিল উতসুমি।

"কি? কিছু বলার থাকলে বলে ফেলো।"

সরাসরি কুসানাগির চোখের দিকে তাকালো উতসুমি। "তাদের দু'জনকে দরজার কাছে দেখে একটা কথা মাথায় এসেছিল আমার। এমন কি হতে পারে না, মিসেস মাশিবা চাইছিলেন যাতে আমরা দৃশ্যটা দেখি?"

"কি?"

"কিছু না, থাক, বাদ দিন। গাড়ি নিয়ে আসছি আমি।"

বিস্মিত দৃষ্টিতে উতসুমির দিকে তাকিয়ে থাকলো কুসানাগি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

এদিকে ইতোমধ্যেই আয়ানের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্ব সেরে ফেলেছে চিফ মামিয়া। কুসানাগি তাকে জানিয়ে দিল যে মিস ওয়াকাইয়ামা বাসায় ফিরে গিয়েছে, অসুস্থ বোধ করছিল সে।

"আহ্হা," আয়ানে বলল, "ওর মানসিক অবস্থাও নিশ্চয়ই ভালো না।" দু'হাতে একটা চায়ের কাপ আঁকড়ে রেখেছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি, লিভিং রুমের সোফায় সোজা হয়ে বসলো সে। বসার ভঙ্গিতে এটা স্পষ্ট যে নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে এতক্ষণে।

তার পাশে রাখা হ্যান্ডব্যাগের ভেতর থেকে একটা মোবাইলের রিংটোন ভেসে এল এসময়। ফোনটা বের করে মামিয়ার দিকে তাকালো সে।

মাথা নেড়ে অনুমতি দিল চিফ।

কলটা ধরার আগে ফোনের ডিসপ্লের দিকে এক নজর তাকালো আয়ানে।

"হ্যাঁ?...হ্যাঁ, ঠিক আছি। পুলিশের লোকেরা এখন এখানেই আছে। তারা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। লিভিং রুমে পেয়েছিল ওকে...অবশ্যই, জানাবো। বাবাকে বলো চিন্তা না করতে। আচ্ছা, বাই।" কলটা কেটে মামিয়াকে জানালো, তার মা ফোন দিয়েছিল।

"তাকে বলেছেন যে কি হয়েছে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"শুধু বলেছি যে হঠাৎ মারা গিয়েছে। মা অবশ্য জানতে চেয়েছিল কিভাবে, কিন্তু কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না," কপালে হাত দিয়ে বলল আয়ানে।

"আপনার স্বামীর অফিসে কিছু জানিয়েছেন?"

"হ্যাঁ। প্লেনে ওঠার আগে লিগ্যাল কনসাল্ট্যান্টের সাথে কথা বলেছি। উনিই মি. ইকাই।"

"শুক্রবারে দাওয়াতে এসেছিলেন যিনি?"

"হ্যাঁ। মাশিবার এভাবে চলে যাওয়াতে অফিসে একদম বেসামাল অবস্থা...আমি যদি সাহায্য করতে পারতাম," বেদনার ছাপ প্রগাঢ় হলো আয়ানের চেহারায়, চোখে ফিরে এসেছে শূন্য দৃষ্টি *আমাদের সামনে*

BanglaBook.org

নিজেকে ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে কেবল, কুসানাগি মনে মনে বলল। যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে আবার। তার ইচ্ছে করছে আয়ানেকে সাহায্য করতে, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে একজন বাইরের মানুষের পক্ষে কিছুই করার থাকে না।

"মিস ওয়াকাইয়ামা যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থবোধ না করছেন, অন্য কোন আত্মীয়কে আপনার সাথে এসে থাকতে বলুন না হয়। খুব কাছের কেউ মারা গেলে ছোটখাটো সব কাজই অনেক বড় বোঝা মনে হয়।"

"আমি ঠিক আছি। তাছাড়া আপনারাও নিশ্চয়ই চাইবেন না, খুব বেশি লোকের আগমন ঘটুক এখানে, তাই না?"

কুসানাগির দিকে তাকালো মামিয়া, চেহারার স্পষ্ট অস্বস্তি। "ফরেনসিকের লোকেরা বিকেলে আবার আসছে। মিসেস মাশিবার অনুমতি নিয়েছি আমরা।"

তাহলে একা সময় কাটানো আর হচ্ছে না তার। সদ্য বিধবার সামনে আর মাথা উঁচু করে রাখতে পারলো না কুসানাগি, দৃষ্টি নামিয়ে নিল। শোক পালনে নির্জনতা আবশ্যকীয়, অন্তত তার কাছে সেটাই মনে হয়।

"সকাল সকাল আপনার এতগুলো সময় নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত, মিসেস মাশিবা," উঠে দাঁড়িয়ে বলল মামিয়া। "কিশিতানি থাকছে এখানে। আপনার যদি কোন কিছুর দরকার হয় তবে নির্দ্বিধায় তাকে বলতে পারেন।"

নিচু স্বরে তাকে ধন্যবাদ জানালো আয়ানে। বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলো কুসানাগি আর মামিয়া।

"তোমাদের কেমন গেল?" বাইরে পা দিয়েই জিজ্ঞেস করল চিফ মামিয়া।

"হিরোমি ওয়াকাইয়ামা স্বীকার করেছেন, মি. মাশিবার সাথে সম্পর্ক ছিল তার। তিন মাস আগে শুরু হয়েছিল তাদের প্রণয়। তার দাবি অন্য কেউ জানতো না এ ব্যাপারে।"

"আর সিঙ্কের কফির কাপের ব্যাপারটা?" নাক ফুলিয়ে জিজ্ঞেস করল মামিয়া।

"রবিবার সকালে একসাথে কফি খেয়েছিল তারা, মিস ওয়াকাইয়ামাই কফি বানিয়েছিল। তখনও না কি সবকিছু ঠিক ছিল।"

"তাহলে এর পরে কফিতে বিষ মেশানো হয়েছে," গাল চুলকে বলল মামিয়া।

BanglaBook.org

"মিসেস মাশিবার কাছ থেকে কিছু জানতে পেরেছেন?"

চেহারায় অসহিষ্ণু ভাব স্পষ্ট হলো মামিয়ার। "সেরকম কিছু না। আমার তো মনে হচ্ছে যে তিনি বোধহয় জানতেনও না স্বামীর পরকীয়ার কথা। তাকে একরকম সরাসরিই প্রশ্নটা করেছিলাম আমি। মানা করে দিয়েছেন। বরং কিছুটা অবাকই হয়েছিলেন আমি এরকম কিছু জিজ্ঞেস করায়। দেখে মনে হয়নি, অভিনয় করছেন। আর যদি করে থাকেন তাহলে বলতে হবে খুব ভালো অভিনেতা তিনি।"

একবার আড়চোখে উতসুমির দিকে তাকালো কুসানাগি। তার ধারণা, পুরোটাই অভিনয় করেছে আয়ানে। কিছুক্ষণ আগে বলেছিল চিফের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলে তার মতামত জানতে চাইবে, কিন্তু এ মুহূর্তে নোট নিতে ব্যস্ত।

"মিসেস মাশিবাকে কি কিছু জানাবো আমরা?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল মামিয়া। "আমাদের আগ বাড়িয়ে কিছু বলার দরকার নেই। তদন্তের সাথেও আপাতত কোন সম্পর্ক দেখছি না ব্যাপারটার। আগামী কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার তোমাদের সাথে দেখা হবে তার, সাবধানে কথা বলবে।"

"তাহলে ব্যাপারটা লুকোচ্ছি আমরা?"

"না, এখানে লুকোছাপার কিছু নেই। তিনি যদি নিজে থেকে জানতে পারেন, তাহলে জানবেন। আমাদের কিছু করার নেই সে ব্যাপারে। যদি না ইতোমধ্যেই জেনে থাকেন আর কি," পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে চোখ বোলালো মামিয়া। "এই ঠিকানায় যাবে তোমরা।"

কাগজটায় তাতসুহিকো ইকাইয়ের নাম, টেলিফোন নম্বর আর ঠিকানা লেখা।

"মি. মাশিবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে তাকে। গত শুক্রবারের দাওয়াতটা সম্পর্কেও প্রশ্ন করবে।"

"আমি তো শুনেছি, মি. ইকাই এ মুহূর্তে মি. মাশিবার ব্যবসা সামাল দেয়ার কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত।"

"তাহলে তার স্ত্রীর সাথে কথা বলবে। আগে ফোন করে নিও। মিসেস মাশিবা বলেছেন, দুই মাস আগেই বাচ্চা হয়েছে তার। খুব বেশি চাপ দেয়া যাবে না তাকে।"

তাহলে আয়ানেকে জানানো হয়েছে, ইকাইদের সাথে কথা বলবে ওরা।

BanglaBook.org

এরকম একটা মুহূর্তেও মিস ইকাইয়ের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করেছে সে। ব্যাপারটা মুগ্ধ করল কুসানাগিকে।

উতসুমি পার্কিং থেকে গাড়ি বের করে আনলে কিছুক্ষণের মধ্যে ইকাইদের ঠিকানার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল ওরা। পথে চিফ মামিয়ার দেয়া নম্বরটায় ফোন করল কুসানাগি। পুলিশ অফিসার বলে নিজের পরিচয় দেয়া মাত্র ওপাশে গম্ভীর হয়ে গেল ইউকিকো ইকাইয়ের কণ্ঠস্বর। দেখা করার ব্যাপারে তাকে রাজি করাতে বেশ বেগ পেতে হলো কুসানাগিকে। তবে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো সে, কিন্তু এক ঘন্টা সময় দিতে হবে তাকে। একটা কফি শপের সামনে গাড়ি থামালো উতসুমি। এখানেই অপেক্ষা করবে ওরা।

"তাহলে তোমার মতে মিসেস মাশিবা জানতেন, তার স্বামীর সম্পর্ক আছে অন্য কারো সাথে, পুরোটাই তার অভিনয়?" হট চকোলেটের কাপে চুমুক দিয়ে বলল কুসানাগি। একদিনের মত যথেষ্ট কফি খেয়ে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

"আমার যা মনে হয়েছে সেটাই বলেছি।"

"তুমি কি আসলেই বিশ্বাস করো এটা?"

জবাবে কিছু বলল না উতসুমি।

"যদি তিনি জেনেই থাকেন তাহলে তার স্বামী বা মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলেননি কেন? হিরোমিকে তো শুক্রবারে দাওয়াতও দিয়েছিল সে। জানলে তো এরকমটা করার কথা না।"

"সাধারণ যে কেউ হলে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতো।"

"কিন্তু মিসেস মাশিবা সাধারণ কেউ নয়?"

"সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে যথেষ্ট বুদ্ধিমতী তিনি। সেইসাথে ধৈর্য্যও প্রচুর।"

"এতই ধৈর্য্য যে স্বামীর পরকীয়া নিয়েও কিছু বলেনি?"

"আমার মনে হয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন উল্টোপাল্টা কিছু করে কোন লাভ নেই। বরং এতে দুটো বড় ক্ষতি হবে তার-সংসার ভাঙবে, সেইসাথে একজন তার প্রিয় শিক্ষানবিশের সাথেও সম্পর্ক খারাপ হবে।"

"সেটা মানলাম, কিন্তু তাই বলে স্বামীর গোপন প্রেয়সীর সাথে তো আর সারাজীবন ভাব রাখতে পারবে না। সংসার টিকিয়ে রাখার অভিনয় করাটা এত জরুরি?"

BanglaBoi.org

"কার কাছে কোনটা জরুরি সেটা বলা মুশকিল। গৃহ নির্যাতনের কোন প্রমাণ নেই। আপাত দৃষ্টিতে কিন্তু সবার কাছে এটাই মনে হবে যে সুখের সংসার মাশিবাদের। টাকা পয়সা নিয়ে কোন প্রকার চিন্তা করতে হতো না আয়ানে মাশিবাকে। সেলাইয়ের কাজেও পর্যাপ্ত সময় দিতে পারতো। তিনি নিশ্চয়ই এতটাও বোকা নন যে এসব হেলায় ছুড়ে দেবেন। হয়তো মি. মাশিবা এবং মিস ওয়াকাইয়ামার সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। আমার অন্তত এটাই মনে হয়, ভুলও হতে পারি।"

হট চকোলেটের কাপে আরেকবার চুমুক দিতেই ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল কুসানাগির। বেশি মিষ্টি। কাপে কিছুটা পানি মেশালো সে। "তাকে দেখে কিন্তু মনে হয় না, এত হিসেব নিকেশ করে চলার মত মানুষ।"

"এখানে হিসেব-নিকেশের কিছু নেই। বরং এভাবে দেখুন, এক বুদ্ধিমান মহিলা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে নেমেছেন।"

এক হাত দিয়ে মুখ মুছে জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো কুসানাগি। "তুমি হলেও কি এই কাজ করতে উতসুমি?"

হেসে মাথা ঝাঁকালো উতসুমি। "আমার স্বামী যদি এরকম কিছু করে তাহলে আর যাই হোক, চুপ করে থাকতাম না।"

"বেচারা," কুসানাগিও হাসলো। "আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না। স্বামীর পরকীয়ার ব্যাপারে জেনেও কিভাবে কারো পক্ষে স্বাভাবিকভাবে সংসার করে যাওয়া সম্ভব!"

ঘড়ির দিকে তাকালো সে। ইউকিকো ইকাইয়ের সাথে ওর কথা হয়েছে প্রায় আধাঘন্টা আগে।

মাশিবাদের মতন ইকাইরাও বেশ সম্ভ্রান্ত একটা এলাকায় থাকে। বাড়ির ধরনও একই রকম। মূল গেটের পাশে অতিথিদের জন্যে পৃথক একটা গ্যারেজ। ফলে উতসুমিকে পার্কিংয়ের জন্যে আলাদা জায়গা খুঁজতে হলো না।

ভেতরে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছিল ইউকিকো ইকাই এবং তার স্বামী তাতসুহিকো ইকাই। কুসানাগি ফোনে যোগাযোগ করার পর মি. ইকাইকে ফোন করে বাসায় আসতে বলেছে ইউকিকো।

"অফিসে সব ঠিকঠাক?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"অফিসের কর্মচারীরা বেশ দক্ষ, তাদের নিয়ে আপাতত কোন চিন্তা নেই। কিন্তু ক্লায়েন্টদের সাথে এখনই এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাই না..." বলে দুই ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো তাতসুহিকো। "ঘটনাটা কী? খুলে বলবেন?"

"নিজের বাসাতেই মারা গেছেন ইয়োশিতাকা মাশিবা।"

"সেটা তো জানি। কিন্তু টোকিও মেট্রোপলিটন পুলিশ যেহেতু ব্যাপারটা খতিয়ে দেখছে, সেহেতু এটা নিছক কোন দুর্ঘটনা বা আত্মহত্যা নয় বোধহয়?

লম্বা শ্বাস নিল কুসানাগি। ভুলে গেলে চলবে না যে একজন আইনজীবির সাথে কথা বলছে সে। যেনতেন কিছু বোঝানো যাবে না তাকে। কুসানাগি যদি অসহযোগিতা করে তাহলে অন্য কোন উপায়ে ঠিকই তথ্য বের করে নেবে। কাউকে কিছু বলা যাবে না এই শর্তে মি. ইকাই এবং মিসেস ইকাইকে সব খুলে বলল সে। কফিতে বিষের অস্তিত্ব পাওয়ার ব্যাপারটাও এড়ালো না।

বিস্ফোরিত নয়নে তাতসুহিকোর পাশে বসে সব শুনলো ইউকিকো। চোখজোড়া লাল তার। ওজন খানিকটা বাড়তির দিকে। বাচ্চা হবার সময়ে তার স্বাস্থ্য কিছুটা বেড়েছে বলে মনে হলো কুসানাগির।

কোকড়া চুলে একবার হাত চালালো তাতসুহিকো। "এবারে বুঝতে পারছি," বলল সে। "যখনই শুনলাম যে লাশের ময়নাতদন্তের জন্যে আবেদন করেছে পুলিশ, তখনই আঁচ করেছিলাম, কোন একটা ঝামেলা আছে। আর আমার মনে হয় না যে আত্মহত্যা করেছে মাশিবা।"

"আত্মহত্যার চেয়ে খুন হবার সম্ভাবনা বেশি বলতে চাইছেন?"

"আমি জানি না, আপনারা কী ভাবছেন ইয়োশিতাকা সম্পর্কে। কিন্তু বিষ পানে আত্মহত্যা করার মত মানুষ ছিল না ও..." মাথা ঝাঁকিয়ে বলল তাতসুহিকো।

"এমন কাউকে কি চেনেন, যে তার ক্ষতি করতে পারে?"

"যদি এটা বলি যে কখনো কারো সাথে গন্ডগোল হয়নি ওর তাহলে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু সেই গন্ডগোলগুলো একদমই ব্যবসা সংক্রান্ত, প্রোফেশনাল বলতে পারেন। আসলে অপছন্দ করার মতন মানুষ ছিল না মাশিবা। আর ব্যবসায়িক ঝামেলা যদি বেশি প্রকট হয়, তাহলে আমিই সেগুলো সামলাই, সে হিসেবে আমার শত্রু বেশি হবার কথা," ব্যাখ্যার সুরে বলল তাতসুহিকো।

BanglaBook.org

"আর অফিসের বাইরে? ব্যক্তিগত জীবনে কোন শত্রু কি ছিল মি. মাশিবার?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

সোফায় হেলান দিয়ে বসলো তাতসুহিকো। "সেটা বলতে পারবো না। আমরা দু'জন বিজনেস পার্টনার ছিলাম, তাই স্বভাবতই বেশির ভাগ আলোচনা হোতো ব্যবসা নিয়ে। কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুব একটা নাক গলাতাম না।"

"কিন্তু আপনাদের তো বাসায় দাওয়াত দিতেন মাশিবারা।"

মাথা ঝাঁকালো তাতসুহিকো। "ওদের জীবনে নাক গলাতাম না বিধায়ই দাওয়াত দিত। এই ব্যস্ত জীবনে এরকম টুকটাক সামাজিকতা রক্ষা করতেই হয় নিয়ম রক্ষার খাতিরে।"

অর্থাৎ বাইরের মানুষের জন্যে খুব বেশি সময় ছিল না মি. মাশিবার।

"শুক্রবারে যখন মাশিবাদের বাসায় গিয়েছিলেন তখন কি অন্যরকম কিছু খেয়াল করেছিলেন?"

"মানে এরকম কিছু ঘটবে সেটা আঁচ করতে পেরেছিলাম কি না? একদমই না। ভালো সময় কাটিয়েছিলাম সেদিন আমরা," ভ্রু-জোড়া কুঁচকে বলল তাতসুহিকো। "বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে মাত্র তিন দিন আগের ঘটনা।"

"উইকেন্ডে কারো সাথে দেখা করার ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন মি. মাশিবা?"

"আমাকে তো বলেনি," বলে স্ত্রীর দিকে তাকালো তাতসুহিকো।

"আমিও ওরকম কিছু শুনিনি। শুধু আয়ানে বলেছিল, বাড়ি যাচ্ছে..."

মাথা নাড়লো কুসানাগি। ইকাইদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

"মাশিবারা কি প্রায়ই দাওয়াত দিত আপনাদের?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল পাশ থেকে।

"দু-তিন মাস অন্তর অন্তর।"

"সবসময় কি তারাই দাওয়াত দিত?"

"ওদের বিয়ের পর আমরাও একবার দাওয়াত দিয়েছিলাম। এরপরে সবসময় মাশিবাদের বাসাতেই দেখা করেছি, প্রেগন্যান্সির কারণে ইউকিকো ভারী কাজ করতে পারতো না।"

"মি. মাশিবার সাথে বিয়ে হবার আগ থেকেই কি আপনারা আয়ানেকে চিনতেন?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। এমনকি ওদের যখন প্রথম দেখা হয়, সেখানেও ছিলাম আমি।"

"কোথায় দেখা হয়েছিল তাদের?"

"মাশিবা আর আমি একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম, সেখানেই। এরপরেই ডেটিং শুরু করে ওরা।"

"কতদিন আগের কথা এটা?"

"এই..." একবার মাথা চুলকালো তাতসুহিকো, "দেড় বছর হবে।"

"আর তাদের বিয়ে হয়েছিল এক বছর আগে। বেশ তাড়াতাড়িই কিন্তু..."

"হ্যাঁ, খুব বেশি দেরি করেনি।"

"মি. মাশিবা সন্তান চাচ্ছিলেন," ইউকিকো বলল, "সঠিক মানুষটাকে খুঁজে পেতে বেশ সময় লেগে যায় তার, কিছুটা অধৈর্য্যও হয়ে উঠেছিলেন ততদিনে।"

"এটা ওনাদের জানার কোন প্রয়োজন দেখছি না," স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল তাতসুহিকো। "এমনকি কিভাবে ওদের দেখা হলো, কবে বিয়ে হলো, এসব জানারও কি আদৌ কোন দরকার আছে?"

"আসলে," কুসানাগি বলল শান্তস্বরে, "খুব বেশি তথ্য এ মুহূর্তে হাতে নেই আমাদের। তাই মি. মাশিবা সম্পর্কে যত বেশি জানতে পারবো, তদন্তে সুবিধা হবে।"

"আমি বুঝতে পারছি, তথ্যগুলো কেন দরকার । কিন্তু ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব বেশি খোঁচাখুঁচি করার অধিকার কিন্তু নেই আপনাদের," দৃঢ় কণ্ঠে বলল তাতসুহিকো। দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন হুমকি।

"সেটা জানি," মাথা নিচু করে বলল কুসানাগি। "আগামী প্রশ্নগুলোর জন্যে আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে আমাদের জানতে হবে যে এই উইকেন্ডে কি করেছেন আপনারা দু'জন।"

ধীরে একবার মাথা নাড়লো তাতসুহিকো। "অ্যালিবাই দরকার আপনাদের? সেটাই স্বাভাবিক।" পকেট থেকে একটা চামড়ায় বাঁধানো অর্গানাইজার বের করল সে।

শনিবার সকালটা নিজের অফিসে কাটিয়েছে তাতসুহিকো ইকাই, এরপরে এক ক্লায়েন্টের সাথে পাবে গিয়েছিল। রবিবারে সকাল থেকে আরেক ক্লায়েন্টের সাথে গলফ খেলে, খাওয়া-দাওয়া শেষে রাত দশটার পর বাসায় ফিরেছে। আর ইউকিকো পুরোটা সময় বাসাতেই ছিল, তার মা এবং বোন এসেছিল দেখা করতে।

BanglaBook.org

সেই রাতেই স্থানীয় পুলিশ সদর দপ্তরে একটা ব্রিফিংয়ে অংশগ্রহণ করল সবাই। মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ফাস্ট ইনভিস্টেশন ডিভিশন প্রধান শুরুই করলেন এটা বলার মাধ্যমে যে, সম্ভাব্য খুনের তদন্ত করছে ওরা। এছাড়া কফিতে আর্সেনাস এসিডের উপস্থিতির অন্য কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নেই। আত্মহত্যা করতে চাইলে কফি বিনে বিষ মেশানোর কোন দরকার ছিল না মি. মাশিবার। সরাসরি বানানো কফিতে মেশানোটাই সহজ হতো।

ফরেনসিকের লোকেরাও নতুন কিছু জানাতে পারলো না। বিকেলে তারা মাশিবাদের বাসায় গিয়ে মুখে দেয়া যায় এমন সবকিছু পরীক্ষা করে দেখেছে। খাবার, মশলা, ড্রিঙ্কস, ঔষধ-সব। সব ধরণের চামচ, ছুরি, কাঁটাচামচ–এগুলোও পরীক্ষা করেছে। এখন অবধি ওগুলোর কোনটিতেই বিষের অস্তিত্ব মেলেনি। পাওয়া যাবে এমন সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে।

অর্থাৎ শুরু থেকে কফিই লক্ষ্য ছিল খুনির, জানতো, কোন না কোন সময় কফি খাবে মাশিবা। সেক্ষেত্রে দু'উপায়ে কফিতে বিষ মেশানো যেতে পারে বলে জানালো ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধি। আগে থেকেই গ্রাউন্ড কফি বিন, পেপার ফিল্টার অথবা কাপে বিষ ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল অথবা কফি বানানোর সময়ে যে কোন একটা উপাদানে বিষ মেশানো হয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়, ঠিক কী ঘটেছিল, কারণ বাসার অন্য কোথাও আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব মেলেনি। কফি বানানোর সময়ে ইয়োশিতাকার সাথে কেউ ছিল কি না তা জানাও সম্ভব নয়।

প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে কিন্তু কেউ মাশিবাদের বাসায় কাউকে ঢুকতে দেখেনি, সেখান থেকে বেরুতেও দেখেনি। অবশ্য মাশিবারা যেরকম এলাকায় থাকে সেখানকার অধিবাসীরা একে অপরের ব্যাপারে খুব কমই নাক গলায়। তারা যে কিছু জানাতে পারবে না সে ব্যাপারে মোটামুটি নিশ্চিতই ছিল সবাই।

আয়ানে আর ইকাইদের সাথে কথা বলে কি কি জেনেছে সব খুলে বলল কুসানাগি। হিরোমি এবং ইয়োশিতাকার মধ্যবর্তী সম্পর্কটার কথা অবশ্য চেপে গেল। মামিয়া সে ব্যাপারে আপাতত কাউকে কিছু জানাতে নিষেধ করেছে, যদিও ডিভিশন প্রধান অফিসারের কাছে পাঠানো রিপোর্টে

BanglaBook.org

সম্পর্কের কথা উল্লেখ করছে সে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও এ ব্যাপারে একমত প্রকাশ করেছে যে এখনই এ ব্যাপারে সবাইকে জানানোর কোন দরকার নেই। মিডিয়ার লোকজন যদি কোনভাবে জানতে পারে তাহলে হাউকাউ শুরু করে দেবে।

ব্রিফিং শেষে উতসুমি আর কুসানাগিকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠালো মামিয়া। "কালকে স্যাপোরো যাবে তোমরা," ওদের উদ্দেশ্যে বলল সে।

"মিসেস মাশিবার অ্যালিবাই ঠিক আছে কি না দেখতে পাঠাচ্ছেন?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ। পরকীয়া সম্পর্ক ছিল এমন একজন খুন হয়েছে। সুতরাং তার স্ত্রী এবং যার সাথে গোপন সম্পর্ক ছিল–দু'জনকেই সন্দেহের আওতায় রাখতে হবে। ইতোমধ্যেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে হিরোমির শক্ত কোন অ্যালিবাই নেই। ডিভিশন থেকে বলা হয়েছে যত দ্রুত সম্ভব আসামীকে বিচারের আওতায় আনতে। ওখানে একদিনের বেশি সময় নষ্ট করবে না তোমরা। হোক্কাইদো পুলিশকে সবকিছু আগে থেকেই জানিয়ে রাখবো আমি। তোমাদের যথাসাধ্য সহযোগিতা করবে তারা।"

"আয়ানে বলেছেন যে তিনি রিসোর্টে থাকা অবস্থায় তার সাথে যোগাযোগ করেছিল পুলিশ। আমাদের সেখানেও যেতে হবে বোধহয়।"

"হ্যাঁ, জোজাঙ্কেই হট স্প্রিং রিসোর্ট। স্যাপোরো থেকে এক ঘন্টার পথ গাড়িতে। আয়ানে মাশিবার পৈতৃক নিবাস নিশি ওয়ার্ডে, শহরের ভেতরে। দু'জন দু'জায়গায় গেলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে পারবে।"

এটাই ভাবছিলাম, মনে মনে বলল কুসানাগি। *একরাত হট স্প্রিং রিসোর্টে থাকার মত খরচ দেয়ার লোক না এরা।*

"কি ব্যাপার উতসুমি? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যে কিছু বলতে চাচ্ছো?"

পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো কুসানাগি।

"আমরা কি শুধু এই উইকেন্ডে তিনি কি কি করেছেন সে ব্যাপারেই খোঁজ খবর নেবো?"

"মানে?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল।

"মিসেস মাশিবা টোকিও ছাড়েন শনিবার সকালে আর ফেরেন সোমবার সকালে। আমি ভাবছিলাম, শুধুমাত্র এই সময়টুকুর মাঝে তিনি কি কি করেছেন সে সম্পর্কে খোঁজ নেয়া যথেষ্ট হবে কি না।"

BanglaBook.org

“যথেষ্ট না হওয়ার কারণ?”

“আমি ঠিক নিশ্চিত নই। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখনও জানা সম্ভব হয়নি যে ঠিক কিভাবে বা কখন কফিতে বিষ মেশানো হয়েছিল। তাই শুধু এই উইকেন্ডে তিনি কি করেছেন সে সম্পর্কে খোঁজ নিয়েই তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না।”

“দাঁড়াও-দাঁড়াও!” কুসানাগি বলল। “আমরা এটা জানি না যে কিভাবে বিষ মেশানো হয়েছিল কিন্তু মেশানোর সময় সম্পর্কে তো আন্দাজ করাই যায়। হিরোমি ওয়াকাইয়ামা মি. মাশিবার সাথে রবিবার সকাল বেলা কফি খেয়েছিল, কিন্তু তার কিছু হয়নি। অর্থাৎ এর পরে বিষ মেশানো হয়।”

“আপনি কি এটা একদম নিশ্চিত হয়ে বলতে পারবেন?”

“না পারার কি আছে? এছাড়া আর কখন বিষ মেশানো হতে পারে, বলো?”

“আমি...আমিও নিশ্চিত নই।”

“তোমার কি ধারণা যে আয়ানেকে বাঁচানোর জন্যে মিথ্যে বলছে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা?” মামিয়া জিজ্ঞেস করল। “সেক্ষেত্রে কিন্তু এটাও খতিয়ে দেখতে হবে যে দু'জনে যোগসাজশ করে খুনটা করেছে কি না। যদিও আমার ধারণা তেমনটা ঘটার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।”

“আমারো সেটাই মনে হয়।”

“তাহলে সমস্যাটা কি?” কিছুটা রূক্ষস্বরেই জিজ্ঞেস করল কুসানাগি। “আমাদের এখন শুধু আয়ানে মাশিবার শনি থেকে রবিবার পর্যন্ত অ্যালিবাই যাচাই করলেই হয়ে যাচ্ছে। ভুল বললাম?”

মাথা ঝাঁকালো উতসুমি। “অবশ্যই না। আমি শুধু এটা ভাবছিলাম, এমন কোন উপায়ে হয়তো কফিতে বিষ মেশানো হয়ে থাকতে পারে যেটা সম্পর্কে আমরা ধারণাই করতে পারছি না। হয়তো অজান্তে কোনভাবে নিজেই কফিতে বিষ মিশিয়েছিলেন মি. মাশিবা।”

“মানে কেউ তাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছে?” ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

“না। কেউ তাকে কোন কিছু করতে বাধ্য করেনি। তিনি হয়তো জানতেনই না বিষের অস্তিত্বের কথা, কিন্তু কফিতে মিশিয়েছেন যাতে স্বাদ বেড়ে যায়। কোন গোপন উপাদান।”

“কোন গোপন উপাদান? কফিতে?”

BanglaBook.org

"এই যেমন ইন্ডিয়ান তরকারীতে নামানোর আগ দিয়ে গরম মসলা ছিটিয়ে দেয়া হয় না? ওরকম। হয়তো কেউ মি. মাশিবাকে বলেছিল, কফির সাথে জিনিসটা মেশালে স্বাদ বেড়ে যাবে।"

"আমার কাছে এটা একটু অতিরিক্ত মনে হচ্ছে," কুসানাগি বলল।

"আসলেই কি?"

"এর আগে কখনো স্বাদ বাড়ানোর জন্যে গ্রাউন্ড কফির সাথে কাউকে কিছু মেশানোর কথা শুনিনি। আর মি. মাশিবার ব্যাপারে যতটুকু শুনেছি তিনিও মনে হয় না এ কথা বিশ্বাস করবেন। তাছাড়া তিনি কিন্তু মিস ওয়াকাইয়ামাকে কফি বানাতে বলেছিলেন রবিবারে, তখনও এই 'গোপন উপাদান' এর ব্যাপারে কিছু বলেননি তিনি। তর্কের খাতিরে ধরলাম মি. মাশিবা নিজেই কোনভাবে কাজটা করেছেন। সেক্ষেত্রে অন্য কোথাও আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব মিলতোই। কিন্তু ক্রাইম সিনে ওরকম কিছু পাওয়া যায়নি। এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে তুমি?"

কুসানাগির প্রশ্নের জবাবে মাথা নাড়লো উতসুমি। "ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়," বলল সে, "হয়তো আপনি ঠিকই বলছেন, স্যার। আমি শুধু ভাবছিলাম যে এমন কোন সম্ভাব্য পদ্ধতি আছে কি না যেটা আমাদের মাথাতে আসেনি।"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো কুসানাগি। "তুমি তোমার আন্দাজের ওপর ভরসা করতে বলছো? না কি এক্ষেত্রেও বলবে যে একজন নারী যেভাবে ভাবতে পারে, আমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না?"

"আমি এরকম কিছু বোঝাতে চাইনি। কিন্তু মেয়েরা যে কিছু ব্যাপার অন্যভাবে চিন্তা করে তা কিন্তু সত্যি...।"

"থামো," হাত উঁচিয়ে বলল মামিয়া। "যুক্তি তর্ক খারাপ লাগে না আমার। কিন্তু শুধু অনুমান আর আন্দাজের ওপর ভরসা না করাই শ্রেয়। উতসুমি, তুমি মিসেস মাশিবাকে সন্দেহ করো?"

"হ্যাঁ, যদিও আমি এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নই।"

আমার কাছে তো পুরোটা আন্দাজে ঢিল ছোড়াই মনে হচ্ছে, কুসানাগি বলল মনে মনে। মুখে অবশ্য কিছু প্রকাশ করল না।

"এই সন্দেহের পেছনে কারণটা কি?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল।

"শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো," লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে বলল উতসুমি।

"শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো? মানে?"

BanglaBook.org

“আমরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছাই, তখন পাঁচটা ধোয়া গ্লাস দেখেছিলাম রান্নাঘরে, মনে আছে?” কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল সে।

“হ্যাঁ, মনে আছে। শুক্রবারের দাওয়াতে ব্যবহৃত হয়েছিল ওগুলো।”

“শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো সাধারণত লিভিং রুমে কাপবোর্ডে রাখা হয়। এজন্যেই ভেতরে ঢুকে আমরা শেলফে খালি জায়গাটা দেখতে পাই।”

“আর?” মামিয়া জিজ্ঞেস করল। “আমি এখনও বুঝতে পারছি না কিছু।”

কুসানাগিও ধরতে পারছে না। কিন্তু উতসুমিকে আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে।

“ওগুলো কেন জায়গামতো রেখে যাননি মিসেস মাশিবা?”

“কি?” একই সাথে প্রশ্ন করল কুসানাগি আর মামিয়া। “রাখেননি তো সমস্যা কোথায়? কিছুক্ষণ পর বলল কুসানাগি।

“আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কিন্তু ওগুলো যথাস্থানেই রাখার কথা তার। কাপবোর্ডটা তো দেখেছেন। সবকিছু একদম পরিপাটি করে সাজানো ছিল সেখানে। এতটাই পরিপাটি যে, আমরা দেখেই বুঝেছিলাম, শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো জায়গামতো নেই। এখান থেকেই প্রশ্ন ওঠে, কেন ওগুলো গুছিয়ে রাখেননি তিনি।”

“হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন?” কুসানাগি বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্ভাবনাটা নাকচ করে দিল উতসুমি। “অসম্ভব।”

“কেন?”

“সাধারণ কোন দিন হলে মানতাম তিনি ভুলে গেছেন। কিন্তু পরদিন লম্বা সময়ের জন্যে শহরের বাইরে যাবার পরিকল্পনা ছিল তার। শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো বাইরে রেখে যাবেন, তা সম্ভব নয়।”

মামিয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি। ভাবছে যে তার নিজের চেহারাও ওরকম বিস্ময় ফুটে উঠেছে কি না। উতসুমি এমনভাবে কেসটা নিয়ে ভেবেছে, যেটা তার মাথাতেই আসেনি।

“শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো বাইরে রেখে যাওয়ার একটা কারণই মাথায় আসছে আমার,” উতসুমি বলল। “তিনি জানতেন, খুব বেশি সময় বাইরে থাকবেন না।”

বুকে হাত ভাঁজ করে কিছুক্ষণ ভাবলো মামিয়া। এরপর কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি কিছু বলতে চাও এ ব্যাপারে?”

BanglaBook.org

মাথা চুলকালো কুসানাগি। বলার মত কিছু নেই তার। বরং উতসুমির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "এই কথাগুলো আগে বলোনি কেন? বাসাতে ঢুকেই তো এটা তোমার মাথায় এসেছিল, তাই না?"

কাঁধ ঝাঁকালো উতসুমি, "ক্রাইম সিনে ঠিকমতো মনোযোগ না দিয়ে উল্টোপাল্টা জিনিসে মনোযোগ দেয়ায় বকুনি খাবার ভয়ে কিছু বলিনি। তাছাড়া ভেবেছিলাম যে মিসেস মাশিবাই যদি দোষী হয় তাহলে অন্য কোন না কোন উপায়ে জানাই যাবে...সরি।"

লম্বা একটা শ্বাস নিল মামিয়া। "এটা তো ঠিক না কুসানাগি। একজন নতুন ডিটেক্টিভ যদি কাজে যোগ দেয়ার পর নির্ভয়ে নিজের মতই প্রকাশ না করতে পারে, তাহলে কিভাবে হবে?"

"না! আমি ওটা বোঝাতে চাইনি–" উতসুমি বলতে শুরু করলেও হাত উঁচিয়ে তাকে থামালো মামিয়া।

"যা ভাবছো তা নির্দ্বিধায় বলবে, যখন খুশি। তদন্তের সময় কার পদমর্যাদা কি সেটা নিয়ে ভাবারও কোন দরকার নেই। আমি ডিভিশনের সাথে তোমার বলা কথাগুলো নিয়ে আলাপ করবো। গ্লাসগুলো জায়গামতো রেখে যাননি, এটা একটু অদ্ভুতই বটে। কিন্তু গুরুতর কিছুও না। শক্ত প্রমাণ দরকার আমাদের। তাই এ মুহূর্তে তোমাদের কাছে একটাই চাওয়া আমার, মিসেস মাশিবার অ্যালিবাই যাচাই করে দেখো। গোয়েন্দা হিসেবে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যত বেশি সম্ভব তথ্য জোগাড় করা। সেই তথ্যগুলো দিয়ে ঠিক কি হবে, তা পরে ভাবলেও চলবে। বুঝেছো?"

কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রাখলো উতসুমি। এরপর চিফ ডিটেক্টিভের চোখে চোখ রেখে বলল, "বুঝেছি।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

ফোনের শব্দে চোখ খুলল হিরোমি।

ঘুম আসছিল না, তাই চোখ বন্ধ করে শুয়ে ছিল এতক্ষণ। প্রস্তুতি নিচ্ছিল আরেকটা নির্ঘুম রাতের। ইয়োশিতাকা যে ঘুমের ঔষধগুলো দিয়েছিল তাকে, সেগুলোর কয়েকটা এখনও আছে। কিন্তু ইচ্ছে করেই ওগুলোর কোনটা মুখে দেয়নি।

হালকা মাথাব্যথা নিয়ে উঠে বসলো। ফোন ধরতেও ভয় লাগছে। এই সময়ে কে ফোন দেবে? ঘড়ির দিকে তাকালো একবার। দশটা বাজতে চলেছে।

ডিজিটাল ডিসপ্লেতে নামটা দেখেই ঝিমুনি কেটে গেল পুরোপুরি। যেন ঠাণ্ডা পানির ছিটে এসে লেগেছে চোখেমুখে। আয়ানে মাশিবা। রিসিভ বাটনে চাপ দিল দ্রুত।

"হ্যালো, হিরোমি বলছি," জড়ানো কণ্ঠে বলল।

"হ্যালো, আমি, আয়ানে। ডিস্টার্ব করলাম তোমাকে? ঘুমোচ্ছিলে?"

"না। শুয়ে ছিলাম। সকালে ফিরতে পারিনি দেখে দুঃখিত।"

"সমস্যা নেই। ঠিক আছো এখন?"

"হ্যাঁ। আপনি কেমন আছেন? খুব বেশি ক্লান্ত, না?" হিরোমি জিজ্ঞেস করল। ডিটেক্টিভ দু'জন আয়ানেকে সবকিছু খুলে বলেছে কি না কে জানে।

"হ্যাঁ, কিছুটা ক্লান্ত। আমার কাছে সবকিছু এখনও অবাস্তব মনে হচ্ছে, জানো? মানে কিভাবে যে..."

হিরোমির নিজেরও এরকমই মনে হচ্ছে। যেন কোন দুঃস্বপ্ন হঠাৎই বাস্তব হয়ে উঠেছে। "বুঝতে পারছি," বলল সে।

"সত্যি বলছো, হিরোমি? তোমার শরীর খারাপ না তো?"

"না, আসলেও ঠিক আছি। কালকে কাজেও যেতে পারবো।"

"ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। আসলে আমি ভাবছিলাম...এখন দেখা করতে পারবে কি না?"

"এখন?" হঠাৎই সতর্ক হয়ে উঠল হিরোমির কণ্ঠস্বর। বুকের অস্বস্তি ভাবটা ফিরে এসেছে।

"সামনাসামনি তোমার সাথে কিছু ব্যাপারে কথা বলতে চাই আমি। খুব

BanglaBook.org

বেশি সময় লাগবে না। তুমি যদি বেশি ক্লান্ত হও তো আমি তোমার ওখানে আসতে পারি।"

ফোনটা শক্ত করে কানের সাথে চেপে ধরলো হিরোমি। "না, আমিই আসছি আপনার বাসায়। এক ঘন্টা সময় দিন।"

"আসলে আমি এখন একটা হোটেলে আছি।"

"জি?"

"পুলিশের লোকেরা বাসায় কিছু জিনিস খতিয়ে দেখছে, তারাই বলেছে এখানে থাকতে। স্যাপোরোতে যাওয়ার সময় স্যুটকেসে যা যা নিয়েছিলাম, ওগুলো নিয়েই চলে এসেছি এখানে।"

দক্ষিণ টোকিওর একটা হোটেলের ঠিকানা দিল আয়ানে। কি নাগাওয়া স্টেশনের কাছে জায়গাটা।

"আসছি," বলে ফোন কেটে দিল হিরোমি।

তৈরি হতে হতে ভাবতে লাগলো যে কোন ব্যাপারে কথা বলতে চায় আয়ানে। *আমার ভালো থাকা নিয়ে যদি এতই চিন্তা থাকে তার, তাহলে এভাবে তাড়াহুড়া করে যেতে বলতো না নিশ্চয়ই।* হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানাতে চাচ্ছেন।

ট্রেনে করে কি নাগাওয়া যাওয়ার পথেও এক মুহূর্তের জন্যে স্থির থাকতে পারলো না হিরোমি। *কি এমন বলার আছে আয়ানের? সে কি ওর আর মি. মাশিবা সম্পর্কের কথা জেনে গেছে কোনভাবে? ফোনে গলার স্বর শুনে অবশ্য সেরকমটা মনে হয়নি। না কি ইচ্ছে করেই চেপে গেছে?*

হিরোমি কল্পনা করার চেষ্টা করল, ওদের সম্পর্কের কথা শোনার পর আয়ানের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। কিন্তু কিছুই মাথায় এলো না। এর আগে কখনো তাকে রাগতে দেখেনি ও। সবসময়ই চুপচাপ, ধীর-স্থির। *কিন্তু কেউই রাগের উর্ধ্বে নয়। একেকজনের ক্রোধের বহিঃপ্রকাশের ধরণ আলাদা মাত্র।*

স্বামীর সাথে নিজের শিক্ষানবিশের সম্পর্কে আয়ানের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সেটা ধরতে না পারায় কিছুটা ভয়ই লাগলো হিরোমির। তবে সিদ্ধান্ত নিল, আয়ানে যদি সরাসরি জিজ্ঞেস করে, ফালতু কোন অজুহাত দেবে না; ক্ষমা চাইবে শুধু। অবশ্য ক্ষমা পাবে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ আছে। চাকরিটাও হয়তো চলে যেতে পারে। নিজেকে প্রস্তুত রাখাই ভালো।

হোটেলে পৌঁছে আয়ানেকে ফোন দিল হিরোমি। তাকে সরাসরি রুমে

BanglaBook.org

চলে আসতে বলল আয়ানে। হোটেলেরই একটা বাথরোব গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। "দুঃখিত তোমাকে হঠাৎ এভাবে ডেকে পাঠানোর জন্যে," বলল সে।

"সমস্যা নেই। কী যেন বলতে চাইছিলেন?"

"বসো," রুমের দুটো সোফার একটার দিকে নির্দেশ করে বলল আয়ানে।

গোটা রুমে একবার নজর বুলিয়ে বসে পড়লো হিরোমি। দুটো বিছানা ঘরটায়। একটার ওপরে আয়ানের সুটকেস খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে বাসা থেকে নিজের ওয়ার্ড্রোবের অর্ধেক জিনিস তুলে এনেছে সে। দীর্ঘ সময় থাকতে হবে ধরেই নিয়েছে।

"কিছু খাবে?"

"না, ধন্যবাদ।"

"তাও বের করে রাখলাম, যদি খেতে ইচ্ছে করে," হোটেলের ফ্রিজ থেকে উলং চায়ের বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢাললো আয়ানে।

"ধন্যবাদ," বলে একটা গ্লাস নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল হিরোমি। তেষ্টা পেয়েছিল সেটা বুঝতেই পারেনি এতক্ষণ।

"তোমাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল ডিটেক্টিভ দু'জন?" বরাবরের মতনই কোমল সুরে জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

গ্লাস নামিয়ে রেখে একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল হিরোমি। "অচেতন অবস্থায় মি. মাশিবাকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন তার কী অবস্থা ছিল। আর তাকে হত্যা করতে পারে এমন কাউকে চিনি কি না।"

"কী বললে তুমি?"

"আমি বলেছি, এ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই আমার," হাত নেড়ে বলল হিরোমি।

"সেটাই হবার কথা। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করেছিল?"

"নাহ, আর কিছু না," মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল হিরোমি। *রোববার সকালে আপনার স্বামীর সাথে কফি খাবার ব্যাপারেও প্রশ্ন করেছিল।*

মাথা নেড়ে অপর গ্লাসটা তুলে নিল আয়ানে। একবার চুমুক দিয়ে কপালের সাথে চেপে ধরলো ওটা, যেন মাথা গরম হয়ে আছে তার।

"হিরোমি, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমি।"

আয়ানের চোখের দিকে তাকালো হিরোমি। এক মুহূর্তের জন্যে মনে

BanglaBook.org

হলো, কড়া কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে সে, কিন্তু পরমুহূর্তেই বদলে গেল চেহারার অভিব্যক্তি। তার দৃষ্টিতে ক্রোধ বা ঘৃণা কোনটারই অস্তিত্ব নেই। কেবল প্রিয়জন হারানোর বেদনা আর শোক। ঠোঁটে লেগে থাকা হাসিটাও মনের কষ্টের প্রতিচ্ছবি যেন।

"আমাকে ডিভোর্স দেয়ার কথা বলেছিল ও," অনুভূতিহীন কণ্ঠে বলল আয়ানে।

আবারো মেঝের দিকে দৃষ্টি ফেরালো হিরোমি। ওর হয়তো একটু অবাক হওয়ার ভঙ্গি করা উচিত ছিল, কিন্তু সেই ইচ্ছেটাও নেই। আয়ানের চেহারার দিকে তাকানো সম্ভব নয় তার পক্ষে।

"শুক্রবারে কথাটা আমাকে বলেছিল ও। ইকাইদের আসার আগে। বলছিল যে, এমন একজন মহিলার সাথে সম্পর্ক রাখতে চায় না যে কি না তার সন্তানের মা হতে পারবে না।"

কিছুই বলল না হিরোমি। সে জানে, আয়ানেকে ডিভোর্সের ব্যাপারে বলেছিল ইয়োশিতাকা, কিন্তু সেটা যে এভাবে, তা জানতো না।

"এটাও জানিয়েছিল, ওর জীবনকে পূর্ণতা দেবে এমন একজনের সাথে দেখা হয়েছে। তার নাম প্রকাশ করেনি, কিন্তু এটা বলেছিল, তাকে আমি চিনি না।"

হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে হিরোমির। *সত্যটা জানেন তিনি। কৌশলে আমার মুখ থেকে শুনতে চাইছেন।*

"আমার ধারণা মিথ্যে বলছিল ও," আয়ানে বলল। "ঐ নারীর পরিচয় আমি জানি। তাকে খুব ভালোভাবেই চিনি। এজন্যেই ইচ্ছেকৃতভাবে নামটা চেপে গেছে।"

হিরোমির প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে আয়ানের কথাগুলো শুনতে। বুকের ওপর চেপে বসা পাথরটার ওজন বাড়ছেই চক্রবৃদ্ধি হারে। চোখের কোণে পানি জমতে শুরু করেছে।

আয়ানের চেহারায় অবশ্য অবাক হবার কোনো লক্ষণ নেই। সেই হাসিটাই লেগে আছে মুখে, যেন ছোট একটা বাচ্চার সাথে কথা বলছে। "তোমার কথাই তো বলছিল ও, তাই না হিরোমি?"

মুখে হাত দিয়ে কান্না ঠেকানোর চেষ্টা করল হিরোমি। কিন্তু লাভ হলো না। গাল বেয়ে অঝোরে নামছে অশ্রুধারা।

"তোমার সাথেই সম্পর্ক ছিল ওর, তাই না?"

BanglaBook.org

এখন আর অস্বীকার করার কোন মানেই হয় না। মাথা নেড়ে সায় দিল হিরোমি।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল আয়ানের বুক চিড়ে। "এটাই ভেবেছিলাম।"

"আয়ানে, আমি..."

"না, কিছু বলার দরকার নেই। ও যখন আমাকে ডিভোর্সের কথা বলেছিল তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, সব শেষ। যদিও আমি নিজেও চাইছিলাম, আমার ধারণা যেন মিথ্যে হয়। তোমার সাথে এত সময় কাটানোর পরেও এরকম কিছু আমার নজরে পড়বে না, তা হতে পারে না। তাছাড়া ও অভিনয়ে বরাবরই কাঁচা।"

"আপনি নিশ্চয়ই খুব রেগে আছেন।"

মাথা একদিকে কাত করল আয়ানে। "রাগ? জানি না। কষ্ট পেয়েছি বলতে পারো। আমি নিশ্চিত যে ও-ই প্রথমে তোমার দিকে হাত বাড়িয়েছিল। কিন্তু তুমিও তো তাকে না করোনি–আমার রাগ হওয়াটা কি ভুল হবে? তবে আমার কিন্তু এমন মনে হচ্ছে না, তুমি ওকে আমার কাছ থেকে চুরি করেছো। আমার প্রতি ওর যে ভালোবাসাটুকু ছিল, তা নিঃশেষ হয়েছে প্রথমে। এরপরে তোমার কাছে গিয়েছে। ওকে ধরে রাখতে না পারাটা আমারই ব্যর্থতা।"

"আমি দুঃখিত," হিরোমি বলল কোনমতে। "আমি জানি, আমার না বলা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এতবার বলেছেন যে..."

"সাফাই দেয়া লাগবে না," এবারে কিছুটা ঠাণ্ডা স্বরে বলল আয়ানে। "না-হলে দেখা যাবে তোমাকে আসলেই ঘৃণা করা শুরু করবো, হিরোমি। তুমি কিভাবে ওর প্রেমে পড়লে এটা শুনতে কি ভালো লাগবে আমার?"

ঠিকই বলেছেন। মাথা ঝাঁকালো হিরোমি। এখনও মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

"বিয়ের সময় একটা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আমরা," আয়ানে বলল, আবারও কোমল হয়ে এসেছে তার গলার স্বর। "বলেছিলাম, এক বছরেও যদি আমাদের বাচ্চা-কাচ্চা না হয় তাহলে গোটা ব্যাপারটা আবারো ভেবে দেখবো। সত্যি বলতে, আমাদের দু'জনের কারো বয়সই কিন্তু কম নয়। তাই এসব ব্যাপারে ডাক্তার দেখিয়ে সময় নষ্ট করাটাও বাস্তবিক হবে না। তোমার সাথেই যে ওর সম্পর্ক–এটা জেনে ভীষণ অবাক হয়েছি সত্যি।

BanglaBook.org

কিন্তু ও যে এরকম কিছু করবে তা মেনে নিতে সমস্যা হচ্ছে না। এমনটাই তো কথা ছিল ।"

"আমাকে কথাটা বলেছিলেন তিনি," হিরোমি মাথা না উঁচিয়েই বলল,

শনিবারে যখন ওদের দেখা হয়েছিল তখনও কথাটা বলেছিল ইয়োশিতাকা। 'শর্ত' কথাটা ব্যবহার করেছিল সে। *আয়ানের সাথে এটাই শর্ত আমার। ও মেনে নিতে বাধ্য।* হিরোমি তখন ব্যাপারটাকে অতটা গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এখন আয়ানের কথা শুনে মনে হচ্ছে বুঝে শুনেই সব করেছে ইয়োশিতাকা।

"আমি স্যাপ্পোরোতে ফিরে গিয়েছিলাম সব কিছু নিয়ে ভাবতে। যে বাড়িটাতে ও আমাকে ডিভোর্সের কথা বলেছে সেখানে থেকে কিছু চিন্তা করাটা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এজন্যেই তোমাকে আমার চাবি দিয়ে গিয়েছিলাম–যাতে ওর সাথে যোগাযোগ করতে না হয়। জানতাম যে আমার অনুপস্থিতিতে দেখা করবে তোমরা; তাহলে চাবি দিয়ে যেতে অসুবিধে কোথায়?"

আয়ানে যেদিন ওর অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল সেদিনের কথা মনে করল হিরোমি। ওর সেলাই শিক্ষকের মাথায় কী চলছিল সে ব্যাপারে ধারণাই করতে পারেনি সে। ভেবেছিলাম ভরসা করে চাবিটা দিয়ে যাচ্ছেন। এতটা বোকা আমি? আয়ানে যখন ওর হাতে চাবিটা দেখেছিল শেষবারের মতন, তখন তার মনের ভেতরে কী চলছিল তা ভেবে মনে মনে গুঙিয়ে উঠল হিরোমি।

"ইয়োশিতাকা আর তোমার সম্পর্কের ব্যাপারে ডিটেক্টিভদের কিছু বলেছো?"

মাথা নাড়লো হিরোমি। "তারা কোনভাবে বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটা। অন্য কোন উপায় ছিল না আমার।"

"বেশ। মিথ্যে বললে পরিস্থিতি আরো ঘোলা হতো বরং। কারণ ছাড়া বাসায় কেনই বা যাবে তুমি। এভাবেই নিশ্চয়ই ভেবেছে তারা। আমাকে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কিছু বুঝতে দেয়নি।"

"তাই?"

"আমার হাবভাব বোঝার চেষ্টা করছিল। আমাকে নিশ্চয়ই সন্দেহও করে।"

"কি?" এবারে মাথা উঁচু না করে পারলো না হিরোমি। "মানে, আপনি

BanglaBook.org

একজন সন্দেহভাজন এই কেসে?"

"কেন হবো না? আমার স্বামীর অন্য একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল। আমাকে সন্দেহ না করাটাই অস্বাভাবিক।"

এবারো ঠিক বলেছেন। হিরোমি অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহ করেনি আয়ানাকে। একেতো ঘটনার সময় স্যাপ্পোরোতে ছিল সে। তাছাড়া ইয়োশিতাকা বলেছিল, সবকিছু স্বাভাবিকই আছে। *হয়তো আবারো বোকামির পরিচয় দিয়েছি আমি।*

"অবশ্য ওদের সন্দেহে আমার কিছু যায় আসে না," ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে চোখ মুছলো আয়ানে। "আমি শুধু জানতে চাই যে...আসলে কি হয়েছিল। হিরোমি, তুমি কি আসলেও কিছু জানো না? তোমার সাথে শেষ কখন দেখা হয়েছিল ওর?"

প্রশ্নটার জবাব দিতে ইচ্ছে করছে না হিরোমির, কিন্তু মিথ্যে বলার অবকাশ নেই। "গতকাল সকালে। একসাথে কফি খেয়েছিলাম আমরা। ডিটেক্টিভ দু'জন আমার সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথাও বলেছে। কিন্তু কোন ধরণের অস্বাভাবিকতা নজরে আসেনি আমার।"

"ঠিক আছে।" ঘাড় কাত করে হিরোমির দিকে তাকালো আয়ানে। "ডিটেক্টিভদের কাছ থেকে কিছু লুকাওনি তো?"

"না।"

"বেশ। কিন্তু তোমার যদি মনে হয় যে কোন একটা ব্যাপার তাদেরও জানা উচিত, তাহলে দেরি করবে না। সাথে সাথে ফোন দেবে। সন্দেহের তালিকায় না-হলে তোমার নামও ঢুকে যাবে।"

"আমার ধারণা আমাকে ইতোমধ্যেই সন্দেহ করে ওরা। এই উইকেন্ডে একমাত্র আমার সাথেই দেখা হয়েছিল মি. মাশিবার।"

"সেটা ঠিক। এ ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখবে।"

"তাদেরকে কি আমি আজকের কথাও বলবো? মানে আমাদের দেখা করার ব্যাপারটা।"

মাথা নাড়লো আয়ানে। "লুকানোর কোন কারণ দেখছি না," কপালে হাত দিয়ে বলল সে। "তারা জানলেও কিছু যায় আসে না। গোপন করার চেষ্টা করলেই বরং অন্যভাবে নিতে পারে।"

"ঠিক আছে।"

একটা মলিন হাসি ফুটলো আয়ানের ঠোঁটে। "ব্যাপারটা একটু কেমন

BanglaBook.org

যেন, তাই না? আমি এমন একজনের সাথে এক রুমে বসে আছি যার সাথে আমার স্বামীর সম্পর্ক ছিল কিন্তু একে অপরের সাথে ঝগড়া বাদ দিয়ে শান্ত স্বরে কথা বলছি কেবল। মৃত্যু সব বদলে দেয়।"

কী বলবে বুঝতে পারলো না হিরোমি। তার নিজেরও একই রকম অনুভূত হচ্ছে। ইয়োশিতাকা যদি বেঁচে থাকতো তাহলে আয়ানের রাগের কোন পরোয়া করতো না সে। কিন্তু এখন এসব রাগ অভিমানের কোন মানেই নেই। এক দিক দিয়ে চিন্তা করলে ক্ষতির পরিমাণ আয়ানের চেয়ে ওরই বেশি। কিন্তু সেটা কাউকে বলতে পারবে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

আয়ানে মাশিবার পৈতৃক নিবাস খুঁজে পেতে খুব একটা সমস্যা হলো না। একটা ছিমছাম আবাসিক এলাকায় তিনতলা বাড়ি। নিচতলাটা গ্যারেজ এবং স্টোররুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটা সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলার প্রবেশ ফটক অবধি।

"এখানকার বেশিরভাগ বাড়িই এরকম," আয়ানের বাবা, কাজুহিরো মিতা বলল। মেহমানের জন্যে চালের পিঠা তৈরি করা হয়েছে। "ঠাণ্ডার সময় প্রচুর বরফ পড়ে আমাদের এখানে। তাই মূল প্রবেশ ফটক ইচ্ছে করেই উঁচুতে বানানো হয়েছে।"

মাথা নাড়লো কুসানাগি। টোকিও শহর থেকে একদম ভিন্ন জায়গাটা, যেন অন্য একটা জগত। আয়ানের মা, তোকিকো চা নিয়ে প্রবেশ করলে ধোঁয়া ওঠা কাপটা তুলে নিল কুসানাগি। খালি ট্রে নিয়ে স্বামীর পাশে বসে পড়লো তোকিকো।

"ইয়োশিতাকার খবরটা শুনে আমরা প্রচণ্ড অবাক হয়েছি। যখন আমাদের জানানো হলো, ওর মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, পুলিশি তদন্ত হচ্ছে, তখন বিস্ময়ের পরিমাণ আরো বেড়েছে," কাজুহিরো বলল। তার সফেদ ভ্রু জোড়া কিছুটা কুঁচকে আছে এখন।

"খুন কি না সেটা এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি," কুসানাগি বলল।

"ওর শত্রুর সংখ্যা কম নয়। সব প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ীর ক্ষেত্রেই অবশ্য এই কথাটা খাটে। তবে আপনাকে মাথায় রাখতে হবে, গতানুগতিক অন্য সবার চেয়ে সে একটু বেশিই..."

পাঁচ বছর আগে একটা স্থানীয় ক্রেডিট ইউনিয়ন থেকে অবসর গ্রহণ করে কাজুহিরো মিতা। ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে ভালোই জানাশোনা তার।

"আমি ভাবছিলাম," পাশ থেকে তোকিকো বলল এই সময়। "আয়ানের কি অবস্থা? ফোনে গলা শুনে তো মনে হলো, ঠিকই আছে। কিন্তু ও নিশ্চয়ই চায় না যে আমরা দুশ্চিন্তা করি।"

"ভালোই আছেন। ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন অবশ্যই," কুসানাগি বলল। "কিন্তু আমাদের যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন।"

BanglaBook.org

"যাক, একটু স্বস্তি পেলাম," চেহারা থেকে দুশ্চিন্তার ভাবটা কিছুটা হলেও কমলো মিসেস মিতার।

"আয়ানে বলছিলেন যে শনিবারে স্যাপ্পোরোতে এসেছিলেন তিনি। আপনার শারীরিক অবস্থা নিয়ে চিন্তা হচ্ছিল তার," কাজুহিরোর দিকে তাকিয়ে বলল কুসানাগি। বয়স্ক ভদ্রলোক কিছুটা রোগা, কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে না, কোন অসুখে ভুগছে।

"হ্যাঁ, আসলে..." বলে এক মুহূর্তের জন্যে থামলো কাজুহিরো। "অগ্ন্যাশয়ে সংক্রমণ হয়েছিল আমার তিন বছর আগে। তখন থেকেই শারীরিক অবস্থা ভালো না। মাঝে মাঝে জ্বর আসে। পেটে এত ব্যথা হয় যে নড়াচড়াই করতে পারি না। কিন্তু মানিয়ে নিয়েছি আমি। এই বয়সে এটাই করতে হয় সবাইকে। মানিয়ে নেয়া শিখতে হয়।"

"আয়ানের সাথে কি বিশেষ কোন দরকার ছিল এবার আপনার?"

"না, ওরকম কিছু না," একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল কাজুহিরো।

মাথা ঝাঁকালো তোকিকো। "শুক্রবার রাতে ফোন দিয়ে বলে, পরদিন আসবে। বাবাকে নিয়ে না কি দুশ্চিন্তা হচ্ছিল ওর, তাছাড়া বিয়ের পরে একবারও আসেনি।"

"এখানে আসার অন্য কোন কারণ কি ছিল?"

"ওরকম কিছু বলেনি আমাদের।"

"কতদিন থাকতে চেয়েছিলেন।"

"সে ব্যাপারেও স্পষ্ট কিছু বলেনি। আমি যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম বলেছিল যে তখনো ঠিক করেনি।"

হঠাৎ স্যাপ্পোরোতে ফেরার কোন কারণ ছিল না, মনে মনে ভাবলো কুসানাগি। *তাহলে বাবা-মা'র সাথে এভাবে দেখা করতে এলো কেন সে? বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, একমাত্র স্বামীর সাথে সমস্যা হলেই বিয়ের পরে বাড়ি ফেরে মেয়েরা।*

"ইয়ে মানে, মি. কুসানাগি..." খানিকটা দ্বিধান্বিত স্বরে বলল কাজুহিরো। "আয়ানে এখানে কেন এসেছিল সেটা নিয়ে খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে আপনাকে। কারণটা আমাদের বলা যাবে?"

হাসলো কুসানাগি। *বয়স্ক ব্যাংকার সাহেবের চিন্তা ভাবনা এখনও পরিস্কার*। "মি. মাশিবা যদি আসলেও খুন হয়ে থাকেন, তাহলে খুনি বুঝে শুনেই এই সময়টা বেছে নিয়েছিল। আয়ানে মাশিবা বাড়ির বাইরে থাকলে তার সুবিধেই হবার কথা," ধীরে কিন্তু স্পষ্টস্বরে বলল ডিটেক্টিভ। "আর

BanglaBook.org

সেটাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের জানতে হবে যে মিসেস মাশিবার এখানে আসার কথা কিভাবে জানলো খুনি। সেজন্যেই এই প্রশ্নগুলোর জবাব জানাটা জরুরি। আশা করি বুঝতে পারছেন।"

"বেশ," বলে মাথা নাড়লো কাজুহিরো। কুসানাগির কথা বিশ্বাস করেছে কি না সেটা অবশ্য তার চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না।

"এখানে এসে কি করছিলেন তিনি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল বয়স্ক দম্পতির দিকে তাকিয়ে।

"শনিবার সারাদিন বাসাতেই ছিল। রাতে স্থানীয় একটা সুশি রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলাম সবাই মিলে। জায়গাটা ওর পছন্দের," তোকিকো বলল।

"রেস্তোরাঁটার নাম কি?"

চোখে সন্দেহ নিয়ে পাশে বসে থাকা স্বামীর দিকে তাকালো একবার তোকিকো।

"দুঃখিত," কুসানাগি আবারো হেসে বলল। "ছোটখাটো সব তথ্যই কাজের। তাই খুঁটিনাটি জানতে হবে আমাকে। তাছাড়া টোকিও থেকে আবারো এখানে আসার ইচ্ছে নেই আমাদের।"

তোকিকোকে দেখে মনে হলো না কুসানাগির ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট সে কিন্তু রেস্তোরাঁটার নাম বলল সে। "লাকি সুশি।"

"আর রবিবারে তো এক বন্ধুর সাথে হট স্প্রিং রিসোর্টে গিয়েছিলেন তিনি?"

"হ্যাঁ, সাকির সাথে। মিডল স্কুল থেকে বন্ধুত্ব ওদের। এখান থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে ওর বাবা-মা'র বাসা। বিয়ের পর শহরের দক্ষিণ প্রান্তে চলে গিয়েছে সাকি, কিন্তু শনিবার তাকে ফোন দেয় আয়ানে। খুব সম্ভবত জোযানকেইতে গিয়েছিল।"

মাথা নেড়ে নোটপ্যাডের দিকে তাকালো কুসানাগি। যাশিয়া আগেই আয়ানের বন্ধুর নাম জেনে নিয়েছিল–সাকিকো মোতুকা। উতসুমি তার সাথে দেখা করবে রিসোর্ট থেকে ফেরার পথে।

"আপনি বললেন, বিয়ের পরে এই প্রথম স্যাপ্পোরোতে ফিরেছিলেন আয়ানে। তিনি কি মি. মাশিবা ব্যাপারে কিছু বলেছেন?"

"শুধু বলেছে যে কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত ইয়োশিতাকা," ঘাড় কাত করে বলল তোকিকো। "কিন্তু গলফ খেলার সময় ঠিকই পায়। এই ধরণের কথাবার্তা আর কি..."

BanglaBook.org

"ওখানে সব ঠিকঠাক আছে কি না, এ ব্যাপারে কিছু বলেছিলেন?

"নাহ, একটা শব্দও না। বরং আমাকেই প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেছে। ওর বাবা কেমন আছে, ভাই কেমন আছে, কি করছে–ওহ, ওর কিন্তু একটা ভাই আছে। আমেরিকায় থাকে।"

"তিনি যেহেতু বিয়ের পরে এখানে আসেননি," কুসানাগি বলল, "আপনাদের সাথে তাহলে মি. মাশিবার খুব কমই দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ, এটা সত্যি। ওদের বিয়ের আগ দিয়ে একবার গিয়েছিলাম। তখনই ভালোমতো কথা হয়েছিল। আমাদের অবশ্য অনেকবার বলেছে যেতে, কিন্তু কাজুহিরোর শরীরের যে অবস্থা...সুযোগ হয়ে ওঠেনি।"

"সর্বসাকুল্যে চারবার তার সাথে দেখা হয়েছে আমাদের," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল কাজুহিরো।

"বিয়ের ব্যাপারে খুব দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তারা?"

"অনেকটা সেরকমই। আয়ানের বয়স ত্রিশ হয়ে গিয়েছিল। আমরা তো ভাবছিলাম যে আদৌ কখনো বিয়ে করবে কি না সে। এমন সময় একদিন ফোন দিয়ে বলে যে গাঁটছড়া বাঁধবে খুব শিঘ্রই," তোকিকো বলল অভিমানী মায়ের কণ্ঠে।

আয়ানের বাবা-মা'র কথা অনুযায়ী আট বছর আগে টোকিওতে পাড়ি জমায় সে। এর আগে দুই বছর জুনিয়র কলেজে পড়ে এবং এক্সচেঞ্জ স্টুডেন্ট প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ইংল্যান্ডে কিছু দিন থাকে। সেলাই নিয়ে হাইস্কুল থেকেই আগ্রহ ছিল; গ্র্যাজুয়েশনের আগেই দক্ষ সেলাইশিল্পী হিসেবে বেশ নামডাক ছড়িয়ে পড়ে তার। কিছু প্রতিযোগীতায় বিজয়ীও হয়। ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর সেলাইকর্ম নিয়ে একটা বই প্রকাশ করে আয়ানে। এরপর আর পিছে ফিরে তাকাতে হয়নি।

"কাজ নিয়ে এতটাই ব্যস্ত থাকতো যে আমরা বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতো, কারো বউ হবার সময় নেই ওর," তোকিকো বলল, "*আমি এতটাই ব্যস্ত যে আমার নিজেরই একটা বউ দরকার*" এটাই বলেছিল।"

হেসে উঠল কুসানাগি। "তার বাসা কিন্তু ভীষণ সাজানো গোছানো।"

মাথা ঝাঁকালো কাজুহিরো। "হাতের কাজ ভালো পারা মানেই এটা নয় যে ঘরের কাজও ভালো পারবে। এখানে যতদিন ছিল, একটা কাজও কখনো করেনি। আমার তো সন্দেহ টোকিওতে একা একা থাকার সময় নিজের জন্যেও কখনো রান্না করেছে কি না।"

"তাই?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ," তোকিকোও তাল মেলালো স্বামীর সাথে। "কয়েকবার গিয়েছিলাম আমরা। ওরকম পরিস্কার চুলা আর কোথাও দেখিনি। কেনা খাবার খেতো ও।"

"কিন্তু তাদের বন্ধুদের মতে প্রায় সময়ই বাসায় দাওয়াতের আয়োজন করতো মিস্টার এবং মিসেস মাশিবা। আপনার মেয়েই সবকিছু রান্না করতো।"

"আমরাও শুনেছি সেটা। আয়ানেই বলেছিল। বিয়ের পরে নিশ্চয়ই রান্নার স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। আমরা তো বলতাম *'ওর স্বামীর কপাল খারাপ, নিজেকেই রান্না করে খেতে হবে'*।"

"একদম হঠাৎই মারা গেল ছেলেটা," মাথা নিচু করে বলল কাজুহিরো।

"আমরা যদি ওর সাথে দেখা করি, তাহলে কি কোন সমস্যা হবে?" তোকিকো জিজ্ঞেস করল। "শেষকৃত্যের কাজে ওকে সাহায্য করতে চাই।"

"না, সমস্যা কিসের," কুসানাগি বলল। "তবে আমি নিশ্চিত নই, মি. মাশিবার দেহ কবে হস্তান্তর করা হবে।"

"ওহ," দমে গেল তোকিকো।

"আয়ানের সাথে যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করবো আমরা," স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল কাজুহিরো।

ধন্যবাদ জানিয়ে বের হবার জন্যে উঠে দাঁড়ালো কুসানাগি। জুতা পায়ে দেয়ার সময় দরজার পাশে হুকের সাথে একটা সেলাইয়ের কাজ করা জ্যাকেট চোখে পড়লো। গায়ে দিলে প্রায় হাঁটু অবধি নেমে আসবে ওটা।

"আমাদের জন্যে কয়েক বছর আগে জ্যাকেটটা তৈরি করেছিল ও," তোকিকো বলল পেছন থেকে। "শীতের সময় কাজুহিরোকে পেপার আর টুকটাক জিনিসপত্র আনার জন্যে প্রায়ই দোকানে যেতে হয়।"

"একটু বেশিই রঙচঙে," কাজুহিরো বলল। কিন্তু জ্যাকেটটা যে তার ভীষণ পছন্দের, তা চেহারাতেই স্পষ্ট।

"একবার আয়ানের দাদী শীতের মধ্যে বাইরে গিয়ে পা পিছলে পড়ে কোমরের হাড় ভেঙে ফেলেছিল। সেই কথা মনে রেখেছে আয়ানে। তাই জ্যাকেটের পেছন দিকে মোটা করে কাপড়ও দিয়ে দিয়েছে," লম্বা জ্যাকেটটার ভেতরের দিকটা দেখিয়ে বলল তোকিকো।

সবসময়ই অন্যের কথা চিন্তা করা তার অভ্যাস, কুসানাগি ভাবলো।

BanglaBook.org

মিতাদের বাসা থেকে বের হয়ে লাকি সুশির উদ্দেশ্যে রওনা দিল কুসানাগি। 'বন্ধ' সাইন ঝোলানো থাকলেও ভেতরে প্রধান কুক ছিল তখনো। সবকিছু গুছিয়ে রাখছিল সে। বয়স পঞ্চাশের আশপাশে। আয়ানেদের কথা মনে আছে তার।

"বেশ লম্বা সময় পর এখানে এসেছিল ওরা, তাই চেষ্টা করেছিলাম ওদের সর্বোচ্চ সন্তুষ্ট করার। প্রায় রাত দশটা অবধি ছিল। কিছু হয়েছে?" এক ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল কুক।

জনে জনে মি. মাশিবা মারা যাবার ব্যাপারটা বলে বেড়ানোর কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল না কুসানাগি। প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এলো। রাতের খাবারের সময় হোটেলের লাউঞ্জে উতসুমির সাথে দেখা করার কথা তার। ওখানেই পেল তাকে, নোটপ্যাডে কিছু একটা লিখছিল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"কিছু জানতে পেরেছো?" উতসুমির উল্টোদিকে বসে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"আয়ানে তো আমাদের বলেছিলেনই যে জোযানকেইতে একটা হট স্প্রিং রিসোর্টে ছিলেন তিনি। ওখানকার একজন কেয়ারটেকারের সাথে কথা হয়েছে আমার। বান্ধবীর সাথে ভালোই সময় কাটিয়েছেন।"

"আর মিস সাকিকো মোতুকা?"

"তার সাথেও দেখা হয়েছে।"

"মিসেস মাশিবার কথার সাথে মেলেনি এমন কিছু জানতে পেরেছো?"

মেঝের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকালো উতসুমি। "নাহ। যা যা বলছেন সব মিলে গেছে।"

"এদিকেও একই ঘটনা। টোকিওতে গিয়ে আবার এখানে ফিরে আসার মত সময় ছিল না তার।"

"মিস মোতুকা বলেন, রবিবার ভোরে মিসেস মাশিবার সাথে দেখা করেন তিনি। এটাও সত্যি যে রাতের আগে মেসেজগুলো চোখে পড়েনি তার।"

"অ্যালিবাইতে কোন রকমের ছেদ তো চোখে পড়ছে না," হেলান দিয়ে বসে বলল কুসানাগি। "আয়ানে খুনি নন। আমি জানি, তুমি এখনও হয়তো বিশ্বাস করছো না কথাটা। কিন্তু বাস্তবতা সেটাই ইঙ্গিত করছে।"

এক মুহূর্তের জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে আবারো কুসানাগির চোখে চোখ

BanglaBook.org

রাখলো উতসুমি। "তবে মিস মোতুকার কথা শুনে কিছু ব্যাপারে খটকা লেগেছে আমার।"

"যেমন?"

"দীর্ঘ সময় তাদের মধ্যে কোন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না। মিসেস মাশিবার বিয়ের আগেও লম্বা সময় যোগাযোগ বন্ধ ছিল।"

"তার বাবা-মা'ও এটাই বলেছে।"

"মিস মোতুকার কাছে মনে হয়েছে, তার বান্ধবী অনেকটাই বদলে গেছে। আগের মত উচ্ছাস না কি চোখে পড়েনি। বরং একটু বেশিই ধীরস্থির মনে হয়েছে।"

"তো?" কুসানাগি বলল। "এমনটাও হতে পারে যে স্বামীর পরকীয়ার ব্যাপারে জানতেন আয়ানে। সেসব ব্যাপারে চিন্তা করার জন্যেই এখানে এসেছিলেন হয়তো। এগুলো নিয়ে চিন্তা করার কি আছে? চিফ তো বলেই দিয়েছেন। এখানে কেবল মিসেস মাশিবার অ্যালিবাই খতিয়ে দেখার জন্যে এসেছি আমরা। আর কিছু বলবে?"

"আরেকটা ব্যাপার," উতসুমি বলল একই সুরে। "মিস মোতুকা কয়েকবার ফোন চালু করতে দেখেছেন আয়ানেকে। মেসেজ এসেছে কি না দেখে আবার বন্ধ করে রেখেছেন।"

"চার্জ বাঁচানোর জন্যে। আমিও করি এটা।"

"আসলেও?"

"কেন, তোমার কি ধারণা?"

"হয়তো কোন কলের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি, কিন্তু সেটা ধরার ইচ্ছে ছিল না। বরং মেসেজ পেয়ে কলব্যাক করতে চেয়েছিলেন।

মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। *উতসুমির চিন্তাভাবনা একজন জুনিয়র ডিটেক্টিভ হিসেবে যথেষ্ট পরিস্কার। কিন্তু কিছুটা গোঁয়ার ধরণের।* ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। "চলো, না-হলে প্লেন ছুটে যাবে।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

বিল্ডিংয়ের ভেতরটা বেশ ঠাণ্ডা। লোকজন না থাকায় নিজের পায়ের শব্দই কানে এসে বাজছে; যদিও পরনের ট্রেইনার জুতোর সোলগুলো রাবারের।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরতলায় ওঠার পর অবশেষে একজনের দেখা পাওয়া গেল। চশমা পরা একটা ছেলে। খানিকটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতেই ওর দিকে তাকালো ছেলেটা। *বোধহয় খুব বেশি অপরিচিত নারীকে এখানে দেখেনি*, মনে মনে বলল কাওরু উতসুমি।

শেষবার এখানে পা পড়েছিল বেশ কয়েক মাস আগে, ফোর্সে জয়েন করার পর প্রথম তদন্তের একটা কাজে। ভেবে অবাক হয়েছিল, কুসানাগি কেন একজন পদার্থবিদের কাছে কেসের ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে পাঠাচ্ছে তাকে। কোথায় যেতে হবে মনে আছে এখনও।

১৩ নম্বর ল্যাবরেটরি আগের জায়গাতেই আছে। একটা সাদা হোয়াইট বোর্ড ঝুলছে দরজায়। ল্যাবের লোকজন কে কোথায় আছে তার বিস্তারিত লেখা আছে সেখানে। 'ইউকাওয়া' নামটার পাশে একটা লাল রঙের চুম্বক লাগানো। ভেতরেই আছেন তিনি। লম্বা একটা শ্বাস নিল উতসুমি। *যাক, অন্তত একই কাজে দ্বিতীয়বার আসতে হচ্ছে না।*

বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী ল্যাবের অন্য সবাই এ মুহূর্তে বাইরে। এটাও স্বস্তির একটা কারণ। অন্য কারো সামনে কেস নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগতো না।

দরজায় কড়া নাড়লো উতসুমি। "আসুন।" অপেক্ষা করতে লাগলো সে।

"দরজাটা অটোম্যাটিক নয়," কিছুক্ষণ পর আবারো বলল ভেতরের কণ্ঠস্বর।

হালকা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল দরজা। উতসুমির দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে একজন। পরনে কালো রঙের টিশার্ট। মনোযোগ সামনের স্ক্রিনের দিকে। আশপাশে নানারকম যন্ত্রপাতি সাজানো।

"সিঙ্কের পাশের কফিমেকারের সুইচটা দিতে পারবেন?" না ঘুরেই জিজ্ঞেস করল লোকটা। "খুব বেশি সময় লাগবে না।"

BanglaBook.org

সিঙ্ক ওর ডানদিকে। কফিমেকারটা দেখে নতুন মনে হচ্ছে। সুইচে চাপ দিতেই শব্দ করে চালু হয়ে গেল ওটা।

"আমি শুনেছিলাম আপনার ইন্সট্যান্ট কফি পছন্দ," বলল উতসুমি।

"ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে জেতার পুরস্কার হিসেবে পেয়েছি জিনিসটা। ভাবলাম কাজে লাগিয়ে দেখি। খারাপ না যন্ত্রটা, প্রতি কাপে খরচও তুলনামূলক কম।"

"তাহলে তো আরো আগে নিলেই ভালো হতো।"

"না। একটা ঝামেলা আছে।"

"কি?

"স্বাদ ইন্সট্যান্ট কফির মতন হয় না," কিবোর্ডের একটা বাটনে শব্দ করে চাপ দিয়ে বলল মানাবু ইউকাওয়া। পরমুহূর্তে ঘুরে উতসুমির দিকে তাকালো। "ফোর্সে মানিয়ে নিচ্ছেন তাহলে?"

"নিচ্ছি ধীরে ধীরে।"

"আমার একটা থিওরি আছে। ধীরে ধীরে তদন্তের কাজের সাথে মানিয়ে নেয়া আর মনুষত্য বিসর্জন দেয়া অনেকটা একই রকম।"

"ডিটেক্টিভ কুসানাগিকে আপনার এই থিওরির ব্যাপারে বলেছেন?"

"বেশ কয়েকবার। তবে ও বুঝেছে বলে মনে হয় না," আবারও মনিটরের দিকে দৃষ্টি ফেরালো ইউকাওয়া। হাত মাউসে।

"কি এটা?"

"ফেরাইটের ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার। স্ফটিক তো চেনেন?"

"ফেরাইট...মানে চুম্বক?"

একবার ভ্রু নাচালো ইউকাওয়া। "ফেরোম্যাগনেটিক আসলে...তবে আপনি ঠিক পথেই এগোচ্ছেন।"

"একবার পড়েছিলাম কোথায় যেন। ম্যাগনেটিক হেড বানাতে ব্যবহৃত হয় এগুলো, তাই না?"

"কুসানাগি এখনও জানে না কী রকম সহকারি পেয়েছে," বিড়বিড় করে বলল ইউকাওয়া। মনিটরটা বন্ধ করে উতসুমির দিকে ফিরলো সে। "প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু করা যাক। আমি করছি প্রথমটা। আপনার এখানে আসার ব্যাপারে কেন কুসানাগিকে কিছু জানাবো না?"

"সেটা ব্যাখ্যা করতে হলে আমাকে আগে কেসটার ব্যাপারে জানাতে হবে।"

BanglaBook.org

ধীরে মাথা ঝাঁকালো ইউকাওয়া। "আপনি যখন ফোন দিয়েছিলেন, প্রথমে না করেছিলাম। কারণ পুলিশের কেস নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু মত বদলেছি যখন আপনি বললেন, কুসানাগি আপনার এই আগমনের ব্যাপারে কিছু জানবে না। ব্যাপারটা কৌতূহলোদ্দীপক মনে হয়েছে আমার কাছে। সেজন্যেই ব্যস্ত শিডিউল সত্ত্বেও আপনাকে আসতে বলেছি। তাই আগে এই প্রশ্নেরই উত্তর দিন। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নেব, আপনার অন্য কথাগুলো শুনবো কি না।"

কথা বলার সময়টুকু প্রফেসরের চেহারার দিকে তাকিয়ে ছিল উতসুমি। কুসানাগি তাকে বলেছিল যে 'ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও' পুলিশি তদন্তে অনেকবারই সাহায্য করেছে। কিন্তু বিশেষ একটা কেসের কারণে তাদের মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়। তখন থেকেই একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ কমে গেছে। কেউ অবশ্য সেই কেসটার ব্যাপারে উতসুমিকে কিছু বলেনি।

"কেসের ব্যাপারে না বললে কেন এই গোপনীয়তা, সেটা ব্যাখ্যা করাটা কঠিন হয়ে যাবে।"

"মনে হয় না। আপনি যখন কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন, তখন কি তাকে পুরো কেস সম্পর্কে খুলে বলেন? ওরকম ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করেন, সেটাই করুন না হয়। আর দ্রুত। যত বেশি সময় নষ্ট করবেন, ল্যাবে মানুষ আসার সম্ভাবনা ততই বেড়ে যাবে।"

প্রফেসরের চাঁছাছোলা কথা বলার ধরণ পছন্দ হলো না উতসুমির।

"কোন সমস্যা?" চোখ সরু করে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া। "কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?"

"ওরকম কিছু না।"

"তাহলে যত দ্রুত বলবেন, আপনার জন্যেই মঙ্গল। খুব বেশি সময় নেই আমার হাতে।"

"বেশ," ভেতরে ভেতরে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল উতসুমি। "ডিটেক্টিভ কুসানাগি..." ইউকাওয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে শুরু করল সে, "...প্রেমে পড়েছেন।"

"কি?" ইউকাওয়ার কণ্ঠস্বরের শীতল ভাবটা দূর হয়ে কৌতূহল ভর করল। ক্ষণিকের জন্যে বিস্ময় খেলা করে গেল তার চোখে। "প্রেম?"

"হ্যাঁ," উতসুমি বলল।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো ইউকাওয়া। হাত দিয়ে চশমা ঠিক করল একবার। "কার প্রেমে?" উতসুমির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

BanglaBook.org

"সন্দেহভাজনের," জবাব দিল উতসুমি। "আমাদের বর্তমান কেসের একজন সন্দেহভাজনের প্রেমে পড়ে গিয়েছেন তিনি। এতে তার চিন্তাধারা ব্যহত হচ্ছে। সেজন্যেই চাচ্ছিলাম না, আমার এখানে আসার ব্যাপারটা তার কানে যাক।"

"তাহলে এক্ষেত্রে সে কোনরকম পরামর্শে আশা করছে না আমার কাছ থেকে?"

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল উতসুমি।

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে চোখ বুঝলো ইউকাওয়া। চেয়ারে হেলান দিয়ে লম্বা করে শ্বাস নিল কয়েকবার। "আমি আসলে আপনাকে খাটো করে দেখছিলাম এতক্ষণ। আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে আপনি কারণটা বলা মাত্রই সাহায্যের ব্যাপারে মানা করে দেবো। কিন্তু যা বললেন...একদমই অপ্রত্যাশিত। প্রেম? আপনি কি আসলেই ডিটেক্টিভ কুসানাগির ব্যাপারে কথা বলছেন?"

"এবারে কি আপনাকে কেসটা সম্পর্কে বলতে পারি?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল বিজয়ীর সুরে।

"আগে কফি খেয়ে নেই। বিস্তারিত আলোচনার আগে একটু ক্যাফেইন দরকার আমার।"

উঠে দাঁড়িয়ে দু'টা কাপে কফি ঢাললো ইউকাওয়া।

"সবকিছু এটাকে ঘিরেই," একটা কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলল উতসুমি।

"মানে?"

"কফি। কেসের শুরুটা কফি দিয়েই।"

"শুরু করুন তাহলে," চেয়ারে বসে বলল ইউকাওয়া।

ইয়োশিতাকা মাশিবার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যা যা জানে সবকিছু ধারাবাহিকভাবে খুলে বলল উতসুমি। আনুষ্ঠানিকভাবে অবশ্য ফোর্সের বাইরের কাউকে কোন কেস সম্পর্কে তথ্য দেয়া নিষিদ্ধ। কিন্তু কুসানাগি তাকে আগেই বলে দিয়েছিল, ইউকাওয়ার কাছ থেকে কিছু লুকানোর অর্থ তার সাহায্য পাবার সম্ভাবনা শূন্য। তাছাড়া ডিটেক্টিভ গ্যালিলিওর প্রতি ভরসা আছে উতসুমির।

সব কিছু শুনে শূন্য কফির কাপের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ইউকাওয়া।

BanglaBoi.org

"অর্থাৎ–আপনি ভিক্টিমের স্ত্রীকে সন্দেহ করেন, কিন্তু কুসানাগি করে না। বরং মহিলার প্রেমে পড়ে গিয়েছে সে, এইজন্যে পরিস্কারভাবে চিন্তাভাবনাও করতে পারছে না।"

"হয়তো শুরুতেই 'প্রেম' বলাটা উচিত হয়নি আমার। আপনার মনোযোগ আকর্ষণের কারণে বলেছিলাম। কিন্তু এটা সত্য, মিসেস মাশিবার প্রতি একটু হলেও আকৃষ্ট ডিটেক্টিভ কুসানাগি। তার আশপাশে অদ্ভুত আচরণ করেন তিনি। তার সম্পর্কে কথা বলার সময়েও একই অবস্থা।"

"আমি এটা জিজ্ঞেস করবো না, কিভাবে আপনি এতটা নিশ্চিত হলেন এই ব্যাপারে। মেয়েরা এসব জিনিস বরাবরই ভালো বোঝে।"

"কথাটা প্রশংসা হিসেবেই নিলাম।"

ভ্রু কুঁচকে কফি কাপটা ডেস্কে নামিয়ে রাখলো ইউকাওয়া। "তবে আপনার কথা শুনে কিন্তু এটাও মনে হচ্ছে না যে, কুসানাগির চিন্তাধারা একদম ভুল। আয়ানে মাশিবা বললেন না মহিলার নাম? তার অ্যালিবাই তো শক্তপোক্তই।"

"হত্যাকাণ্ডে যদি ছুরি বা বন্দুক ব্যবহার করা হতো তাহলে আমিও ডিটেক্টিভ কুসানাগির সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করতাম না। কিন্তু এটা বিষ প্রয়োগে হত্যা। ইচ্ছে করলে আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রাখা সম্ভব।"

"এখন আপনি চাইছেন, আমি বের করি কিভাবে সেটা করা হলো?"

চুপ করে থাকলো উতসুমি।

একটা পরিচিত হাসি ফুটলো পদার্থবিদের চেহারায়। "আমার সম্পর্কে আপনি বোধহয় ভুল শুনেছেন। পদার্থবিজ্ঞান কোন জাদুবিদ্যা নয় যে ছড়ি ঘুরালাম আর উত্তর সামনে চলে আসবে।"

"কিন্তু এর আগে আপনি অনেক জটিল জটিল কেসের সমাধান করেছেন।"

"অপরাধের কৌশল আর জাদুর কৌশলের মধ্যে পার্থক্য আছে। জানেন সেটা কি?" উতসুমির মাথা ঝাঁকানো অবধি অপেক্ষা করে নিজেই উত্তর দিল ইউকাওয়া। "দুটো কৌশলই গোপন। কিন্তু জাদুর ক্ষেত্রে প্রদর্শনীর পর দর্শকদের কোন সুযোগ থাকে না গোপন কৌশলটা জানার। কিন্তু অপরাধের ক্ষেত্রে সব খুঁটিনাটি বিবেচনা করা হয় কৌশল উদঘাটনের উদ্দেশ্যে। যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কঠিন বিষয় হচ্ছে অপরাধ সংঘটনের পর সবকিছু ধামাচাপা দেয়া, এ ব্যাপারে তো আপনি আমার সাথে একমত?"

BanglaBook.org

"যদি এই কেসে সবকিছু আসলেই ঠিকমতো ধামাচাপা দেয়া হয়ে থাকে?"

"আপনার কাছ থেকে যা যা শুনলাম, মনে তো হচ্ছে সে সম্ভাবনা একদমই ক্ষীণ। মি. মাশিবার প্রেমিকার নাম যেন কী বললেন?"

"হিরোমি ওয়াকাইয়ামা।"

"সে ভিক্টিমের সাথে কফি খাওয়ার কথা স্বীকার করেছে, তাই না? কফি বানানোর কথাও বলেছে। যদি আসলেই কোনভাবে কফিতে বিষ মেশানো হয়ে থাকে তাহলে তারও মারা যাবার কথা। তা হলো না কেন? আপনি কোন গোপন উপাদানের কথা বলছেন, যা হয়তো স্বাদ বাড়ানোর জন্যে মেশানো হতে পারে। সেটা একটা ভালো সম্ভাবনা। অর্থাৎ ভিক্টিম নিজ হাতেই নিজের মৃত্যু ডেকে আনবে। কোন গোয়েন্দা উপন্যাসের জন্যে এটা ভালো প্লট, কিন্তু বাস্তবে কতটা সম্ভব সে সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।"

"কেন?"

"ধরুন আপনিই অপরাধী। আপনি ভিক্টিমকে উপাদানটা ব্যবহারের কথা বললেন, কিন্তু সেটা সে বাসার বাইরে নিয়ে গেল। বন্ধুর বাসায় গিয়ে স্ত্রীর দেয়া উপাদানটা মিশিয়ে একসাথে কফি খেল, তখন?"

ঠোঁট কামড়ে ধরলো উতসুমি। যুক্তি আছে ইউকাওয়ার কথায়।

"স্ত্রী-ই যদি খুনি হয়ে থাকে তাহলে তাকে তিনটি প্রধান বাঁধার সম্মুখীন হতে হবে," তিন আঙুল দেখিয়ে বলল ইউকাওয়া। "এক, মুখে দেয়ার আগে এ ব্যাপারে কারো কোন সন্দেহ পোষণ করা যাবে না যে কফিতে বিষ মেশানো আছে। সেক্ষেত্রে, অ্যালিবাই তৈরি করেও কোন লাভ নেই। দুই, তাকে নিশ্চিত হতে হবে, একমাত্র মি. মাশিবাই বিষ মেশানো কফি খাবেন। তিন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায় এরকম কোন পদ্ধতি হতে হবে। হোক্কাইদো যাবার আগের রাতে তাদের বাসায় দাওয়াত ছিল, তাই তো? যদি বেশি আগে বিষ মেশানো হয় তাহলে অন্য কেউ সেটা মুখে দিয়ে ফেলতে পারে, সেক্ষেত্রে লোকজন চলে যাবার পরেই কাজ সারতে হবে তাকে। আর সেটা কিভাবে সম্ভব, তা আমার মাথায় আসছে না। দুঃখিত।"

"এই বাঁধাগুলো অতিক্রম করা কি আসলেও এতটা কঠিন?"

"আমার কাছে তো কঠিনই মনে হচ্ছে। বিশেষ করে প্রথমটা। মিসেস মাশিবা নির্দোষ সেটা ধরে নেয়াই বেশি যুক্তিযুক্ত।"

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো উতসুমির বুক চিড়ে। ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও নিজেই যদি বলেন এটা অসম্ভব, তাহলে বোধহয় আসলেই তাই। তার মোবাইল বেজে উঠল এসময়। রিসিভ বাটনে চাপ দেয়ার সময় আড়চোখে ইউকাওয়াকে আবারো কাপে কফি ঢালতে দেখলো।

"কোথায় তুমি?" খানিকটা রুক্ষ শোনালো কুসানাগির কণ্ঠস্বর।

"একটা ফার্মেসিতে এসেছি আর্সেনাস এসিড সম্পর্কে টুকটাক প্রশ্ন করতে। কিছু হয়েছে?"

"ফরেনসিকের রিপোর্ট এসেছে। কফি ছাড়াও অন্য জায়গাতে বিষের অস্তিত্ব পেয়েছে তারা।"

শক্ত করে ফোনটা চেপে ধরলো উতসুমি। "কোথায়?"

"স্টোভে চাপানো কেতলিতে।"

"কেতলিতে? আসলেই?"

"খুব অল্প পরিমাণে, কিন্তু হ্যাঁ। হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে আসছি আমি।"

"তাকে? কেন?"

"কেতলিতে তার হাতের ছাপ ছিল।"

"তা তো থাকবেই। রবিবার সকালে সে-ই কফি বানিয়েছিল।"

"অর্থাৎ তার পক্ষে বিষ মেশানো সম্ভব।"

"শুধুমাত্র তার হাতের ছাপই কি পাওয়া গিয়েছে?"

"না, মি. মাশিবার হাতের ছাপও মিলেছে।"

"মিসেস মাশিবার?"

ওপাশে লম্বা শ্বাস ছাড়লো কুসানাগি। "তা তো মিলবেই। উনি ওখানেই থাকেন। কিন্তু শেষ স্পর্শ তার ছিল না, এটা ফরেনসিক থেকে নিশ্চিত করেছে। সেই সাথে তারা এ ব্যাপারেও নিশ্চিত যে, গ্লোভস পরে কেউ কেতলিতে হাত দেয়নি।"

"গ্লোভস পরে হাত দিলেও অনেক সময় বোঝা যায় না।"

"সেটা জানি আমি। কিন্তু তুমি আরেকটু ভালোভাবে আলামতগুলো নিয়ে চিন্তা করে দেখো। মিস ওয়াকাইয়ামা বাদে অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয় কেতলিতে বিষ মেশানো। তাকে স্টেশনে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তুমিও থাকবে।"

উতসুমি কিছু বলার আগেই লাইন কেটে গেল।

BanglaBook.org

"কিছু জানতে পেরেছেন মনে হচ্ছে?" কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল ইউকাওয়া।

কুসানাগির বলা কথাগুলোই পুনরাবৃত্তি করল উতসুমি।

"কেতলিতে? আসলেই?"

"আমিও অবাক হয়েছি। হয়তো একটু বেশিই ভেবে ফেলেছিলাম। রবিবার সকালে হিরোমিকা ওয়াকাইয়ামা ঐ কেতলিতে কফি বানিয়েছে। অর্থাৎ তখন কেতলিতে বিষ ছিল না। আয়ানে মাশিবার পক্ষে বিষ মেশানো সম্ভব নয় কেতলিতে।"

"তাহলে এটাও মেনে নিচ্ছেন না কেন যে আয়ানে মাশিবার বিষ মেশানোর কোন দরকারই ছিল না?"

কি বলবে খুঁজে পেলো না উতসুমি।

"এইমাত্রই কিন্তু আপনি স্বীকার করলেন, মিসেস মাশিবার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়," ইউকাওয়া বলল, "কিন্তু সেটা একমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন মি. মাশিবা শেষবার কেতলিতে ব্যবহারের আগে অন্য কেউ ওটা ব্যবহার করবে ঠিকই, কিন্তু তার কোন ক্ষতি হবে না। যদি এরকম হতো যে অন্য কেউ কেতলিটা ব্যবহার করেনি তাহলে কিন্তু পুলিশ প্রথমেই মিসেস মাশিবাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতো। এগুলো তো তার জানার কথা, সেক্ষেত্রে অ্যালিবাই তৈরি করারও কোন উপযোগিতা থাকতো না।"

"তা ঠিক বলেছেন," মাথা নিচু করে বলল উতসুমি। "দু'ভাবে চিন্তা করলেই মিসেস মাশিবাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায়, তাই না?"

ইউকাওয়া জবাব দিল না, কেবল তাকিয়ে রইলো উতসুমির দিকে। কিছুক্ষণের নীরবতার পর বলল, "তাহলে এখন কী করবেন? কুসানাগির সাথে আপনিও হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে সন্দেহ করা শুরু করবেন?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল উতসুমি। "নাহ।"

"বেশ আত্মবিশ্বাসী আপনি। কেন সন্দেহ করবেন না, জানতে পারি? দয়া করে এটা বলবেন না, মি. মাশিবাকে ভালোবাসে মিস ওয়াকাইয়ামা," চেয়ারে পা ভাঁজ করে বসে বলল ইউকাওয়া।

আবারও কথার খেই হারিয়ে ফেলল উতসুমি। এই কথাই বলতে চলেছিল সে। এছাড়া অন্য কোন কারণ মাথায় আসছে না।

কিন্তু কেন যেন তার মনে হচ্ছে, ইউকাওয়াও বিশ্বাস করে না যে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা দোষী। এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন কারণও আছে।

Banglabook.org

কেসটা সম্পর্কে উতসুমি তাকে যতটুকু বলেছে কেবল সেটুকুই জানেন তিনি। সুতরাং এই তথ্যগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে আছে উত্তরটা।

"ওহ!" কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলে উঠল উতসুমি।

"কি?"

"কেতলিটা ধুয়ে রাখতো সে!"

"মানে?"

"কেতলিতে যদি মিস ওয়াকাইয়ামা বিষ মেশাতেন, তাহলে পুলিশের লোক আসার আগেই সেটা ধুয়ে ফেলতেন। পর্যাপ্ত সময় ছিল তার কাছে।"

সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো ইউকাওয়া। "ঠিক ধরেছেন। সেই সাথে এটাও বলা যায় যে তিনিই যদি খুনি হতেন তাহলে কেতলিটা ধুয়ে ফেলার পাশাপাশি পুরনো কফি বিনগুলো আর ব্যবহৃত পেপার ফিল্টারও সরিয়ে নিতেন। আমি হলে মৃতদেহের পাশে কিছুটা বিষ ছড়িয়ে দিতাম, যাতে আত্মহত্যা মনে হয়।"

একবার বাউ করল উতসুমি। "আপনার সাথে কথা বলার সিদ্ধান্তটা ঠিক ছিল। ধন্যবাদ।"

ঘুরে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটিতে শুরু করল সে। "ডিটেক্টিভ," পেছন থেকে ডাক দিল ইউকাওয়া। থেমে গেল উতসুমি।

"আমার পক্ষে তো ঘটনাস্থলে যাওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি ক্রাইম সিনের কিছু ছবি..."

"কিসের ছবি?"

"রান্নাঘরটা, যেখানে কফিতে বিষ মেশানো হয়েছিল। এ ব্যাপারটা আমাকে কৌতূহলী করে তুলছে যে কিভাবে হোক্কাইদো থেকে একজনের পক্ষে টোকিওতে বিষ মেশানো সম্ভব হলো।"

চেষ্টা করেও হাসি চাপতে পারলো না উতসুমি। কাঁধের ব্যাগ থেকে একটা ফাইল বের করে ইউকাওয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরলো। "নিন।"

"কি এটা?"

"আপনি যে ছবিগুলো চাচ্ছিলেন। সকালেই ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম।"

ফাইলটা হাতে নিয়ে ভেতরে চোখ বোলালো ইউকাওয়া।

"আমরা যদি বের করতে পারি, কিভাবে কফিতে বিষ মেশালেন মিসেস মাশিবা," ইউকাওয়া হেসে বলল, "কুসানাগির চেহারাটা যা হবে না!"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

সেলাই ক্লাসে থাকা অবস্থায় হিরোমির সাথে যোগাযোগ করল কুসানাগি। কিশিতানিকে সাথে নিয়ে রওনা হয়ে গেল খানিক বাদেই। সেলাই স্কুলটা একটা সাদা রঙের টালির বিল্ডিংয়ের চারতলায়। আরো বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠান আছে আশেপাশে। সদর দরজায় কোন তালা চোখে পড়লো না। লিফটে চেপে চারতলায় চলে আসলো ওরা।

কুসানাগি ডোরবেল চাপার প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। হিরোমির চেহারা দেখে বোঝাই যাচ্ছে, ভীষণ উদ্বিগ্ন সে।

"এভাবে হঠাৎ বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত," ভেতরে প্রবেশ করে বলল কুসানাগি। "আসলে..." বাক্যটা শেষ করতে পারলো না সে। আয়ানে মাশিবা দাঁড়িয়ে আছে হিরোমির পেছনে।

"কিছু জানতে পেরেছেন আপনারা?" আয়ানে জিজ্ঞেস করল ডিটেক্টিভদের দিকে এগিয়ে এসে।

"দুঃখিত, মিসেস মাশিবা। জানতাম না আপনিও এখানে আছেন।"

"হিরোমি আমাকে কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে সাহায্য করছিল। ওকে কি কোন কাজের জন্যে দরকার আপনাদের? যা যা জানে সবই তো ইতোমধ্যে খুলে বলেছে আপনাদের।"

শান্ত স্বরে কথাগুলো বলল আয়ানে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন বিরক্তির সুরটা কান এড়ালো না কুসানাগির। তার সাথে চোখাচোখি হলো ডিটেক্টিভের। সদ্য বিধবার বিষাদমাখা দৃষ্টির সামনে ভেতরে ভেতরে কুঁকড়ে গেল।

"আসলে, নতুন কিছু তথ্য জানতে পেরেছি আমরা," হিরোমির দিকে ফিরে বলল কুসানাগি। "আপনাকে আমাদের সাথে স্টেশনে যেতে হবে।"

বিস্ফোরিত নয়নে কিছুক্ষণ ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ নামিয়ে নিল হিরোমি।

"কেন?" আয়ানে জিজ্ঞেস করল, "ওকে কেন স্টেশনে নিয়ে যাবেন আপনারা?"

BanglaBook.org

"এ মুহূর্তে সে ব্যাপারে কিছু জানাতে পারছি না, দুঃখিত। মিস ওয়াকাইয়ামা, আপনাকে এখনই আমাদের সাথে যেতে হবে। চিন্তা করবেন না, আমরা সাধারণ গাড়িতেই এসেছি, পুলিশের গাড়িতে নয়।"

একবার আয়ানের দিকে আরেকবার ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো হিরোমি। "ঠিক আছে," হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল এরপর, "কিন্তু সেখানে তো থাকতে হবে না আমাকে? বাসায় ফিরে আসতে পারবো?"

"কাজ শেষ হলে।"

"তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি।"

পেছনের ঘর থেকে হ্যান্ডব্যাগ আর জ্যাকেট নিয়ে কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এলো হিরোমি। তার অনুপস্থিতিতে আয়ানে মাশিবার চোখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলা সম্ভব হলো না কুসানাগির পক্ষে। যদিও বুঝতে পারছে, জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে মহিলা।

কিশিতানির পেছনে পেছন হলওয়েতে বেরিয়ে গেল হিরোমি। কুসানাগিও তাদের অনুসরণ করার জন্যে ঘুরেছে এমন সময় তার বাহু চেপে ধরলো আয়ানে। "দাঁড়ান," কুসানাগির উদ্দেশ্যে বলল সে, "হিরোমিকে তো সন্দেহ করছেন না আপনারা, তাই না?"

ইতস্তত বোধ করতে লাগলো কুসানাগি। বাইরেই হিরোমিকে নিয়ে অপেক্ষা করছে কিশিতানি। "আপনারা নামুন," বলে দরজা বন্ধ করে আয়ানের মুখোমুখি হলো সে।

"আমি...আমি দুঃখিত," বলে কুসানাগির হাত ছেড়ে দিল আয়ানে। "কিন্তু ওর পক্ষে কোনভাবেই কাজটা করা সম্ভব না। আপনারা যদি ওকে সন্দেহ করে থাকেন, তাহলে ভুল করছেন।"

"আমাদের কাজই হচ্ছে সবগুলো সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা, সেটা যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।"

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো আয়ানে। "ওর এই কাজটা করার সম্ভাবনা শূন্য, বুঝতে পারছেন? আমার স্বামীকে হত্যা করার কোন কারণ নেই ওর।"

"এটা কেন বলছেন?"

"আপনি তো জানেন, তাই না? ওদের সম্পর্কের ব্যাপারে?"

অবাক হলো কুসানাগি। "তাহলে আপনি জানতেন?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। হিরোমির সাথে সেদিন এ ব্যাপারে কথাও হয়েছে আমার। সব স্বীকার করেছে সে।"

হোটেলে হিরোমির সাথে কি কি কথা হয়েছে সবকিছু খুলে বলল আয়ানে। কুসানাগি সব শুনে বিস্মিত হলো ঠিকই, কিন্তু তাদের দু'জনকে আজকে একসাথে এখানে কাজ করতে দেখে আরো বেশি অবাক হয়েছিল। হয়তো মি. মাশিবা মৃত বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। তবুও এটা বিশ্বাস করা একটু কষ্টই যে এরকম বিশ্বাসঘাতকতার পরও হিরোমির সাথে কাজের সম্পর্ক বজায় রেখেছে আয়ানে।

"আমি স্যাপ্পোরোতে গিয়েছিলাম কারণ ইয়োশিতাকার সাথে একই বাসায় থাকা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। দুঃখিত যে এই ব্যাপারে মিথ্যা বলেছিলাম আপনাকে," মাথা নিচু করে বলল আয়ানে। "কিন্তু আপনাকে এটা বুঝতে হবে যে হিরোমির ইয়োশিতাকাকে খুন করার কোন কারণই নেই। ওকে সন্দেহ করতে পারেন না আপনারা।"

কি বলবে খুঁজে পেল না কুসানাগি। *নিজের স্বামীর যার সাথে পরকীয়া সম্পর্ক ছিল তাকে কেন রক্ষা করতে চাইবে কেউ?* "বুঝতে পারছি আপনার কথা," বলল সে। "কিন্তু কারো পক্ষে কি করা সম্ভব বা সম্ভব না তা বিবেচনা করলে তদন্ত হয় না। আমরা যা করি, উপযুক্ত প্রমাণ পেলেই করি।"

"উপযুক্ত প্রমাণ? মানে আপনারা প্রমাণ পেয়েছেন যে হিরোমিই আমার স্বামীকে বিষ খাইয়েছে?" এবার আয়ানের বিস্মিত হবার পালা।

লম্বা করে শ্বাস নিল কুসানাগি। আয়ানের তীব্র চাহনির সামনে হার মানতে বাধ্য হলো সে। এখন যদি তাকে প্রমাণের ব্যাপারে কিছু বলেও, কি আর ক্ষতি হবে? তদন্তের কাজ তো বাধাগ্রস্ত হবে না। "কফিতে কিভাবে বিষ মিশেছিল তা জানতে পেরেছি আমরা।" কেতলিতে বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাবার ব্যাপারে বিস্তারিত খুলে বলল কুসানাগি। "মিস ওয়াকাইয়ামা বাদে রবিবার সকালে অন্য কারো পা পড়েনি আপনার বাসায়।"

"বিষ, কেতলিতে? এতে কিভাবে প্রমাণিত হলো যে ও জড়িত?"

"এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নয়," শান্তস্বরে বলল কুসানাগি। "কিন্তু সবকিছু সেদিকেই ইঙ্গিত করছে। মিস ওয়াকাইয়ামা নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করার আগ পর্যন্ত তাকে সন্দেহভাজন হিসেবেই বিবেচনা করা হবে।"

BanglaBoi.com

"কিন্তু..." শুরু করেও শেষ করতে পারলো না আয়ানে।

"আমাকে যেতে হবে এখন," একবার মৃদু বাউ করে বের হয়ে গেল কুসানাগি।

হিরোমিকে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছুতেই তাকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল মামিয়া। সাধারণত এরকম জিজ্ঞাসাবাদ স্থানীয় পুলিশ হেডকোয়ার্টারে হয়ে থাকলেও, চিফ মামিয়া সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টেই চলবে প্রশ্নোত্তর পর্ব। অর্থাৎ তিনি প্রায় নিশ্চিত সব স্বীকার করে নেবে হিরোমি। একবার স্বীকারোক্তি পেয়ে গেলে গ্রেফতারী পরোয়ানার জন্যেও আবেদন করতে সমস্যা হবে না। তখন তাকে নিয়ে যাওয়া হবে মেগুরো স্টেশনে। সবকিছুই মিডিয়ার কাছে নিজেদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার কৌশল।

কুসানাগি ডেস্কে বসে অপেক্ষা করছে রিপোর্টের জন্যে, এমন সময় স্টেশনে ফিরলো উতসুমি। "হিরোমি ওয়াকাইয়ামা নির্দোষ," ঢুকেই বলল সে।

জুনিয়র ডিটেক্টিভের যুক্তি শুনে ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল কুসানাগির। উতসুমির এই যুক্তিটাও গাঁজাখুরি মনে হচ্ছে তার কাছে–ব্যাপার এটা নয়। বরং তার উল্টোটা। আসলেও যুক্তি আছে উতসুমির কথায়। হিরোমি ওয়াকাইয়ামা যদি কেতলিতে বিষ মেশাতো তাহলে পরবর্তীতে সেটা ধুয়ে পরিস্কার করে রাখার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল তার কাছে।

"তাহলে কেতলির পানিতে বিষ মেশালো কে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল। "এটা বোলো না যে, আয়ানে মাশিবা, কারণ আমরা ইতোমধ্যেই জানি যে সেটা অসম্ভব।"

"আমি জানি না কে মিশিয়েছে। একমাত্র সম্ভাবনা হচ্ছে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা মাশিবাদের বাসা থেকে সেদিন চলে যাওয়ার পর অন্য কেউ প্রবেশ করেছিল ভেতরে।"

মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। "ভেতরে অন্য কেউ প্রবেশ করেছিল, এর কোন আলামত নেই। ইয়োশিতাকা মাশিবা একাকী ছিলেন সেখানে।"

"এটা তো একদম নিশ্চিত হয়ে বলা সম্ভব না। আমরা হয়তো এখনও জানি না। যাইহোক, মিস ওয়াকাইয়ামাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কোন লাভ নেই। বরং এটা তার নাগরিক অধিকারের পরিপন্থী," দৃপ্ত কণ্ঠে কথাগুলো বলল উতসুমি।

BanglaBook.org

কুসানাগি ভাবছে কী করবে, এমন সময় পকেটে থাকা মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। কিছুটা স্বস্তি বোধ করে ফোনের ডিসপ্লের দিকে তাকাতেই আবারো অস্বস্তি চেপে ধরলো তাকে। আয়ানে মাশিবা ফোন দিয়েছে।

"কাজের সময় ফোন দেয়ার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে একটা কথা বলার ছিল।"

"হুম?" শক্ত করে ফোনটা চেপে ধরলো কুসানাগি।

"কেতলিতে বিষের অস্তিত্ব পাবার অর্থ এটা নয় যে, কেউ কেতলিতেই বিষ মিশিয়েছে।"

"এটা কেন বলছেন?"

"কথাটা আগেই আপনাদের জানালে সুবিধে হোতো বোধহয়, কিন্তু আমার স্বামী ভীষণ স্বাস্থ্য সচেতন ছিল। ট্যাপের পানি সরাসরি খেতো না সে। এমনকি রান্নার সময়েও ট্যাপের পানি ব্যবহার করতে দিত না, ফিল্টারের পানি ব্যবহার করতে হতো। কেবলমাত্র বোতলজাত পানি পান করতো ইয়োশিতাকা। কফি বানানোর ক্ষেত্রেও ওটাই ব্যবহার করতাম। আমি নিশ্চিত যে রবিবারেও বোতলের পানি ব্যবহার করা হয়েছিল।"

"অর্থাৎ আপনি বলতে চাচ্ছেন যে বোতলের পানিতে বিষ মেশানো হতে পারে?"

পাশের ডেস্কে বসে থাকা উতসুমির দৃষ্টি বদলে গেল কথাটা শুনে।

"আমি একটা সম্ভাবনার কথা বললাম। হিরোমির পক্ষে কাজটা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আর যদি বোতলের পানিতে বিষ মেশানো হয়ে থাকে, তাহলে যে কেউ করতে পারে কাজটা।"

"সেটা সত্যি। কিন্তু..."

"যেমন," আয়ানে থামলো না, "আমিও করতে পারি।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

রাত আটটারও কিছু সময় পর হিরোমিকে নিয়ে পুলিশ স্টেশন থেকে করে বের হলো উতসুমি। খুব বেশি সময় জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে থাকতে হয়নি তাকে। দুই ঘন্টা। চিফ মামিয়ার অবশ্য ইচ্ছে ছিল আরো বেশি সময় আটকে রাখা।

আয়ানে মাশিবার ফোনের কারণেই মূলত ছেড়ে দেয়া হয়েছে হিরোমিকে। কফি বানানোর ব্যাপারে স্বামীর নির্দেশনা কি ছিল, সে সম্পর্কে সবকিছু পরিস্কার জানিয়েছে সে। শুধুমাত্র বোতলের পানিই ব্যবহার করতে হতো। সেক্ষেত্রে খুনি খুব সহজেই আগে থেকে কোন একটা বোতলের পানিতে বিষ মিশিয়ে দিতে পারে–অর্থাৎ, হিরোমি ওয়াকাইয়ামা কেসের একমাত্র সন্দেহভাজন নয়।

তাছাড়া প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও হিরোমিকে দিয়ে কোন কিছু স্বীকার করাতে পারেনি মাইয়া। দুই ঘন্টা টানা জিজ্ঞাসাবাদ চলে। ক্রন্দনরত হিরোমি বারবার একই কথা বলে যে তার কোন দোষ নেই। শেষ অবধি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয় মামিয়া। উতসুমিই প্রস্তাব দেয় যে আপাতত তাকে ছেড়ে দেয়া হোক।

এ মুহূর্তে চুপচাপ প্যাসেঞ্জার সিটে বসে আছে হিরোমি। *নিশ্চয়ই ভীষণ ক্লান্ত*–মনে মনে ভাবলো উতসুমি। অনেক শক্ত লোককেও পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সময় ভেঙে পড়তে দেখেছে সে। হিরোমির চোখের পানি খুব সহজে শুকোবে বলে মনে হয় না। পুরো রাস্তা নীরবেই পাড়ি দিতে হবে। *পুলিশের কারো সাথে যেচে কেন কথা বলবে, সে তো জানে আমরা সন্দেহ করছি তাকে।*

হিরোমির মোবাইল ফোন বেজে উঠল এ সময়। হ্যান্ডব্যাগ থেকে ফোনটা বের করল সে। "হ্যালো?" শান্তস্বরে বলল। "কেবলই বের হলাম। হ্যাঁ, আমাকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছে...না, মিস উতসুমি...মেগুরো স্টেশনে না, মেট্রোপলিটন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। একটু সময় বেশি লাগবে বাসায় পৌঁছুতে। ঠিক আছে..."

ফোন কেটে দিল সে।

BanglaBook.org

"মিসেস মাশিবা ফোন দিয়েছিলেন?" কয়েকবার লম্বা শ্বাস নিয়ে অবশেষে জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

আয়ানের নাম শুনেই কিছুটা জমে গেল হিরোমি। "হ্যাঁ, কোন সমস্যা হয়েছে?"

"আপনার জিজ্ঞাসাবাদ চলার সময় ডিটেক্টিভ কুসানাগিকে ফোন দিয়েছিলেন তিনি। আপনার ব্যাপারে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হলো।"

"আসলেও উদ্বিগ্ন।"

"মি. মাশিবার সাথে আপনার সম্পর্কের ব্যাপারে তার সাথে কথা বলেছেন?"

"এটা আপনাকে কে বলল?"

"মিসেস মাশিবা ডিটেক্টিভ কুসানাগিকে বলেছেন, আপনাকে যখন আনতে যাওয়া হয়েছিল।"

চুপ হয়ে গেল হিরোমি। আড়চোখে একবার তার দিকে তাকালো উতসুমি। মাথা নিচু করে কোলের ওপর রাখা হাতের দিকে তাকিয়ে আছে।

"কিছু মনে করবেন না," উতসুমি বলল, "কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয় কি? এরকম একটা ঘটনার পরেও আপনাদের ঘনিষ্ঠতা কমেনি। অন্য কেউ হলে তো চুলোচুলি লেগে যেত।"

"ও মারা গেছে।"

"তবুও, ব্যাপারটা অদ্ভুত।"

"হতে পারে," মাথা নেড়ে বলল হিরোমি।

তার নিজের কাছে ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকছে না, উতসুমি বুঝতে পারলো। "আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল," কিছুক্ষণ পর বলল সে।

"আর কী-ই বা জানার থাকতে পারে আপনার?" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল হিরোমি।

"আমি জানি যে আপনি ভীষণ ক্লান্ত এ মুহূর্তে। তবে এগুলো একদমই সাধারণ কয়েকটা প্রশ্ন। আমি চাই না আপনি এমনি এমনি কোন বিপদে পড়ুন।"

"আমার মনে হয় আমি ইতোমধ্যেই বিপদে পড়ে গেছি। যাইহোক, বলুন কি জানতে চান।"

"রবিবার সকালে তো আপনি আর মি. মাশিবা কফি খেয়েছিলেন, তাই না? কফিটাও আপনি বানিয়েছিলেন?"

BanglaBook.org

"আবার সেই প্রশ্ন?" জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হিরোমি। "আমি কিছুই করিনি। বিষের ব্যাপারেও কিছু জানি না।"

"সে ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করছি না আমি, শুধু জানতে চাই, কফিটা কিভাবে বানালেন। আপনার কি মনে আছে, কোত্থেকে পানি নিয়েছিলেন?"

"সরি?" হিরোমি কিছুটা অবাক হয়েছে বোঝাই যাচ্ছে।

"আপনি কি ফ্রিজে রাখা বোতলগুলোর পানি ব্যবহার করেছিলেন না কি ট্যাপ থেকে পানি নিয়েছিলেন?"

"ট্যাপ থেকে," লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল হিরোমি ।

"আপনি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ। এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"ট্যাপ থেকে পানি নিলেন কেন আপনি?"

"অতকিছু ভেবে ট্যাপ থেকে পানি নেইনি। মনে হয়েছিল, গরম পানি ব্যবহার করলে বেশি তাড়াতাড়ি ফুটবে।"

"কফি বানানোর সময় মি. মাশিবা ছিলেন?"

"হ্যাঁ। এই কথাটা তো আগেও কয়েকবার বলেছি," প্রচ্ছন্ন বিরক্তি তার জড়ানো কণ্ঠে।

"একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবার চেষ্টা করুন। যখন আপনি কেতলিতে পানি ঢালছিলেন, তখন কি মি. মাশিবা সেখানে ছিলেন?"

তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না হিরোমি। উতসুমি জানে, এই প্রশ্নটা আগে কেউ করেনি তাকে।

"ওহ," কিছুক্ষণ পর বলল হিরোমি। "ঠিক ধরেছেন আপনি। কেতলিটা যখন চুলোতে চাপাই, তখন ও সেখানে ছিল না। আমি কেবলই চুলো ধরিয়েছি সেসময় ভেতরে আসে। দেখতে চায়, কিভাবে কফি বানাচ্ছি।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ, নিশ্চিত।"

রাস্তার একপাশে গাড়ি থামালো উতসুমি। ইমারজেন্সি লাইট চালু করে হিরোমির দিকে তাকালো।

"কি হয়েছে?" কিছুটা দূরে সরে গিয়ে বলল হিরোমি।

"আয়ানে আপনাকে শিখিয়েছিল কিভাবে ঐ বাসায় কফি বানাতে হবে, তাই না?"

BanglaBook.org

মাথা নাড়লো হিরোমি।

"কিছুক্ষণ আগে আয়ানে ফোন করে ডিটেক্টিভ কুসানাগিকে বলেছেন যে তার স্বামী ভীষণ স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন, তাই সরাসরি কখনো ট্যাপের পানি খাননি। কফি বানানোর জন্যেও সবসময় বোতলজাত পানি ব্যবহারের নির্দেশ ছিল। এটা কি আপনি জানতেন?"

বিস্ময় ভর করল হিরোমির চোখে। "হ্যাঁ, সেটা বলেছিলেন। কিন্তু সেই সাথে এটাও বলেছিলেন, খুব বেশি না ভাবতে সেটা নিয়ে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। সবসময় বোতলের পানি ব্যবহার করলে খরচ বেড়ে যাওয়ার কথা। তাছাড়া ঠাণ্ডা পানি ফুটতেও সময় বেশি নেয়। কিন্তু আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, মি. মাশিবা যদি কখনো জিজ্ঞেস করেন, তাহলে যেন বলি, বোতলের পানিই ব্যবহার করেছি," গালে হাত দিয়ে বলল হিরোমি। "এই কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"তাহলে আয়ানে নিজেও ট্যাপের পানি ব্যবহার করতেন?"

"মনে হয়," উতসুমির চোখে চোখ রাখলো হিরোমি। "অন্য ডিটেক্টিভদের সাথে আলাপের সময় এসব বলার কথা মনেই ছিল না।"

হেসে একবার মাথা নাড়লো উতসুমি। "ধন্যবাদ আপনাকে," ইমারজেন্সি লাইট নিভিয়ে আবারো গাড়ি চালু করল উতসুমি।

"দয়া করে বলবেন, একথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?" হিরোমি বলল। "ট্যাপের পানি ব্যবহার করে কি কোন ভুল করে ফেলেছি।"

"না, কোন ভুল করেননি। কিন্তু আমরা যেহেতু সন্দেহ করছি যে ইয়োশিতাকা মাশিবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে, তাই সব খুঁটিনাটি ব্যাপার জানতে হবে।"

"ওহ..." মাথা নিচু করে ফেলল হিরোমি। কিছুক্ষণ পর আবার জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো। "মিস উতসুমি, আমার কথা বিশ্বাস করুন। ওকে মারিনি আমি।"

একবার ঢোঁক গিললো উতসুমি। চোখ রাস্তার দিকে। আরেকটু হলেই বলে ফেলেছিল, *আপনার কথা বিশ্বাস করছি আমি*। "আপনিই এই কেসের একমাত্র সন্দেহভাজন নন," কিছুক্ষণ পর বলল। "আসলে এই মুহূর্তে সবাইকেই সন্দেহ করতে হচ্ছে। কেউ যদি আপনাকে বলে থাকে, পুলিশের কাজ অনেক সহজ, তাহলে মিথ্যে বলেছে তারা।"

BanglaBook.org

চুপ হয়ে গেল হিরোমি।

এই উত্তরটা নিশ্চয়ই আশা করছিল না সে।

গাকুগেই ডাইগাকু স্টেশনের কাছে গাড়ি থামালো উতসুমি, হিরোমির অ্যাপার্টমেন্টটা কাছেই। ধীরে ধীরে তাকে অ্যাপার্টমেন্টের দিকে এগিয়ে যেতে দেখলো সে। এরপর গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে আশেপাশে একবার তাকিয়ে নেমে পড়লো। হিরোমির অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ঢোকার কাচের দরজাটার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে আয়ানে মাশিবা।

হিরোমি অবাক হয়ে গেল তাকে দেখে। উতসুমিও অবাক হয়েছে। সান্ত্বনার দৃষ্টিতে শিক্ষানবিশের দিকে তাকালো আয়ানে। কিন্তু পরমুহূর্তেই উতসুমিকে দেখে চোখমুখ শক্ত হয়ে গেল তার। ভ্রু কুঁচকে পেছনের দিকে তাকালো হিরোমি।

"কিছু বলতে ভুলে গিয়েছিলেন?" উতসুমিকে জিজ্ঞেস করল সে। আয়ানেও যোগ দিল ওদের সাথে।

"মি. মাশিবাকে দেখে মনে হলো একটু কথা বলে যাই," উতসুমি বলল। "মিস হিরোমিকে এতক্ষণ স্টেশনে আটকে রাখার জন্যে দুঃখিত," বলে একবার বাউ করল সে।

"সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে হিরোমির নাম বাদ দিয়েছেন তাহলে?"

"সব প্রশ্নের ঠিকঠাক জবাব দিয়েছেন তিনি," সরাসরি প্রশ্নটার উত্তর দিল না উতসুমি। "শুনলাম ডিটেক্টিভ কুসানাগিকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন আপনি। সেজন্যে ধন্যবাদ।"

"আশা করি আপনাদের কাজে আসবে তথ্যগুলো," আয়ানে বলল। "আপনারা নিশ্চয়ই এখন থেকে আর হিরোমিকে জ্বালাতন করবেন না। ও কিছু করেনি।"

"সেই সিদ্ধান্তটা আমাদেরকেই নিতে দিন নাহয়। আশা করি আগামী দিনগুলোতেও আমাদের সহায়তা করবেন আপনি।"

"খুশিমনেই সহায়তা করবো। কিন্তু হিরোমি বেচারিকে আর এসবের মধ্যে টানবেন না।"

বেশ রুক্ষভাবেই কথাগুলো বলল আয়ানে। সরাসরি তার চোখের দিকে তাকালো উতসুমি। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শোনার পর যে মিসেস মাশিবাকে দেখেছিল ওরা, তার সাথে বর্তমানের মিসেস মাশিবার অনেক পার্থক্য।

BanglaBook.org

হিরোমির দিকে ফিরলো আয়ানে। "তোমাকে কিন্তু সত্যিটাই ওনাদের খুলে বলতে হবে। যদি কিছু চেপে যাও, তাহলে নিজেরই ক্ষতি। বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষে এত লম্বা সময় কাটানোটা উচিত নয় তোমার।"

হিরোমির চেহারা দেখে মনে হলো না, উতসুমির সামনে এসব কথা শুনতে তার ভালো লাগছে। হঠাৎই সব পরিস্কার হয়ে গেল উতসুমির কাছে। "আপনি কি...?"

"এখনই সত্যিটা বলে দেয়া উচিত তোমার," আয়ানে বলে উঠল ওর কথার মাঝে। "মিস উতসুমি ব্যাপারটা আঁচ করেই ফেলেছেন মনে হচ্ছে..."

"আপনি...মানে...মি. মাশিবা আপনাকে কিছু বলেছিল?" হিরোমি জিজ্ঞেস করল।

"না। কিন্তু আমি একজন নারী। তাছাড়া আমি অতটাও বেখেয়ালী না।"

উপস্থিত তিনজনের কাছেই ব্যাপারটা পরিস্কার। কিন্তু হিরোমির মুখ থেকে কথাটা শুনতে হবে উতসুমির।

"মিস ওয়াকাইয়ামা, আপনি কি প্রেগন্যান্ট?"

কিছুক্ষণ জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকলো হিরোমি, এরপর বলল, "দুই মাস হতে চলেছে প্রায়।"

আড়চোখে একবার আয়ানেকে কেঁপে উঠতে দেখলো উতসুমি। *সে-ও ব্যাপারটা প্রথমবারের মত শুনছে। মেয়েরা এসব ব্যাপারে আসলেও বেশি সংবেদনশীল।*

কিছুক্ষণ পর উতসুমির দিকে তাকালো আয়ানে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে না তার মনে কি চলছে। "আশা করি এবারে আপনি সন্তুষ্ট? হিরোমির নিজের যত্ন নেয়া উচিত। যখন খুশি তখন তাকে ডেকে পাঠানো চলবে না। আপনি নিজেও তো একজন নারী। আশা করি বুঝতে পারছেন পরিস্থিতিটা।"

মাথা নেড়ে সায় জানানো ছাড়া কোন উপায় দেখলো না উতসুমি। গর্ভবতী নারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার ক্ষেত্রে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

BanglaBook.org

"আমি আমার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে এ ব্যাপারে বিস্তারিত কথা বলবো।"

"দ্রুত বলুন," বলে হিরোমির দিকে তাকালো আয়ানে। "এতে তোমারই মঙ্গল হলো। ব্যাপারটা চেপে গেলে হাসপাতালেও যেতে পারতে না ঠিকমতো।"

মৃদু মৃদু কাঁপছে হিরোমির ঠোঁটজোড়া। যেন যে কোন মুহূর্তে কান্না জুড়ে দেবে। জড়ানো কণ্ঠে কিছু একটা বলল সে আয়ানের উদ্দেশ্যে। '*ধন্যবাদ*' গোছের কিছু একটা।

"আরেকটা ব্যাপারে পরিস্কার হয়ে যাওয়া ভালো," জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে বলল আয়ানে। "হিরোমির সন্তানের বাবা ইয়োশিতাকা মাশিবা। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এই ঘটনার কারণেই আমাকে ছেড়ে দিতে চেয়েছিল ও। এখন আপনাকে একটা প্রশ্ন করি–নিজের পেটে যে সন্তান বড় হচ্ছে, সেই সন্তানের পিতাকে কেন হত্যা করতে চাইবে কেউ?"

আয়ানের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু জোর করে মুখ বন্ধ রাখলো উতসুমি। এতে হিতে বিপরীত হলেও কিছু করার নেই।

বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো আয়ানে। "আপনাদের মাথায় যে কী ঘুরছে সেটা একটা রহস্য আমার কাছে। যদি মোটিভের কথাই বলেন, তাহলে ইয়োশিতাকাকে হত্যা করার কোন মোটিভই নেই হিরোমির। যদি কারো কোন মোটিভ থেকে থাকে, তাহলে সেটা আমি।"

হেডকোয়ার্টারে ফিরে কুসানাগি আর মামিয়াকে আগের জায়গাতেই বসে থাকতে দেখলো উতসুমি। ভেন্ডিং মেশিনের কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল দু'জনে।

"কফি বানানোর পানির ব্যাপারে কি বললেন মিস ওয়াকাইয়ামা? তুমি তো তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছো, তাই না?" উতসুমিকে দেখে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"ট্যাপের পানিই ব্যবহার করেছিলেন।" রবিবার সকালে কফি বানানোর ব্যাপারে যা যা বলেছে হিরোমি, সব খুলে বলল উতসুমি।

BanglaBook.org

"এজন্যেই তারা যখন একসাথে কফি খেয়েছিল, কিছু হয়নি কারো," মামিয়া বলল। "বিষ মেশানো পানি তখনও ফ্রিজেই ছিল বোধহয়।"

"সে যে সত্যি কথা বলছে, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব নয়," কুসানাগি বলল।

"সেটা ঠিক, কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তার বক্তব্যে বড়সড় কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ছে, মুখের কথাতেই বিশ্বাস করতে হবে আমাদের। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে আশা করি শিঘ্রই আরো কিছু জানতে পারবো।"

"প্লাস্টিকের বোতলগুলোর ব্যাপারে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন?" উতসুমি জানতে চাইলো।

টেবিলে রাখা একটা রিপোর্ট তুলে নিয়ে সেটায় চোখ বোলালো কুসানাগি। "মাশিবাদের ফ্রিজে কেবল একটা পানির বোতল পায় ওরা। ক্যাপের সিল খোলা ছিল। ভেতরের পানিতে কোন বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি।"

"ঠিক আছে," উতসুমি বলল। "তাহলে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের কাছ থেকে আর কি জানার অপেক্ষায় আছেন?"

"একটু জটিল ব্যাপারটা," ভ্রুজোড়া কুঁচকে বলল মামিয়া।

"তাই?"

"এক লিটারের একটা বোতল ছিল ফ্রিজে," রিপোর্টের দিকে তাকিয়েই বলল কুসানাগি। "ওর মধ্যে নয়শো মিলিলিটার পানি তল্লাশির সময়ে পায় ফরেনসিকের লোকেরা। অর্থায় একশো মিলিলিটার খরচ করা হয়েছিল। এক কাপ কফির জন্যেও যথেষ্ট নয় ওটুকু। কিন্তু কফি মেশিনের ড্রিপারে দুইজনের উপযোগী বিন পাওয়া গিয়েছে।"

"অর্থাৎ আরো একটা বোতল ছিল ফ্রিজে? যেটা পাওয়া যাচ্ছে না?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়লো কুসানাগি। "সেটাই তো মনে হচ্ছে।"

"আর সেই পানিতেই বিষ ছিল?"

"সবকিছু তো সেটাই ইঙ্গিত করছে," মামিয়া বলল। "খুনি ফ্রিজ খুলে দেখে যে দু'টা বোতল সেখানে। একটার সিল খোলা, আরেকটা সিল তখনও অক্ষুন্ন। এখন সে যদি অব্যবহৃত বোতলের পানিতে বিষ মেশায়, তাহলে ভিক্টিম সাবধান হয়ে যেতে পারে। তাই সিল খোলা বোতলটার পানিতেই বিষ মেশানোর সিদ্ধান্ত নেয় সে। এদিকে মাশিবা যখন কফি

BanglaBook.org

বানাতে যায়, ফ্রিজ খুলে ব্যবহৃত বোতলটাই বের করে প্রথমে। যখন দেখে যে পানি একটু কম হয়েছে তখন অন্য বোতল থেকে কিছুটা ঢেলে নিয়ে আবার আগের জায়গায় রেখে দেয়।"

"ময়লা ফেলার জায়গায় ব্যবহৃত বোতল খুঁজতে হবে তাহলে।"

"ইতোমধ্যে খোঁজা হয়েছে," কুসানাগি বলল। "যতগুলো খালি বোতল পেয়েছিল সবগুলো সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে হয়েছে। কোনটায় বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি ; তবুও পুরোপুরি নিশ্চিত নয় তারা।"

"মানে?"

"অনেকগুলো বোতলে পরীক্ষা করার মত যথেষ্ট পরিমাণে পানিই পাওয়া যায়নি। খালি বোতলে আর কতটুকুই বা পানি থাকে। অন্য একটা ল্যাবে পাঠানো হয়েছে ওগুলো।"

মাথা নাড়লো উতসুমি। এই জন্যেই মামিয়া আর কুসানাগি দু'জনে এরকম মুখ করে বসে আছে।

"বোতলগুলোর একটাতে বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পেলেই যে খুব বড় কিছু হয়ে যাবে, তা নয়," কুসানাগি বলল। "কেসের এখন যা অবস্থা..." হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো সে।

"সন্দেহভাজনের তালিকায় আরো কিছু নাম যোগ হতে পারে তখন।"

"চিফ কি বলল বুঝতে পারোনি? খুনি যদি বোতলের পানিতে বিষ মিশিয়ে থাকে, তাহলে সে খোলা বোতলটার পানিতে বিষ মিশিয়েছিল। অর্থাৎ কফি বানানোর আগ পর্যন্ত সেই বোতলে হাত দেয়নি ভিক্টিম। এতে কী বোঝা যাচ্ছে? বিষ মেশানো এবং ভিক্টিমের সেই পানি ব্যবহারের মধ্যে সময়ের পার্থক্য খুব একটা বেশি না।"

"আমি বুঝতে পারছি না। বোতলের পানি না ব্যবহার করার সাথে খুব সময় অতিবাহিত না হওয়ার কি সম্পর্ক? হয়তো অন্য পানি ব্যবহার করেছে।"

"তুমি বোধহয় ভুলে যাচ্ছো, শুধু রবিবার রাতেই নয়, শনিবার রাতেও নিজেই কফি বানিয়েছিলেন মি. মাশিবা," কুসানাগি বলল। "মিস ওয়াকাইয়ামা আমাদের জানিয়েছেন, শনিবার রাতে নিজেই কফি তৈরি করেন ইয়োশিতাকা। কিন্তু খুব বেশি কড়া হয়ে যাওয়াতে পরদিন সকালে সে তাকে দেখিয়ে দেয়, কিভাবে বানাতে হবে। অর্থাৎ শনিবার রাত অবধি বিষ মেশানো পানির বোতল ব্যবহৃত হয়নি।"

BanglaBook.org

"আমরা এটা কিভাবে নিশ্চিত হলাম যে শনিবার রাতে কফি বানানোর জন্যে বোতলের পানিই ব্যবহার করেছিলেন মি. মাশিবা?"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো কুসানাগি। "তুমি কি আমাদের এই কথাটা বিবেচনা থেকে বাদ দিয়ে দিতে বলছো, মি. মাশিবা সবসময় কফি বানানোর ক্ষেত্রে বোতলের পানিই ব্যবহার করতেন? তার স্ত্রী এব্যাপারে আমাদের জানানোর পরই কেসের অগ্রগতি হয়েছে।"

"বিবেচনা থেকে বাদ দিতে তো বলিনি," নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল উতসুমি। "শুধু এটুকু বলছি, তার কথা বেদবাক্যের মত বিশ্বাস না করতে। আমরা কিন্তু এ ব্যাপারে কোন তথ্য জানি না, মি. মাশিবা আসলেও সবসময় বোতলের পানি ব্যবহার করতেন কি না। হয়তো মাঝে-সাঝে ট্যাপের পানিও ব্যবহার করতেন বেশি ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে। তাছাড়া আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে দীর্ঘদিন পর শনিবারই প্রথম নিজে কফি বানাতে গিয়েছিল সে। তাদের সিঙ্কের ট্যাপে কিন্তু ফিলট্রেশন সিস্টেম যুক্ত আছে।"

মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। "নিজের সুবিধার জন্যে বাস্তবকে খুব বেশি পরিবর্তন করলে কিন্তু পরবর্তীতে বিপদে পড়ে যাবে, ডিটেক্টিভ।"

"আপনি আমার কথা অন্যভাবে নিচ্ছেন। আমি শুধু এটুকুই অনুরোধ করবো, আমাদের চোখের সামনে যে আলামতগুলো আছে সেগুলোকে প্রাধান্য দিয়েই যেন তদন্ত সামনে এগোয়," বলে মামিয়ার দিকে ঘুরলো উতসুমি। "আমরা যতক্ষণ অবধি জানতে পারছি না যে শেষবার কে বোতলের পানি ব্যবহার করছিল, এটাও নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে বিষ কখন মেশানো হয়েছিল।"

হাসলো মামিয়া। "এ ধরণের বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা ভালো লাগে আমার," বলল সে। "প্রথমে আমি কুসানাগির পক্ষেই ছিলাম। কিন্তু এখন এই বিতর্ক শুনে মনে হচ্ছে উতসুমিও খুব একটা ভুল বলেনি।"

"চিফ!" স্পষ্টতই হতাশা ফুটলো কুসানাগির চেহারায়।

"যাইহোক," মুহূর্তে বদলে গেল মামিয়ার কণ্ঠস্বর। "বিষ মেশানোর সময় নিয়ে অন্ধকারে নেই আমরা," উতসুমির উদ্দেশ্যে দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। "মাশিবাদের বাসায় শুক্রবার রাতে যে দাওয়াত ছিল, সেটা তো জানো?"

"হ্যাঁ," উতসুমি বলল। "তখন নিশ্চয়ই অনেকেই বোতলের পানি খেয়েছে-"

BanglaBoi.org

হাত উঁচিয়ে তাকে থামালো মামিয়া। "অর্থাৎ দাওয়াত শেষ হবার পরে বিষ মেশানো হয়েছে, কিংবা দাওয়াত চলাকালীন সময়ে।"

"হ্যাঁ। তবে আমার মনে হয় না, ইকাইদের কারো বোতলে কিছু মেশানোর সুযোগ ছিল। তারা মেহমান, রান্নাঘরে তাদের যাওয়ারই কথা না। চুপচাপ বিষ মেশানো তো দূরের কথা।"

"অর্থাৎ সেদিন সেখানে উপস্থিত অন্য দুই নারীই প্রধান সন্দেহভাজন।"

"দাঁড়ান," কুসানাগি বলল এবারে, "হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে সন্দেহ করছেন, ঠিক আছে। কিন্তু মিসেস মাশিবা? তিনিই তো আমাদের বললেন, ভিক্টিম কফি খাওয়ার জন্যে বোতলের পানি ব্যবহার করেন। নিজে ফেঁসে যেতে পারেন এরকম একটা তথ্য তিনি কেন আমাদের দেবেন?"

"কারণ তিনি জানতেন যে সত্যটা এক সময় আমরা বুঝতে পারবো?" উতসুমি পাল্টা প্রশ্নের সুরে বলল। "তিনি যদি এটা অনুমান করেন যে ফরেনসিকের লোকেরা বোতলের পানিতে বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাবে এবং আগেই আমাদের এ ব্যাপারে বলে দেন, সন্দেহের তালিকা থেকে স্বভাবতই তার নাম বাদ দেয়া হবে।"

"তোমার সাথে কথা বললে মাথা ধরে যায় মাঝে মাঝে," বিরক্ত কণ্ঠে বলল কুসানাগি। "কেন মিসেস মাশিবা দোষী সাব্যস্ত করার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছো?"

"ও কিন্তু ভুল কথা বলেনি," মামিয়া বলল, "বরং উতসুমিই হয়তো ঠিক পথে এগোচ্ছে। হিরোমি ওয়াকাইয়ামা যে খুন করেননি, সেই দাবির স্বপক্ষেও কিন্তু শক্ত যুক্তি আছে। চুলা থেকে কেতলিটা সরিয়ে রাখা হলো না কেন? তাছাড়া মি. মাশিবাকে খুন করার সবচেয়ে বড় মোটিভটা কিন্তু আয়ানে মাশিবারই।"

প্রতিবাদে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল কুসানাগি। কিন্তু তার আগেই হাত তুলে তাকে থামালো উতসুমি। "মোটিভের কথা যখন উঠলই, আমার কাছে একটা নতুন তথ্য আছে। এতে মিসেস মাশিবার প্রতি সন্দেহের পরিমাণ বাড়বে বৈ কমবে না।"

"কার ব্যাপারে তথ্য?" মামিয়া জিজ্ঞেস করল।

"হিরোমি ওয়াকাইয়ামা।"

উতসুমির কথাগুলো শুনে বিস্ময়ে মুখের নকশাই বদলে গেল অপর দু'জনের।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

"ধরুন একটু"–বলে মোবাইল ফোনটা নামিয়ে রেখে ডেস্কের ল্যান্ডফোনের রিসিভারটা কানে চাপালো তাতসুহিকো ইকাই। "কি? হ্যাঁ। সেইজন্যেই তোমাকে পাঠিয়েছি ব্যাপারটা সামলাতে–পুরোটা। চুক্তির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিস্তারিত লেখা আছে এ ব্যাপারে...হ্যাঁ। ও'টুকু আমি দেখে দেব, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।" রিসিভার নামিয়ে রেখে আবারো মোবাইলটা কানে ঠেকালো তাতসুহিকো। "সরি, অন্য একটা ফোন এসেছিল। হ্যাঁ, ওর সাথেই কথা বলছিলাম। জি, মিটিংয়ে যেমনটা আলোচনা করেছিলাম আমরা...বুঝতে পেরেছি।"

অবশেষে ফোনে কথা বলা শেষ হলো তাতসুহিকোর। সামনে রাখা মেমো প্যাডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পেন্সিল দিয়ে লেখতে শুরু করল। সিইও'র ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, তার নিজের ডেস্ক। কিছুদিন আগেও ইয়োশিতাকা মাশিবা বসতো এখানে।

মেমোটা তার পকেটে ঢুকিয়ে পাশের সোফায় বসে থাকা কুসানাগির দিকে তাকালো সে। "দুঃখিত, আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করালাম।"

"সমস্যা নেই, আপনি ব্যস্ত বুঝতেই পারছি।"

"আসলেও একটু ব্যস্ত। মাশিবা যখন ছিল তখন একাই সবকিছু সামলাতো সে। এটা নিয়ে অনেকবার ওর সাথে বচসা হয়েছে আমার। এখন ওর অনুপস্থিতিতে সবাই পানিতে পড়ে গেছে। সেখান থেকেই একটু একটু করে উদ্ধারের চেষ্টা করছি," কথাগুলো বলতে বলতে সোফায় কুসানাগির পাশে এসে বসলো ইকাই।

"আপনি কি সিইও পদেই থাকবেন?"

হাত নেড়ে সম্ভাবনাটা দূর করে দিল আইনজীবী। "আসলে ম্যানেজমেন্টের কোন পোস্টে থাকার ইচ্ছা বা যোগ্যতা কোনটাই নেই আমার। আমি কলকাঠি নাড়ি পর্দার পেছন থেকে। এই ডেস্কটায় যত তাড়াতাড়ি অন্য কেউ এসে বসবে আমার জন্যে তত সুবিধে। আপনার যদি মনে হয়ে থাকে, কোম্পানি হাতিয়ে নেয়ার জন্যে মাশিবাকে খুন করেছি আমি, তাহলে ভুল করছেন।"

BanglaBook.org

ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল কুসানাগির।

উচ্চস্বরে হেসে উঠল ইকাই, "দুঃখিত, শেষ কথাটা মজা করে বলেছি। আসলে এরকম ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত নয়। মনে হয় ওর অনুপস্থিতিতে সব কিছু সামাল দিতে দিতে মাথাটা গেছে আমার।"

"আমি দুঃখিত যে আপনাকে এরকম ব্যস্ত সময়ে এসে বিরক্ত করছি," কুসানাগি বলল।

"আরে নাহ, দুঃখিত হতে যাবেন কেন। আমি নিজেও তদন্তের ব্যাপারে সব কিছু বিস্তারিত জানতে চাই। নতুন কোন তথ্য হাতে এসেছে আপনাদের?"

"বলতে পারেন, ভিন্ন এক দৃষ্টিকোণ থেকে কেসটাকে দেখছি আমরা এখন। তাছাড়া, কফিতে বিষ কিভাবে মিশলো সেটার ব্যাপারে কিছুটা হলেও নিশ্চিত হওয়া গেছে।"

"বাহ, ভালো তো।"

"আপনি কি এটা জানতেন, মি. মাশিবা অতিরিক্ত রকমের স্বাস্থ্য সচেতন ছিলেন? এমনকি ট্যাপের পানিও খেতেন না।"

এক ভ্রু উঁচু করল তাতসুহিকো। "এটাকে ঠিক *অতিরিক্ত* স্বাস্থ্যসচেতনতা বলাটা বোধহয় উচিত হচ্ছে না। আমি নিজেও ট্যাপের পানি খাই না, বেশ কয়েক বছর যাবত।"

"তাই?" কুসানাগি বলল। *বড়লোকের ভাবসাবই আলাদা।* "কোন বিশেষ কারণ আছে?"

"সেরকম কিছু না আসলে," সামনের ডেস্কের দিকে তাকিয়ে বলল তাতসুহিকো। "ঠিক কবে থেকে যে ট্যাপের পানি খাওয়া বন্ধ করেছিলাম সেটা ভুলেই গেছি। এমন না যে ট্যাপের পানির স্বাদ অন্যরকম। বরং এটা হতে পারে যে কোন মিনারেল ওয়াটার কোম্পানির বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হয়েছিলাম..." হঠাৎই কুসানাগির দিকে তাকালো সে। "পানিতে বিষ মেশানো হয়েছিল?"

"শতভাগ জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু এটা একটা সম্ভাবনা। শুক্রবার রাতে যখন মাশিবাদের বাসায় দাওয়াতে গিয়েছিলেন, মিনারেল ওয়াটার খেয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, মিনারেল ওয়াটারই দিয়েছিল। পানিতে বিষ মিশিয়েছিল তাহলে?"

BanglaBook.org

"আমাদের কাছে তথ্য আছে, কফি বানানোর সময় মিনারেল ওয়াটারের বোতল থেকে পানি ব্যবহার করতেন মি. মাশিবা। আপনি কি এটা জানতেন?" পাল্টা প্রশ্ন করল কুসানাগি।

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বলল তাতসুহিকো। "এভাবেই তাহলে কফিতে বিষ মিশেছিল।"

"এখন প্রশ্ন হচ্ছে—ঠিক কখন পানিতে বিষ মিশিয়েছিল খুনি? আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, মি. মাশিবা কি উইকেন্ডে কারো সাথে বাসায় দেখা করেছিলেন কি না? গোপনেও হতে পারে সেটা।"

"গোপনেও হতে পারে মানে?" তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কুসানাগির দিকে তাকালো তাতসুহিকো।

"দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা এখন পর্যন্ত এরকম কারো নাম জানতে পারিনি। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব, ঐ দুই দিনে কেউ হয়তো তার বাসায় গিয়েছিল। মি. মাশিবার সম্মতিতেই।"

"মানে আপনি জানতে চাইছেন, মিসেস মাশিবার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন নারীকে বাসায় নিয়ে এসেছিল কি না ইয়োশিতাকা।"

"এটা একটা সম্ভাবনা।"

সোজা হয়ে বসলো তাতসুহিকো। "দেখুন ডিটেক্টিভ, কিছু ব্যাপারে পরিস্কার হয়ে নেওয়া ভালো। আমি জানি, তদন্তের খাতিরে কিছু ব্যাপার গোপন রাখতে হয় আপনাদের। ক্রিমিনাল ইনকোয়্যারি সম্পর্কে ধারণা আছে আমার। তবে আপনাকে আমি নিশ্চিত করছি, এখানে আপনি আমাকে যা বলবেন তা আর কেউ জানবে না। বিনিময়ে আমিও যা যা জানি সব আপনাকে বলবো।"

কিছু না বলে তাতসুহিকোর দিকে তাকালো কুসানাগি।

"আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে মাশিবার একজন প্রেমিকা ছিল," সোফায় হেলান দিয়ে বসে বলল তাতসুহিকো।

"এ সম্পর্কে কতটা জানেন আপনি," চেহারার ভাব যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল কুসানাগি।

"এক মাস আগে আমার কাছে সবকিছু স্বীকার করেছিল সে। "*জীবনসঙ্গী পরিবর্তন*" করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। আমি তখনই বুঝতে পেরেছিলাম কাউকে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে ইতোমধ্যেই," চোখ কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাতসুহিকোর। "আপনারা নিশ্চয়ই তার পরিচয়ই জেনে গেছেন। সেজন্যেই আমার সাথে কথা বলতে এসেছেন। তাই না?"

BanglaBook.org

মুচকি হাসলো কুসানাগি। "হ্যাঁ, একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল মি. মাশিবার।"

"তার পরিচয় জানতে চাইবো না আমি। তবে সম্ভাব্য একজনের কথা মাথায় আসছে।"

"কিছু খেয়াল করেছিলেন?"

"আসলে যুক্তি দিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করেছিলাম। মাশিবা এরকম কেউ না যে কি না বারে গিয়ে মেয়ে পটানোর চেষ্টা করবে। অফিসের কারো সাথেও কোন প্রকার সম্পর্কে জড়ানোর কথা নয় তার। সুতরাং এভাবে চিন্তা করলে কেবল একজন নারীর কথাই মাথায় আসে, যে সবসময় তার আশপাশে ছিল," ইকাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "আমার নিজের বিশ্বাস করতে তাও কষ্ট হচ্ছে জানেন? বউকে এসব ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না!"

"আমরা সেই নারীর কাছ থেকেই জানতে পেরেছি যে উইকেন্ডে মাশিবাদের বাসায় গিয়েছিলেন তিনি। এখন আমাদের জানতে হবে যে তিনি বাদে অন্যকেউ ঐ দু'দিনে সেখানে গিয়েছিলেন কি না।"

"মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে স্ত্রীর অনুপস্থিতি একজন নয়, বরং আরো বেশি প্রেমিকাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল মাশিবা! এ দেখি রীতিমত ক্যাসানোভা!" উরুতে চাপড় দিয়ে বলল তাতসুহিকো। "কিন্তু আমার মনে হয় না এরকম কিছু হয়েছিল। মাশিবা চেইন স্মোকার হতে পারে, কিন্তু একসাথে দু'টা সিগারেট খাওয়ার মতো মানুষ নয় ও।"

"মানে?"

"সে হয়তো একজনের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলায় অন্যজনের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু একইসাথে দু'জনের সাথে প্রেম করার কথা নয় তার। আমার ধারণা নতুন প্রেমিকার সাথেই আগামী জীবনটা কাটানোর পরিকল্পনা করছিল সে। এমনকি এটাও হয়তো সত্য যে, স্ত্রী'র সাথে ভালো করে সময়ও কাটাতো না সে, সম্পর্কটা হবার পর থেকে। আসলে একবার কথায় কথায় ও আমাকে বলেছিল, শুধু *'তৃপ্তির জন্যে সেক্স,' এটা* ভবিষ্যতের জন্যে তুলে রেখেছে সে।"

"অর্থাৎ সন্তান চাই তার?"

"হ্যাঁ, সবকিছু তো সেদিকেই ইঙ্গিত করছে," তাতসুহিকোর ঠোঁটে প্রচ্ছন্ন হাসির আভাস।

BanglaBook.org

তাহলে তার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল বলতে হবে, ভাবলো কুসানাগি। "আপনার কি ধারণা, সন্তান ধারণই কি তার বিয়ের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল?"

"প্রধান-টধান কিছু না। এটাই ছিল তার বিয়ে করার একমাত্র উদ্দেশ্য," আড়মোড়া ভেঙে বলল তাতসুহিকো। "অনেক আগে থেকেই সন্তান নেয়ার ব্যাপারে আমার সাথে আলাপ করতো ও। যখন ব্যাচেলর ছিল, তখনও বলতো। যত তাড়াতাড়ি বাচ্চা নেয়া যায়, তত না কি ভালো ওর জন্যে। কেবল উপযুক্ত মা খুঁজে বের করার অপেক্ষা। সেজন্যে অনেকের সাথেই সম্পর্কে জড়িয়েছে ও, লোকে প্লেবয় হিসেবেই চিনতো তাকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, ওর উদ্দেশ্যে ছিল একটাই–একদম সঠিক জীবনসঙ্গী বেছে নেয়া।"

"বারবার জীবনসঙ্গী বলছেন। বিয়ে না করেও কিন্তু অনেকে জীবনসঙ্গী খুঁজে নেয় ইদানীং। তার কি উচিত ছিল না একজন সঠিক স্ত্রীর খোঁজ করা?"

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো তাতসুহিকো। "ওর কাছে জীবনসঙ্গী বা স্ত্রী এসবের একটাই মানে। *'এমন একজনকে চাই আমার, যে আমার সন্তানের মা হতে পারবে। ঘরদোরের কাজ করার জন্যে অনেক লোক পাওয়া যাবে'* –এটাই বলেছিল আমাকে।"

"তাই?"

"হ্যাঁ। আমি একবার আয়ানের তারিফ করে ওকে কিছু কথা বলেছিলাম। তিনি যেভাবে ওর যত্ন নেন, সেটা আসলেও প্রশংসনীয়। সেটার প্রেক্ষিতেই এই কথাগুলো বলে। একজন আদর্শ স্ত্রী বলতে যা বোঝায়, আয়ানে মাশিবা একদম সেটাই। ও যখন বাসায় থাকতো, তখন সবসময় লিভিংরুমের সোফায় বসে সেলাইয়ের কাজ করতো সে, যাতে যে কোন দরকারে ছুটে যেতে পারে। তবে এসবের কোন মূল্য ছিল না ইয়োশিতাকার কাছে। ওর মতে যে মহিলার সন্তান ধারণের কোন ক্ষমতা নেই, তার সাথে সাজিয়ে রাখা শো-পিসের কোন পার্থক্য নেই। দুটোই জায়গা নষ্ট করছে।"

"নারীবাদীদের কানে এই কথা গেলে তারা মি. মাশিবাকে ছেড়ে কথা বলতো না," মন্তব্য করল কুসানাগি। "সন্তান নেয়ার জন্যে এরকম উতলা হয়ে ছিল কেন সে?"

BanglaBoi.org

"তা বলতে পারবো না। মানে, সন্তান আমিও চেয়েছি। কিন্তু ওর মত বাড়াবাড়ি কখনো করিনি ব্যাপারটা নিয়ে। অবশ্য একবার যখন আপনি বাবা হবেন, তখন পুরো জীবনটাই বদলে যাবে," উষ্ণ হেসে বলল তাতসুহিকো। নব্য সন্তানের জনকদের চেহারায় এরকম হাসি দেখা যায়। "হয়তো তার এরকম চিন্তাভাবনার পেছনে শৈশবের একটা ভূমিকা আছে ।"

"তাই? কিরকম?"

"আপনি কি এটা জানেন যে মাশিবা শৈশবে খুব একটা পারিবারিক সময় কাটাতে পারেনি?"

"শুনেছি কিছুটা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানতে চাই।"

মাথা নাড়লো ইকাই। "আসলে ও যখন ছোট ছিল তখনই বিচ্ছেদ হয়ে যায় ওর বাবা মা'র। ওর বাবা দেখাশোনার ভার পান সন্তানের। কিন্তু কাজের জন্যে বাসায় খুব বেশি সময় কাটাতে পারতেন না তিনি। তাই একরকম দাদীর কাছে বড় হয় মাশিবা। কিন্তু সেই পরিস্থিতিও বদলে যায় যখন ওর দাদী মারা যান। এর কয়েকমাসের মধ্যেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ওর বাবাও পরলোকে পাড়ি জমান। তখন বিশের আশপাশে বয়স ওর। ট্রাজেডি বলতে পারেন। পুরোপুরি একা হয়ে যায় মাশিবা। পারিবারিক সূত্রে বেশ বড় একটা অঙ্কের সম্পত্তির মালিক হয় সে। কিশোর বয়স থেকেই কাজ করা শুরু করে, সুতরাং ব্যবসার হাল ধরতেও সমস্যা হয়নি। কিন্তু ঐ যে-পরিবার থেকে খুব একটা ভালোবাসা পায়নি।"

"নিজে সন্তানের পিতা হয়ে সেই অপূর্ণতাটাই পূর্ণ করতে চাচ্ছিলেন তিনি?"

"এটাই কি স্বাভাবিক না? রক্তের সম্পর্কের কাউকে চাচ্ছিলো ও-একদম নিজের কেউ। কারণ-" খানিকটা ঠাণ্ডা স্বরে পরের কথাগুলো বলল তাতসুহিকো ইকাই, "আপনি আপনার প্রেমিকা বা স্ত্রী-কে যতটাই ভালোবাসুন না কেন, জিনগতভাবে তাদের সাথে কিন্তু কোন সম্পর্ক নেই।"

কুসানাগি ধরতে পারছে, মি. মাশিবা আর তাতসুহিকোর দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা একইরকম। একারণেই ভিক্টিমের আচরণ সম্পর্কে জানতে এই কথাগুলো কাজে দেবে।

"সেদিন কথায় কথায় শুনলাম, মি. মাশিবা আর আয়ানের যখন প্রথম দেখা হয়েছিল, আপনি সেখানে ছিলেন। একটা পার্টিতে বোধহয়?"

"হ্যাঁ। একটা শিল্প-মেলা শেষে পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন

BanglaBook.org

ইন্ডাস্ট্রি থেকে লোক এসেছিল। এই পার্টিগুলোতে প্রায়ই নতুন লোকজনের সাথে পরিচয় হয়, যেগুলো একসময় প্রণয়ে রূপ নেয়। বিবাহিতরা খুব একটা যায় না, তবে সেবার আমাকে মাশিবা সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল। ওকে না কি একজন ক্লায়েন্টের সাথে দেখা করতে যেতেই হতো। ওখানেই নিজের হবু স্ত্রীর সাথে পরিচয় হয় তার। আসলে জীবনে চলার পথে কখন যে কার সাথে দেখা হয়ে যায়, বলা মুশকিল। আর নতুন কারো সাথে পরিচয় হওয়ার জন্যে ওটাই ওর জন্যে একদম সঠিক সময় ছিল।"

"একথা কেন বললেন?"

ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল ইকাইয়ের। *প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বলে ফেলেছে সে,* মনে মনে ভাবলো কুসানাগি।

"আয়ানের সাথে দেখা হবার আগে একজনের সাথে সম্পর্ক ছিল ওর," কিছুক্ষণ পর বলল আইনজীবি। "পার্টির কিছুদিন আগেই ব্রেক-আপ হয়ে যায় তাদের। হয়তো ওর চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল ঘটনাটা। এজন্যেই তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করে ফেলে," এটুকু বলে ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ালো ইকাই। "দয়া করে আয়ানেকে এ ব্যাপারে কিছু বলবেন না। মাশিবার কাছে প্রমিস করেছিলাম যে কেউ জানবে না ঘটনাটা।"

"আপনি কি জানেন, কেন আগের সম্পর্কটার ইতি টেনে দেয় সে?"

কাঁধ ঝাঁকালো ইকাই। "আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে খুব একটা বেশি কথা বলতাম না আমরা। তবে যদি ধারণা করতে বলেন, তাহলে বলবো, সেই প্রেমিকার হয়তো সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা ছিল না অথবা সন্তান ধারণে অক্ষম ছিল সে।"

সেজন্যেই আয়ানেকে বিয়ে করে সে এবং একই কারণে হিরোমির কাছে যায়...

সাধারণত লোকজনকে বুঝতে খুব একটা সমস্যা হয় না কুসানাগির, কিন্তু ইয়োশিতাকা মাশিবাকে কেন যেন ধরতেই পারছে না সে। *আয়ানে চমৎকার একজন মহিলা, মাশিবার মত সফল একজন ব্যবসায়ীর আদর্শ জীবনসঙ্গী। তাহলে তার সাথে কেন খুশি থাকতে পারলো না সে?*

"আগের প্রেমিকা কেমন ছিল তার?"

আবারো কাঁধ ঝাঁকালো ইকাই। "জানি না আমি। কখনো দেখা হয়নি তার সাথে। মাশিবা গোপনীয়তা পছন্দ করতো। হয়তো বিয়ের সিদ্ধান্ত পাকাপোক্ত করার পরে জানাতো।"

BanglaBook.org

"ব্রেক-আপের সময়টাই সে কি স্বাভাবিক ছিল?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কোন রকমের অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। অবশ্য সে ব্যাপারে কখনো বিস্তারিত কথা বলিনি আমরা। "আপনি নিশ্চয়ই এটা ভাবছেন না যে সেই প্রেমিকার হাত ছিল ওর মৃত্যুতে?" প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে কুসানাগির দিকে তাকালো ইকাই।

মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। "ওরকম কিছু না। ভিক্টিম সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব তথ্য জানার চেষ্টা করছি কেবল।"

হেসে হাত নাড়লো ইকাই। "আপনি যদি এটা ভেবে থাকেন যে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে প্রাক্তন প্রেমিকাকে বাসায় নিয়ে এসেছিল সে, তাহলে ভুল পথে এগোচ্ছেন। এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে পারি আমি, তার স্বভাবের সাথে এটা যায় না।"

"কারণ একই সাথে দু'টা সিগারেট টানার মানুষ নয় সে, তাই তো?"

"হ্যাঁ," মাথে নেড়ে সম্মতি জানালো ইকাই।

"কথাটা মাথায় থাকবে আমার," ঘড়ির দিকে একবার তাকালো কুসানাগি। "সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে," উঠে দাঁড়িয়ে বলল।

দরজার দিকে হাঁটছিল সে, কিন্তু দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরলো তাতসুহিকো ইকাই।

"ধন্যবাদ," বলল কুসানাগি।

"ডিটেক্টিভ কুসানাগি," গম্ভীর ভঙ্গিতে বলল তাতসুহিকো। "আপনার তদন্তের ধরণের ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চাই না আমি, কিন্তু একটা ব্যাপারে অনুরোধ আছে আমার।"

"কি?"

"মাশিবা কোন সেইন্ট বা সাধুর মত জীবন যাপন করতো না, এটা মানছি। ভালোমতো খোঁজ খবর করলে হয়তো অনেক কিছুই জানতে পারবেন। কিন্তু আমার মতামত যদি চান, তাহলে বলবো যে ওর মৃত্যুর সাথে অতীতের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং খুব বেশি গভীরে গিয়ে খোঁজ খবর না করলেই বোধহয় ভালো হবে। কোম্পানির সময়ও খুব একটা ভালো যাচ্ছে না।"

কোম্পানির ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত, না কি অন্য কিছু? 'আমরা যদি কিছু জানতেও পারি, তাহলে কথা দিচ্ছি যে সেটা গণমাধ্যম পর্যন্ত যাবে না," বলে বাইরে বেরিয়ে এলো সে।

BanglaBook.org

লিফটের উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করল কুসানাগি, ভেতরে ভেতরে কেন যেন ভিক্টিমের প্রতি এক ধরণের বিতৃষ্ণা কাজ করতে শুরু করেছে তার। *নারীরা তার চোখে বাচ্চা পয়দা করার মেশিন বৈ কিছু ছিল না!* নিজের এতটা রেগে ওঠা দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে।

সবার প্রতিই কি একইরকম দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করতো মাশিবার? কর্মচারীরা কি তার কাছে কেবল কোম্পানির কাজ করার মেশিন? ক্লায়েন্টরা টাকা কামানোর কারখানা? এভাবে চিন্তা করলে তো পুরো জীবনে অনেকেরই বিরাগভজন হবার কথা তার।

হিরোমি ওয়াকাইয়ামা এখনও সন্দেহের উর্ধ্বে নয় অবশ্য। তবে আয়ানের কথাতেও যুক্তি আছে। কেন নিজের সন্তানের পিতাকে হত্যা করতে যাবে কেউ? তবে এতক্ষণ ইয়োশিতাকা মাশিবা সম্পর্কে যা যা শুনলো সে, কোন নারীর সাথে তার সম্পর্কের কখন অবনতি ঘটে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব নয়। স্ত্রীকে ছেড়ে হিরোমির সাথে জীবন শুরু করতে চাইছিল সে, কারণ হিরোমি সন্তানসম্ভবা ছিল। তাকে সে আসলেও ভালোবাসতো কি না কে জানে। হয়তো স্বার্থপরের মতন এমন কিছু একটা করেছিল যেটায় তাকে ঘৃণা করতে বাধ্য হয় হিরোমি।

তবে উতসুমির যুক্তিও ফেলনা নয়, খুন করার পর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আলামত লুকোনোর চেষ্টা না করাটা খুব বড় রকমের বোকামী। আর হিরোমি ওয়াকাইয়ামা মোটেও বোকা নয়। এই যুক্তির পাল্টা কোন যুক্তি খুঁজে পায়নি কুসানাগি। "হয়তো ভুলে গিয়েছিল সে" কথাটা ধোপে টিকবে না।

আয়ানের আগে যার সাথে সম্পর্ক ছিল মাশিবার, তার সম্পর্কে খোঁজ নিবে বলে সিদ্ধান্ত নিল কুসানাগি। বিল্ডিং থেকে বের হবার আগেই পরিকল্পনা শুরু করে দিল কিভাবে এগোবে সেটা নিয়ে।

BanglaBook.org

"ওর প্রাক্তন প্রেমিকা?"

"আমি জানি এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয়। বিশেষ করে আপনার জন্যে," ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল কুসানাগি।

আয়ানে যে হোটেলে থাকছে সেটারই লাউঞ্জে বসে আছে দু'জন। কিছুক্ষণ আগে কুসানাগি ফোন করে দেখা করার কথা জানিয়েছিল।

"এটার সাথে কি তদন্তের কোন সম্পর্ক আছে?"

"আসলে–সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু আমরা মোটামুটি নিশ্চিত যে খুন হয়েছেন আপনার স্বামী–সুতরাং সামান্য মোটিভ আছে, এরকম সবার ব্যাপারেই খোঁজ নিতে হবে আমাদের।"

একটা মলিন হাসি ফুটলো। "ওকে যতটা চিনেছি, এটা বলতে পারবো যে আগের সম্পর্কটাও হুট করে শেষ করে দিয়েছিল সে। যেমনটা আমার সাথে করেছে।"

"ইয়ে...," পরের কথাটা বলবে কি না ভাবলো কুসানাগি। "আমি যতটা বুঝতে পারছি...আপনার স্বামী এমন কাউকে খুঁজছিলেন যিনি তার সন্তানের মা হতে পারবেন। এরকম পুরুষেরা সাধারণত তাদের উদ্দেশ্যটাকে এতই গুরুত্ব দেয় যে সঙ্গীর প্রতি নজরই দেয় না অনেক সময়। হয়তো এ কারণেই তার আগের প্রেমিকা রাগ পুষে রেখেছে তার ওপর।"

"যেরকমটা আমি পুষে রেখেছি?"

"আমি কিন্তু সেটা বলিনি..."

"না, ঠিক আছে," হাত উঁচিয়ে বলল আয়ানে। "জুনিয়র ডিটেক্টিভের নাম যেন কি ছিল? মিস উতসুমি? তার কাছ থেকে আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে হিরোমি আমার স্বামীর "*উদ্দেশ্য*" পূরণের দিকেই এগোচ্ছিল? এইজন্যেই আমাকে ছেড়ে ওর সাথে সংসার শুরু করার ইচ্ছা পোষণ করেছিল ইয়োশিতাকা। এখন আমি যদি বলি এই কারণে তার ওপর কোন ক্ষোভ পুষে রাখিনি আমি, তাহলে সেটা ভুল বলা হবে।"

"কিন্তু আপনার পক্ষে তো খুনটা করা অসম্ভব।"

"আপনি এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত দেখছি।"

"প্লাস্টিকের বোতলগুলোতে কিছু পাওয়া যায়নি, সুতরাং এটা ভাবাটাই সমীচিন হবে যে সরাসরি কেতলির পানিতেই বিষ মেশানো হয়েছিল। আর সেটা আপনার পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাহলে একটা মাত্রই সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে...রবিবারে কেউ একজন এসে কেতলির পানিতে বিষ মিশিয়েছে। এটা বিশ্বাস করাটা একটু শক্তই যে আপনার স্বামীর অগোচরে কেউ প্রবেশ করেছিল বাসায়, সুতরাং যে এসেছিল, মি. মাশিবাই তাকে নিয়ে এসেছিলেন। অনেক খোঁজ নিয়েছি আমরা, সবার সাথে কথাও বলেছি–কিন্তু

BanglaBook.org

সেই ব্যক্তির পরিচয় জানতে পারিনি। এটা এখনও একটা রহস্য। এসব গোপনীয়তা মানুষ সাধারণত বিশেষ কিছু সম্পর্কের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করে।"

"প্রেমিকা না কি প্রাক্তন প্রেমিকা?" জিজ্ঞেস করল আয়ানে। "আসলে, ক্ষমতা থাকলে অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করতাম আমি, কিন্তু ও কখনো আগের প্রেমিকা সম্পর্কে কথা বলেনি আমার সাথে।"

"কিছুই বলেননি? এক্ষেত্রে একদম সাধারণ তথ্যও কিন্তু আমাদের কাজে আসতে পারে, মিসেস মাশিবা।"

কাঁধ ঝাঁকালো আয়ানে। "অতীত সম্পর্কে কথা বলার মত মানুষ কখনোই ছিল না ইয়োশিতাকা। সবসময়ই একটা দেয়াল তুলে রেখেছিল। এমনকি আগে যে রেস্তোরাঁগুলোতে একবার গিয়েছে সেগুলোতেও দ্বিতীয়বার যেতে চাইতো না। মানে আগের গার্লফ্রেন্ডদের সাথে যেখানে গিয়েছে, সেগুলোর কথা বলছি।"

"বেশ," ভ্রু কুঁচকে বলল কুসানাগি। একটু পরেই সে জিজ্ঞেস করতো যে কোন রেস্তোরাঁগুলোতে নিয়মিত যাতায়ত ছিল মাশিবাদের।

ইয়োশিতাকা মাশিবা সাবাধানী ছিল, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তার অফিসে বা বাসায় হিরোমি ওয়াকাইয়ামার উপস্থিতির কোন চিহ্ন কিন্তু পায়নি তারা আপাতদৃষ্টিতে, কফির কাপটা ছাড়া। তার মোবাইল ফোনে যে নম্বরগুলো ছিল সেগুলোও বেশিরভাগ কাজ সংক্রান্ত বা পুরুষ বন্ধুদের। হিরোমির ফোন নম্বর সেভও করেনি সে।

"দুঃখিত যে আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না।"

"দুঃখিত হবার কিছু নেই।"

"কিন্তু"—কথাটা শেষ করবার আগেই ফোন বেজে উঠল আয়ানের। মোবাইলটা বের করে ডিসপ্লের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সে। "ফোনটা ধরলে কি কোন সমস্যা হবে?" দ্বিধান্বিত স্বরে বলল পরমুহূর্তে।

"না, কিসের সমস্যা," কুসানাগি বলল।

"হ্যালো? আয়ানে বলছি।"

শান্তস্বরেই কিছুক্ষণ কথা বলল সে, কিন্তু খানিক বাদের ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেল তার। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কুসানাগির দিকে তাকালো একবার। "অবশ্যই, আমার কোন সমস্যা নেই। কিন্তু আপনি কি—ওহ, আচ্ছা। ঠিক

BanglaBook.org

আছে। ধন্যবাদ," লাইন কেটে দিল সে। "আমার বোধহয় বলা উচিত ছিল যে আপনি আছেন এখানে?" থুতনিতে ডানহাত ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

"কে ফোন করেছিল?"

"ডিটেক্টিভ উতসুমি।"

"কেন?"

"উনি রান্নাঘরটা আবার খতিয়ে দেখতে চান। আমার কোন আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞেস করার জন্যে ফোন দিয়েছিলেন। খুব বেশি সময় না কি লাগবে না।"

"রান্নাঘরে আবার কি খতিয়ে দেখবে? কি চলছে ওর মাথায়?" বিড়বিড় করে নিজেকেই প্রশ্ন করল কুসানাগি।

"হয়তো কফিতে কিভাবে বিষ মিশলো সেটা আরো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করছেন তিনি।"

"সেটাই হবে হয়তো," হাতঘড়ির দিকে তাকালো কুসানাগি, এরপর টেবিলে রাখা বিলটা হাতে তুলে নিল। "ওর সাথে আমিও ঘুরে দেখি রান্নাঘরটা। আপনার সমস্যা হবে কোন?"

"নাহ," আয়ানে বলল নিচের দিকে তাকিয়ে। "আসলে আমার একটা অনুরোধ আছে।"

"জি?"

"আমি জানি, এটা আপনার দায়িত্বে পড়ে না..."

"নির্দ্বিধায় বলুন।"

হাসলো আয়ানে। আরেকবার মোচড় দিয়ে উঠল কুসানাগির ভেতরটা। "আসলে বাসার ফুলগাছগুলোতে পানি দেয়ার সমস্য হয়েছে। যখন আমি এখানে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম খুব বেশিদিন থাকতে হবে না। বড়জোর দুই দিন।"

"আমি দুঃখিত আপনার এই অসুবিধার জন্যে," কুসানাগি বলল। "আপনি খুব শিগ্রই বাসায় ফিরতে পারবেন। আমি দেখছি ব্যাপারটা। ফরেনসিকের কাজ প্রায় শেষ। এখন আরেকবার সরেজমিনে পুরো বাসা আমাদের কর্মকর্তারা দেখার পরেই সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে যাবে। আমি আপনাকে জানাবো।"

"না, ঠিক আছে। আসলে আমার এখানে থাকলেই বোধহয় ভালো

BanglaBook.org

লাগবে আগামী কয়েকদিন। কিছুদিন আগেও যেখানে আমরা দু'জন ছিলাম, এখন সেখানে একা একা থাকার কথা ভাবলেও যেন কেমন লাগে।"

"আমি বুঝতে পারছি।"

"আমি জানি, সত্যটা খুব বেশিদিন অস্বীকার করে থাকতে পারবো না। তবুও আরো কয়েকটা দিন এখানেই থাকবো, অন্তত শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানটা শেষ না হওয়া অবধি।"

"ওহ্, ভালো কথা মনে করেছেন। খুব দ্রুতই মি. মাশিবার লাশ হস্তান্তর করা হবে।"

"ধন্যবাদ। তাহলে প্রস্তুতি শুরু করা উচিত..." বলল আয়ানে। "আর আমার বাসার ফুলগাছগুলোতে পানি দেয়ার কথা ভাবছিলাম আগামীকাল, কিছু জিনিসও দরকার ছিল। আমি জানি এটা সেরকম কোন ব্যাপার নয়, কিন্তু আমি চাই না গাছগুলো পানির অভাবে মারা যাক।"

"ভাববেন না। আমি ফুলগাছগুলোতে পানি দিয়ে দেব। বাগানের পাশাপাশি আপনার বারান্দায় রাখা টবগুলোতেও তো পানি দিতে হবে?"

"আসলেও কোন সমস্যা হবে না আপনার? আমি আসলে নিজের কাজ অন্য কাউকে দিয়ে করাতে চাই না কখনোই।"

"আপনার সহায়তার বিনিময়ে এটুকু করা তো আমাদের কর্তব্য। আমি না পারলেও অন্য কাউকে দিয়ে গাছে পানি দেয়ার ব্যবস্থা করবো, চিন্তা করবেন না।"

কুসানাগি উঠে দাঁড়ালে আয়ানেও উঠল। তার চোখের দিকে তাকালো সে। "ফুলগাছগুলো আমার খুব প্রিয়," অবসাদ মাখা কণ্ঠে কথাগুলো বলল আয়ানে। খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলো কুসানাগি।

"বুঝতে পারছি," বলল সিনিয়র ডিটেক্টিভ। তার মনে আছে, স্যাপ্পোরো থেকে ফেরার পরেই গাছগুলোতে পানি দিয়েছিল মিসেস মাশিবা।

"বিয়ের আগে থেকেই গাছগুলো ছিল আমার সাথে। সবগুলোর সাথেই কোন না কোন স্মৃতি জড়িয়ে আছে..." শূন্যদৃষ্টিতে কথাগুলো বলল আয়ানে। হঠাৎই সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো ঠেকতে লাগলো কুসানাগির কাছে।

"আমি অবশ্যই গাছগুলোতে পানি দেব। চিন্তা করবেন না," বলে বিল মেটানোর জন্যে কাউন্টারের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল সে।

BanglaBook.org

হোটেলের সামনে থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মাশিবাদের বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। আসার আগে আয়ানে যে চেহারায় তাকে বিদায় দিয়েছে সেটা এখনও স্পষ্ট তার মানসপটে।

এসময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতে হঠাৎই একটা হোম রিপেয়ার সেন্টার চোখে পড়লো তার। ট্যাক্সিচালককে গাড়ি থামাতে বলে দরজা খুলল সে। "এখনই আসছি," বলে বের হয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পর লাফাতে লাফাতে গাড়িতে এসে উঠল।

একটা পুলিশ ক্রুজার পার্ক করে রাখা আছে মাশিবাদের বাড়ির সামনে। *প্রতিবেশীদের কৌতূহল তুঙ্গে উঠবে এখন*, মনে মনে বলল সে।

ইউনিফর্ম পরিহিত একজন অফিসার দাঁড়িয়ে আছে সামনের গেটের সামনে। মি. মাশিবা যেদিন মারা যান সেদিনও একই জায়গায় দায়িত্ব পালন করছিল সে। কুসানাগির উদ্দেশ্যে একবার কেবল মাথা নাড়লো।

প্রবেশপথের মুখে তিন জোড়া জুতো দেখতে পেলো কুসানাগি। ট্রেইনারটা উতসুমির। অন্য দুটো পুরুষের জুতো। একটা সস্তা, প্রতিদিনের ব্যবহারে মলিন। অন্যটা চকচকে, নতুন। আরমানির লোগো দেখা যাচ্ছে।

হলওয়ে পার হয়ে লিভিংরুমের উদ্দেশ্যে হাঁটলো সে। দরজাটা খোলাই আছে; ভেতরে ঢুকে দেখলো রুমটায় কেউ নেই। রান্নাঘর থেকে একজনের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

"দেখে তো মনে হচ্ছে না যে কেউ ছুঁয়েছিল।"

"তাই না?" উতসুমি জবাব দিল। "ফরেনসিকের লোকেরাও একই কথা বলেছে। গত অন্তত এক বছরে কেউ এগুলোতে হাত দেয়নি।"

রান্নাঘরে উঁকি দিল কুসানাগি। সিঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে উতসুমি, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে একজন। কেবিনেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে, তার চেহারা দেখতে পেলো না কুসানাগি। কিশিতানি দাঁড়িয়ে আছে অন্য দু'জনের পাশে। সে-ই প্রথম খেয়াল করল কুসানাগিকে।

"হ্যালো, স্যার," বলল সে।

চমকে ঘুরে তাকালো উতসুমি। লাল হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

"কি করছো তোমরা এখানে?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"আপনি এখন এখানে..."

"আমার প্রশ্নের উত্তর দাও আগে। আমি জিজ্ঞেস করেছি যে এখানে কি করছো তোমরা?"

BanglaBook.org

"ফোর্সের একজন দক্ষ কর্মীর সাথে এই সুরে কথা বলাটা কি ঠিক?" সিঙ্কের নিচে মাথা ঢুকিয়ে রাখা লোকটা জিজ্ঞেস করল। কিছুক্ষণ পর উঠে দাঁড়িয়ে কুসানাগির দিকে ফিরলো সে।

বিস্ময়ে খানিকটা পিছিয়ে গেল কুসানাগি। "ইউকাওয়া?! তুমি এখানে-" কথাটা শেষ না করে চোখ বড় করে উতসুমির দিকে তাকালো। "আমাকে না জানিয়ে ওর সাথে কথা বলছিলে তুমি, তাই না?"

নিচের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে উতসুমি।

"এই কথাটাও বোধহয় ঠিক বললে না। তার কি আসলেও অনুমতি নেয়ার দরকার আছে আমার সাথে কথা বলার জন্যে?" বলে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসলো ইউকাওয়া। "অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ হয় না। আরেকটু ফুলেছো মনে হচ্ছে।"

"আমি ভেবেছিলাম তুমি আর আমাদের কোন কাজে সাহায্য করবে না।"

"এমনটাই কথা দিয়েছিলাম। কিন্তু সবকিছুরই একটা ব্যতিক্রম থাকে। এই যেমন যখন আমাকে এমন একটা কেসের কথা বলা হলো যেখানে অপরাধ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে সেটার বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমার তো আগ্রহ হবেই, না কি? অবশ্য এই কেসটায় অন্য একটা বিশেষ কারণেও আগ্রহী হয়েছি...কিন্তু সেটা তোমাকে জানানোর কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি না," উতসুমির উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি দিয়ে বলল ইউকাওয়া।

জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো কুসানাগি। "এটাই তোমার 'রান্নাঘর আবার খতিয়ে দেখা'? ওকে এখানে নিয়ে আসা?"

বিস্ময়ে হা হয়ে গেল উতসুমির মুখ। "মিসেস মাশিবা আপনাকে বলেছে?"

"তুমি যখন তাকে ফোন দিয়েছিলে তখন সেখানেই ছিলাম আমি। কিশিতানি, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না যে এখানে কোন কাজ আছে তোমার।"

জমে গেল কিশিতানি। "ইয়ে...আমাকে বলা হয়েছিল যেন মিস উতসুমি এবং প্রোফেসর সাহেবের সাথে আসি, যাতে কোন কিছু তাদের দৃষ্টি না এড়িয়ে যায়।"

BanglaBook.org

"বেশ, এবার তাহলে গাছগুলোতে পানি দাওগে, যাও।"

"পানি?" কিশিতানি যেন ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। "গাছে?"

"মিসেস মাশিবা তার নিজের বাসা খালি করে দিয়েছেন যেন আমরা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত করতে পারি। এর বিনিময়ে অন্তত তার গাছগুলোতে পানি দিতেই পারি আমরা। তুমি বাগানের গাছগুলোতে পানি দাও, আমি ব্যালকনিরগুলোতে দিচ্ছি।"

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলালো কিশিতানি। মাথা নেড়ে ভ্রু কুঁচকে বেরিয়ে গেল রান্নাঘর থেকে।

উতসুমি আর ইউকাওয়ার দিকে ফিরলো কুসানাগি। "দুঃখিত, একই প্রশ্ন আবারো করার জন্যে। কিন্তু কি খতিয়ে দেখছিলে তোমরা? শুরু থেকে বলো," বলে বয়ে আনা কাগজের ব্যাগটা নিচে নামিয়ে রাখলো সে।

"ওটা কি?" ব্যাগটার দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

"কেসের সাথে এটার কোন সম্পর্ক নেই, সুতরাং এ ব্যাপারে তোমার না ভাবলেও চলবে। বেশ, শুরু করো তাহলে?" বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রেখে ইউকাওয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালো ইউকাওয়া। এগুলোও নিশ্চয়ই আরমানি, মনে মনে বলল কুসানাগি। সিঙ্কে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে পদার্থবিদ। হাতে দস্তানা পরে আছে সে। "তোমাদের নতুন ডিটেক্টিভ একটা ধাঁধাঁ সমাধানের দায়িত্ব দিয়েছে আমাকে। 'এমন কোন উপায় আছে কি, যেটার মাধ্যমে দূর থেকেও কাউকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা সম্ভব?' খুনটা এমনভাবে হতে হবে যে কোন চিহ্নও থাকবে না।" রহস্যটা জটিল, তাই না? আমাদের পদার্থবিজ্ঞানেও এরকম সমস্যা খুঁজে বের করা বেশ কঠিন।"

"দূর থেকে?" উতসুমির দিকে তাকিয়ে বলল কুসানাগি। "তুমি এখনও তাহলে মিসেস মাশিবাকে সন্দেহ করো। ধরেই নিয়েছো, খুনটা সে করেছে, এখন ইউকাওয়াকে দিয়ে প্রমাণ করানোর চেষ্টা করছো সেটা।"

"আমি যে একমাত্র মিসেস মাশিবাকেই সন্দেহ করি, তা নয়। শুধু এটুকু নিশ্চিত করতে চাই যে শনি এবং রবিবারে অ্যালিবাই আছে, এমন কারো পক্ষেও কাজটা করা সম্ভব।"

BanglaBook.org

"একই কথা। তার পেছনেই লেগে আছো তুমি।" ইউকাওয়ার দিকে ফিরলো কুসানাগি। "সিঙ্কের নিচে কি দেখছিলে?"

"মিস উতসুমির কাছ থেকে শুনে যতটুকু বুঝলাম, তিন জায়গায় বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে," তিন আঙুল দেখিয়ে বলল ইউকাওয়া। "ভিক্টিমের কফি কাপে। কফির গুঁড়োতে আর ফিল্টারে। এবং পানি ফুটোতে ব্যবহার করা কেতলিতে। এরপরেই গোলমালের শুরু। দুটো সম্ভাবনা আছে এক্ষেত্রে–হয় কেতলিতে সরাসরি বিষ মেশানো হয়েছিল, অথবা পানিতে মেশানো হয়েছে। যদি পানিতে মেশানো হয়ে থাকে, তাহলেও দুটো সম্ভাবনা আছে। বোতলজাত পানিতে নয়তো ট্যাপের পানিতে।"

"ট্যাপের পানিতে? তুমি কি বলতে চাচ্ছো যে পানির মূল লাইনে বিষ মেশানো হয়েছিল?" নাক দিয়ে শব্দ করে বলল কুসানাগি।

ইউকাওয়া চেহারায় অবশ্য কোন পরিবর্তন আসলো না। "যখন একটা সমস্যার অনেকগুলো সম্ভাব্য সমাধান থাকে, তখন সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত কাজ হচ্ছে একটা একটা করে সম্ভাবনা বাদ দেয়া। ফরেনসিক থেকে বলা হয়েছে যে পানির লাইন বা ফিল্টারে কোন সমস্যা পাওয়া যায়নি। কিন্তু নিজের চোখে কিছু না দেখে বিশ্বাস করি না আমি। সেজন্যেই সিঙ্কের নিচটা খতিয়ে দেখছিলাম। পানির লাইনে কিছু করতে চাইলে, সেখানেই করাটা সুবিধাজনক।"

"কিছু পেয়েছো?"

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো ইউকাওয়া। "নাহ, ফিলট্রেশন সিস্টেমের লাইন থেকে শুরু করে সাপ্লাই লাইন, সব ঠিকই আছে। ফিল্টারেও কোন সমস্যা নেই। অবশ্য পুরো সিস্টেমটা খুলে সবকিছু পরীক্ষা করে দেখতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু আমার ধারণা সেটাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে কফি বানানোর পূর্বেই পানিতে বিষ মেশানো হয়েছিল। বোতলের পানিতে।"

"কিন্তু খালি বোতলগুলোতে তো কোন বিষের অস্তিত্ব মেলেনি।"

"আমরা এখন ল্যাব থেকে ফাইনাল রিপোর্টটা পাইনি," উতসুমি মনে করিয়ে দিল পাশ থেকে।

"কিছু পাবেও না ওরা। আমাদের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট ভালো কাজ করে," ভাঁজ করে রাখা হাত নামিয়ে বলল কুসানাগি। ইউকাওয়ার দিকে

BanglaBook.org

ফিরলো আবার। "তাহলে, কি ভাবছো? এত কষ্ট করে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে মর্ত্যে এলে, এই সামান্য ব্যাপার জানানোর জন্যে?"

"পানির ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়া শেষ; এবারে কেতলিটা দেখবো। কেবলই তো বললাম, কেতলিতেও সরাসরি বিষ মেশানো হয়ে থাকতে পারে।"

"আমিও এটাই বলছি," কুসানাগি জবাব দিল। "এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারো যে রবিবার সকাল অবধি কেতলির পানিতে বিষ ছিল না। অবশ্য এটা হিরোমি ওয়াকাইয়ামার কথা।"

জবাবে কিছু না বলে সিঙ্কের পাশে রাখা কেতলিটা হাতে তুলে নিল ইউকাওয়া।

"এটা আবার কি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল। "তুমি সাথে করে একটা কেতলি নিয়ে এসেছো?"

"এই মডেলের কেতলিটাই মি. মাশিবা ব্যবহার করেছিলেন। আমার অনুরোধে মিস উতসুমি জোগাড় করেছেন এটা," বলে ট্যাপ থেকে কেতলিতে গরম পানি ঢাললো ইউকাওয়া। এরপর সিঙ্কে ঢেলে দিল পানিটুকু। "কোন বিশেষত্ব নেই, দেখতেই পাচ্ছো।"

আবারো কেতলিতে পানি ভরে চুলোয় চাপিয়ে দিল সে।

"এখন কি করছো?"

"দেখো, দেখে শেখো," বলে সিঙ্কে আবারো হেলান দিয়ে দাঁড়ালো ইউকাওয়া। "তাহলে, তোমার ধারণা রবিবার এই বাসায় এসে কেতলিতে বিষ মিশিয়েছে খুনি।"

"অন্য কোন উপযুক্ত ব্যাখ্যা নেই এটা ছাড়া।"

"যথেষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায় কাজটা। খুনি নিশ্চিত হবে যে তার আগমনের ব্যাপারে মি. মাশিবা কাউকে বলবে না। না কি তোমার ধারণা মি. মাশিবা খানিকক্ষণের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, সেটারই সুযোগ নিয়েছে কেউ?"

"নাহ, চুরি করে কেউ ঢুকেছিল মনে হয় না। আমার ধারণা খুনি এ ব্যাপারে একদম নিশ্চিত ছিল, মি. মাশিবা কাউকে কিছু বলবে না।"

"বেশ। তাহলে মি. মাশিবা চাইছিলেন না, তার অতিথির ব্যাপারে প্রতিবেশীরা কিছু জানুক," বলে মাথা নেড়ে উতসুমির দিকে তাকালো

BanglaBook.org

ইউকাওয়া। "চিন্তা কোরো না। তোমার বস এখনও ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে।"

"একথা বলার মানে কি?" চোখমুখ শক্ত করে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"না, কিছু না। আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছি যে দুই পক্ষই যদি ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে পারে, তাহলে তাদের মতের অমিল হওয়াটাও একটা ভালো বিষয়।"

হেঁয়ালি ছাড়া কথা বলতে পারে না। সবসময় আমাকে ছোট দেখানোর ধান্ধা। কুসানাগির দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন আসলো না। ইউকাওয়ার অবশ্য এসবে কিছু যায় আসে না।

ধীরে ধীরে ফুটতে শুরু করল কেতলির পানি। চুলো বন্ধ করে দিয়ে ঢাকনাটা তুলে ভেতরে উঁকি দিল ইউকাওয়া। "এটাই দেখতে চাচ্ছিলাম," কেতলির পানি সিঙ্কে ঢালতে শুরু করল সে।

কুসানাগি অবাক হয়ে খেয়াল করল, ভেতরের পানি টকটকে লাল।

"এসব কি?"

কেতলিটা সিঙ্কে নামিয়ে রেখে কুসানাগির দিকে তাকালো ইউকাওয়া। "একটু আগে একটা কথা বলিনি। কেতলিটার ভেতরের তলায় লাল রঙের পাউডার ছিল, আর পাউডারগুলোর ওপরে ছিল জেলাটিনের একটা পরত। গরমে জেলাটিন ধীরে ধীরে গলে গেছে এবং পাউডার পানিতে মিশেছে।" মুখ থেকে হাসি মুছে গেছে পদার্থবিদের। "কেতলিটা দু'বার ব্যবহার করেছিল ভিক্টিম মারা যাবার আগে?"

"হ্যাঁ," জবাব দিল উতসুমি। "শনিবার রাতে আর রবিবার সকালে।"

"ইচ্ছে করলে জেলাটিনের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিচের পাউডার কখন পানির সাথে মিশবে সেটাও নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ফরেনসিককে বলুন ব্যাপারটা ভেবে দেখতে। জেলাটিন কেতলির ভেতরে কোথায় লাগানো হয়েছিল সেটা নিয়েও ভাবতে বলবেন। জেলাটিনের বদলে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় কি না, তা নিয়ে খোঁজ খবর করলেও ভালো হবে।"

"ঠিক আছে," বলে নোটপ্যাড খুলে খসখস করে লিখতে শুরু করল উতসুমি।

BanglaBook.org

“কি ব্যাপার, কুসানাগি,” ইউকাওয়া বলল। “তোমাকে দেখে খুব একটা খুশি মনে হচ্ছে না।”

“এটার সাথে আমার খুশি বা অখুশি হবার কোন সম্পর্ক নেই। আমি শুধু এটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কোন সাধারণ খুনি এতকিছু নিয়ে আসলেও ভাবতে যাবে কি না।”

“এতকিছু? এতকিছু কই পেলে। জেলাটিন সম্পর্কে জানে এরকম যে কেউ কাজটা করতে পারে। এই যেমন ধরো কারো স্ত্রী, যে রান্নার নানারকম কৌশল জানে।”

দাঁতে দাঁত চেপে কিড়মিড় শুরু করল কুসানাগি। এটা তার একটা বদভ্যাস। ভীষণ মানসিক চাপের সময় নিজের অজান্তেই শুরু হয়ে যায়। এটা পরিস্কার, উতসুমির পাশাপাশি এখন ইউকাওয়াও আয়ানে মাশিবাকে সন্দেহ করছে। কী এমন কথা তাকে বলেছে উতসুমি?

এমন সময় জুনিয়র ডিটেক্টিভের ফোনটা বেজে উঠল। কিছুক্ষণ কথা বলে লাইন কেটে দিল সে। “ল্যাব থেকে একটা রিপোর্ট এসেছে,” বলে কুসানাগির দিকে তাকালো সে। “আপনার ধারণাই ঠিক-খালি বোতলগুলোতে কিছু পায়নি তারা।”

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

"এখন এক মিনিট নীরবতা পালন করবো সবাই।"

মাইকে কথাটা শোনার পর চোখ বন্ধ করে ফেলল হিরোমি। কিছুক্ষণ বাদে বিটলসের *'দ্য লং অ্যান্ড উইন্ডিং রোড'* গানটা বেজে উঠল স্পিকারে। খুব কষ্ট হচ্ছে তার নিজেকে সামলাতে। ইয়োশিতাকা বিটলসের প্রচণ্ড ভক্ত ছিল। ফলে গাড়িতে আর বাসার সিডি প্লেয়ারে এই গানটা বেশ কয়েকবার শুনেছে হিরোমি। ধীর ছন্দের গানটার তালে তালে মাথা দোলাতো ইয়োশিতাকা। সুরের মূর্ছনায় ভেসে যেত যেন। *নিশ্চয়ই আয়ানের পরামর্শে গানটা বাজছে।* ভাবনাটা মাথায় আসতেই কেন যেন একইসাথে অনুতাপ আর ঈর্ষা চেপে বসলো ওর চিত্তে। তবে এরকম একটা অনুষ্ঠানের জন্যে একদম যথার্থ গানটা।

বুকের ওপর চেপে বসা পাথরটার ওজন বেড়ে গেছে যেন হঠাৎ। শেষ পর্যন্ত আর চোখের পানিতে বাঁধ দেয়া সম্ভব হলো না। অঝোর ধারায় অশ্রু ঝরতে লাগলো দুই গাল বেয়ে। কিভাবে তাকে ভুলে থাকবে ও? হিরোমি খুব ভালো করেই জানে যে এখানে কান্নাকাটি করাটা একদমই উচিত হচ্ছে না তার। *লোকে কি ভাববে? সবার চোখে আমি তো ইয়োশিতাকার স্ত্রীর ছাত্রি। আয়ানেই বা কি ভাববে?*

গানটার সুর মিলিয়ে যাবার পর শুরু হলো পুষ্পস্তবক অর্পন পর্ব। সারিবদ্ধভাবে বেদীর সামনে গিয়ে ফুলের তোড়াগুলো নির্দিষ্ট স্থানে রাখলো অতিথিরা। ধর্ম-কর্মে অবশ্য কখনোই অতটা মনোযোগ ছিল না ইয়োশিতাকার। শেষকৃত্যের আয়োজন করার সিদ্ধান্তটা আয়ানের। চুপচাপ বেদীর একপাশে দাঁড়িয়ে আছে সে।

একদিন আগে পুলিশের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয় যে মরদেহ হস্তান্তরে আর কোন বাঁধা নেই। সেদিনই একটা ফিউনারেল হোমে নিয়ে আসা হয় ইয়োশিতাকার লাশ। মিতসুহিকো ইকাই অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যাপারে সর্বাত্মকভাবে সাহায্য করেছে আয়ানেকে। আজকের প্রাথমিক অনুষ্ঠানের পর আগামীকাল আরো বড় করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে ফিউনারেল হোমের পক্ষ থেকে।

BanglaBook.org

একসময় হিরোমির ফুল দেয়ার পালা আসলো। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ফিউনারেল হোমের কর্মীর হাত থেকে ফুল নিয়ে সেটা বেদিতে শুইয়ে দিল হিরোমি। এরপর সামনে টাঙানো মৃতের ছবির দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে প্রার্থনা করল কিছু সময়। ছবিটায় হাস্যোজ্জ্বল ইয়োশিতাকাকে দেখা যাচ্ছে।

কষ্ট করে হলেও কান্না চাপলো হিরোমি। হঠাৎই তার পেটে মোচড় দিয়ে উঠল এ সময়। ভীষণ বমি পাচ্ছে। মুখে হাত চেপে দ্রুত সেখান থেকে কেটে পড়ার মুহূর্তে চোখাচোখি হলো আয়ানের সাথে। কোন অনুভূতি খেলা করছে না তার সেলাই শিক্ষকের চেহারায়। তার উদ্দেশ্যে একবার বাউ করে চলে যেতে উদ্যত হলো হিরোমি।

"ঠিক আছো তুমি? হিরোমি?" নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

"হ্যা," কোনমতে বলল হিরোমি।

মাথা নেড়ে আবারো বেদির সামনে জড়ো হওয়া অতিথিদের দিকে মন দিল আয়ানে।

ঘরটা থেকে বেরিয়ে এলো হিরোমি। *এখান থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত শান্তি লাগবে না।* দরজার উদ্দেশ্যে দ্রুত এগোচ্ছে এমন সময় কেউ একজন হাত রাখলো তার কাঁধে। ইউকিকো ইকাই।

"হ্যা-হ্যালো..." তোতলাতে শুরু করল হিরোমি।

"তোমাকে খুব জ্বালাতন করেছে পুলিশের লোকজন, তাই না?" বলল ইউকিকো। "মুখটা একদম শুকিয়ে গেছে।" মহিলার চোখে আসলেও উদ্বেগ খেলা করছে, সেই সাথে খানিকটা কৌতূহল।

"তাদের সাথে কথা বলা শেষ," হিরোমি বলল।

"কি তদন্ত করছে কে জানে, এখনও তো কোন কিছু শুনতে পেলাম না। কোন সন্দেহভাজনকেও গ্রেপ্তার করতে পারেনি।"

"জানি," হিরোমি মাথা নাড়লো।

"তাতসুহিকো বলছিল যে যত তাড়াতাড়ি কেসটা নিষ্পত্তি হবে, কোম্পানির জন্যে তত মঙ্গল। তাছাড়া আয়ানেও বাসায় ফিরতে পারছে না। কি একটা অবস্থা!"

আবারও মাথা নাড়লো হিরোমি।

"তোমরা দু'জন এখানে কি করছো?" ওদের উদ্দেশ্যে এগোতে

BanglaBook.org

এগোতে জিজ্ঞেস করল তাতসুহিকো ইউকা। "খাবার আর পানীয় সব গেস্ট হলে রাখা আছে।"

"তাই না কি?" বলে হিরোমির দিকে তাকালো ইউকিকো। "চলো তাহলে?"

"না, আমার ক্ষুধা নেই একদমই। ধন্যবাদ।"

"আরে এসো! তুমি তো আয়ানের জন্যে অপেক্ষা করবেই। সবাইকে বিদায় জানাতে জানাতে ওর বেশ খানিকটা সময় লেগে যাবে।"

"না," এবারে আগের চেয়ে খানিকটা জোর দিয়ে বলল হিরোমি। "আসলে আমি আজ তাড়াতাড়ি ফিরবো।"

"কিছুক্ষণের জন্যে হলেও এসো। আমাকে সঙ্গ দাও।"

"এত জোর করছো কেন?" এসময় পাশ থেকে বলল তাতসুহিকো। "ওনার তো অন্য কোন কাজও থাকতে পারে।"

এমন ভাবে *'অন্য কোন কাজ'* কথাটা উচ্চারণ করল তাতসুহিকো যে হিরোমির মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল যেন। ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে ওর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো মি. ইকাই।

"আমি দুঃখিত। পরে নাহয় একসময় কথা বলবো..." বলে আর অপেক্ষা না করে ওখান থেকে বেরিয়ে এলো হিরোমি। *আমার আর ইয়োশিতাকার সম্পর্কের ব্যাপারে জানেন তিনি। আয়ানে নিশ্চয়ই কিছু বলেনি। পুলিশের লোকদের কেউ কি জানাতে পারে? মিসেস ইকাইকে অবশ্য বলেননি কিছু। আমার সম্পর্কে তার ধারণাই পাল্টে গেছে।*

অস্থির লাগছে হিরোমির। এখন কি হবে ওর? লোকে তো সত্যটা জানবেই এক সময়। আর একবার সেটা হবার পর আয়ানের সাথেও আর যোগাযোগ করতে পারবে না। মাশিবাদের চেনাজানা সকলের কাছ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হবে।

আমাকে হয়তো কখনোই ক্ষমা করবেন না তিনি।

বেদির পাশে দাঁড়িয়ে ওর দিকে যেভাবে তাকিয়ে ছিল! ফুল দেয়ার সময় ওভাবে মুখে হাত চাপা দেয়াটা উচিত হয়নি। আয়ানে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, কেন অমনটা হয়েছিল। সেজন্যেই ঠিক আছে কি না জানতে চেয়েছে।

যদি এমন হতো, মি. মাশিবার সাথে অল্প ক'দিনের সম্পর্ক ছিল ওর,

BanglaBook.org

তাহলে হয়তো আয়ানে ওকে ক্ষমা করলেও করতে পারতো। স্বামীর সাময়িক পদস্খলন বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিত হয়তো। কিন্তু হিরোমির পেটে মি. মাশিবার ভালোবাসার ফসল।

হ্যাঁ, আয়ানে হয়তো সন্দেহ করেছিল ব্যাপারটা। কিন্তু সন্দেহ এক জিনিস এবং স্বামীর প্রেয়সীর মুখ থেকে সত্যটা শোনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। বেশ কয়েকদিন হতে চলল ডিটেক্টিভ উতসুমির সামনে প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা স্বীকারের ঘটনার। এরপর থেকে এখন অবধি আয়ানে সে নিয়ে কিছুই বলেনি। *আমার সম্পর্কে তার ধারণাও নিশ্চয়ই আরো বদলে গেছে,* হিরোমি ভাবলো। কিন্তু ধারণার এই বদলের প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে সে সম্পর্কে অনেক ভেবেও কিছু খুঁজে পেলো না হিরোমি।

সামনের দিনগুলোর কথা ভাবলেই চোখে আঁধার দেখছে? *এখন কি করবো আমি?*

বাচ্চা নষ্ট করে ফেললেই ভালো হবে বোধহয়। ওর কি ক্ষমতা আছে একা একটা বাচ্চার লালন পালন করার? তাছাড়া বাচ্চাটার বাবা ইতোমধ্যেই মারা গেছে, অর্থাৎ শুরু থেকে একটা ভাঙা পরিবারের মধ্যে বড় হতে হবে বেচারাকে। কিছুদিনের মধ্যে হয়তো হিরোমির চাকরিটাও চলে যাবে। বাচ্চাটা রাখার সিদ্ধান্ত নিলে আয়ানে কি আর ওকে চাকরিতে বহাল থাকতে দিবে?

যতই ভাবলো, ততই মনে হতে লাগলো যে ওর হাতে অন্য কোন উপায় নেই। তবুও মন মানতে চায় না। হয়তো ইয়োশিতাকাকে এখনও ভালোবাসে বলেই তার শেষ স্মৃতিচিহ্নটাকে মুছে ফেলার কথা মনে হতেই আঁতকে উঠছে। তাছাড়া একজন মা'র পক্ষে কি কখনো জেনেবুঝে তার সন্তানকে হত্যার কথা চিন্তা করাটা সহজ?

তবে যে সিদ্ধান্তই নিক, সেটা নিতে হবে দুই সপ্তাহের মধ্যে। এরপর অ্যাবরশনের ক্ষেত্রে দেরি হয়ে যাবে।

ফিউনারেল হল থেকে বের হয়ে ট্যাক্সি খুঁজছিল, এমন সময় পেছন থেকে কেউ একজন ডেকে উঠল, "মিস ওয়াকাইয়ামা?"

ভ্রূকুটি করে পেছনে তাকাতেই ডিটেকটিভ কুসানাগিকে ওর দিকে আসতে দেখলো।

"আপনাকে খুঁজছিলাম। বাসায় যাচ্ছেন?"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ। খুব ক্লান্ত লাগছে।"

ডিটেক্টিভ নিশ্চয়ই ওর প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা জানে। ভাবলো একবার বলবে যে এরকম মুহূর্তে বারবার বিরক্ত না করতে। গর্ভবতী অবস্থায় মানসিক চাপের মধ্যে থাকাটা মা এবং বাচ্চা কারো জন্যেই ভালো নয়।

"আমি জানি আপনি ভীষণ ক্লান্ত। এই অবস্থায় বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু কিছু কথা ছিল। খুব বেশি সময় লাগবে না।"

অসন্তোষ লুকানোর কোন চেষ্টা করল না হিরোমি। "এখনই বলতে হবে?"

"হ্যাঁ, আমি আসলেও দুঃখিত।"

"আমাকে কি আবার স্টেশনে যেতে হবে?"

"না, নিরিবিলি কথা বলা যায় এরকম কোথাও হলেই হবে।" এটুকু বলে একটা ট্যাক্সি ডাক দিল কুসানাগি। চালককে হিরোমির বাসার কাছের একটা রেস্তোরাঁর ঠিকানা বলে ভেতরে উঠে বসলো।

হয়তো আসলেও তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবে, কিছুটা স্বস্তিবোধ করল হিরোমি।

রেস্তোরাঁটা প্রায় খালিই বলা চলে। একদম পেছন দিকের একটা টেবিল দখল করল ওরা।

এখানে চা আর কফি কাউন্টার থেকে নিজে গিয়ে নিয়ে আসতে হয়, তাই দুধ অর্ডার করল হিরোমি। কুসানাগি নিজের জন্যে কফি নিয়ে আসলো।

"ইদানীং এরকম রেস্তোরাঁগুলোয় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনার কোন অসুবিধে হবে না আশা করি," হেসে বলল ডিটেক্টিভ।

হিরোমি নিশ্চিত, কুসানাগি কথাটা বলেছে এটা বোঝাতে যে, প্রেগন্যান্সির ব্যাপারটা সে জানে। আপাতদৃষ্টিতে খুবই সাধারণ একটা মন্তব্য। কিন্তু ভেতরে ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্বে ভোগার কারণে এই মন্তব্যটাই খুব রূঢ় ঠেকলো হিরোমির কাছে।

"কী জানতে চাচ্ছিলেন?" টেবিলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

"আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয় একদমই। আপনাকে দ্রুত বাসায় ফিরতে হবে," বলে কিছুটা সামনের দিকে ঝুঁকে এলো কুসানাগি। "ইয়োশিতাকা মাশিবার প্রেমিকাদের সম্পর্কে জানতে চাই আমি।"

BanglaBook.org

"মানে?" চট করে মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল হিরোমি।

"মানে...অন্য কারো সাথে তার সম্পর্ক ছিল কি না। আপনি বাদে?"

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলো হিরোমি। *লোকটা কি পাগল?* "এরকম উদ্ভট প্রশ্ন করার কারণ কি?"

"অন্য কেউ কি ছিল?"

"আপনারা কি এরকম কিছু জানতে পেরেছেন?" তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পাল্টা জিজ্ঞেস করল হিরোমি।

দুর্বল হেসে হাত নাড়লো কুসানাগি। "না, এরকম কিছু শুনিনি আমরা। শুধু একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছিলাম, তাই জিজ্ঞেস করলাম।"

"এ ব্যাপারে কিছু জানি না। আমার মাথায় এটা ঢুকছে না, অন্য কারো থাকার কথা কেন ভাবছেন আপনি।"

হাসি মুছে গেল কুসানাগির মুখ থেকে। "আপনি তো জানেন," বলল সে, "মি. মাশিবাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছে। আর যে ব্যক্তি বিষ মিশিয়েছে, মাশিবাদের বাসায় হত্যাকাণ্ডের দিনে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করেছে সে। সেই হিসেবে চিন্তা করলে আপনিই প্রধান সন্দেহভাজন।"

"আপনাকে ইতোমধ্যেই কয়েকবার বলেছি। আমি কাজটা–"

"বুঝলাম," তার কথা শেষ হবার আগেই বলে উঠল কুসানাগি। "কিন্তু আপনি যদি কাজটা না করে থাকেন, তাহলে কে করল? ঐ বাসায় কার কার যাতায়ত ছিল? মি. মাশিবার অফিসের কর্মচারী এবং অন্যান্য পরিচিত লোকদের সাথেও কথা বলেছি আমরা। তাদের মধ্যে কাউকেই সন্দেহ হয়নি। তাই সেখান থেকেই এই সম্ভাবনাটার কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছি যে, দ্বিতীয় কারো সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে মি. মাশিবার।"

এবারে বুঝতে পারলো হিরোমি, তবুও ব্যাপারটা মানতে কষ্ট হচ্ছে। তাছাড়া ইয়োশিতাকার এরকম কিছু করার কথাও না।

"ডিটেক্টিভ, আপনি ওকে ভুল বুঝছেন। হয়তো কিছু ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও জীবনে, আমার সাথে সম্পর্কও করেছে–আমি বুঝতে পারছি, কেন এই সম্ভাবনাটা মাথায় উঁকি দিয়েছে আপনার। কিন্তু যে যা-ই বলুক ইয়োশিতাকা কোন প্লেবয় নয়। আমার সাথে সম্পর্কটার ছেলেখেলার জন্যে করেনি সে।"

হিরোমি ভেবেছিল ওর কথা শুনে কুসানাগি হয়তো কিছুটা হলেও দমে

BanglaBook.org

যাবে, কিন্তু ডিটেক্টিভের চেহারার অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তনই হলো না।

"তাহলে তার জীবনে অন্য কোন নারীর উপস্থিতির ব্যাপারে কিছু জানেন না আপনি?"

"না, একদমই না।"

"কোন প্রাক্তন প্রেমিকা? তাদের ব্যাপারে কিছু জানেন?"

"প্রাক্তন প্রেমিকা? মানে বিয়ের আগে যাদের সাথে সম্পর্ক ছিল ওর? এটা শুনেছি যে তালিকাটা খুব একটা ছোট নয়, কিন্তু এ ব্যাপারে খুব বেশি কথা হয়নি আমাদের মধ্যে।"

"কিছুই কি বলেননি? এই যেমন তারা কি কাজ করতো বা কোথায় তাদের সাথে দেখা হয়েছিল?"

থুতনিতে হাত ঠেকিয়ে ভাবতে লাগলো হিরোমি। আসলে বেশ কয়েকজন প্রাক্তনের ব্যাপারে টুকটাক আলাপ হয়েছিল ওদের মধ্যে। কিন্তু প্রেমিকা হয়ে প্রেমিকের প্রাক্তনদের ব্যাপারে শুনতে কারোই ভালো লাগার কথা নয়। তবে দুই একজনের কথা এখনও মনে আছে।

"প্রকাশনার সাথে জড়িত এক মহিলার কথা বলেছিল একবার।"

"প্রকাশনার সাথে জড়িত। যেমন, সম্পাদক?"

"না, লেখিকা খুব সম্ভবত।"

"ঔপন্যাসিক?।"

কাঁধ ঝাঁকালো হিরোমি। "ঠিক বলতে পারবো না। খালি এটুকু বলেছিল যখনই নতুন কোন বই লেখতো সে, ইয়োশিতাকার কাছে মতামত চাইতো। ব্যাপারটা ভালো লাগতো ওর। এটা জিজ্ঞেস করেছিলাম যে কি ধরণের বই লেখেন মহিলা, কিন্তু আর কিছু বলেনি ও। আসলে প্রাক্তনদের ব্যাপারে কথা বলতে ওর নিজেরও ভালো লাগতো না, তাই আমিও আর জোর করিনি।"

"আর কিছু বলেছিল কখনো?"

"এটা বলেছিল, কখনো স্ট্রিপার বা পতিতাদের শরণাপন্ন হয়নি। এমনকি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্টিগুলোতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মডেলদের দাওয়াত দেয়ার ব্যাপারটাও পছন্দ করতো না।"

"কিন্তু নিজের স্ত্রীর সাথে তো এরকম একটা পার্টিতেই দেখা হয়েছিল ওনার।"

BanglaBook.org

"ওনার স্ত্রী তো কোন মডেল নয়," মাথা নিচু করে বলল হিরোমি।

"আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, কোন প্রাক্তনের সাথে হয়তো এখনও যোগাযোগ আছে তার?"

"না মনে হয়," ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে বলল হিরোমি। "আপনাদের ধারণা ওর পুরনো প্রেমিকাদের কেউ কাজটা করেছে?"

"করতেও পারে, এটা একটা সম্ভাবনা। এজন্যেই আপনাকে বলছি এ সম্পর্কে যা যা জানেন, খুলে বলতে। পুরুষেরা সাধারণত পুরনো সম্পর্কের ব্যাপারে অত রাখঢাক করে না। হয়তো আলাপ করতে করতে সময়ে কিছু একটা বলেছিল তিনি আপনাকে?"

"সরি," দুধের কাপটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল হিরোমি। "এরকম কিছু মনে পড়ছে না," একবার চুমুক দিয়েই নাক কুঁচকে ফেলল। চা অর্ডার করলেই ভালো হতো। বার বার ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছতে হবে এখন।

এসময় হঠাৎই একটা পুরনো স্মৃতি ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। কুসানাগির চোখ বরাবর তাকালো।

"কিছু মনে পড়েছে?"

"ইয়োশিতাকা সবসময় কফি খেতো ঠিকই, কিন্তু চা সম্পর্কেও অনেক কিছু জানতো ও। একবার এই ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। তখন বলে যে, ওর এক প্রাক্তন প্রেমিকা চায়ের পাগল ছিল, সবসময় নিহোনবাশির নির্দিষ্ট একটা দোকান থেকেই চা কিনতো সে।"

নোটপ্যাড বের করে সেখানে কিছু কথা টুকে নিল কুসানাগি। "দোকানটার নাম মনে আছে?"

"না। ও বোধহয় নাম সম্পর্কে কিছু বলেনি।"

"হয়তো শুধু চা বিক্রি করে এমন কোন দোকান?"

"সরি, আর কিছু মনে পড়ছে না।"

"সমস্যা নেই," বলে আবারো হাসলো কুসানাগি। "অনেক সাহায্য করেছেন ইতোমধ্যে। মিসেস মাশিবাকেও এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম, কিন্তু তিনি কিছু জানাতে পারেননি। হয়তো আপনার সাথে কথা বলতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন মি. মাশিবা।"

ডিটেক্টিভের এহেন মন্তব্যে বিরক্ত হলো হিরোমি। *লোকটার আক্কেল-*

BanglaBook.org

জ্ঞান আসলেও কম। হয়তো ওকে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যেই কথাটা বলেছে সে, কিন্তু গর্দভ না হলে কেউ এভাবে কথা বলে না।

"আমি কি এখন উঠতে পারি?" জিজ্ঞেস করল হিরোমি।

"নিশ্চয়ই। আপনার সময়ের জন্যে ধন্যবাদ। অন্য কিছু মনে পড়লে দয়া করে আমাকে ফোন করে জানাবেন।"

"ঠিক আছে," হিরোমি বলল।

"আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছি।"

"সেটার দরকার হবে না। আমি একাই চলে যেতে পারবো।"

উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে দরজার দিকে হাঁটা দিল হিরোমি, বিলের দিকে ফিরেও তাকালো না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

কেতলিতে পানি ফুটছে টগবগিয়ে। গোমড়া মুখে ঢাকনাটা তুলে ভেতরের পানিটুকু সিঙ্কে ঢেলে দিল ইউকাওয়া। এরপর চশমা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সাবধানে। চশমা খুলেছে যাতে কাচে বাষ্প জমে ঘোলা না হয়ে যায়।

"কি অবস্থা?" জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

কেতলিটা আবারো বার্নারে চাপিয়ে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো ইউকাওয়া। "কোন অবস্থা নেই। গতবারের মতনই।"

"জেলাটিনগুলো?"

"আছে এখনও।"

একটা ফোল্ডিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো পদার্থবিদ। মাথার পেছনে হাত দিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো। সাদা রঙের ল্যাব কোটের বদলে একটা ছোট হাতার টিশার্ট পরনে এখন তার। হাতের পেটানো পেশিগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

উতসুমি আজকে ল্যাবরেটরিতে এসেছে কফির পানিতে বিষ মেশানোর সম্ভাব্য উপায় যাচাই করে দেখতে। জেলাটিনের সাহায্যে বিষ মেশানো হতে পারে এটা আগেই বলেছিল ইউকাওয়া। কিন্তু এখন পর্যন্ত সন্তোষজনক ফলাফল পায়নি। ইউকাওয়ার পদ্ধতি অনুযায়ী বিষ পানিতে মেশার আগে দু'বার স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা যাবে কেতলিটা। সেজন্যে জেলাটিনের পরতটা একটু পুরু হতে হবে। কার্যত দেখা যাচ্ছে, পরত পুরু করলে জেলাটিন সম্পূর্ণরূপে গলছে না। পুলিশের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের তদন্তেও জেলাটিনের কোন অস্তিত্ব মেলেনি।

"জেলাটিন ব্যবহার করা হয়নি বোধহয়," এক হাত দিয়ে গাল চুলকে বলল ইউকাওয়া।

"ফরেনসিকের লোকেরাও একই কথা বলেছে," উতসুমি বলল। "তাদের মতে, জেলাটিন যদি সম্পূর্ণরূপে গলেও যায়, তবুও অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে হলেও হদিস মিলবেই। তাছাড়া কফির গুঁড়োতেও কোন জেলাটিনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তবে আপনার এই থিওরিটা পছন্দ হয়েছে তাদের। জেলাটিনের মত অন্যান্য পদার্থও ব্যবহার করে দেখেছে।"

BanglaBook.org

"কাজ হয়েছে?"

"নাহ, কোনটাতেই কাজ হয়নি।"

"তাহলে এই উপায় বাদ দিতে হবে আমাদের," বলে উরুতে চাপড় বসিয়ে উঠে দাঁড়ালো ইউকাওয়া।

"দারুণ একটা উপায় বাতলেছিলেন," উতসুমির কণ্ঠে প্রশংসা।

"যা-ই বলো না কেন, কুসানাগির হাসি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও বন্ধ হয়েছিল," বলে দেয়ালে ঝোলানো ল্যাব কোট গায়ে চাপিয়ে নিল পদার্থবিদ। "এখন কি নিয়ে ব্যস্ত সে?"

"মি. মাশিবার পুরনো সম্পর্কগুলোর ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছে।"

"নিজের চিন্তাধারাতেই অটল আছে তাহলে। অবশ্য এটা ছাড়া তদন্তের অন্য কোন সম্ভাব্য পথ খোলাও নেই।"

"আপনারও কি ধারণা, মি. মাশিবা তার কোন প্রাক্তন প্রেমিকার হাতে খুন হয়েছেন?"

"প্রেমিকা হোক আর যে-ই হোক, মিস ওয়াকাইয়ামার রবিবার সকালে মাশিবাদের ফ্ল্যাট থেকে বের হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে সে। এরপর সন্তর্পণে ভেতরে ঢুঁকে কেতলির পানিতে বিষ মিশিয়েছে।"

"তাহলে আপনি হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?"

"সেটা বলাটা ঠিক হবে না বোধহয়। বরং বলতে পারেন যে একটা একটা করে খুনের সম্ভাব্য পথ বাদ দিচ্ছি। কুসানাগি হয়তো আসলেও মিসেস মাশিবার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে, তার মানে এটা নয় যে, চোখের সামনে থাকা তথ্যগুলো দেখতে পাচ্ছে না। যে পথে হাঁটছে এখন সে, এর পেছনে যথেষ্ট সময় দিয়েছে, বোঝাই যাচ্ছে। যে কোন ভালো তদন্তকারী এই কাজই করতো।" পা ভাঁজ করে চেয়ারে বসলো ইউকাওয়া। "বিষ হিসেবে তো আর্সেনাস এসিড ব্যবহার করে হয়েছে? বিক্রির রেকর্ড দেখে খুনিকে ধরা যায় না?"

"খোঁজখবর নিচ্ছে আমাদের লোকজন, কিন্তু খুব একটা লাভ হচ্ছে না। কীটনাশক হিসেবে আর্সেনাস এসিডের উৎপাদন এবং বিক্রি পঞ্চাশ বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। তবে এখনও কিছু জায়গায় ব্যবহার হয়।"

"যেমন?"

নোটপ্যাড খুলল উতসুমি। "অনেকেই লুকিয়ে পোকামাকড় নিয়ন্ত্রণের জন্যে এখনও ব্যবহার করে আর্সেনাস এসিডের গুঁড়ো। এরপর কাঠের

BanglaBook.org

আসবাবপত্র তৈরিতে ব্যবহার করা হয়, যেন পচন না ধরে। দাঁতের চিকিৎসাতে এবং সেমিকন্ডাকটর তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়।"

"দাঁতের চিকিৎসা! এটা তো জানতাম না।"

"দাঁতের গোড়ায় থাক স্নায়ুগুলো কিছুক্ষণের জন্যে অবশ করার হয় আর্সেনাস এসিড পেস্ট দিয়ে। এই পেস্ট পানিতে গোলানোর পর প্রায় চল্লিশ শতাংশ পরিমাণে অবশেষ থেকে যায়। এই কেসে আর্সেনাস এসিড পেস্ট ব্যবহার করা হয়নি, এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।"

"তাহলে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?"

"একজন এক্সটার্মিনেটর...মানে, পোকামাকড় দমন করে যে, খুব সহজেই প্রয়োজনীয় পরিমাণে আর্সেনাস এসিড জোগাড় করতে পারবে। উইপোকা দমনের কাজে ব্যবহৃত হয় আর্সেনাস এসিড। কিন্তু সেক্ষেত্রে কেনার সময় আপনার নাম এবং ঠিকানা লিখে রাখা হবে। সেই তালিকাটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে এখন। অবশ্য বিক্রেতাদের কেবল গত পাঁচ বছরের রেকর্ড রাখতে হয়। খুনি যদি এর আগে বিষটুকু কিনে থাকে তাহলে আমাদের ভাগ্য খারাপ বলতে হবে। আর বেআইনীভাবে কিনলে তো কথাই নেই।"

"আমার মনে হয় না খুনি এসব ক্ষেত্রে কোন প্রকার ঝুঁকি নেবে। ডিটেক্টিভ কুসানাগিকেই সাহায্য করা উচিত আপনার।"

"আমার ধারণা খুনি কেতলিতে সরাসরি বিষ মেশায়নি।"

"এরকম মনে হওয়ার কারণ?" এক ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া।

জবাবে কিছু বলল না উতসুমি।

"কারণ এভাবে হলে মিসেস মাশিবার পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়, এজন্যে? তাকে সন্দেহ করে কোন ভুল করছেন না আপনি। কিন্তু এই একটা সম্ভাবনাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে ভুল করবেন।"

"কোনকিছু আঁকড়ে ধরে বসে নেই আমি। কিন্তু সেদিন মাশিবাদের বাসায় অন্য কারো প্রবেশের কোন আলামতই নেই। ধরলাম ডিটেক্টিভ কুসানাগির ধারণা সত্য। প্রাক্তন প্রেমিকাদের কেউ এসেছিল বাসায়। আপনার কি মনে হয় না, মি. মাশিবা তাকে অন্তত এক কাপ কফি হলেও খাওয়াবে?"

BanglaBook.org

“সবাই যে কফি বানিয়ে খাওয়াবার প্রস্তাব দেবে, এমনটা নয়। বিশেষ করে যদি আগত ব্যক্তি অনাহূত কেউ হয়ে থাকে।”

“তাহলে সেই *অনাহূত* ব্যক্তির পক্ষে কিভাবে কেতলির পানিতে বিষ মেশানো সম্ভব? মি. মাশিবার তো টের পাবার কথা।”

“যদি তিনি বাথরুমে যান কিছুক্ষণের জন্যে, তখন সুযোগ নেয়া যায়। লম্বা সময়ের জন্যে থাকলে একটা না একটা উপায় পেয়ে যাবার কথা।”

“পরিকল্পনাটা যুতসই লাগছে না। ধরুন মি. মাশিবা এক মুহূর্তের জন্যেও কোথাও গেল না, তখন?”

“বিকল্প কিছু ভেবে রেখেছিল হয়তো। কিংবা এটাও হতে পারে যে সুযোগ না মিললে পুরো পরিকল্পনাটাই বাতিল করে দিত খুনি। সেক্ষেত্রে কোন ঝুঁকিই থাকবে না।”

“প্রফেসর ইউকাওয়া,” পদার্থবিদের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল উতসুমি। “আপনি কার পক্ষে?”

“আমি কিন্তু কারো পক্ষেই নই। সব তথ্য আর আলামত পর্যালোচনা করে সত্যটা পর্যন্ত পৌঁছুতে চাই, ব্যস। আমার নিজের এক্সপেরিমেন্টগুলোও এভাবেই পরিচালনা করি। সত্যি কথা বলতে, আপনার যুক্তিগুলো এ মুহূর্তে যথার্থ মনে হচ্ছে না।”

ঠোঁট কামড়ে ধরলো উতসুমি। “আমি আসলেও মিসেস মাশিবাকে সন্দেহ করি। তিনি যদি নিজ হাতে কাজটা না-ও করে থাকেন, তবুও কোন না কোনভাবে যুক্ত নিশ্চয়ই। আমাকে গোঁয়ার ঠাউরাতে পারেন, কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি।”

“একটু অবাক হলাম,” মৃদু হেসে বলল ইউকাওয়া। “তাকে যেন কেন সন্দেহ করেন আপনি? শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলোর জন্যে? ওগুলো কাপবোর্ডে তুলে রাখা যাওয়া উচিত ছিল তার, তাই তো?

“আরো কিছু কারণ আছে। খুনের রাতে আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে তার ফোনে ভয়েস মেসেজ পাঠানো হয়। যে অফিসার তাকে ফোন দিয়েছিল সেদিন, তার সাথে কথা হয়েছে আমার। মেসেজে বলা হয়েছিল যে তার স্বামীর ব্যাপারে জরুরি খবর আছে, যত দ্রুত সম্ভব যেন যোগাযোগ করেন তিনি। রাত বারোটার দিকে কল ব্যাক করেন মিসেস মাশিবা। তাকে কেসের যাবতীয় তথ্য খুলে বলেন কর্তব্যরত অফিসার। তবে খুনের সম্ভাবনার ব্যাপারটুকু এড়িয়ে যান।”

BanglaBook.org

"আচ্ছা। আর কিছু?"

"পরদিন সকালে প্রথম ফ্লাইটেই টোকিও ফিরে আসেন মিসেস মাশিবা। ডিটেক্টিভ কুসানাগি এবং আমি তাকে পিকআপ করি এয়ারপোর্ট থেকে। গাড়িতেই হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে ফোন দেন তিনি। বলেন যে *'তোমার ওপর দিয়ে যে কী গেছে সেটা ভেবেই খারাপ লাগছে আমার'*," উতসুমি বলল। "এই ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকেছে আমার কাছে।"

"*তোমার ওপর দিয়ে যে কী গেছে সেটা ভেবেই খারাপ লাগছে আমার*," বিড়বিড় করে বলল ইউকাওয়া। হাঁটুর ওপর ধীরে ধীরে আঙুলগুলো ওঠানামা করছে তার। "শুনে তো মনে হচ্ছে ঘটনা শোনার পর গাড়ি থেকেই প্রথমবারের মত মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে যোগাযোগ করেন তিনি।"

"ঠিক এই কথাটাই ভেবেছিলাম আমিও," একটা হাসি ছড়িয়ে পড়লো উতসুমির চেহারায়। "হাজার হোক, মিসেস মাশিবা বাসার চাবি হিরোমি ওয়াকাইয়ামার জিম্মাতেই রেখে গিয়েছিলেন। সুতরাং কোন গণ্ডগোল হলে প্রথমেই তাকে ফোন দেয়ার কথা। এটা মাথায় রাখতে হবে যে সম্পর্কটার ব্যাপারে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল তার। আবার দেখুন, ইকাইদেরও কিন্তু ফোন করেননি তিনি।"

"এসব থেকে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, মিস উতসুমি?"

"তার আসলে হিরোমি কিংবা ইকাইদের ফোন করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। মি. মাশিবা কিভাবে মারা গেছেন তা তিনি আগে থেকেই জানতেন। অযথা ফোন করার কারণ কি?"

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটলো ইউকাওয়া। "কথাগুলো অন্য কাউকে বলেছেন?"

"চিফ ইন্সপেক্টর মামিয়াকে বলেছি।"

"কিন্তু কুসানাগিকে নয়।"

"ডিটেক্টিভ কুসানাগি বলতেন যে আমি আকাশ কুসুম কল্পনা করছি।"

উঠে সিঙ্কের দিকে হেঁটে গেল ইউকাওয়া। "এভাবে চিন্তা করলে বিপদে পড়বেন। আমি কখনো ভাবিনি যে এই কথাটা বলবো–কিন্তু ডিটেক্টিভ কুসানাগির দক্ষতা নিয়ে কোনদিনই প্রশ্ন ছিল না আমার। ধরলাম এই কেসের ক্ষেত্রে প্রধান সন্দেহভাজনের প্রতি কিছুটা দূর্বলতা কাজ করছে তার। আপনি আমাকে যে কথাগুলো বললেন, সেগুলোর পাল্টা যুক্তি

BanglaBook.org

দেখাতে পারে সে। কিন্তু কখনোই আপনার মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করবে না। বরং কথাগুলো নিয়ে ভাববে। হয়তো সে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছুবে তা আপনার পছন্দ হবে না, কিন্তু আলামতকে পায়ে ঠেলে দেয়ার মত লোক নয় ও।"

"তার প্রতি আপনার অগাধ বিশ্বাস দেখছি।"

"এই বিশ্বাসটুকু না থাকলে এতগুলো কেসে তাকে সাহায্য করতাম না কিন্তু," হেসে বলল ইউকাওয়া। কফি মেকারে কফির গুঁড়ো ঢাললো সে।

"আমি যা যা বললাম সেগুলো সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল।

"আপনার কথায় যুক্তি আছে। স্বামী মারা গেছে শুনলে যে কেউ ফোন দিত পরিচিতজনদের। এক্ষেত্রে মিসেস মাশিবা যে কাজটা করেননি, তা আসলেও অদ্ভুত।"

"যাক, আপনি অন্তত আমার সাথে একমত প্রকাশ করছেন।"

"আমি কিন্তু একজন বিজ্ঞানী," ইউকাওয়া বলল। "যদি পর্যাপ্ত যুক্তি প্রমাণ আমার সামনে উপস্থাপন করতে পারেন তাহলে আপনার থিওরি অবশ্যই মেনে নেব," বলে কফি মেকারে পানি ঢাললো ইউকাওয়া। "মিনারেল ওয়াটার দিয়ে কফি বানালে কি স্বাদ আসলেও বদলে যায়?"

"আসলে যারা মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার করে তারা স্বাদের তুলনায় স্বাস্থ্য নিয়েই বেশি সচেতন। তবে মিসেস মাশিবা কিন্তু স্বামীর অগোচরে ট্যাপের পানিই ব্যবহার করতেন। আপনাকে বোধহয় আগেও বলেছি, মিস ওয়াকাইয়ামাও রবিবার সকালে কফি বানানোর সময় ট্যাপের পানি ব্যবহার করেছিলেন।"

"তাহলে একমাত্র ভিক্টিমই নিয়মিত মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার করতো।"

"সেজন্যেই আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম কোন একটা বোতলের পানিতে বিষ মেশানো হয়েছিল," উতসুমি বলল।

"কিন্তু ল্যাব পরীক্ষায় কোন বোতলে বিষের অস্তিত্ব মেলেনি।"

"অস্তিত্ব মেলেনি, তার অর্থ কিন্তু এটা নয় যে বোতলের পানিতে বিষ মেশানোর সম্ভাবনা শূন্য। অনেকে প্লাস্টিকের বোতল রিসাইকেল করার আগে পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়। এটা একটা কারণ হতে পারে বিষের অস্তিত্ব না পাওয়া যাওয়ার।"

BanglaBook.org

"জ্যুস বা আইস টি'র বোতল ধোয়ার কথা। কিন্তু পানির বোতল?"

"হয়তো অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।"

"হতে পারে। সেক্ষেত্রে বলতে হবে আমাদের খুনির ভাগ্য খুব ভালো। ভিক্টিমই তার হয়ে সব আলামত মুছে দিয়েছে।"

"এভাবে ভাবলে কিন্তু মিসেস মাশিবাকেই প্রধান সন্দেহভাজন মনে হবে," উতসুমি বলল। "আশা করি এরকমভাবে চিন্তা করাটা আপনার কাছে যুক্তিহীন মনে হচ্ছে না।"

শুকনো হাসি ফুটলো ইউকাওয়ার ঠোঁটে। "নাহ। আসল থিওরিটা প্রমাণিত হবার আগে অনেক প্রস্তাবনাই যুক্তিযুক্ত মনে হয় পদার্থবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। আচ্ছা একটা কথা বলুন, মিসেস মাশিবাকেই যদি খুনি ধরে নেই আমরা, তাহলে কি তদন্তে কোন লাভ হবে?"

"মিসেস মাশিবাই আমাদের বলেছেন যে তার স্বামী কেবল বোতলজাত পানিই ব্যবহার করেন। ডিটেক্টিভ কুসানাগির মতে তিনি যদি খুনটা করেই থাকেন, তাহলে এই কথা কেন আমাদের জানাবেন? কিন্তু আমার ধারণা একদম উল্টোটা। মিসেস মাশিবা আগেই ধরে নিয়েছিলেন যে আমরা এক সময় বোতলে বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাবো, তাই সন্দেহ এড়ানোর জন্যে তথ্যটা নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারটাই আমাকে কিছুটা হলেও বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তিনি যদি কেতলিতে বিষ মিশিয়ে খুনটা করে থাকেন,তাহলে পুলিশের লোকদের এটা কেন জানালেন যে মি. মাশিবা কেবল বোতলজাত পানি ব্যবহার করেন? বেশ কিছুদিন ভেবেছি আমি। হয়তো খালি বোতলগুলোর কোনটাতে বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যেতে পারে ভেবেছিলেন?"

গম্ভীর ভঙ্গিতে কফিমেকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ইউকাওয়া। "আপনার ধারণা তিনি আশা করেননি যে তার স্বামী বোতলগুলো ধুয়ে ফেলবে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"তার জায়গায় আমি থাকলে আশা করতাম না। ধরেই নিতাম ক্রাইম সিনের কোন একটা বোতলে বিষের অস্তিত্ব মিলবে। কিন্তু মি. মাশিবা কফি বানানোর সময় পুরো বোতল পানি ব্যবহার করেছেন, পানি ফোটার সময়টুকুতে বোতলটা ধুয়েও ফেলেছেন। মিসেস মাশিবা যেহেতু এমনটা আশা করেননি, তাই তিনি আগ বাড়িয়ে পুলিশকে তথ্যটা দিয়েছিলেন। এভাবে ভাবলে কিন্তু সব মিলে যায়।"

BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো ইউকাওয়া। "আসলেও মিলে যায়।"

"এই থিওরিটায় অনেক সমস্যা আছে জানি, কিন্তু যুক্তিগুলো একদম ফেলনা নয়।"

"জি। তবে, এই থিওরিটা প্রমাণ করা যাবে কি না সন্দেহ।"

"এটাই মূল সমস্যা," হতাশ কণ্ঠে বলল উতসুমি।

কফিমেকারের সুইচ বন্ধ করে দু'টা কাপে কফি ঢাললো ইউকাওয়া। একটা বাড়িয়ে দিল জুনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে।

"আপনারা কোন ষড়যন্ত্র করছেন না তো?" হঠাৎ বলে উঠল পদার্থবিদ।

"জি?" অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

"আপনি আর কুসানাগি। আপনারা দু'জন কৌশলে আমাকে এই কেসের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করছেন না তো?"

"এরকমটা ভাবার কারণ?"

"কারণ আপনাদের এই যুক্তির লড়াই কেসটা সম্পর্কে আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। আমি কিন্তু আসলেও কুসানাগিকে বলেছিলাম, আর কোন পুলিশি কেসে সহযোগিতা করবো না। তাছাড়া..." বলে আয়েশ করে কাপে চুমুক দিল ইউকাওয়া। আবারো হাসি ফুটেছে তার মুখে। "কুসানাগি প্রেমে পড়েছে! এই কেসটা যেভাবেই হোক সমাধান করতে হবে।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

চায়ের দোকান কাম ক্যাফেটার নাম 'কুযে'। পূর্ব টোকিওর নিহোনবাশি ডিস্ট্রিক্টে একটা অফিস বিল্ডিংয়ের নিচতলায় অবস্থিত দোকানটা। সুতিনেগু অ্যাভিনিউ থেকে খুব একটা দূরে নয়। বিক্রি বাট্টার জন্যে একদম আদর্শ অবস্থান বেছে নিয়েছে দোকানটার মালিক। অফিস শুরুর আগে কিংবা লাঞ্চের সময় রীতিমত ভিড় লেগে যায়।

কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুঁকে সেলস কাউন্টারে চলে গেল কুসানাগি। একজনের কাছে শুনেছে, দোকানটায় না কি প্রায় পঞ্চাশ ধরণের চা বিক্রি করা হয়। কথাটা যে ভুল শোনেনি তার প্রমাণ সামনে দেখতে পাচ্ছে। কাউন্টারের পেছনে একটা শেলফে নানা রকম চায়ের ডিসপ্লে। ভেতরের দিকে ছোট্ট একটা 'টি-রুম'। বিকালের এই পড়ন্ত প্রহরেও জায়গাটা গমগম করছে খদ্দেরদের উপস্থিতিতে। ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ সামনে রেখে উপন্যাস কিংবা মাঙ্গা পড়ায় ব্যস্ত অনেকে। কয়েকজন আবার চায়ের কাপে ঝড় তুলে মেতে আছে আড্ডায়। তবে অবাক করার বিষয় হলো বেশিরভাগ খদ্দেরই নারী।

সাদা অ্যাপ্রোন পরিহিত একজন ওয়েট্রেস হাসিমুখে এগিয়ে এলো ওর দিকে। "আপনি কি একাই এসেছেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

কুসানাগি জানে যে তার মত বেশভূষার খুব বেশি খদ্দের এখানে আসে না। "হ্যাঁ।"

মাথা নেড়ে দেয়ালের পাশে পাতা একটা টেবিল দেখিয়ে দিল ওয়েট্রেস। মুখের মেকি হাসিটা এখনও অটুট।

বিশাল মেন্যুতে নানারকম চায়ের নাম লেখা। গতকালকের আগে এগুলোর বেশিরভাগেরই নাম আগে কখনো শোনেনি কুসানাগি। কিন্তু এবারে কিছু কিছু চা চিনতে পারছে কারণ ইতোমধ্যেই চারটা চায়ের দোকান ঘোরা হয়ে গেছে তার। এমনকি কয়েক ধরণের চা চেখেও দেখেছে। ওয়েট্রেসকে ডেকে ইন্ডিয়ান 'মশলা চা' অর্ডার করল। আগের ক্যাফেগুলোতে শুনেছে, আসামের চা-পাতার সাথে দুধ এবং বিশেষ কিছু মশলা মিশিয়ে তৈরি করা হয় এই চা। খেতেও বেশ সুস্বাদু। "আমি

BanglaBoi.org

ভাবছিলাম," বলে মানিব্যাগ থেকে নিজের একটা কার্ড বের করে ওয়েট্রেসের হাতে দিল কুসানাগি। "আপনাদের ম্যানেজারের সাথে কিছুক্ষণের জন্যে কথা বলা যাবে কি না।"

কার্ডের দিকে একবার তাকাতেই হাসি মুছে গেল ওয়েট্রেসের চেহারা থেকে। দ্রুত আশ্বাসের ভঙ্গিতে হাত উঁচু করল কুসানাগি। "দুশ্চিন্তার কিছু নেই, খুব গুরুতর কিছু না," বলল সে। "আপনাদের একজন কাস্টমার সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন করবো।"

"অপেক্ষা করুন। দেখছি।"

"ধন্যবাদ," বলে পকেট থেকে সিগারেট বের করতে যাবে এমন সময় দেয়ালে ঝোলানো '*ধূমপান নিষেধ*' সাইনটা চোখে পড়লো ডিটেক্টিভের।

আরেকবার পুরো দোকানটায় নজর বোলালো সে। বাইরে হৈ হট্টগোলের তুলনায় ভেতরের পরিবেশটা একদমই আলাদা। দু'জন বসার জন্যে যে টেবিলগুলো আছে, সেগুলো এমন জায়গায় রাখা হয়েছে যাতে ডেট করতে আসা যুগলরা নির্বিঘ্নে আলাপ করতে পারে। *ইয়োশিতাকা মাশিবার এরকম জায়গাতেই আসার কথা*। তবে আশার পারদ আগেই উঁচু করল না কুসানাগি। অন্য যে চায়ের দোকানগুলোতে গিয়েছিল সে, ওগুলোর সাজসজ্জাও এরকমই ছিল।

কিছুক্ষণ পর কালো রঙের ভেস্ট আর সাদা শার্ট পরিহিত একজন মহিলা এসে দাঁড়ালো কুসানাগির টেবিলের পাশে। চাপা উদ্বেগ খেলা করছে তার চেহারায়। খুব বেশি মেক-আপ দেয়নি সে, চুলগুলো পেছনে পনি-টেইল করে বাঁধা। ত্রিশের আশপাশে হবে বয়স।

"কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?"

"হ্যালো," মৃদু হেসে বলল কুসানাগি। "ডিটেক্টিভ কুসানাগি, মেট্রোপলিটন পুলিশ। আপনি?"

"হামাদা।"

"আমাকে সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। খুব বেশিক্ষণ লাগবে না। বসুন, প্লিজ," উল্টোপাশের চেয়ারটার দিকে নির্দেশ করল কুসানাগি। পকেট থেকে ইয়োশিতাকা মাশিবার একটা ছবি বের করে রাখলো টেবিলের ওপর। "এনাকে কি এখানে আগে কখনো দেখেছেন আপনি? এই ধরুন বছর দুই আগে?"

ছবিটা সামনে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো হামাদা। "পরিচিত

BanglaBook.org

ঠেকছে, কিন্তু ঠিক নিশ্চিত করে বলতে পারবো না। আমাদের কাস্টমার সংখ্যা খুব একটা কম নয়, তাছাড়া তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকাটাও অশোভন।"

ঠিক এই উত্তরটাই আগের দোকানগুলোতেও পেয়েছে কুসানাগি। "তিনি খুব সম্ভবত একজন মহিলার সাথে আসতেন এখানে..." বলল সে।

হেসে কাঁধ ঝাকালো হামাদা। "অনেকেই স্বামী কিংবা বয়ফ্রেন্ডদের নিয়ে আসেন এখানে," বলে ছবিটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো সে।

মাথা নাড়লো কুসানাগি, ঠোঁটের হাসিটা আগে থেকে পাতলা হলেও এখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি তার। আসলে সে ধরেই নিয়েছিল, হতাশ হতে হবে। তবে পরপর চারটা দোকানে একই কথা শোনাটা একটু ক্লান্তিকর।

"আর কিছু জানতে চান কি?"

"না, ধন্যবাদ।"

ম্যানেজার উঠে চলে গেলে কুসানাগির অর্ডার করা চায়ের কাপ নিয়ে হাজির হলো ওয়েট্রেস। ওটা টেবিলে নামিয়ে রাখার আগে ছবিটার দিকে চোখ পড়লো তার।

"দুঃখিত," বলে ছবিটা টেবিল থেকে উঠিয়ে নিল কুসানাগি।

কিছু না বলে কৌতূহলী চোখে ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে রইলো ওয়েট্রেস। কাপ-পিরিচ এখনও হাতে তার।

"কিছু বলবেন?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"আপনি কি এনার ব্যাপারে প্রশ্ন করতেই এসেছেন?" দ্বিধান্বিত স্বরে বলল ওয়েট্রেস।

অবাক হলেও চেহারায় সেটার ছাপ পড়তে দিল না কুসানাগি। "আপনি চেনেন তাকে?"

"হ্যাঁ...মানে, কাস্টমার হিসেবেই চিনি।"

এসময় আবারো ফিরে এলো ম্যানেজার। এতক্ষণ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ওদের কথোপকথন শুনছিল। "আসলেই?" ওয়েট্রেসকে জিজ্ঞেস করল সে। "চেনো তাকে তুমি?"

"হ্যাঁ," বলল ওয়েট্রেস। "বেশ কয়েকবার এসেছিলেন আমাদের দোকানে," নিচু স্বরে কথাগুলো বললেও নিজের স্মৃতির ওপর ভরসা আছে বলেই মনে হলো তার।

BanglaBook.org

"আমি ওনার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলতে চাই। সমস্যা হবে?" ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"না, কিসের সমস্যা," দ্রুত বলে অন্য একজন খদ্দেরকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে গেল মহিলা।

ওয়েট্রেসকে সামনের চেয়ারের বসার আহ্বান করল কুসানাগি। "তাকে প্রথম কবে দেখেছিলেন আপনি?"

"প্রায় তিন বছর আগে হবে..." ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে ওয়েট্রেস। "তখন কেবলই এখানে চাকরি শুরু করেছি। আমার সার্ভিস নিয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলেন তিনি। তাই মনে আছে।"

"তিনি কি একাই ছিলেন?"

"না, সবসময় তার স্ত্রীর সাথে আসতেন।"

"স্ত্রী? তার চেহারা মনে আছে আপনার?"

"সুন্দরি ছিলেন মহিলা। লম্বা চুল, ফর্সা। পুরোপুরি জাপানিজ না, ইউরেশিয়ান।"

আয়ানে মাশিবা নয় তাহলে, কুসানাগি ভাবলো মনে মনে। তাছাড়া তিন বছর আগে মি. মাশিবার সাথে তার দেখা হওয়ারও কথা না।

"বয়স?"

"ত্রিশের মতন। খানিকটা বেশিও হতে পারে।"

"তারা যে বিবাহিত এটা কিভাবে বুঝলেন?"

"আসলে..." ভ্রূকুটি করল ওয়েট্রেস, "আমি ধরে নিয়েছিলাম। তাদের দেখে বিবাহিত দম্পতিদের মতনই মনে হতো। শপিং শেষে প্রায়ই আসতেন।"

"ভদ্রলোকের সঙ্গীর ব্যাপারে আর কিছু মনে আছে আপনার? কিছু জানাতে পারলে আমাদের খুব লাভ হতো।"

দুশ্চিন্তার ছাপ পড়লো তরুণীর চেহারায়। "আমার ধারণা তিনি একজন চিত্রশিল্পী," বলল সে। "এটাও আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।"

"চিত্রশিল্পী...মানে আর্টিস্ট?"

মাথা নেড়ে কুসানাগির দিকে তাকালো ওয়েট্রেস। "একবার সাথে করে একটা স্কেচবুক নিয়ে এসেছিলেন...সাইজ দেখে অমনটাই লাগছিল," দুই হাত প্রসারিত করে দেখালো সে।

"কিন্তু ভেতরে কী আছে সেটা দেখেননি আপনি?"

BanglaBoi.org

"না," বলে আবারও মাথা নামিয়ে নিল তরুণী।

কুসানাগির এ সময় মনে হলো যে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা বলেছিল ইয়োশিতাকার প্রাক্তন এক প্রেমিকা খুব সম্ভবত প্রকাশনা জগতের সাথে সম্পৃক্ত। হয়তো আর্টবই ছাপাতো সে। কিন্তু ইয়োশিতাকা তো বলেছিল, প্রেমিকার বই সম্পর্কে মতামত দিতে ভালো লাগতো না তার। *ছবির বইয়ের ব্যাপারে মতামত দিতে আবার বিরক্তি কিসের?*

"আর কিছু খেয়াল করেছিলেন?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল ওয়েট্রেস, তার চোখে কৌতূহল ফিরে এসেছে আবার। "তারা কি বিবাহিত ছিলেন না?"

"মনে হয় না। কেন?"

"মানে...আমার সবকিছু পরিস্কার মনে নেই..." বলে কপালে হাত রাখলো মেয়েটা। "কিন্তু কয়েকবার তাদের বাচ্চাদের ব্যাপারে কথা বলতে শুনেছিলাম। মানে, বাচ্চা নেয়ার ব্যাপারে। আমার ভুলও হতে পারে...হয়তো অন্য কোন দম্পতির সাথে গুলিয়ে ফেলছি তাদের।"

পেয়ে গেছি, ভেতরে ভেতরে উচ্ছসিত হয়ে উঠল কুসানাগি। *তাহলে ইয়োশিতাকা আর তার প্রাক্তন প্রেমিকা এখানেই আসতো।*

ওয়েট্রেসকে ধন্যবাদ জানিয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিল সে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, কিন্তু মশলা, চা আর দুধের মিশ্রণটা তবুও খেতে ভালো লাগছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে লাগলো, কিভাবে এই চিত্রশিল্পীকে খুঁজে বের করবো। এ সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলে পকেট থেকে সেটা বের করে ডিসপ্লের দিকে তাকাতেই উচ্ছসিত ভাবটা উবে গেল। মানাবু ইউকাওয়া। স্বয়ং ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও ফোন দিয়েছে তাকে। "কুসানাগি বলছি," নিচু গলায় বলল সে, যাতে অন্য খদ্দেরদের সমস্যা না হয়।

"আমি, ইউকাওয়া। কথা বলতে পারবে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু একটু আস্তে কথা বলতে হবে। হঠাৎ করে আমাকে ফোন দিলে যে?"

"তোমার সাথে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই। আজকে সময় হবে?"

"চেষ্টা করলে সময় বের করতে পারবো, যদি জরুরি হয় ব্যাপারটা। কোন ব্যাপারে কথা বলবে?"

BanglaBook.org

"সামনাসামনি বিস্তারিত বলবো, শুধু এটুকু জেনে রাখো, তোমার বর্তমান কেসটার ব্যাপারে।"

লম্বা শ্বাস ছাড়লো কুসানাগি। "তুমি আর উতসুমি মিলে নতুন কোন গোপন ফন্দি আটছো না ত?"

"গোপন ফন্দি হলে কি তোমাকে ফোন করে বলতাম? দেখা করবে কি না?"

গোঁয়ার কোথাকার, শুকনো হাসি ফুটলো কুসানাগির ঠোঁটে। "ঠিক আছে, কোথায় দেখা করতে চাও?"

"তোমার যেখানে ইচ্ছা, শুধু জায়গাটা ধূমপান মুক্ত হলেই হবে। আশা করি কিছু মনে করবে না," তার কণ্ঠস্বরে অবশ্য এটা স্পষ্ট যে কুসানাগির কিছু মনে করাতে তার যায় আসে না।

কি নাগাওয়া স্টেশনের কাছে একটা কফি শপে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। আয়ানের হোটেলটা কাছেই। কুসানাগি ঠিক করেছে ইউকাওয়ার সাথে আলাপ সেরে আয়ানের সাথে দেখা করবে। আর্টিস্ট মহিলার ব্যাপারে কিছু জানা যায় কি না দেখবে।

কফি শপে পৌঁছে দেখলো ইতোমধ্যেই সেখানে চলে এসেছে ইউকাওয়া। পেছনের দিকে একটা টেবিলে বসে পত্রিকা পড়ছে। শীত শীত আবহাওয়া সত্ত্বেও একটা হাফ হাতা টি-শার্ট পরনে তার। চেয়ারে কালো রঙের জ্যাকেট ভাঁজ করে রাখা।

কুসানাগি টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। একবার ফিরেও তাকালো না ইউকাওয়া। "এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছো?" একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল ডিটেক্টিভ।

"ডায়নোসরদের ব্যাপারে একটা আর্টিকেল," পত্রিকায় টোকা দিয়ে বলল ইউকাওয়া। "ফসিলগুলো ক্যাট স্ক্যান করার কথা ভাবছে এরা।"

"বিজ্ঞান পত্রিকা তাহলে," কিছুটা হতাশ কণ্ঠে বলল কুসানাগি। সে ভেবেছিল চমকে দিতে পারবে পদার্থবিদকে। "কতগুলো পুরনো হাড্ডি ক্যাট স্ক্যান করে কি লাভ?"

"হাড্ডি না, ফসিল," অবশেষে মুখ তুলে তাকালো ইউকাওয়া। এক হাতে নাকের ওপর নেমে আসা চশমা ঠিক করে নিল।

"দুটোর মধ্যে তফাত কি? সব ডায়নোসর ফসিলই তো হাড্ডি।"

"তোমার এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে," আমুদে ভঙ্গিতে বলল

BanglaBook.org

ইউকাওয়া। "সব সময় যেটা ভাবি সেটাই বলো। কখনো ব্যতিক্রম হয় না।"

"ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে আমাকে গর্দভ বলছো তো?"

এসময় একজন ওয়েটার অর্ডার নেয়ার জন্যে আসলে টমেটো জ্যুসের কথা বলল ডিটেক্টিভ।

"হঠাৎ টমেটো জ্যুস?" ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া। "স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখছো না কি ইদানীং?"

"এখন কফি বা চা খেতে ইচ্ছা করছে না। কোন সমস্যা? এসব কথা ছাড়ো। কেন ডেকেছো বলো।"

"ফসিল নিয়ে তোমাকে আরেকটু জ্ঞান দিতে পারলে ভালো হতো, থাক বাদ দাও," কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল ইউকাওয়া। "ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট কফিতে বিষ মেশানো সম্পর্কে আমার আইডিয়ার ব্যাপারে কি বলেছে শুনেছো?"

"হ্যাঁ। জেলাটিন ব্যবহার করলে সেটার অস্তিত্ব সামান্য পরিমাণে হলেও পাওয়া যেতো। অর্থাৎ এভাবে বিষ মেশানো হয়নি। গ্যালিলিও সাহেবেরও মাঝে মাঝে ভুল হয়।"

"আমি কিন্তু শুধুমাত্র একটা থিওরির কথা বলেছিলাম। তোমার যদি ধারণা থাকে যে থিওরি দেয়ামাত্রই তা ঠিক প্রমাণিত হবে, তাহলে আর তর্ক করে লাভ নেই। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র না, মাফ করে দিলাম যাও।"

"এবার তোমার ধারণাটা ভুল প্রমাণিত হয়েছে, এটা মেনে নিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। এত ভণিতার কোন দরকার দেখছি না।"

"থিওরি ভুল প্রমাণিত হওয়াও কিন্তু সঠিক পথের দিকে একটু হলেও এগিয়ে যাওয়া। এতে আমরা কফিতে বিষ মেশানোর সম্ভাব্য একটা পথ বাদ দিতে পারলাম।"

কুসানাগির টমেটো জ্যুস এসে পড়লো এ সময়। ট্রে-তে রাখা স্ট্রটা উপেক্ষা করে এক চুমুকেই পুরোটা সাবাড় করে ফেলল সে। পরপর কয়েক কাপ চা খাবার পর স্বাদের এই ভিন্নতাটুকু ভালোই লাগলো।

"কফিতে বিষ মেশার কেবল একটা উপায়ই আছে," কুসানাগি বলল। "কেউ একজন সরাসরি কেতলিতে মিশিয়েছে আর্সেনাস এসিড। আর সেই *'কেউ একজন'* কে তা জানা যায়নি। খুব সম্ভবত মি. মাশিবাই নিমন্ত্রণ করেছিলেন তাকে বাসায়।"

BanglaBoi.org

"তাহলে তোমার মতে পানিতে বিষ মেশানো হয়নি?"

"আমার মতে না, ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের মতে। ওদের কাজের ওপর ভরসা আছে আমার। কোন বোতলেই বিষের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ পানিতে বিষ ছিল না।"

"উতসুমির ধারণা বোতলগুলো ধোয়া হয়েছিল ব্যবহারের পর।"

"হ্যাঁ, শুনেছি। ওর মতে ভিক্টিম নিজেই বোতলটা ধুয়েছে। কিন্তু আজ অবধি কাউকে পানির বোতল ধুতে দেখিনি। এটা যদি কোক বা সেভেন আপের বোতল হতো, তাহলে মানতাম। কিন্তু মিনারেল ওয়াটারের বোতল কেন ধুবে কেউ?"

"কিন্তু এটা একটা সম্ভাবনা হতে পারে, তা তো স্বীকার করছো?"

নাক দিয়ে শব্দ করল কুসানাগি। "এই যুক্তির পক্ষে বাজি লাগাবো না আমি। তুমি আমাকে কতদিন ধরে চেনো, ইউকাওয়া? এতদিনে তো এটা বুঝে যাবার কথা যে চোখের সামনে যে প্রমাণটা জ্বলজ্বল করছে, সেটাই বেছে নেয়া আমার স্বভাব। অতিরিক্ত প্যাঁচ কখনোই ভালো লাগেনি।"

"আমি স্বীকার করছি, তুমি যে পথে এগোচ্ছো এখন, সেটায় কোন ভুল নেই। বরং এই পথেই আগে থেকে তদন্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেও না, সবকিছুরই ব্যতিক্রম থাকে। বিজ্ঞানে তাই সব সম্ভাবনাই সমান গুরুত্বপূর্ণ," বলে গম্ভীর দৃষ্টিতে ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো ইউকাওয়া, "একটা অনুরোধ আছে আমার।"

"বলো।"

"মাশিবাদের বাসায় আরেকবার যেতে চাই আমি। তোমার কাছে একটা চাবি আছে নিশ্চয়ই। নিয়ে যাবে?"

ভ্রূকুটি করে পদার্থবিদের দিকে তাকালো কুসানাগি। "কি দেখবে আবার? উতসুমি সেদিন তোমাকে সবকিছু দেখায়নি?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সেদিনের পর...একটু অন্যভাবে ভাবার চেষ্টা করছি।"

"কিরকম?"

"বলতে পারো ভিন্ন একজনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখছি এখন পুরো ব্যাপারটা। হয়তো আসলেও ভুল করেছিলাম আগেরবার। এবারে নিশ্চিত হতে চাই।"

"একটু খুলে বলবে?" টেবিলে আঙুল দিয়ে শব্দ করতে করতে বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"ওখানে গিয়ে বলবো, যদি আসলেও বুঝতে পারি যে সেদিন ভুল করেছিলাম। আমাদের দু'জনের জন্যেই সেটা ভাল হবে, বিশ্বাস করো।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে একবার লম্বা শ্বাস ছাড়লো কুসানাগি। "কি চলছে তোমার মনে, ইউকাওয়া? উতসুমির সাথে তুমি কোন ফন্দি এঁটেছো, তাই না?"

হেসে উঠল ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও। "আন্দাজে কিছু বোলো না এখনই। তুমি তো জানোই, এই কেসটার ব্যাপারে আমার আগ্রহের একমাত্র কারণ এর সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না পাওয়া। আর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয়ে আমার আগ্রহ বরাবরই বেশি, সেটা কি আবারো তোমাকে বলতে হবে? তাছাড়া এবার যদি মাশিবাদের বাসায় যাওয়ার পরে আমার আগ্রহটা কমে যায়, তাহলে আর তোমাকে জ্বালাতন করবো না।"

বন্ধুর চোখের দিকে তাকালো ডিটেক্টিভ। বরাবরের মতনই শীতল দৃষ্টি খেলা করছে সেখানে। তার মাথায় কি ঘুরছে তা ধারণাই করতে পারছে না কুসানাগি। অবশ্য এটা নতুন কিছু না। সে জানে, একটা পর্যায়ে গিয়ে ইউকাওয়া চাইলে নিজে থেকেই সবকিছু জানাবে। আগেও এমনটা হয়েছে বহু বার।

"মিসেস মাশিবার সাথে কথা বলে নেই, দাঁড়াও," বলে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ফোন বের করল কুসানাগি। ক্যাফের এক কোণায় গিয়ে আয়ানের নম্বর ডায়াল করল। "হ্যালো, ডিটেক্টিভ কুসানাগি বলছি। আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কিন্তু আরেকবার আপনার বাসায় যেতে হবে আমাকে, একটা জরুরি কাজে।"

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে এলো ওপাশ থেকে। "প্রতিবার ওখানে যাওয়ার আগে আমার কাছ থেকে অনুমতি নেয়ার কোন দরকার নেই," আয়ানে বলল। "আপনারা তো ঘটনাটার তদন্ত করছেন। সেটার জন্যে যখন ইচ্ছে যাবেন, আমার কোন সমস্যা নেই। আশা করি এবারে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চোখে পড়বে আপনার।"

"ধন্যবাদ, ওখানে গিয়ে গাছগুলোতে পানিও দেব।"

"খুব ভালো হবে তাহলে, ধন্যবাদ আপনাকে।"

টেবিলে ফিরে এলো কুসানাগি। উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে ইউকাওয়া।

"কিছু বলবে?"

BanglaBook.org

"না, আমি ভাবছিলাম ফোনে কথা বলার জন্যে উঠে গেলে কেন তুমি?" ইউকাওয়া প্রশ্ন করল। "গোপন কোন কথা ছিল না কি?"

"নাহ! গোপন আবার কি কথা? শুধু তার কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছিলাম।"

"ওহ।"

"সমস্যা কি?" কুসানাগির কণ্ঠে বিরক্তি।

"নাহ, ওরকম কিছু না। তুমি যখন ফোনে কথা বলছিলে তখন তোমাকে ডিটেক্টিভ কম সেলসম্যান বেশি মনে হচ্ছিলো। মি. মাশিবার সাথে এত সাবধানে কথা বলার কারণ কী?"

"তার অবর্তমানে তার বাসায় যাবো কি না, এটা জিজ্ঞেস করছিলাম। সাবধানী হবো না?" বলে টেবিল থেকে বিলটা উঠিয়ে নিল কুসানাগি। "চলো যাই এখন। দেরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে।"

স্টেশনের পাশ থেকে একটা ক্যাব ডেকে নিল ওরা। পেছনের সিটে বসামাত্র পকেট থেকে আবারো ম্যাগাজিনটা বের করে পড়া শুরু করে দিল ইউকাওয়া।

"তুমি একটু আগে বলছিলে যে সব ডায়নোসর ফসিলই হাড্ডি, কিন্তু এই ধারণাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। বরং এই ধারণার কারণে অনেক বড় বড় প্যালেয়োন্টোলজিস্টও ভুল করে মূল্যবান ফসিল নষ্ট করেছেন।"

আবার শুরু হলো লেকচার। "আমি জাদুঘরে যত ডায়নোসর ফসিল দেখেছি, সবই হাড্ডি।"

"সেটা ঠিক। কারণ অন্য সবকিছু ওরা ফেলে দিয়েছে।"

"অন্য সবকিছু? যেমন?"

"ধরো তুমি গর্ত খুড়তে গিয়ে কিছু ডায়নোসরের হাড্ডি পেলে। স্বভাবতই তুমি আগ্রহী হয়ে উঠে সবকিছুই খুড়ে বের করার চেষ্টা করবে, যাতে ধুলো ময়লা ঝেড়ে একটা পূর্ণাংগ ডায়নোসর কঙ্কাল দাঁড় করাতে পারো। এরপর মন্তব্য করা শুরু করবে। 'টায়রানোসোরাসের চোয়াল তাহলে এরকম দেখতে ছিল!' বা 'কত ছোট ছোট পা'। কিন্তু আদতে তুমি বড়সড় একটা ভুল করে ফেলেছো। ২০০০ সালে একটা প্রত্নতাত্ত্বিক দল মাটি খুঁড়ে কিছু ফসিল বের করে। এরপর কোনরকম পরিস্কার করা ছাড়াই সেগুলোর ক্যাট স্ক্যানের সিদ্ধান্ত নেয়। কি পেয়েছিল জানো? পুরো হৃৎপিণ্ড। কঙ্কালের ফাঁকে জমা হওয়া ময়লাগুলোর কারণে জন্তুটার সব অঙ্গের আকৃতি

BanglaBoi.org

স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো। তাই বর্তমানে সব ফসিলেরই ক্যাট স্ক্যান করা হয়।"

"তাহলে তো ব্যাপারটার গুরুত্ব আছে," অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলল কুসানাগি। "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না যে কেসের সাথে এটার কোন সম্পর্ক আছে কি না। না কি তুমি সময় কাটানোর জন্যে কথাগুলো বলছো?"

"যখন আমি প্রথম এই ঘটনাটার কথা পড়ি, আমার কি মনে হয়েছিল জানো? প্রকৃতি কয়েক কোটি বছর ধরে আমাদের চোখের সামনেই গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখতে সক্ষম হয়েছিল । এখানে প্যালেয়োন্টোলজিস্টদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা অপ্রয়োজনীয় মনে করেই ময়লাগুলো ঝেরে ফেলেছিল। কিন্তু পরে দেখা গিয়েছে যে এই 'অপ্রয়োজনীয়' জিনিসগুলোর গুরুত্ব কোন অংশেই কম না," বলে ম্যাগাজিনটা বন্ধ করল ইউকাওয়া। "আমি তোমাকে আগেও একটা একটা করে সম্ভাব্য উপায় বাদ দেয়ার পদ্ধতিটার কথা বলেছি। এতে করে একসময় কেবল সত্যটাই আমাদের সামনে থাকবে। কিন্তু আমরা যদি শুরুতেই বড় একটা ভুল করে ফেলি, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। মানে প্রায় সময়েই হাড্ডিগুলোর প্রতি আমাদের এতই আগ্রহ থাকে যে, গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই চোখ এড়িয়ে যায়।"

তাহলে এই লেকচারের সাথে কেসের কোন না কোন সম্পর্ক আছে। হেঁয়ালি না করে আসল কথা বললেই পারে, ভাবলো কুসানাগি। "তোমার ধারণা আমরা কফিতে বিষ কিভাবে মিশলো সেটার ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছি?"

"সেটাই পরীক্ষা করে দেখতে যাচ্ছি এখন। এটা খুবই সম্ভব যে আমাদের খুনির মাথা একদমই ঠাণ্ডা এবং তার চিন্তা করার ধরণও বেশ বিজ্ঞান সম্মত," যেন নিজেকেই কথাগুলো বলল ইউকাওয়া।

মাশিবাদের বাসাটা একদম অন্ধকার আর চুপচাপ। চারপাশে কোন কোলাহল নেই। পকেট থেকে চাবিটা বের করল কুসানাগি। সে অবশ্য দু'টা চাবিই আয়ানেকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে বলে যে তদন্তের কাজে একটা চাবি লাগতে পারে, তাই ওটা যেন কুসানাগি নিজের কাছে রেখে দেয়। তাছাড়া খুব তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার ইচ্ছেও নেই তার।

"শেষকৃত্যের আয়োজন তো শেষ? বাসায় আর কিছু হবে?" জুতা খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া।

BanglaBook.org

"এ ব্যাপারে কিছু বলেননি মিসেস মাশিবা। তার স্বামী অবশ্য খুব একটা ধার্মিক গোছের ছিলেন না। একটা ফিউনারেল হোমে পুষ্পার্পণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। দেহ ভস্ম করে ফেলা হয়েছে। মনে হয় না আর কোন আয়োজন আছে।"

"এরকমটাই করা উচিত সবার ক্ষেত্রে। মারা যাবার আগে ভাবছি আমিও এরকম কিছুর নির্দেশ দিয়ে যাব।"

"যেয়ো," কুসানাগি বলল। "আমি সব আয়োজন করবো দরকার হলে।"

ভেতরে ঢুকে দ্রুত হলওয়ে পার হয়ে গেল ইউকাওয়া। তার পেছন পেছন না গিয়ে ওপর তলায় মাস্টার বেডরুমে চলে আসলো কুসানাগি। ব্যালকনিতে যাবার স্লাইডিং ডোরটা খুলে অন্যপাশে রাখা ওয়াটারিং ক্যানটা তুলে নিল। গতদিন হোম রিপেয়ার সেন্টার থেকে এটাই কিনেছে সে ফুলগাছগুলোতে পানি দেয়ার জন্যে।

ক্যানটা হাতে নিচে নেমে আসলো সে। ইউকাওয়া আবারো সিঙ্কের নিচে কি যেন পরীক্ষা করে দেখছে।

"ওখানে তো গতবারও দেখেছিলে," বলল সে।

"তোমাদের ফোর্সের লোকজন তো প্রায়ই চিরুনী অভিযানের কথা বলে। ধরে নাও ব্যাপারটা অমনই," ইউকাওয়া পাল্টা জবাব দিল। সিঙ্কের নিচে অন্ধকার জায়গাটা একটা পেনলাইট দিয়ে দেখছে সে। "নাহ, এখানে কেউ কিছু ছোঁয়নি।"

"গতবার খেয়াল করোনি?"

"করেছিলাম। কিন্তু আরেকবার নিশ্চিত হতে তো ক্ষতি নেই। আমাদের সামনে ধরে নাও একটা ডায়নোসর ফসিল আছে। ভুল করে জরুরি জিনিস ফেলে দিলে চলবে না," বলে উঠে দাঁড়ালো ইউকাওয়া। কুসানাগির দিকে চোখ পড়তেই ভ্রু জোড়া কুঁচকে গেল তার। "ওটা কি?"

"গাছে পানি দেয়ার ক্যান দেখোনি আগে কখনো?"

"ওহ, গতবার তো কিশিতানিকে বলেছিলে গাছে পানি দেয়ার কথা। এটাও কি এখন তোমাদের কাজের অন্তর্গত না কি? ভিক্টিমের বাসার গাছে পানি দেয়া? পাবলিক সারভেন্ট থেকে শুধু সারভেন্ট হয়ে যাচ্ছো দেখি।"

"যত ইচ্ছে হাসো," বলে সিঙ্কের থেকে পানি নেয়ার জন্যে এগিয়ে এলো কুসানাগি। ট্যাপের নিচে ক্যানটা রেখে কলের চাবি ঘুরিয়ে দিল

BanglaBook.org

পুরোপুরি।

"ক্যানটা কিন্তু অনেক বড়," ইউকাওয়া মন্তব্য করল। "কোন হোস পাইপ নেই বাগানে?"

"এটা ওপরতলার ফুলগাছগুলোতে পানি দেয়ার জন্যে। ব্যালকনিতে অনেকগুলো গাছ লাগিয়েছেন মিসেস মাশিবা।"

"পুলিশের লোকের কাজের কোন শেষ নেই," হেসে বলল ইউকাওয়া।

ওপরতলায় এসে গাছগুলোতে পানি দেয়া শুরু করল কুসানাগি। একটা গাছেরও অবশ্য নাম জানে না সে, কিন্তু দেখে এটা পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে যে অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। *আশা করি মারা যাবে না।* পানি দেয়া শেষ হলে ব্যালকনির দরজা বন্ধ করে দ্রুত নিচে নেমে এলো সে। অন্য কারো বেডরুমে খুব বেশি সময় কাটাতে কখনোই ভালো লাগে না তার। বিশেষ করে মালিকের অনুপস্থিতিতে।

ইউকাওয়া এখনও রান্নাঘরেই আছে। বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রেখে কি যেন ভাবছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। দৃষ্টি সিঙ্কের দিকে।

"এবার তো বলো তোমার মাথায় কি ঘুরছে। আর যদি না বলো তাহলে এখানে আর সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। তুমিও আর কখনো হুটহাট ক্রাইম সিনে আসতে পারবে না।"

"হুটহাট আসা মানে?" ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া। "তোমার অফিসাররা যে হুটহাট সাহায্যের আশায় আমার ল্যাবে এসে উপস্থিত হয়, সেটাকে কি বলবে?"

"উতসুমি তোমাকে কি বলেছে জানি না," কুসানাগি কোমরে হাত দিয়ে বলল। "কিন্তু ওকে আমি পাঠাইনি তোমার কাছে। আচ্ছা, তোমার যদি এখানে আসতেই হতো, তাহলে ওকে বললে না কেন?"

"কারণ ভিন্ন মতের মানুষের মধ্যেই তর্কটা ভালো জমে।"

"অর্থাৎ আমি যেভাবে তদন্ত পরিচালনা করছি সেটায় সমর্থন নেই তোমার? একটু আগেই না বললে যে ঠিক পথে এগোচ্ছি। আজব।"

"তোমার তদন্ত পরিচালনা নিয়ে আমার কোন অভিযোগ নেই। বরং বলতে পারো যে লোকে যখন শুধু এটার ভিত্তিতে একটা সম্ভাবনাকে পুরোপুরি নাকচ করে দেয়, যে 'ওরকমটা' ঘটার সম্ভাবনা কম, তখন বিরক্ত লাগে। এমনকি একদম ক্ষুদ্র সম্ভাবনাটাও অনেক সময় সত্য হতে পারে। তাই সেগুলো এড়িয়ে গেলে চলবে না। ফসিলের গা থেকে কোন জিনিসই

ময়লা হিসেবে ঝেড়ে ফেলা উচিত নয়।"

নাটক করার স্বভাবটা গেল না, ভেবে মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। "এই কেসের ক্ষেত্রে 'ময়লা' বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছো?"

"পানি," ইউকাওয়া জবাব দিল। "বিষ পানিতে মেশানো হয়েছিল। অন্তত আমার সেটাই মনে হয়।"

"ভিক্টিম বোতল ধুয়েছিল কি না-এই তর্কে ফিরে এলাম তাহলে।"

"বোতলের ব্যাপারে কিছু ভাবছি না আমি। পানির কিন্তু অন্য উৎসও আছে," বলে সিঙ্কের দিকে নির্দেশ করল ইউকাওয়া। "যেমন এই ট্যাপটা। এখান থেকে যত ইচ্ছে পানি নিতে পারবে।"

ইউকাওয়ার শীতল চাহনির দিকে খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারলো না কুসানাগি। "তুমি কি ঠাট্টা করছো?"

"মোটেই না," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ইউকাওয়া।

"কিন্তু ফরেনসিকের লোকেরা তো পানির লাইনে উলটাপালটা কিছুই খুঁজে পায়নি।"

"ফরেনসিকের ওরা ট্যাপের পানি পরীক্ষা করেছে এটা মিলিয়ে দেখতে যে কেতলির পানি ওখান থেকে নেয়া হয়েছিল কি না। আমার ধারণা তারা বোতলের পানির সাথে কোন পার্থক্য খুঁজে পায়নি। কারণ আগে থেকেই ট্যাপের পানির রেসিডিউ জমা হয়ে ছিল কেতলির ভেতরের অংশে।"

"কিন্তু ট্যাপের পানিতে যদি বিষ মেশানো হয় তাহলে তো সেটা আরো আগেই জানতে পারার কথা, তাই না?"

"এটাও হতে পারে যে তারা পরীক্ষা করে দেখার আগেই বিষ সম্পূর্ণ ধুয়ে ফেলা হয়েছিল।"

"কিন্তু ভিক্টিম তো কফি বানানোর জন্যে কেবল বোতলজাত পানি ব্যবহার করে।"

"সেটা শুনেছি," ইউকাওয়া বলল। "কিন্তু কে দিয়েছে তথ্যটা?"

"মিসেস মাশিবা," বলেই বিস্মিত চোখে ইউকাওয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি। "আর তুমি নিশ্চয়ই ভাবছো তিনি মিথ্যা বলেছেন। তোমার সাথে তো ওনার দেখাও হয়নি। উতসুমি কি পড়িয়েছে তোমাকে?"

"সে তার নিজের মতামত ব্যক্ত করেছে, যেটার অধিকার তার আছে। আমি শুধু চোখের সামনে যে প্রমাণগুলো আছে, সেগুলো থেকে একটা

BanglaBook.org

হাইপোথিসিস দাঁড় করাতে চাচ্ছি।"

"আর তোমার হাইপোথিসিস অনুযায়ী মিসেস মাশিবাই খুনি?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ইউকাওয়া। "তিনি কেন তোমাকে বোতলজাত পানি ব্যবহারের কথা বলেছেন সেটা নিয়ে ভেবেছি আমি। দুটো সম্ভাবনা আছে। প্রথমটা হচ্ছে 'মি. মাশিবা সবসময় বোতলজাত পানি ব্যবহার করেন'–এটা মিথ্যা। আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কথাটা সত্য। যদি সত্য হয়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। ভিক্টিমের স্ত্রী তদন্তে সর্বাত্মক সহযোগিতা করছেন। উতসুমি থাকলে এখনও তাকেই দোষী মনে করতো অবশ্য, কিন্তু আমি প্রমাণ ছাড়া কোন কিছুকে শতভাগ সত্য মেনে নিতে নারাজ," বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো পদার্থবিদ। "এখন ধরো মিসেস মাশিবা মিথ্যা কথা বলছেন, তাহলে কিন্তু আমরা বিপদে পড়ে যাবো। একেতো মিথ্যে কথা বলাটা এটা ইঙ্গিত করবে যে, অপরাধের সাথে তার সম্পর্ক আছে। সেই সাথে মিথ্যেটা বলার বিশেষ একটা কারণও আছে। তাই তার এই কথাটা পুলিশি তদন্তের ওপর কি প্রভাব ফেলবে সেটা নিয়ে চিন্তা করতে হয়েছে আমাকে। ফরেনসিকের লোকেরা খালি বোতলগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে সেখানে বিষের কোন অস্তিত্ব আছে কি না। প্রায় একই সময়ে কেতলিতে বিষের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে। এর থেকে যেকেউ ধারণা করবে যে কেতলিতেও বিষ মেশানো হয়েছে। ফলে সন্দেহের তালিকা থেকে মিসেস মাশিবার নাম বাদ পড়বে। তার শক্তপোক্ত অ্যালিবাইও আছে।"

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। "এখানটাতেই তোমার সাথে আমার মতের পার্থক্য। তিনি যদি আমাদের বোতলের কথা না-ও বলতেন, ফরেনসিকের লোকেরা তবুও বিষের অস্তিত্ব পরীক্ষা করে দেখতো। বরং বোতলের পানি ব্যবহারের কথা বলে তিনি নিজের অ্যালিবাই থাকার গুরুত্বটা কমিয়ে দিয়েছেন। কারণ বোতলের পানিতে বিষ চাইলে আগেও মেশানো যেতে পারে। যেমন, উতসুমি এখনও ভাবছে যে বিষ বোতলের পানিতে মেশানো হয়েছিল।"

"সেটাই," ইউকাওয়া বলল, "অনেকেই ডিটেক্টিভ উতসুমির মত করে ভাববে। আমি ভাবছিলাম এই তথ্যটা দেয়া হয়েছে যারা এভাবে ভাববে তাদের ফাঁদে ফেলার জন্যে।"

BanglaBook.org

"বুঝলাম না।"

"যারা যারা মিসেস মাশিবাকে সন্দেহ করবে, তারা কিন্তু বোতলের পানিতে বিষ মেশানোর সম্ভাবনাকে কখনোই পুরোপুরি উড়িয়ে দেবে না। কারণ একমাত্র এভাবে ছাড়া অন্য কোন দৃশ্যমান উপায়ে কফিতে বিষ মেশানোর উপায় নেই তার। কিন্তু তিনি যদি অন্য কোন উপায়ে কাজটা করে থাকেন, তাহলে যারা তাকে সন্দেহ করে তারা অন্ধগলিতেই বারবার হোঁচট খেতে থাকবে। কোন যুতসই উত্তর খুঁজে পাবে না। সত্যটাও অগোচরে থেকে যাবে। এটাকে ফাঁদ বলবো না তো কি-" হঠাৎই থেমে গেল ইউকাওয়া। একদম জমে গেছে যেন। দৃষ্টি কুসানাগির পেছনে।

ঘুরে দাঁড়ানোর পর কুসানাগির অবস্থাও ইউকাওয়ার মতনই দাঁড়ালো।

লিভিং রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং আয়ানে মাশিবা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

"হ্যালো...আমরা কিছুক্ষণ আগেই এসেছি," অবশেষে যেন কণ্ঠস্বর খুঁজে পেল কুসানাগি। কথাটা যে বড্ড ঠুনকো শোনাচ্ছে তা নিজেও বুঝতে পারছে। "কোন জরুরি কাজ আছে এখানে?"

"না," জবাব দিল আয়ানে। "কিছু কাপড় নিতে এসেছি। উনি কে জানতে পারি?"

"ওহ! ও হচ্ছে ইউকাওয়া। ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক।"

কিছু বলল না ইউকাওয়া।

"অধ্যাপক?" আয়ানের কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে যে অবাক হয়েছে।

"সেই সাথে আমার বন্ধু," কুসানাগি ব্যাখ্যার স্বরে বলল। "প্রায়ই আমাদের কেসে সাহায্য করে। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক বিষয়ের তদন্তে। আজকেও এখানে সেজন্যেই এসেছে।"

"আচ্ছা," বলল আয়ানে। এখনও তার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটেনি, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আর কথা বাড়ালো না সে। বরং জিজ্ঞেস করল, "আমি যদি বাসার জিনিসপত্র স্পর্শ করি, সমস্যা হবে?"

"না। যা ইচ্ছে করুন। আমি দুঃখিত যে আমাদের এত বেশি সময় লাগছে।"

"দুঃখিত হবার কিছু নেই। আপনারা আপনাদের দায়িত্ব পালন করছেন," বলে হলওয়ের উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল সে। কিন্তু দু'কদম হেঁটেই থেমে গেল। আবারো ফিরে তাকালো কুসানাগি আর পদার্থবিদের দিকে। "আমার বোধহয় জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু এখানে কি খুঁজছিলেন আপনারা?"

"ইয়ে মানে," একবার ঠোঁট ভিজিয়ে নিল কুসানাগি। "আমরা আসলে এখনও বুঝতে পারছি না যে কফিতে বিষ কিভাবে মিশলো। তাই কিছু ফলো-আপ টেস্ট করতে হচ্ছে। আশা করি আপনার আপত্তি নেই এই বিষয়ে। খুব দ্রুতই কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের।"

BanglaBook.org

"কোন আপত্তি নেই," বলল আয়ানে। "কৌতূহল হচ্ছিল, তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম। যদি কিছু দরকার হয়, আমাকে জানাবেন। ওপরেই আছি।"

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ।"

কুসানাগির উদ্দেশ্যে একবার বাউ করে ওপরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে আয়ানে, এমন সময় কথা বলে উঠল ইউকাওয়া। "আপনাকে একটা প্রশ্ন করি?"

"জি, করুন," বলল সদ্য বিধবা মহিলা। তার চেহারার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ইউকাওয়ার উপস্থিতি সহজ ভাবে নিতে পারছেন না।

"আপনার রান্নাঘরের সিঙ্কে একটা ওয়াটার ফিল্ট্রেশন সিস্টেম আছে। ওটার ফিল্টার তো নিয়মিত বদলাতে হয়। শেষ কবে বদলিয়েছিলেন?"

"ওটা..." রান্নাঘরে একবার চোখ বোলালো আয়ানে। "আসলে ওটা বোধহয় একবারও পরিবর্তন করা হয়নি।"

"একবারও না?" ইউকাওয়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

"গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই ভাবছিলাম যে ফিল্টার কোম্পানিতে ফোন করে বদলিয়ে দিয়ে যেতে বলবো। আমরা এই বাসায় ওঠার পর নতুন ফিল্টার লাগানো হয়েছিল, সেটা প্রায় এক বছর হতে চলল। আর এই মডেলের ফিলট্রেশন সিস্টেমের ফিল্টার এক বছর পরপরই পরিবর্তন করতে হয় সাধারণত।"

"তাহলে এক বছর আগে ফিল্টার বদলানো হয়েছিল?"

"আমি কি...ভুল কিছু করেছি?"

"না, না!" দ্রুত বলল ইউকাওয়া। "আমি এমনি জানতে চাচ্ছিলাম। আপনি ওপরে যান, আর সময় নষ্ট করবো না আপনার। তবে দ্রুত বদলে নেবেন ফিল্টারটা। পুরনো ফিল্টার ব্যবহারে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হতে পারে, এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত।"

"ঠিক আছে, বদলে ফেলবো," আয়ানে বলল। "তবে তার আগে সিঙ্কের নিচটা পরিস্কার করা উচিত। ওখানে অনেক ময়লা জমে গিয়েছে।"

"সব বাসাতে একই অবস্থা," ইউকাওয়া বলল। "আমাদের ল্যাবরেটরির সিঙ্কের নিচে তো তেলাপোকার বাসা ভর্তি–তবে আমার বোধহয় ল্যাবরেটরির সাথে আপনার বাসার তুলনা করাটা উচিত হচ্ছে না। আপনার কাছে যদি–" বাক্যটা শেষ করার আগে কুসানাগির দিকে এক

BanglaBook.org

ঝলক তাকালো ইউকাওয়া। "ফিল্টার কোম্পানির সার্ভিসম্যানের নম্বর থেকে থাকে, তাহলে কুসানাগি খুশিমনেই তাকে ফোন দিতে পারবে। এসব কাজ যত দ্রুত সম্ভব সেরে ফেলা উচিত।"

ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে ইউকাওয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি, কিন্তু সেটা পাত্তা দিল না পদার্থবিদ। বরং আয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল, "কেমন আমার আইডিয়াটা?"

"মানে এখন ফোন দেয়ার কথা বলছেন?"

"যদি আপনার কোন সমস্যা না থেকে থাকে। তাছাড়া তদন্তেও সুবিধে হতো এতে।"

"বেশ, আমার কোন সমস্যা নেই।"

মুচকি হেসে কুসানাগির দিকে ফিরলো ইউকাওয়া। "ফোন দাও তাহলে।"

কুসানাগির দৃষ্টিতে প্রচ্ছন্ন রাগের আভাস থাকলেও সে জানে যে অনর্থক কোন কাজ করার মত মানুষ নয় তার বন্ধু। ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও যখন একটা কাজ করতে বলেছে, নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে এর পেছনে। "নম্বরটা হবে আপনার কাছে?" আয়ানের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করল সে।

"হ্যাঁ, দাঁড়ান একটু।"

আয়ানের রান্নাঘর থেকে বের হওয়া অবধি অপেক্ষা করল কুসানাগি, এরপর ইউকাওয়ার দিকে ফিরে বলল। "আমাকে আগে থেকে একটু সতর্ক করে রাখলেই পারতে।"

"সময় ছিল না। এখন অভিযোগ করা বাদ দিয়ে চটপট একটা কাজ করে ফেলো" ।

"কি?"

"ফরেনসিকের লোকজনকে এখানে আসতে বলো, এখনই। তুমি নিশ্চয়ই চাও না, ফিল্টার কোম্পানি সার্ভিসম্যান গুরুত্বপূর্ণ কোন আলামত নষ্ট করুক? তোমাদের ফরেনসিকের কারো উচিত ফিল্টারটা প্রথমে বের করা।"

"মানে পুরনো ফিল্টারটা ওদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া উচিত?"

"হ্যাঁ, সেই সাথে কানেকশন পাইপটাও," নিচুস্বরে বলল ইউকাওয়া। তার চোখে আবিষ্কারের নেশায় পাওয়া বিজ্ঞানীর দীপ্তি। আয়ানে ফিরে এলো এ সময়।

BanglaBook.org

প্রায় এক ঘন্টা পর মেট্রোপলিটন ফরেনসিক ডিভিশনের একজন অফিসার ফিলট্রেশন সিস্টেমের ফিল্টার আর কানেকশন পাইপটা সিঙ্কের নিচ থেকে সাবধানে বের করে আনতে সক্ষম হলো। পাশে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে গোটা ব্যাপারটা দেখলো দুই বন্ধু। ধীরে-সুস্থে একটা অ্যাক্রিলিক কেসের মধ্যে জিনিসদুটো ঢুকিয়ে রাখলো ফরেনসিক অফিসার।

"গিয়েই টেস্টের ব্যবস্থা করছি," বলে মাশিবাদের বাসা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ফিল্টার কোম্পানির লোক আসলো আরো কিছুক্ষণ পর। তাকে কাজ করতে দিয়ে লিভিং রুমে চলে এলো কুসানাগি। বিষন্ন বদনে সোফায় বসে আছে আয়ানে। তার পাশে কাপড় ভর্তি একটা ব্যাগ।

এখানে ফিরতে তাহলে দেরি আছে তার, মনে মনে বলল কুসানাগি। "এতসব ঝামেলার জন্যে দুঃখিত।"

"না, ঠিক আছে," বলল আয়ানে। "এত কিছুর মধ্যেও যে ফিল্টারটা বদলানো গেল, এতেই খুশি আমি।"

"চিফকে খরচের ব্যাপারটা জানিয়ে দেব আমি।"

"আরে নাহ, আপনারা কেন খরচ দেবেন? এটা তো বদলাতে হতোই," ক্ষণিকের জন্যে হাসি ফুটলো আয়ানের চেহারায়, কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। "ফিল্টারে কি কোন সমস্যা ছিল? ওখানেই কি কোন কারসাজি করে বিষ মেশানো হয়েছে?"

"আমরা নিশ্চিত নই এখনও। আসলে সব সম্ভাবনাই যাচাই করে দেখা হচ্ছে।"

"কিন্তু ফিল্টারে কি কোনভাবে বিষাক্ত কিছু যুক্ত করা সম্ভব? ওটার কাজই তো হচ্ছে ক্ষতিকর পদার্থ ছেঁকে বের করে দেয়া।"

"ভালো প্রশ্ন..." দ্বিধান্বিত স্বরে বলে ইউকাওয়ার দিকে তাকালো কুসানাগি। রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সার্ভিসম্যানের কাজ দেখতে ব্যস্ত সে। "ইউকাওয়া," ডাকলো ডিটেক্টিভ।

ঘুরে দাঁড়ালো ইউকাওয়া, কিন্তু তার দৃষ্টি আয়ানের দিকে, ডিটেক্টিভের দিকে নয়। "আপনার স্বামী কি আসলেই কেবল বোতলজাত পানি খেতেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

BanglaBook.org

কিছু বলার সুযোগও পেলো না কুসানাগি, কেবল দেখতে লাগলো আয়ানের প্রতিক্রিয়া কি হয়।

"জি। সেজন্যেই আমাদের ফ্রিজে সবসময় মিনারেল ওয়াটার মজুদ থাকতো," মাথা নেড়ে বলল মহিলা।

"তিনি না কি কফি বানানোর সময়েও বোতলজাত পানি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আপনি মাঝে মাঝে সেটা করতেন না। ঠিক বলেছি?"

কুসানাগি অবাক হয়ে গেল। সে ইউকাওয়াকে এসব কিছু বলেনি। অর্থাৎ উতসুমি এসব তথ্য ডিপার্টমেন্টের বাইরের লোকদের বলে বেড়াচ্ছে। ভেতরে ভেতরে রেগে উঠল সিনিয়র ডিটেক্টিভ।

"আসলে খরচ বাঁচানোর জন্যে কাজটা করতাম আমি," আয়ানে জবাব দিল। "তাছাড়া আমার কখনো মনে হয়নি, ট্যাপের পানির কোন ক্ষতিকর দিক আছে। আর গরম পানি ফুটতে সময়ও কম লাগে। ও অবশ্য কখনো ব্যাপারটা ধরতে পারেনি।"

"আপনার সাথে একমত আমি," পদার্থবিদ বলল। "কফির স্বাদের ওপর আলাদা কোন প্রভাব ফেলে না মিনারেল ওয়াটার।"

নিজে ইন্সট্যান্ট কফি খেয়ে অভ্যস্ত, এখন জ্ঞান দিচ্ছে।

বিদ্রুপের দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালো কুসানাগি।

ইউকাওয়া ব্যাপারটা খেয়ালই করল না, অথবা খেয়াল করলেও উপেক্ষা করল পুরোপুরি। "রবিবার যিনি কফি বানিয়েছিলেন," বলল সে। "কি যেন নাম তার? আপনার সহকারি..."

"হিরোমি ওয়াকাইয়ামা," পাশ থেকে কুসানাগি মনে করিয়ে দিল তাকে।

"হ্যাঁ, মিস ওয়াকাইয়ামা। তিনিও কি ট্যাপের পানি ব্যবহার করতেন কফি বানানোর জন্যে...আপনার নির্দেশনা অনুযায়ী? সেটাই যদি হয়ে থাকে তাহলে অনেকে ধরে নেবে যে বিষ মেশানো হয়েছিল বোতলের পানিতে। কিন্তু এখানে আরেকধরণের পানির উৎস আছে। ফিলট্রেশন সিস্টেমের ফিল্টার করা পানি। এমনটাও হতে পারে যে বোতলের পানির ওপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্যে মি. মাশিবা এই পানি ব্যবহার করতেন। সেই সম্ভাবনা থেকেই ফিলট্রেশন সিস্টেম পরীক্ষা করে দেখার কথা মাথায় এসেছে আমার।"

BanglaBook.org

"হ্যাঁ, সেটা সত্যি...কিন্তু কোন ফিলট্রেশন সিস্টেমে কি আসলেও বিষ মেশানো সম্ভব? বিষ কি ছেঁকে বের করে দেবে না?"

"নাহ, না-ও বের হতে পারে। যাইহোক, ফরেনসিকের রিপোর্ট পেলেই সব জানা যাবে।"

"বেশ...ফিলট্রেশন সিস্টেমে যদি বিষ মেশানো হয়েই থাকে, তাহলে সেটা কবে করা হতে পারে?" কুসানাগির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল আয়ানে। "আপনাকে তো আগেও বলেছি অনেকবার, শুক্রবার রাতে মেহমান এসেছিল আমাদের বাসায়। সেদিন তো ফিলট্রেশন সিস্টেম ঠিকঠাকই কাজ করছিল।"

"তাহলে বলতে হবে যে শুক্রবারের পরে বিষ মেশানোর কাজটা করা হয়েছে। যদি আমরা ধরে নেই যে খুনির উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র আপনার স্বামীকেই হত্যা করা, তাহলে সে এমন একটা সময় বেছে নেবে যখন তিনি একা থাকবেন বাসাতে।"

"অর্থাৎ আমি চলে যাবার পর। যদি আমি নিজেই খুনি হয়ে থাকি, তাহলে অবশ্য ভিন্ন কথা।"

"একদম ঠিক বলেছেন," ইউকাওয়া বলল।

"এখনই কিছু ধরে নেয়া উচিত হবে না আমাদের," সাবধানী স্বরে বলল কুসানাগি। "ফিলট্রেশন সিস্টেমে কোন কারসাজি আদৌ করা হয়েছিল কি না সেটা এখনও নিশ্চিতভাবে জানি না," বলে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে ইউকাওয়ার দিকে একবার তাকিয়ে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

হলওয়ের পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার পর ইউকাওয়া আসলো সেখানে। "কি করছো তুমি?" নিচু কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"কি করছি মানে?"

"বুঝছো না কি বলছি? তুমি তো আরেকটু হলে তার মুখের সামনেই বলে দিয়েছিলে যে *'আপনি একজন সন্দেহভাজন'*। উতসুমি প্রথমে তোমার সাহায্য চেয়েছে দেখে যে তার পক্ষই নিতে হবে তোমাকে, এমন কোন কথা নেই।"

কপালে ভাঁজ পড়লো ইউকাওয়ার। "আমি আবার কখন উতসুমির পক্ষ নিলাম," নিখাদ বিস্ময় তার কণ্ঠে। "আমি ঠাণ্ডা মাথায় সূত্রগুলো জোড়া লাগানোর চেষ্টা করছি। তুমি নিজেও সে চেষ্টা করে দেখতে পারো। তোমার চেয়ে তো বিধবা মহিলাকে মানসিকভাবে শক্ত মনে হচ্ছে।"

BanglaBook.org

জবাবে কড়া কিছু বলতে যাবে এমন সময় লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে এলো সার্ভিসম্যান, আয়ানেও তার পেছন পেছন আসছে।

"ফিল্টার বদলানো শেষ," ওদের উদ্দেশ্যে বলল মহিলা।

"ধন্যবাদ আপনাকে," সার্ভিসম্যানকে বলল কুসানাগি। "আপনার বিল..."

"আমি দিয়ে দিয়েছি," আয়ানে বলল।

"ওহ," দূর্বল কণ্ঠে বলল কুসানাগি।

সার্ভিসম্যান বের হয়ে যাবার পর ইউকাওয়া নিজেও জুতো পরে নিল। "আমিও বের হই তাহলে," বলল সে। "কুসানাগি?"

"আমি আরো কিছুক্ষণ আছি এখানে," ডিটেক্টিভ বলল জবাবে। "মিসেস মাশিবার সাথে কিছু কথা আছে।"

"ঠিক আছে। আপনাকে ধন্যবাদ সময় দেয়ার জন্যে," পরের কথাটা আয়নের উদ্দেশ্যে বাউ করে বলল ইউকাওয়া।

"আপনাকেও ধন্যবাদ," বলল আয়ানে। বন্ধুকে বের হয়ে যেতে দেখলো কুসানাগি। এরপর লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল, "সরি। ও মানুষ হিসেবে খারাপ না। কিন্তু মাঝে মাঝে চিন্তা ভাবনা না করেই কাজ করে ফেলে। একটু খামখেয়ালী স্বভাবের বলতে পারেন।"

"তাই?" আয়ানেকে দেখে মনে হলো কুসানাগির কাছ থেকে এরকম কিছু আশা করেনি সে। "আপনি কেন সরি বলছেন? আমি কিছু মনে করিনি তো।"

"তাহলে ঠিক আছে।"

"তিনি ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক বলছিলেন না? আমি তো অধ্যাপক বলতে সবসময় গম্ভীর কাউকে কল্পনা করে এসেছি। কিন্তু তিনি বোধহয় ওরকম নন, তাই না?"

"বিশ্ববিদ্যালয়ে নানারকমের অধ্যাপক আছেন। কিন্তু ও একটু বেশিই অন্যরকম।"

"আপনারা দু'জন যে ঘনিষ্ঠ তা বুঝতে পেরেছি," আয়ানে হেসে বলল।

"ওহ...আপনাকে তো বলা হয়নি। আমরা দু'জন একই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি। সাবজেক্ট অবশ্য ভিন্ন ছিল।"

কথা বলতে বলতে লিভিং রুমে ফিরে গেল দু'জনে। ওখানে সোফায় বসে ব্যাডমিন্টন ক্লাবের স্মৃতি আর কিভাবে ইউকাওয়া ওদের কেসে সাহায্য শুরু করল সেটা বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"মানুষকে কাজের খাতিরে হলেও বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে দেখলে আমার ভালো লাগে।"

"মাঝে মাঝে অবশ্য মনোমালিন্যও হয়।"

"সেটা তো সব সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হয়।"

হাসলো কুসানাগি। "আপনার অন্তত এরকম একজন বন্ধু আছে যার সাথে চাইলে হট স্প্রিং রিসোর্টে ঘুরতে যেতে পারেন।"

মাথা নাড়লো আয়ানে। এরপর হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে গেল তার। "আপনি তো আমার বাবা-মা'র বাসায় গিয়েছিলেন! মা ফোন দিয়ে জানিয়েছিল।"

"হ্যাঁ, তদন্তের কাজে গিয়েছিলাম। অবশ্য গিয়ে কি লাভ হয়েছিল সেটা এখন অবধি জানি না। কিন্তু সব কেসের ক্ষেত্রেই এরকম কিছু কাজ করতেই হয়," কুসানাগি বলল।

আবারো হাসলো আয়ানে। "আমি আসলেই বাড়ি গিয়েছিলাম কি না সেটা তো আপনাদের নিশ্চিত হতেই হতো।"

"আপনি ব্যাপারগুলো সহজভাবে নিচ্ছেন দেখে ভালো লাগছে। আমি চাইনা আপনি ভাবুন যে আপনাকে সন্দেহ করা হচ্ছে।"

"মা আপনার প্রশংসা করেছে। আমিও তাদের বলেছি, যোগ্য লোকই তদন্ত করছে।"

রক্তিম হয়ে উঠল কুসানাগির চেহারা। লজ্জায় মাথা নিচু করে গাল চুলকালো সে।

"আমার বান্ধবির সাথেও আপনার দেখা হয়েছিল বোধহয়, মিস সাকিকো মোতুকা?" আয়ানে জিজ্ঞেস করল।

"আসলে, উতসুমি গিয়েছিল তার সাথে দেখা করতে। মিস মোতুকা তাকে বলেছেন যে দুর্ঘটনাটার আগে থেকেই আপনাকে নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন তিনি। খুব বেশি ক্লান্ত আর বিপর্যস্ত মনে হচ্ছিল আপনাকে।"

একটা মলিন হাসি ফুটলো আয়ানের চেহারায়। "পুরনো বন্ধুরা এমনই হয়। যতই লুকোনোর চেষ্টা করুন না কেন, লাভ হবে না," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সে।

"কিন্তু আপনি তো তার সাথে আপনার আসন্ন ডিভোর্সের ব্যাপারে কিছু বলেননি?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল আয়ানে। "আসলে বলার ইচ্ছেও ছিল না।

BanglaBook.org

বলতে পারেন ক্ষণিকের জন্যে ভুলে থাকতে চেয়েছিলাম সবকিছু। তাছাড়া ব্যাপারটা এমন ছিল যে...কারো সাথে কথা বলতেও বাঁধতো। বিয়ের আগে আমরা একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম যে যদি বাচ্চা না হয়, তাহলে আলাদা হয়ে যাব। অবশ্য আমার বাবা-মা এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না।"

"মি. ইকাইয়ের কাছ থেকে শুনেছি আপনার স্বামী বিয়েই করেছিলেন বাচ্চা নেয়ার জন্যে, অন্য সকল উদ্দেশ্যে গৌণ এই উদ্দেশ্যের কাছে। সত্যি বলতে কি, কেউ যে এভাবে ভাবতে পারে তা জেনেও অবাক হয়েছিলাম।"

"আমারো বাচ্চা নেয়ার ইচ্ছে ছিল," আয়ানে ব্যাখ্যা করল। "ভেবেছিলাম বিয়ের প্রথম বছরের মধ্যেই সবকিছু হয়ে যাবে। তাই তখন শর্তটা নিয়ে মাথাও ঘামাইনি। কিন্তু যখন এক বছরের মধ্যেও কিছু হলো না...ঈশ্বর মাঝে মাঝে খুব নিষ্ঠুর আচরণ করেন," এক মুহূর্তের জন্যে মাথা নিচু করে ফেলল আয়ানে। এরপর ডিটেক্টিভের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার কি বাচ্চাকাচ্চা আছে, ডিটেক্টিভ কুসানাগি?"

"নাহ," মৃদু হেসে বলল কুসানাগি। "আমি এখনও সিঙ্গেল।"

"ওহ," বলল আয়ানে, "সরি।"

"আরে সরি বলছেন কেন? লোকে প্রায়ই বলে যে দেরি করে ফেলছি, কিন্তু যখন মনের মত কাউকে খুঁজেই পেলাম না...থাক সেসব কথা। ইউকাওয়াও বিয়ে-শাদি করেনি।"

"হ্যাঁ, তাকে দেখেই সিঙ্গেল মনে হচ্ছিল। তার পক্ষে সংসার করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না।"

"ও আপনার স্বামীর পুরোপুরি উল্টো, বাচ্চাদের সহ্য করতে পারে না। ওদের 'যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার অক্ষমতা' না কি পাগল করে তোলে ওকে। এরকম কথাও বলে মানুষ, বিশ্বাস হয়?"

"আসলেও একটু অন্যরকম তিনি।"

"তাকে বলবো যে আপনি এ কথা বলেছেন। আচ্ছা, আপনার স্বামীর ব্যাপারে কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"জি?"

"তার কি চিত্রশিল্পী কোন বন্ধু বা বান্ধবী ছিল?"

"চিত্রশিল্পী, মানে আর্টিস্ট?"

"হ্যাঁ, এমন কোন আর্টিস্টের কথা কি বলেছিলেন যাকে আগে চিনতেন তিনি?"

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ ভাববার পর কৌতূহলী চোখে কুসানাগির দিকে তাকালো আয়ানে। "এই আর্টিস্ট, মানে যার কথা জিজ্ঞেস করছেন, সে কি ঘটনার সাথে কোনভাবে জড়িত?"

"সেটা আমি নিজেও জানি না। আপনাকে তো বলেছি, আপনার স্বামীর আগের সম্পর্কগুলোর ব্যাপারে খোঁজ খবর নিচ্ছি। সেই সূত্রেই জানতে পেরেছি, খুব সম্ভবত একজন আর্টিস্টের সাথে একসময় সম্পর্ক ছিল তার।"

"ওহ্ আচ্ছা। সরি, কিন্তু আমি কোন আর্টিস্টের ব্যাপারে কখনো কিছু শুনিনি ওর কাছ থেকে। এটা বলতেন পারবেন যে এই সম্পর্কটা কবেকার?"

"আন্দাজ করতে পারি। বছর তিনেক।"

"সরি," কিছুক্ষণ পর আবারো বলল আয়ানে। "সাহায্য করতে পারছি না আপনাকে।"

"ঠিক আছে, সমস্যা নেই," বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো কুসানাগি। "আপনার এতগুলো সময় নষ্ট করার জন্যে দুঃখিত। এবার যাওয়া উচিত আমার।"

"আমি নিজেও হোটেলে ফিরবো এখন।" ব্যাগ হাতে আয়ানেও উঠে দাঁড়ালো।

একইসাথে বাসা থেকে বের হলো দু'জন। দরজায় নিজহাতে তালা দিল আয়ানে।

"ব্যাগটা আমাকে দিন নাহয়। ট্যাক্সিস্ট্যান্ড পর্যন্ত আপনাকে এগিয়ে দেই," বলে হাত বাড়িয়ে দিল কুসানাগি।

ধন্যবাদ জানিয়ে ব্যাগটা ওর হাতে তুলে দিল আয়ানে। এরপর পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা নির্জন বাড়িটার ফিরে বলল, "আর কখনো এখানে ফিরতে পারবো কি না, কে জানে!"

বলার মত উপযুক্ত কিছু খুঁজে না পেয়ে চুপ থাকারই সিদ্ধান্ত নিল কুসানাগি।

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

দরজায় ঝোলানো চার্টের মতে ইউকাওয়া ল্যাবরেটরিতে একাই আছে এ মুহূর্তে। উতসুমি এটাই আশা করছিল মনে মনে। দরজায় কড়া নাড়লো সে।

"আসুন," ছোট করে জবাব এলো ভেতর থেকে। দরজা খুলতেই দেখা গেল যে কফি বানাতে ব্যস্ত ইউকাওয়া। একটা ড্রিপার এবং ফিল্টার ব্যবহার করছে সে।

"ভালো সময়ে এসেছেন," বলে দু'টা কাপে কফি ঢাললো ইউকাওয়া।

"আপনি দেখি কফিমেকার ব্যবহার করছেন না!"

"ভাবলাম আলসেমি ছেড়ে নিজে একটু কষ্ট করে দেখি একবার। মিনারেল ওয়াটার ব্যবহার করেছি," একটা কাপ উতসুমির দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল ইউকাওয়া।

"ধন্যবাদ," বলে কাপটা হাতে নিয়ে একবার চুমুক দিল উতসুমি। গতবারের মতন একই জাতের কফি বিনই ব্যবহার করেছে পদার্থবিদ।

"কেমন হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল সে।

"দারুণ।"

"গতানুগতিকের চেয়ে বেশি দারুণ?"

জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ইতস্তত বোধ করল উতসুমি। "সত্যি বলবো?"

একটা হতাশ অভিব্যক্তি গ্রাস করল ইউকাওয়াকে। "দরকার নেই। আপনার প্রতিক্রিয়াও যে আমার মতনই সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছি," কফি কাপের দিকে তাকিয়ে বলল সে। "কিছুক্ষণ আগে আমি ট্যাপের পানি দিয়ে কফি বানিয়েছিলাম। একই রকম হয়েছিল স্বাদ।"

"আমার মনে হয় না কেউ পার্থক্য করতে পারবে।"

"কিন্তু রন্ধনশিল্পে একটা কথা প্রচলিত আছে যে পানির কারণে স্বাদের পরিবর্তন হয়," বলে ডেস্ক থেকে একটা কাগজ তুলে নিল ইউকাওয়া। "পানির ক্ষারত্ব পরিমাপ করা হয় ক্যালসিয়াম আয়ন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন আর ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অনুপাত থেকে। যদি অনুপাত কম হয়, তাহলে ক্ষারত্ব কম। আর যদি বেশি হয় তাহলে ক্ষারত্বও বেশি।"

BanglaBook.org

"জানি আমি।"

"যে পানির ক্ষারত্ব যত কম, সেটা রান্নার জন্য তত উপযোগী। এখানে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ একটা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেমন আপনি যদি ক্যালসিয়াম বেশি আছে এমন পানি দিয়ে ভাত রান্না করতে যান, তাহলে চালের সাথে ক্যালসিয়াম মিশে যাবার ফলে ভাত শুকনো শুকনো হবে।"

"সুশি রান্নার জন্যেও তো তাহলে এই পানি সুবিধার হবে না।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আপনি যদি বিফ স্টক বানাতে চান তাহলে আবার ক্ষারীয় পানি ব্যবহার করাটা সুবিধাজনক। মাংস এবং হাড্ডির মধ্যে থাকা তরলের সাথে ক্যালসিয়াম মিশে সেগুলো ভেসে উঠবে। তখন আপনি একটা চামচ দিয়ে ওগুলো উঠিয়ে নিতে পারবেন। পরের বার 'কনসোম' রান্নার সময় এই বুদ্ধিটা মাথায় রেখেন।"

"আপনি রান্না করেন না কি?"

"মাঝে মাঝে," কাগজটা নামিয়ে রেখে বলল ইউকাওয়া।

প্রফেসরকে একটা রান্নাঘরে চুলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় কল্পনা করার চেষ্টা করল উতসুমি। গোটা ব্যাপারটাকেই একটা এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে নেবে সে নিশ্চয়ই।

"কিছু জানতে পেরেছেন?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করল।

"ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট পেয়েছি," বলল উতসুমি। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা ফাইল বের করে রাখলো।

"পড়ে শোনান তাহলে," কফিতে চুমুক দিয়ে বলল ইউকাওয়া।

"ফিল্টার কিংবা কানেক্টিং পাইপ, কোথাওই আর্সেনাস এসিড পাওয়া যায়নি। যদি বিষ মেশানোর পর ২০ থেকে ৪০ লিটার পানি ফিল্টার করা হয় তাহলে বিষের কোন অস্তিত্ব এমনিতেও পাওয়া যাওয়ার কথা না," বলে একটু থামলো উতসুমি। "দীর্ঘদিনের ব্যবহারের ফলে ফিল্টার এবং পাইপ দু'জায়গাতেই বেশ ভালো পরিমাণ চিটচিটে ময়লা জমা হয়েছে। সুতরাং এ থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে অন্তত গত কয়েকমাসে এগুলো কেউ ধরেনি। কারণ ফিল্টার বা পাইপটা যদি খোলা হতো তাহলে স্পষ্ট বোঝা যেতো। মি. মাশিবা যেদিন মারা যান, সেদিনও ফরেনসিকের লোকেরা সিঙ্কের নিচে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল। ওখানে যে ডিটারজেন্টের কৌটোগুলো আছে সেগুলোও অনেকদিন নাড়াচাড়া করা হয়নি।"

BanglaBoi.org

"অর্থাৎ শুধু ফিল্টারই নয়, সিঙ্কের নিচেও কেউ হাত দেয়নি?"

"সেটাই ধারণা করছে ফরেনসিকের সবাই।"

"আমিও তাদের সাথে একমত। গতবার যখন সিঙ্কের নিচে উঁকি দিয়েছিলাম তখন আমারো এটাই মনে হয়েছিল। তবে আরেকটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখা উচিত ছিল তাদের।"

"আমি জানি আপনি কি বলবেন। বিষ তো ফিল্টারের অন্য দিক থেকেও মেশানো হতে পারে। ট্যাপটা দিয়ে, তাই না?"

"হ্যাঁ। তারা কিছু বলেছে এ ব্যাপারে?"

"কাগজে কলমে এটা সম্ভব," উতসুমি বলল। "কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব।"

কফিতে চুমুক দিয়েই ভ্রু কুঁচকে ফেলল ইউকাওয়া। *এমন না যে কফিটা তেতো বা ওরকম কিছু, অন্য কোন কারণ আছে*–উতসুমি ভাবলো।

"আপনার বলা পদ্ধতিটা কাজে লাগানোর চেষ্টা করে দেখেছে ওরা। ট্যাপের মুখ দিয়ে একটা ফাপা টিউব ঢোকানোর চেষ্টা করেছিল ফিল্টার অবধি। এরপর টিউবে বিষ মিশিয়েছে, কিন্তু কাজ হয়নি। এর কারণ হচ্ছে, ট্যাপটা যেখানে ফিল্টারের সাথে মিলিত হয়, ওখানটা প্রায় সমকোণ। টিউবটা তাই ফিল্টার পর্যন্ত যেতেই পারেনি। যদি কেউ বিশেষ কোন যন্ত্র ব্যবহার করে–"

"থাক, আর বলতে হবে না," মাথা চুলকে বলল ইউকাওয়া। আমাদের খুনি এত ঝক্কি নিয়েছে বলে মনে হয় না। ফিল্টারের থিওরিটা বাদ দিতে হচ্ছে তাহলে। এটা নিয়ে বেশি আশা করে ফেলেছিলাম। আমাদের এখন একটু ভিন্নভাবে ভাবার চেষ্টা করতে হবে। কোন না কোন উপায় তো আছেই।"

বাকি কফিটুকু কাপে ঢেলে নিল ইউকাওয়া। কিছুটা কাপের বাইরে ছিটকে পড়ায় মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক শব্দ করল।

তাহলে তিনিও বিরক্ত হন, ভাবলো উতসুমি। *আপাত দৃষ্টিতে খুবই সাধারণ একটা প্রশ্ন। কোথায় বিষ মিশিয়েছিল খুনি? কিন্তু সেটার উত্তর খুঁজে পাচ্ছেন না। আমরা কেউই পাচ্ছি না।*

"আমাদের সিনিয়র ডিটেক্টিভ সাহেব কী নিয়ে ব্যস্ত?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করল।

"মি. মাশিবার অফিসে গিয়েছেন কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে।"

BanglaBook.org

“হুম।”

“আপনাকে কিছু বলেছেন তিনি?”

মাথা ঝাঁকালো ইউকাওয়া। নিঃশব্দে চুমুক দিল কাপে। “সেদিন মিসেস মাশিবার সাথে দেখা হয়েছিল আমাদের, ওনার বাসায়।”

“শুনেছি আমি।”

“কথাও হয়েছে। খুব সুন্দরি মহিলা।”

“তার রূপ কি আপনাকেও প্রভাবিত করেছিল, প্রফেসর?”

“না, আমি শুধু যা দেখেছি সেটার বর্ণনা দিচ্ছিলাম। তবে, কুসানাগিকে নিয়ে একটু চিন্তা হচ্ছে।”

“তাই? কিছু হয়েছে না কি?”

“না, আসলে কিছু হয়েছে কি না এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে আমি কি বলতে চাচ্ছি সেটা বোঝানো যাবে না। তারচেয়ে বরং একটা গল্প বলি শুনুন–তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন।

“আমরা যখন ভার্সিটির ছাত্র ছিলাম, কুসানাগি রাস্তা থেকে দু'টা বিড়ালের বাচ্চা কুড়িয়ে এনেছিল। একদম সদ্য জন্মানো। তাদের দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে যে পৃথিবীতে খুব বেশি সময় কাটানোর জন্যে আসেনি তারা। তবুও তাদের নিজের ঘরে নিয়ে আসে সে, ক্লাস বাদ দিয়ে পরিচর্যা করে। একটা আই ড্রপারের সাহায্যে ছানা দু'টোকে দুধ খাওয়াতো ও। আমাদেরই এক বন্ধু একবার জিজ্ঞেস করেছিল যে–‘*এসব করে লাভ কি? ওরা তো মরেই যাবে*’। জবাবে কুসানাগি কেবল একটা শব্দ বলেছিল–‘*তো?*’”

উতসুমির দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ইউকাওয়া। “বিড়ালগুলোকে যত্ন করার সময় যেভাবে তাকাতো, মিসেস মাশিবার দিকেও সেই দৃষ্টিতে তাকাতে দেখেছি সেদিন ওকে। সে কিন্তু জানে যে কিছু একটা ঠিক নেই। তবুও নিজেকেই বারবার বলছে–‘তো?’”

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

রিসিপশন এরিয়ার সোফায় বসে সামনের দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকর্মের দিকে তাকিয়ে আছে কুসানাগি। গোলাপ ফুলের নকশাটা পরিচিত ঠেকছে তার কাছে। কোন ওয়াইনের বোতলের গায়ে হয়তো দেখেছিল একসময়।

"এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছেন?" জিজ্ঞেস করল কিশিতানি। "ছবিটার সাথে আমাদের কেসের কোন সম্পর্ক নেই। নিচে দেখুন স্বাক্ষর করা আছে, বিদেশী কেউ এঁকেছে ওটা।"

"আমাকে কি তোমার গর্দভ মনে হয়?" দেয়ালের দিক থেকে চোখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি। সত্যি কথা বলতে কিশিতানির বলার আগ পর্যন্ত স্বাক্ষরটা আসলেও চোখে পড়েনি তার।

আবারো চিত্রকর্মটার দিকে তাকালো জুনিয়র ডিটেক্টিভ। "তাছাড়া প্রাক্তন প্রেমিকার ছবি দেয়ালে ঝুলিয়ে কেন রাখবে কেউ? আমি হলে তো ফেলে দিতাম।"

"তুমি হলে ফেলে দিতে। ইয়োশিতাকা মাশিবা হয়তো না-ও ফেলতে পারতেন।"

"আপনার তাই মনে হচ্ছে? আমরা কিন্তু বাসায় ছোটখাটো কিছু লুকিয়ে রাখার কথা বলছিনা। একটা বড় কোম্পানির রিসিপশন রুমে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ছবিটা। আমি হলে পারতাম না প্রতিবার অফিসে ঢোকার সময় প্রাক্তনের কিছু দেখতে।"

"হয়তো তিনি ঝোলাননি ছবিটা।"

"অফিসে একটা ছবি নিয়ে এসে না ঝোলানোর মানে কি? ধরুণ কোন কর্মী ছবিটা খুঁজে পেলো, তখন কি বলতো সে?"

"জানি না। কিছু একটা বানিয়ে বলে দিত হয়তো। কেউ উপহার দিয়েছে।"

"সেটা আরো গোলমেলে। কেউ যদি ছবি উপহার দেয়, তাহলে সেটা ঝুলিয়ে রাখাটাই স্বাভাবিক।"

"চুপ করবে, কিশিতানি? আমার মনে হয় না ইয়োশিতাকা মাশিবা এসব ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মত লোক ছিল।"

BanglaBook.org

এসময় রিসিপশন ডেস্কের পাশের দরজা থেকে সাদা স্যুট পরিহিত এক মহিলা বেরিয়ে এলো। পাতলা রিমের চশমা তার চোখে। "অপেক্ষা করার জন্যে ধন্যবাদ," বলল সে। "ডিটেক্টিভ কুসানাগি...?"

"আমি কুসানাগি," উঠে দাঁড়িয়ে বলল সিনিয়র ডিটেক্টিভ। "আমাদের সাথে দেখা করার জন্যে ধন্যবাদ।"

"এটা আমার কর্তব্য," বলে নিজের কার্ড বাড়িয়ে দিল সে। সেখানে তার নাম লেখা *এইকো ইয়ামোমোতো*–পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান। "মি. মাশিবার রেখে যাওয়া জিনিসপত্র দেখতে চাচ্ছিলেন বোধহয়?"

"হুম, যদি সম্ভব হয়।"

"অবশ্যই সম্ভব। আসুন আমার সাথে।"

'মিটিং রুম' লেখা একটা বিশাল ঘরে ওদের নিয়ে এলো মহিলা।

"আপনারা ওনার জিনিসগুলো সিইও'র অফিসে রাখেননি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"নতুন সিইও কাজে যোগ দিয়েছেন। তিনি একটু বাইরে আছেন এখন, না-হলে নিজেই দেখা করতেন আপনাদের সাথে।"

"সমস্যা নেই। আপনারা নতুন সিইও খুঁজে নিয়েছেন শুনে ভালো লাগলো।"

"জি। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের পরপরই নতুন অফিস রুমটা ঠিক করে ফেলি আমরা। মি. মাশিবার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র সব এখানে সরিয়ে আনা হয়। ভাবছিলাম তার বাসায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবো। কিছু ফেলা হয়নি কিন্তু। আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইজর মি. ইকাইয়ের বুদ্ধি ছিল এটা।"

না হেসেই কথাগুলো বলল মিস ইয়ামোমোতো। তার কণ্ঠ শুনে মনে হচ্ছে প্রতিটা কথা বলার আগে একবার মনে মনে অনুশীলন করে নিচ্ছে। তাছাড়া এই কথাগুলোর অন্তর্নিহিত বার্তাটাও পরিস্কার–*সিইও'র মৃত্যুর সাথে কোম্পানির কোন যোগসাজশ নেই। তাহলে কেন কিছু নষ্ট করা হবে?*

"আমরা কি এগুলো দেখতে পারি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"নিশ্চয়ই, সময় নিয়ে দেখুন। চাইলে আপনাদের জন্যে ড্রিঙ্কসের ব্যবস্থা করতে পারি। কি খাবেন বলুন।"

"ধন্যবাদ, কিছু লাগবে না আমাদের।"

"বেশ," বলে শেষবারের মত ওদের দিকে শীতল দৃষ্টি হেনে রুমটা থেকে বেরিয়ে গেল মিস ইয়ামোমোতো।

BanglaBook.org

"আমাদের আসাটা খুব একটা পছন্দ হয়নি, বোঝাই যাচ্ছে," কিশিতানি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল।

"কোন কোম্পানিই তাদের অফিসে আমাদের আসাটা পছন্দ করবে না। এখানে যে ঢুকতে দিয়েছে সেটাই অনেক।"

"কোম্পানির ভাবমূর্তির জন্যে হলেও তো তাদের উচিত আমাদের সাহায্য করা, যাতে কেসটা দ্রুত সমাধান করা যায়। কিংবা সামান্য হাসলেও হতো। একদম রোবটের মতন ব্যবহার।"

"কেসটা মিডিয়ায় আলোচিত না হলেই এদের জন্যে ভালো। সমাধান হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। এখানে আমাদের উপস্থিতিও তাদের জন্যে সমস্যা। চিন্তা করো, নতুন সিইও এসে দেখল পুলিশের লোক ঘোরাফেরা করছে অফিসে। তুমি তার জায়গায় হলে হাসতে? যাইহোক, কাজ শুরু করি চলো," বলে হাতে ল্যাটেক্স গ্লাভস পরে নিল কুসানাগি।

আজকের কাজটা নিয়ে আসলে বেশ আশাবাদী কুসানাগি। ইয়োশিতাকার প্রাক্তনদের কেউ একজন আর্টিস্ট ছিল–এ'টুকু প্রমাণিত হবার মত কোন আলামত পেলেই চলবে তার। তবে কি ধরণের আর্টিস্ট সেটা না জানাতে একটু অসুবিধা হবে বৈকি।

"স্কেচবুক হাতে করে ঘুরে বেড়াতো দেখেই যে সে একজন চিত্রশিল্পী হয়ে যাবে, এমনটা নয় কিন্তু," কিশিতানি মন্তব্য করল এ সময়। "একজন ফ্যাশন ডিজাইনার বা মাঙ্গা আঁকিয়েও হতে পারে।"

"তা ঠিক," স্বীকার করল কুসানাগি। "জিনিসপত্রগুলো দেখার সময় সব সম্ভাবনাই মাথায় রেখো। সে একজন আর্কিটেক্টও হতে পারে।"

"ঠিক আছে," বিড়বিড় করে বলল কিশিতানি।

"তোমাকে দেখে খুব একটা আগ্রহী মনে হচ্ছে না।"

নিরাশ দৃষ্টিতে কুসানাগির দিকে তাকালো কিশিতানি। "আগ্রহের ব্যাপার না। আসলে...আমি না ঠিক বুঝতে পারছি না। খুনের দিন থেকে আজ অবধি আমরা এমন কোন আলামত পাইনি যেটা নির্দেশ করবে যে হিরোমি ওয়াকাইয়ামা বাদে অন্য কেউ মাশিবাদের বাসায় পা রেখেছিল।"

"সেটা জানি আমি। কিন্তু আমরা কি আসলেই নিশ্চিত হয়ে এটা বলতে পারবো যে অন্য কেউ সেখানে ছিল না?"

"সেটা..."

"যদি কেউ না এসেই থাকে, তাহলে কেতলিতে বিষ মিশলো কিভাবে? সেটা বলো আমাকে।"

BanglaBook.org

চুপ করে কুসানাগির দিকে তাকিয়ে থাকলো কিশিতানি।

“উত্তরটা জানা নেই তোমার, তাই না?” কুসানাগি বুলো। “জানার কথাও না। আমাদের বিখ্যাত ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও নিজেও এবার কোন কূল কি নারা খুঁজে পাচ্ছে না। এর কারণ উত্তরটা একদম সহজ। কোন কূট কৌশল অবলম্বন করা হয়নি। খুনি বাড়িতে প্রবেশ করে কেতলিতে বিষ মিশিয়ে চলে গেছে–ব্যস এটুকুই। আর আমি বোধহয় তোমাদের আগেও বলেছি যে কেন আমরা কারো প্রবেশের আলামত খুঁজে পাচ্ছি না।”

“কারণ মি. মাশিবা চাননি অন্য কেউ ব্যাপারটা সম্পর্কে জানুক।”

“তাহলে আমার কথায় আসলেও মাঝে মাঝে মনোযোগ দাও তুমি! যখন একজন পুরুষ কারো আগমনের ব্যাপারে তথ্য গোপন করতে চায়, তখন ধরেই নেয়া যায় যে সেই আগন্তুক একজন নারী। আমি কি ভুল কিছু বলছি?”

“না,” মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশিতানি।

“এবার তাহলে কাজ শুরু করা যাক, না কি? অঢেল সময় নেই আমাদের হাতে।”

মাথা নেড়ে নীরবে কার্ডবোর্ডের বাক্সগুলোর দিকে ঘুরে দাঁড়ালো কিশিতানি।

কিশিতানি মনে মনে কিছুটা বিরক্ত হলেও তা প্রকাশ করল না। *এতটাও বিরক্ত হবার মত কিছু হয়নি*, মনে মনে নিজেক গাল দিল একবার। একসাথে কাজ করা সঙ্গী ডিটেক্টিভের ভিন্ন মত থাকতেই পারে। ওসব গায়ে লাগানো উচিত না একদমই। তবুও কেন যেন এই কেসটার ক্ষেত্রে একটুতেই অন্যদের ওপর বিরক্ত হচ্ছে সে।

আসল সমস্যাটা হচ্ছে সে নিজেও মনে মনে হতাশ হয়ে পড়ছে। এখন ওরা যা করছে সেটায় কি আসলেও কোন লাভ হচ্ছে? ইয়োশিতাকা মাশিবার পুরনো সম্পর্কগুলোর ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করে জরুরি কিছু জানা যাবে কি?

অনিশ্চয়তা যে কোন তদন্তের নিত্য সঙ্গী। কানাগলিতে আটকা পড়ার ভয় যদি কোন ডিটেক্টিভের থেকে থাকে, তাহলে তার উচিত কাজের ক্ষেত্র বদলানো।

এতকিছু সত্ত্বেও কুসানাগি জানে যে এই অস্বস্তি ভাবের মূল কারণটা কি। মনে মনে তার একটা ভয় কাজ করছে যে যদি সে উপযুক্ত প্রমাণ খুঁজে

BanglaBook.org

বের করতে না পারে, তাহলে আয়ানে মাশিবাকেই একমাত্র সন্দেহভাজন মনে করা শুরু করবে সবাই। উতসুমি বা কিশিতানি কি ভাবলো তাতে কিছু আসে যায় না কুসানাগির। বরং সে নিজেই যদি আয়ানেকে সন্দেহ করা শুরু করে, তখন কি হবে?

গেল কয়েকদিনে যতবারই দেখা হয়েছে আয়ানের সাথে, মনে হয়েছে যেন কেউ একজন ছুরি ধরে আছে ওর গলার কাছে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে যায় আপনা আপনি। ফর্সা মুখটা রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। কিন্তু এরকম অনুভূতির কারণ সম্পর্কে ভাবতে গেলে এমন কিছু ভাবনা মাথায় ভর করে যেটায় অস্বস্তির পরিমাণ আরো বেড়ে যায়।

কাজের খাতিরে এরকম অনেকের সাথে পরিচয় হয়েছে কুসানাগির, যারা আসলেও ভালো মানুষ, কিন্তু পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে কাউকে খুন করতে বাধ্য হয়েছে। এদের ব্যাপারে বরাবরই অব্যাখ্যাত এক ধরণের অনুভূতি কাজ করে ওর। যেন তাদের ঘিরে রাখা অদৃশ্য একটা বলয় ধরা পড়ে ওর মনের রাডারে। এসকল অপরাধীদের পাপবোধ এতটাই তীব্র যে সচরাচর সাধারণ মানুষের চোখে যা ধরা পড়ে না, তাদের চোখে খুব সহজেই সেগুলো ধরা পড়ে যায়। উন্মাদনা আর স্বাভাবিকতার মাঝামাঝি ধূসর একটা স্থানে তাদের আবাস ।

আয়ানের কাছকাছি থাকার সময় কুসানাগির ঠিক এরকমটাই মনে হয়। চাইলে ব্যাপারটা অস্বীকার করতে পারে সে। কিন্তু ডিটেক্টিভ মাত্রই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ থাকে সবসময়। সেটাকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। *তাহলে আমি ইচ্ছেকৃতভাবে কানাগলিতে ঘুরে মরছি সন্দেহগুলোকে গলা টিপে হত্যা করার জন্যে।* এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণেই একটুতেই বিরক্ত হচ্ছে সে।

প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেল। এখন অবধি ওরা এরকম কিছু খুঁজে পায়নি যেটা কোন আর্টিস্টের হতে পারে। বাক্সগুলোর ভেতরে থাকা বেশিরভাগ জিনিসই উপহার হিসেবে পাওয়া।

"এটা কি বলতে পারেন?" কিশিতামি একটা স্টাফড টয় উঁচু করে বলল। প্রথম দেখায় ওটাকে বিটগাছের মূল মনে হবে, মাথায় পাতাও লাগানো আছে।

"বিটরুট।"

"হ্যাঁ, সেই সাথে একটা এলিয়েন।"

"কিভাবে?"

BanglaBook.org

“দেখুন,” বলে বিটরুটটাকে উল্টো করে টেবিলে রাখলো কিশিতানি। এবারে সেদিকের সাদা অংশে চেহারার মতন অবয়ব চোখে পড়লো কুসানাগির। কার্টুনে দেখানো জেলিফিশ আকৃতির এলিয়েনদের মতন মনে হচ্ছে। “বাহ,” ভাবলেশহীনভাবে বলল সে।

“এখানে একটা ইনস্ট্রাকশন কার্ডও আছে,” জুনিয়র ডিটেক্টিভের উৎসাহে ভাটা পড়লো না। “এ হচ্ছে বিটেলিক্স গ্রহের বাসিন্দা বিট্রন। কপিরাইট সিলটা দেখুন, মাশিবাদের কোম্পানিই বানিয়েছে।”

“ঠিক আছে, বুঝলাম। কিন্তু এটা আমাকে দেখাচ্ছো কেন?”

“এটা বানানোর আগে তো নিশ্চয়ই নকশা করতে হয়েছে, তাই না? আর যে নকশা করেছে তার পক্ষে স্কেচবুক ব্যবহার করাটাই সমীচিন হবে।”

এবারে আগের চেয়ে মনোযোগ দিয়ে পুতুলটা দেখলো কুসানাগি। “হ্যাঁ, সেটা খুবই সম্ভব।”

“হাসিখুশি মিস ইয়ামামোতোকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে,” দাঁড়িয়ে বলল কিশিতানি।

ডেকে পাঠানোর কিছুক্ষণের মধ্যে ওখানে উপস্থিত হলো ইয়ামোমোতো। “হ্যাঁ, এটা আমাদের কোম্পানিরই বানানো। একটা অনলাইন অ্যানিমের মাস্কট হিসেবে বানানো হয়েছিল।”

“অনলাইন অ্যানিমে?” কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

“আমাদের ওয়েবসাইটের হোম পেইজে ঢুকলে দেখা যেত ওটা। আপনি দেখতে চান?”

“নিশ্চয়ই,” কৌতূহলী কণ্ঠে বলল কুসানাগি।

একটা অফিসরুমে ঢুঁকে কিছুক্ষণ কম্পিউটারে পুরনো ফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করে অবশেষে ‘বিট্রন গো!’ নামের অ্যানিমেটা খুঁজে বের করল মিস ইয়ামোমোতো। প্লে বাটনে চাপ দেয়ার পর দেখা গেল বিট্রন চরিত্রটা একটা স্পেসশিপ থেকে পৃথিবীতে নামছে। প্রায় পাঁচ মিনিট চলল পর্বটা।

“এটা এখন আর অনলাইনে দেখা যাবে না?” জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

“না। অল্প কিছু সময়ের জন্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। তাই কোম্পানির পক্ষ থেকে মাসকটটা বানানো হয়। একসময় বাতিল হয়ে যায় শো'টা।”

“আপনাদের কোন কর্মী এঁকেছিল চরিত্রটা?”

BanglaBook.org

"না। প্রায় তিন বছর আগে এটার ডিজাইনার তার নিজস্ব ব্লগে চরিত্রটা নিয়ে কিছু পোস্ট দিয়েছিল, সেখান থেকে আমরা বেছে নেই।"

"ঐ ডিজাইনার কি একজন পেশাদার ইলাস্ট্রেটর?"

"না, আসলে তিনি একজন সাধারণ স্কুল টিচার। এমনকি আর্ট টিচারও না।"

"ওহ!"

তাহলে কি এটাই সেই আর্টিস্ট? মনে মনে বলল কুসানাগি। তাতসুহিকো ইকাই জোর দিয়ে বলেছিল যে কাজ আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক কখনো এক করবে না মাশিবা। কিন্তু যদি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়, তখন?

"আমরা বোধহয় আরেকটা কানাগলির শেষ মাথায় এসে আটকা পড়লাম," কিশিতানি বলল হতাশ কণ্ঠে। "ইনি দেখছি একজন পুরুষ।"

"কিভাবে বুঝলে?"

"আর্টিস্ট প্রোফাইল দেখুন।"

স্ক্রিনের দিকে তাকাতেই ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল কুসানাগির।

"আমাদের আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল," কিশিতানি বলল। "কিউট কিছু দেখলেই যে সেটা মেয়েদের আঁকা হবে এটা মনে করাটা ঠিক নয়।"

"আমি নিজেও ধরে নিয়েছিলাম এটার আঁকিয়ে একজন নারী," কুসানাগি বলল,

"মাফ করবেন," এসময় পাশ থেকে বলল মিস ইয়ামোমোতো। "আর্টিস্ট পুরুষ তো কি হয়েছে?"

"না, আসলে আমরা একজন নারী আঁকিয়ের খোঁজ করছিলাম। তদন্তের কাজে তিনি সাহায্য করতে পারতেন," ব্যাখ্যা করে বলল কুসানাগি।

"তদন্ত বলতে তো মি. মাশিবার খুনের তদন্তের কথা বলছেন, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"এই ইন্টারনেট অ্যানিমের সাথে কোন সম্পর্ক আছে সেটার?"

"সবকিছু খুলে বলা সম্ভব নয়। শুধু এটুকু জেনে রাখুন, অ্যানিমেটার আঁকিয়ে যদি একজন নারী হোতো, তাহলে কেসটার সাথে তার সম্পৃক্ততা থাকার একটা সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ব্লিনের ডিজাইন যেহেতু একজন

BanglaBook.org

ভদ্রলোক করেছেন...” একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কুসানাগির বুক চিড়ে। “এখানে আমাদের কাজ আজকের মত শেষ।”

“হ্যা,” কিশিতানির কাঁধও ঝুলে পড়েছে।

ওদেরকে সামনের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল মিস ইয়ামোমোতো। “দুঃখিত আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্যে,” পেছনে ঘুরে বলল কুসানাগি। “তবে সামনে প্রয়োজন হলে আবারো আসতে হতে পারে, সেজন্যে আগে ভাগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।”

“যে কোন সময় আসতে পারেন,” ইয়ামোমোতো বলল। প্রথমে ওদের সাথে যে অভিব্যক্তি নিয়ে দেখা করেছিল সেটা বদলে গেছে অনেকটাই। এখন বরং কৌতূহল খেলা করছে তার চোখে।

দুই ডিটেক্টিভ অফিস থেকে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে যাবে এমন সময় পেছন থেকে ডাক দিল মিস ইয়ামোমোতো। “ডিটেক্টিভ?”

“হুম?” ঘুরে তাকিয়ে বলল কুসানাগি।

“দুই তলায় একটা লাউঞ্জ আছে। ওখানে গিয়ে একটু অপেক্ষা করতে পারবেন? আপনাদের সাথে কিছু কথা আছে আমার,” ওদের দিকে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বলল মহিলা।

“কেসের সাথে কোন সম্পর্ক আছে ব্যাপারটার?”

“আমি নিশ্চিত নই। আসলে বিট্রনের ব্যাপারে কথা বলতাম, মানে ওটার আঁকিয়েকে নিয়ে।”

একবার আড়চোখে কিশিতানির দিকে তাকালো কুসানাগি। “অবশ্যই, আমরা অপেক্ষা করছি।”

“যত দ্রুত সম্ভব, আসছি,” ওদের উদ্দেশ্যে বলে অফিসে ফিরে গেল মহিলা।

দোতলার লাউঞ্জটা বেশ বড়। *‘ধূমপান নিষেধ’* সাইনটার দিকে বিষদৃষ্টি হেনে কফির কাপে চুমুক দিল কুসানাগি।

“কি নিয়ে কথা বলতে চায় মহিলা?” জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

“কে জানে? আমার মনে হয় না কোন পুরুষ আঁকিয়ের সাথে এই কেসের কোন সম্পর্ক আছে। দেখা যাক কী বলে।”

কিছুক্ষণ পরেই সেখানে উপস্থিত হলো ইয়ামোমোতো। সন্তর্পণে একবার আশপাশে নজর বুলিয়ে সাদা রঙের একটা খাম বের করে রাখলো টেবিলের ওপর। “আপনাদের অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে দুঃখিত,”

BanglaBook.org

ওদের উল্টোদিকের চেয়ারে বসে বলল সে। এসময় ওয়েট্রেস তার দিকে এগিয়ে আসলে হাতের ইশারায় তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলল।

খুব বেশি সময় নষ্ট করতে চায় না, ভাবলো কুসানাগি। "কিসের ব্যাপারে কথা বলতে চেয়েছিলেন?"

আরেকবার আশপাশে তাকালো পাবলিক রিলেশন্স অফিসার। "আসলে আপনাদের যে কথাগুলো বলবো সেগুলো অফিসের বাইরে কাউকে বলা নিষিদ্ধ। এমনকি অফিসেরও অনেকে জানে না ব্যাপারটা। যদি কখনো বাইরের লোক জেনেও যায়...দয়া করে বলবেন না, আমি বলেছি কথাগুলো।"

একটু অবাকই হলো কুসানাগি। তথ্যের ধরণের ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে যে তথ্যদাতাম নাম কেউ জানবে কি না। *কি এমন গুরুত্বপূর্ণ কথা বলবে যে তার নাম কাউকে বলা যাবে না?* অবশ্য প্রশ্নটা এখন করলে হয়তো উঠে চলে যাবে ইয়ামোমোতো। তাই চুপ থাকলো কুসানাগি। যখনকারটা তখন ভাবা যাবে।

"ঠিক আছে, আমাদের মধ্যেই থাকবে ব্যাপারটা," কিছুক্ষণ পর বলল।

"আপনারা যে বিটরুট এলিয়েনটা দেখেছিলেন একটু আগে, ওটা আসলে এক নারীর ডিজাইন করা," ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বলল ইয়ামোমোতো।

"কি?" বিস্ময় গোপনের কোন চেষ্টা করল না কুসানাগি। "আসলেই?" সোজা হয়ে বসলো সে।

"হ্যাঁ, কিছু বিশেষ কারণে আমাদের ওয়েব সাইটে মিথ্যে কথা বলতে হয়েছে।"

সমঝদার ভঙ্গিতে পাশ থেকে মাথা নাড়লো কিশিতানি। "এরকমটা হয় অ্যানিম ইন্ডাস্ট্রিতে। আর্টিস্টের নাম, বয়স, সে নারী না পুরুষ–এসব ব্যাপারে প্রায়ই মিথ্যে বলা হয় অনলাইনে।"

"সে যে একজন টিচার, এই ব্যাপারটাও কি মিথ্যা?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"না–আসলে আমাদের ওয়েবসাইটে যে টিচারের নাম বলা হয়েছে তিনি আসলেও আছেন। ব্লগটা মূলত তারই লেখা। কিন্তু চরিত্রটা অন্য একজনের। ওনাদের দু'জনের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।"

কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়লো কুসানাগির। "তাহলে মিথ্যের আশ্রয় নেয়ার কারণ কি?" হাতদুটো টেবিলের ওপর রাখলো সে।

BanglaBook.org

পরবর্তী কথাটা বলার আগে বেশ কিছুক্ষণ ইতস্তত বোধ করল ইয়ামামোতো। "আসলে সবকিছু আগে থেকেই পরিকল্পনা করা ছিল।"

"বুঝলাম না।"

"আপনাদের আমি কিছুক্ষণ আগে যে গল্পটা শোনালাম যে স্কুল টিচারের ব্লগের মাধ্যমে ঝিট্রন চরিত্রটা জনপ্রিয় হয়েছিল..."

"ওরকমটা হয়নি?"

"আসলে পুরো ব্যাপারটা একদম উল্টো। আমরা প্রথমে চরিত্রটা বাছাই করি। লক্ষ্য ছিল ছোট একটা প্রাইভেট ব্লগের মাধ্যমে সেটাকে জনপ্রিয় করা হবে। সার্চ ইঞ্জিন অপ্টিমাইজেশন এবং অনলাইনে আরো কিছু কাজের মাধ্যমে এটা নিশ্চিত করা হয় যাতে ব্লগটা লোকের চোখে পড়ে। একবার যখন চরিত্রটা জনপ্রিয় হতে শুরু করে, তখন এই গল্প ছড়িয়ে দেয়া হয় যে প্রাইভেট ব্লগটা আমাদের কোম্পানির নজরে পড়েছে এবং আমরা সেটা ইন্টারনেট অ্যানিমেতে রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি টাকা খরচ করে।"

"একটু বেশি কষ্ট করা হয়ে গেল না?" বুকের ওপর হাতজোড়া ভাঁজ করে রেখে বলল কুসানাগি।

"অনলাইনে লোকজন এরকম প্রাইভেট ব্লগ থেকে জনপ্রিয় হওয়া চরিত্রকে গুরুত্ব দেয় বেশি। আমাদের সিইও'র আইডিয়া ছিল এটা।"

কিশিতানির দিকে তাকালে সে-ও মাথা নেড়ে সম্মতি প্রকাশ করল। "ঠিকই বলেছেন উনি। জনপ্রিয় নয় এরকম কোন অ্যানিমে আর্টিস্টের কোন চরিত্র হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে গেলে লোকে সেটাকে লুফে নেয়। কয়েকদিনের মধ্যে ভাইরাল হয়ে যায়।"

"তাহলে," কুসানাগি বলল, "ঝিট্রনের ডিজাইনার আপনাদের কোম্পানীর কোন কর্মী?"

"না। আমরা একটু কম পরিচিতি আছে এরকম মাঙ্গা আর্টিস্টদের খোঁজ চালিয়েছিলাম। তারা নানারকম চরিত্রের আইডিয়া দিলে আমরা একটা বেছে নেই। আর্টিস্টের সাথে চুক্তি ছিল, সে এই কথাটা কোথাও প্রকাশ করতে পারবে না। তখন তাকে দিয়ে টিচারের ব্লগের জন্যে কিছু ছবি আঁকানো হয়। প্রথমদিকের সব কাজ সেই মহিলারই করা, তবে পরে আমরা অন্য আর্টিস্টের সাথে চুক্তি করি। আপনারা নিশ্চয়ই এটাও বুঝে গেছেন যে প্রাইভেট ব্লগটার লেখকও আমাদের কাছ থেকে টাকা পেতো।"

"এ তো বিরাট ব্যাপার স্যাপার," মন্তব্য করল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"বর্তমানে একটা চরিত্রকে জনপ্রিয় করার জন্যে অনেক খাটতে হয়," ইয়ামামোতো বলল। "তবে আমাদের খাটনি খুব একটা কাজে যে লেগেছে সেটা বলা যাবে না।"

"তাহলে কোন আর্টিস্টকে বেছে নিয়েছিলেন আপনারা?"

"সে মূলত বাচ্চাদের ছবির বই আঁকিয়ে ছিল। কয়েকটা বইও প্রকাশিত হয়েছিল তার," বলে খাম থেকে একটা চিকন বই বের করে দেখালো ইয়ামোমোতো।

বইটা হাতে নিয়ে পাতাগুলো ওল্টালো কুসানাগি। *বৃষ্টির ঠিকানা*–নাম বইটার। একটা দলচ্যুত হয়ে পড়া বৃষ্টির কণার কাহিনী নিয়ে বইটা। আর্টিস্টের নাম লেখা সুমিরে উকো। *বেগুনী প্রজাপতি*–মনে মনে বলল কুসানাগি। অবশ্যই একটা ছদ্মনাম।

"আপনাদের সাথে কি এই আর্টিস্টের এখনও যোগাযোগ আছে?"

"না। সে শুধু প্রথমদিকে কয়েকটা ছবি এঁকেছিল। চরিত্রটার কপিরাইট আমাদের কোম্পানির।"

"তার সাথে কখনো দেখা করেছেন আপনি?"

"না। যেমনটা বললাম, তার পরিচয় গোপন রাখা হয়েছিল। একমাত্র আমাদের সিইও এবং হাতে গোণা কয়েকজনের সাথে দেখা করেছিল। সিইও সাহেবই তার সাথে সব ধরণের চুক্তি করেছেন, নিজে গিয়ে।"

"মি. মাশিবা?"

"হ্যাঁ। তিনি ছিলেন বিট্রনের সবচেয়ে বড় ফ্যান," ইয়ামোমোতো বলল।

আবারো বইয়ের দিকে নজর ফেরালো কুসানাগি। লেখক পরিচিতি অংশে বলতে গেছে কিছুই লেখা নেই। শুধু ছদ্মনাম আর হাবিজাবি তথ্য।

তবে এটা মোটামুটি পরিষ্কার যে এই মহিলাকেই খুঁজছিল সে। "আমি কি বইটা নিতে পারি?"

"নিশ্চয়ই," বলে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো ইয়ামামোতো। "আমার যাওয়া উচিত এখন। আশা করি তথ্যগুলো আপনাদের কাজে আসবে।"

"অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে," মাথা নিচু করে বলল কুসানাগি।

মহিলা চলে যাবার পর কিশিতানির দিকে বইটা বাড়িয়ে ধরলো সিনিয়র ডিটেক্টিভ। "প্রকাশনীর অফিসে একটা ফোন দাও।"

"আপনার কি মনে হচ্ছে? ইনিই সে?"

BanglaBook.org

“ভালো সম্ভাবনা আছে। আমরা অন্তত এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তার এবং ইয়োশিতাকা মাশিবার মধ্যে যোগাযোগ ছিল।”

“আপনাকে বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে।”

“মিস ইয়ামামোতোর চেহারা খেয়াল করেছিলে কথা বলার সময়? তিনি আগেই সন্দেহ করেছিলেন যে দু'জনের মধ্যে কিছু একটা আছে।”

“তাহলে আজকের আগে কিছু বলল না কেন? কোম্পানির লোকদের সাথে তো আমাদের অফিসাররা আগে কথা বলেছে।”

“হয়তো অনিশ্চয়তায় ভুগছিল। আমরা তো তখন এটা বলিনি যে আপনাদের আগের সিইওর প্রাক্তন প্রেমিকাদের সম্পর্কে যা জানুন বলুন। কিন্তু এবারে যখন একজন আর্টিস্টের কথা জিজ্ঞেস করলাম, তখন দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে সমস্যা হয়নি তার।”

“হুম। তাকে রোবট বলাটা ঠিক হয়নি আমার।”

“প্রকাশনীর অফিসে ফোন দিয়ে সেটার প্রায়শ্চিত্ত করতে পারো এখন।”

মোবাইল ফোন বের করে হাতে বইটা নিয়ে লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল কিশিতানি। বিল্ডিংয়ের লবিতে দাঁড়িয়ে তাকে ফোনে কথা বলতে দেখলো কুসানাগি। সামনে রাখা ঠাণ্ডা কফির কাপটায় চুমুক দিল একবার।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো কিশিতানি, মুখ একদম গম্ভীর।

“যোগাযোগ করতে পারোনি?”

“পেরেছি।”

“কিন্তু তারা মিস উকো নামে কাউকে চিনতো না?”

“চিনতো।”

“তাহল চেহারা অমন লটকিয়ে রেখেছো কেন?”

“মহিলার আসল নাম জুঞ্জি সুকুই। এই বইটা প্রকাশিত হয়েছিল চার বছর আগে। এখন আউট অফ প্রিন্ট,” বলল কিশিতানি।

“ফোন নম্বর পেয়েছো?”

“না, কোন ফোন নম্বর নেই,” বইটা থেকে মাথা উঠিয়ে বলল কিশিতানি। “মারা গেছেন তিনি।”

“কি? কবে?”

“দুই বছর আগে। নিজের বাসাতেই আত্মহত্যা করেছেন।”

BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

মেগুরো পুলিশ স্টেশনে বসে একটা রিপোর্ট লিখছিল উতসুমি, এমন সময় ভেতরে প্রবেশ করল কিশিতানি আর কুসানাগি। দু'জনের চেহারাই বরাবরের মতন গম্ভীর।

"চিফ বাসায় চলে গেছে না কি?" ওকে দেখে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"না, ইনভেস্টিগেশন রুমে আছেন।"

আর কিছু না বলে কিশিতানিকে রেখে কেটে পড়লো কুসানাগি।

"মেজাজ ভালো নেই মনে হচ্ছে," উতসুমি মন্তব্য করল।

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো কিশিতানি। "ইয়োশিতাকা মাশিবার এক প্রাক্তন প্রেমিকার খোঁজ পাওয়া গেছে অবশেষে।"

"তাই না কি? এটা কি কেসের জন্যে ভালো হলো না খারাপ?"

"খুব বেশিদূর এগোতে পারিনি," হতাশ কণ্ঠে বলল কিশিতানি। একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে মি. মাশিবা অফিসে যাওয়ার পর থেকে কি কি হয়েছে সব জানালো উতসুমিকে। "প্রকাশনীর অফিসে গিয়েছিলাম," বলল সে। "সেখান থেকে মহিলার একটা ছবি নিয়ে ঐ চায়ের দোকানের ওয়েট্রেসকেও দেখিয়েছি। তাকে ইয়োশিতাকার প্রাক্তন প্রেমিকা হিসেবে সনাক্ত করতে পেরেছে মেয়েটা। কিন্তু মহিলা মারা যাওয়ায় কুসানাগির প্রাক্তন প্রেমিকা সম্বন্ধীয় ধারণাটা মুখ থুবড়ে পেরেছে।"

"এই জন্যেই মেজাজ খারাপ।"

"আমি নিজেও একটু হতাশ আসলে," কিশিতানি বলল। "সারাদিন ছোটাছুটি করে শেষ পর্যন্ত এই ফলাফল। ক্লান্তির কথা বাদই দিলাম," শব্দ করে হাই তুললো সে।

একটু পরেই বেজে উঠল উতসুমির ফোন। ইউকাওয়া কল দিয়েছে।

"হ্যালো," কানে রিসিভার চাপিয়ে বলল জুনিয়র ডিটেক্টিভ। "আপনার সাথে তো আজ সকালেই কথা হলো।"

"আপনি এখন কোথায়?" জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া।

"মেগুরো স্টেশনে, কেন?"

BanglaBook.org

"কিছু ব্যাপার মাথায় ঘুরছিল। আপনাকে প্রয়োজন একটু। দেখা করতে পারবেন?"

"আবার? নিশ্চয়ই, কোন সমস্যা নেই। কিন্তু হয়েছে কি এটা তো বলবেন?"

"দেখা হলে বলবো। আপনি জায়গা ঠিক করুন," ইউকাওয়ার কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা যাচ্ছে বেশ উচ্ছ্বসিত সে। তার স্বভাবের সাথে ব্যাপারটা একদমই যায় না।

"আচ্ছা। আমি তাহলে ইউনিভার্সিটিতেই আসি..."

"না, ওখান থেকে বের হয়ে পড়েছি। আপনাদের অফিসের দিকে রওনাও হয়ে গেছি আসলে। মাঝামাঝি একটা জায়গা পছন্দ করুন।"

কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁর নাম বলল উতসুমি। ফোন কেটে দিল প্রফেসর। অর্ধেক লেখা রিপোর্টটা ব্যাগে ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়ালো জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"গ্যালিলিও না কি?" কিশিতানি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কিসের ব্যাপারে যেন কথা বলবেন বললেন।"

"আশা করি বিষ কিভাবে কফিতে মিশলো এটা তাড়াতাড়ি বের করতে পারবেন তিনি। জরুরি মনে হলে নোটবুকে টুকে নেবে তার কথা। একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলা ওনার অভ্যাস।"

"জানি আমি," বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল উতসুমি।

চায়ে প্রথম চুমুক দিয়েছে সে এমন সময় রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল ইউকাওয়া। উল্টোদিকের চেয়ার বসে হট চকোলেট অর্ডার দিল ।

"কফি খাবেন না?"

"নাহ, সকালের দুই কাপই যথেষ্ট," কপাল ঘুচো করে বলল ইউকাওয়া। "সরি, আপনাকে এভাবে হঠাৎ অফিস থেকে বের করে আনলাম।"

"সমস্যা নেই। কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন?"

"হুম..." মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো প্রফেসর। এরপর সরাসরি উতসুমির চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি মিসেস মাশিবাকে এখনও সন্দেহ করেন?"

"ইয়ে...মানে...করি।"

BanglaBook.org

"হুম..." আবারও বলল ইউকাওয়া। পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে টেবিলের ওপর রাখলো। "পড়বেন এটা।"

কাগজটা তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলল উতসুমি। "কী পড়বো?"

"আমি চাই আপনি ব্যাপারটা ভালো মতো বুঝুন।"

"এতে কি রহস্যটার সমাধান হবে?"

লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো ইউকাওয়া। "মনে হয় না। তবে অন্তত এটা প্রমাণ হবে যে রহস্যটা আসলে সমাধান করাই সম্ভব না।"

"মানে কি?"

"আপনি ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ভেবেছি আমি। আমরা যদি ধরে নেই যে মিসেস মাশিবাই কফিতে বিষ মিশিয়েছে, তাহলে প্রথমে যে প্রশ্নটা আসবে আমাদের মনে সেটা হলো–কিভাবে সেটা করলেন তিনি? উত্তরটা হচ্ছে–জানি না। আমি এই উপসংহারে উপনীত হয়েছি যে রহস্যটার কোন সমাধান নেই–একটা বাদে।"

"একটা বাদে? মানে সমাধান আছে তাহলে?"

"কিন্তু সেটা একটা *কাল্পনিক* সমাধান?"

"আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"কাল্পনিক সমাধান বলতে এমন একটা সমাধানের কথা বোঝাচ্ছি যেটা কাগজে কলমে সম্ভব, কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। কেবলমাত্র একটা উপায়েই হোক্কাইদোতে থাকা অবস্থাতেও একজন স্ত্রী তার স্বামীর কফিতে বিষ মেশাতে পারে। কিন্তু সেই উপায়টা কারো পক্ষে অনুসরণ করার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। মানে বুঝতে পারছেন? কৌশলটা অবলম্বনের চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু সাফল্য লাভের আশা নেই বললেই চলে।"

"সরি, এখনও পরিস্কার হচ্ছে না আমার কাছে ব্যাপারটা," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল উতসুমি। "তাহলে আপনি আমাকে হোমওয়ার্ক দিলেন এটা প্রমাণ করার জন্যে যে কাজটা করা অসম্ভব? কেন?"

"মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্নের জবাব খোঁজার চাইতে এটা প্রমাণ করা জরুরি যে প্রশ্নটার কোন জবাবই নেই।"

"কিন্তু আমার তো জবাব দরকার, প্রফেসর। এরকম কাগজে কলমের সম্ভাবনা দিয়ে আর চলছে না। প্রকৃত সত্যটা জানতে হবে। এটাই আমার কাজ।"

BanglaBook.org

চুপ থাকলো ইউকাওয়া। হট চকলেট কিছুক্ষণ আগে দিয়ে গেছে ওয়েটার। কাপটা তুলে নিয়ে একবার চুমুক দিল সে। "অবশ্যই," অবশেষে বলল সে। "ঠিক বলেছেন আপনি।"

"প্রফেসর..."

কাগজটা ফিরিয়ে নিল ইউকাওয়া। "আসলে এটা আমাদের, মানে বিজ্ঞানীদের একটা স্বভাব বলতে পারেন," বলল সে। "কাল্পনিক সমাধানগুলো দিয়েও আমরা আকৃষ্ট হই। কিন্তু, আপনি তো একজন গোয়েন্দা, বিজ্ঞানী নন। আপনার সময়ের একটা মূল্য আছে। মরীচিকার পেছনে ছোটা আপনার উচিত হবে না।"

কাগজটা যত্ন করে ভাঁজ করে জ্যাকেটের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো সে। "ভুলে যান যে আমি কিছু বলেছি," হেসে বলল কিছুক্ষণ পর।

"আপনি আমাকে কৌশলটা সম্পর্কে বলুন না," উতসুমি বলল। "তখন আমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে কাজটা আসলেই করা সম্ভব কি না। এরপর নাহয় আপনি যে ব্যাপারটা বুঝতে বললেন, সেটা বোঝার চেষ্টা করবো।"

"তা সম্ভব নয়," ইউকাওয়া বলল।

"কেন?"

"আপনি যদি কৌশলটা সম্পর্কে একবার জানতে পারেন, তাহলে কেসটা সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে। তাছাড়া যে বিষয়ে খোঁজ খবর নেয়ার মত সময় নেই আপনার, সেটা জানারও কোন প্রয়োজন দেখছি না। যাইহোক, সমাধানটা বলতে পারবো না আমি।"

বিলের কাগজটা নেয়ার জন্যে হাত বাড়ালো ইউকাওয়া, কিন্তু তার আগেই উতসুমি উঠিয়ে নিল ওটা। "আমি দিচ্ছি," বলল সে।

"অসম্ভব!" ইউকাওয়া বলল। "আপনাকে আমি ডেকে এনেছি।"

অন্য হাতটা প্রফেসরের দিকে বাড়িয়ে দিল উতসুমি। "তাহলে আমাকে কাগজটা দিন। আমি ঘাঁটবো ব্যাপারটা নিয়ে, কথা দিচ্ছি।"

"কিন্তু এটা তো একটা কাল্পনিক সমাধান।"

"তাতে কিছু আসে যায় না আমার। এটাই যদি একমাত্র সমাধান হয়ে থাকে, তাহলে আমি সেটা জানতে চাই।"

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে আবারো কাগজটা বের করে উতসুমির হাতে দিল প্রফেসর। এক ঝলক সেটার দিকে তাকিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলো উতসুমি। "যদি দেখা যায় যে এই সমাধানটা আসলে 'কাল্পনিক' নয়, তাহলে কেসটার একটা গতি হলেও হতে পারে।"

"হয়তো," বিড়বিড় করে বলল ইউকাওয়া। কোন উৎসাহ নেই তার কণ্ঠে। এক হাতে নিচে নেমে আসা চশমাটা ঠিক করল সে।

"আমরা কি আসলেও পারবো না?"

"কৌশলটা যদি কাল্পনিক না-ও হয়ে থাকে," পদার্থবিদ বলল গম্ভীর স্বরে। "তবুও আপনি বা আমি কিছু প্রমাণ করতে পারবো না। এটা একটা *'পারফেক্ট ক্রাইম'*।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

দেয়ালে ঝোলানো ট্যাপেস্ট্রিটার দিকে তাকিয়ে আছে হিরোমি। ধূসর এবং হালকা নীলের বুননে ফুটে উঠেছে নিপুণ একটা নকশা। মজার ব্যাপার হচ্ছে পুরো পেঁচানো নকশাটার গাঁথুনি যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখানে এসেই আবার শেষ হয়েছে। ভীষণ জটিল একটা কাজ, ধৈর্য্যও দরকার প্রচুর। দূর থেকে দেখলে ডিএনএ'র মত মনে হবে। গিনজাতে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল আয়ানে, সেখানে প্রবেশ পথের পাশেই ঝোলানো ছিল ট্যাপেস্ট্রিটা। নকশার ডিজাইনটা আয়ানের হলেও কাজ করেছে হিরোমি।

জাপানের সেলাইশিল্পে এরকমটা অনেক আগে থেকেই প্রচলিত। বড় কোন প্রদর্শনীতে মূল শিল্পীর পাশাপাশি তার পছন্দের শিক্ষানবিশদের কাজও প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া একেকটা ট্যাপেস্ট্রি বুনতে সাত থেকে আট মাস, কখনো কখনো এক বছরও লেগে যায়। তাই একজন শিল্পীর পক্ষে পুরো একটা প্রদর্শনী চালানোর মত ট্যাপেস্ট্রি বোনা রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার।

তবে গিনজার প্রদর্শনীটার নব্বইভাগ কাজ আয়ানের নিজেরই ছিল। তবুও নিজের শিক্ষানবিশের বোনা ট্যাপেস্ট্রিটাই একদম সামনে ঝুলিয়েছিল সে। প্রথমবার সেটা দেয়ালে ঝোলানো অবস্থায় দেখার পর হিরোমির যে অনুভূতিটা হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তার শিক্ষক এতটাই সন্তুষ্ট তার কাজে যে সবার সামনে সেটা প্রদর্শিত করছেন। এর চেয়ে গর্বের আর কিইবা হতে পারে।

সেসময় তার ধারণা ছিল যে আয়ানে মাশিবার জন্যে সারাজীবনই কাজ করে যাবে...

শব্দ করে টেবিলে চায়ের মগ রাখার শব্দে চিন্তার বাঁধন ছিন্ন হয়ে গেল হিরোমির। ওয়ার্কটেবিলের অন্য পাশে বসে আছে আয়ানে । সাধারণত এই সময়ে সেলাইস্কুলে কয়েকজন শিক্ষার্থী সুঁই সুতো নিয়ে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু আয়ানে এখনও ক্লাস নেয়া শুরু করেনি ঘটনাটার পর। আজকে এখানে কেবল ওরা দু'জনই আছে।

কিছুক্ষণ আগেই সাহস করে কথাটা আয়ানেকে বলেছে হিরোমি।

BanglaBook.org

"ওহ্?" আয়ানে বলল। "বেশ। এটাই যদি তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে..."

"আপনাকে এই অবস্থায় কথাটা জানানোর জন্যে দুঃখিত," মাথা নিচু করে বলল হিরোমি।

"দুঃখপ্রকাশ করার কোন দরকার দেখছি না। সবকিছু কিভাবে চলবে তা নিয়ে আমিও ভাবছিলাম আসলে। হয়তো এতে আমাদের দু'জনের জন্যেই ভালো হবে।"

"সব দোষ আমার," কাতর কণ্ঠে বলল হিরোমি। "আমি...আমি বুঝে উঠতে পারছি না যে কি বলবো।"

"তাহলে কিছু বলারই দরকার নেই। এখানে বসে বারবার তোমার ক্ষমাপ্রার্থনা শুনতে ইচ্ছে করছে না আমার।"

"ঠি-ঠিক আছে-" হিরোমির দুই চোখে অশ্রু টলটল করছে। তবে নিজেকে সামলালো। আয়ানেকে আর কোন অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে চায় না সে।

হিরোমি নিজেই ফোন করে আজকে দেখা করার কথা বলেছিল। আয়ানে জিজ্ঞেসও করেনি যে কি বলবে, শুধু বলেছে সেলাই স্কুলে চলে আসতে।

আমি যে আর কাজ করবো না, সেটা বোধহয় তিনি ভাবতেই পারছেন না-আসার আগে ভেবেছিল হিরোমি।

আয়ানে চা বানানোর সময় কথাটা বলে ও। মনে করেছিল রেগে যাবেন তিনি। কিন্তু সেরকম কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়নি ওর শিক্ষক।

"হিরোমি, তুমি চলতে পারবে তো?" জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

কান্না চেপে মাথা তুলে তাকালো হিরোমি।

"মানে, টাকাপয়সার কথা বলছি," বলল আয়ানে। "এরকম সময়ে খুব সহজে অন্য কোন চাকরি খুঁজে পাবে বলে তো মনে হয় না। তোমার পরিবারের লোকজন সাহায্য করবে?"

"আসলে আমি নিজেও এসব নিয়ে এখন পর্যন্ত কিছু ভাবিনি। আমি চাচ্ছি না বাবা-মা'কে এসবে জড়াতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য কোন পথ খোলা না থাকলে..." কথাটা শেষ করল না হিরোমি। "কিছু জমানো টাকা আছে আমার, সেটা দিয়ে কিছুদিন চলে যাবে।"

"অবস্থা তো সুবিধের ঠেকছে না," বলল আয়ানে। কিছুক্ষণ পরপর

BanglaBook.org

কপালের ওপর চলে আসা চুল ঠিক করছে সে। সাধারণত কোন কারণে বিরক্ত হলে এমনটা করা তার মুদ্রাদোষ। "কিন্তু আমার বোধহয় সেসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে।"

"আপনার দয়ারও যোগ্য নই আমি।"

"এসব আবেগী কথাবার্তা ছাড়ো তো," কিছুটা রুক্ষভাবেই কথাটা বলল আয়ানে। আবারো মাথা নিচু করে নিল হিরোমি।

"সরি," পরক্ষণে বলল আয়ানে। "এভাবে বলাটা উচিত হয়নি আমার। কিন্তু আমি আসলেও চাই না যে তুমি এসব কথা বারবার বলো। এটা ঠিক যে আমাদের বোধহয় আর একসাথে কাজ করা সম্ভব হবে না, কিন্তু তোমার খারাপ কক্ষণো চাই না আমি। বরং সারাজীবন যেন সুখে থাকো, সেই কামনাই করি।"

কিছুক্ষণ পর মাথা তুললো হিরোমি। হাসছে আয়ানে–কিন্তু সেই হাসিটায় বড্ড বেশি বিষাদ। তবুও সে জানে, মন থেকেই হাসছে তার শিক্ষক।

"তাছাড়া যার কারণে আমাদের সম্পর্কটা এরকম হয়ে গেল, সে-ও তো নেই," নরম স্বরে বলল আয়ানে। "এখন আর অতীতের কথা ভেবে সময় নষ্ট করলে চলবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিল হিরোমি, যদিও তার পক্ষে অতীত ভুলে থাকা এ মুহূর্তে অসম্ভব। ইয়োশিতাকাকে আসলেও ভালবাসতো সে। এভাবে মনের মানুষটা হারিয়ে যাবে, সেটা মাথাতেই আসেনি কখনো। তাছাড়া নিজের সবচেয়ে কাছের একজন মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সে, এই ব্যাপারটাও প্রতি মুহূর্তে পোড়াচ্ছে তাকে।

"তুমি আমার সাথে কতদিন ধরে কাজ করছো?" হঠাৎই জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

"এই...তিন বছরের একটু বেশি।"

"তিন বছর হয়ে গেছে! তুমি যদি হাইস্কুলে পড়তে তাহলে এ কয়দিনে পাশ করে ফেলতে। আমাদের এখন সেটা নিয়েই ভাবা উচিত, তোমার গ্র্যাজুয়েশন!" উচ্ছসিত কণ্ঠে বলল সদ্য বিধবা।

আরেকটু হলে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাপারটাকে উড়িয়েই দিচ্ছিল হিরোমি। *আমি এতটাও বোকা না যে এই কথায় উৎফুল্ল বোধ করবো।*

"তোমার কাছে তো ক্লাসরুমের একটা চাবি আছে, তাই না?"

BanglaBook.org

"ওহ, হ্যাঁ। সেটা ফেরত দিয়ে দিচ্ছি," বলে ব্যাগের দিকে হাত বাড়ালো হিরোমি।

"না, রেখে দাও সেটা।"

"কিন্তু–"

"আমি জানি যে এখানে তোমার অনেক কিছু আছে। সবকিছু সরাতে সময়ও লাগবে। আর তোমার যদি মনে হয় যে এখানকার কিছু তোমার পরে দরকার হতে পারে তাহলে সেগুলোও নিয়ে যেতে পারো। এই ট্যাপেস্ট্রিটা নেবে? আমি জানি এটা তোমার অনেক পছন্দের," হিরোমি যে ট্যাপেস্ট্রিটার দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ আগে, সেটার দিকে ইঙ্গিত করল আয়ানে।

"ওটা! আসলেই?"

"তুমিই তো বুনেছো ওটা। সবাই খুব পছন্দ করেছিল। আমি ট্যাপেস্ট্রিটা বিক্রি করিনি কারণ কোন না কোন সময় ওটা তোমাকেই দেয়ার ইচ্ছে ছিল।"

আবারও অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো হিরোমির মন। গিনজার প্রদর্শনীতে এই ট্যাপেস্ট্রির নিচে লেখা ছিল *'বিক্রির জন্য নয়'* ।

"তোমার সবকিছু এখান থেকে নিয়ে যেতে কতদিন লাগতে পারে?" জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

"আজ কালের মধ্যেই হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে, তোমার কাজ শেষ হলে আমাকে একটা কল দিও। আর চাবিটা...মেইল বক্সে রেখে যেতে পারো। কিছু ভুলে যেও না আবার। তোমার জিনিসপত্র নেয়া হয়ে গেলে আমি লোক ডেকে কিছু অদলবদল করবো এখানে।"

হিরোমির বোধগম্য হলো না আয়ানের কথা।

"আমার পক্ষে তো আর হোটেলে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। খরচের দিকটাও চিন্তা করতে হবে। তাই ভাবছিলাম সব ঝামেলা না মিটে যাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবো।"

"আপনি বাড়ী ফিরবেন না?"

লম্বা শ্বাস ছাড়লো আয়ানে। "ব্যাপারটা নিয়ে এই কয়দিন ভেবেছি আমি। বাসাটার সাথে এত বেশি সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে...কিন্তু সেখানে আর ফেরা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। সুখস্মৃতিগুলো এখন রীতিমত

BanglaBoi.org

দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া অত বড় বাড়িতে আমার একা থাকা সম্ভবও না। আমাদের দেখা হবার আগে ও যে কিভাবে একা একা থাকতো ওখানে, কে জানে।"

"আপনি কি বাড়িটা বিক্রি করে দিবেন?"

"চেষ্টা করবো, কিন্তু কাজটা সহজ হবে বলে মনে হয় না। এরকম অপয়া বাড়ি কিনতে চায় না মানুষজন। তবে আগে মি. ইকাইয়ের সাথে কথা বলবো এ ব্যাপারে। তিনি নিশ্চয়ই সাহায্য করতে পারবেন।"

চুপচাপ টেবিলে রাখা মগটার দিকে তাকিয়ে থাকলো হিরোমি। বলার মত কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। আয়ানে ওর জন্যে যে চা'টুকু বানিয়েছিল তা এতক্ষণে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

"ঠিক আছে, আমি উঠি তাহলে এখন," আয়ানে বলল তার খালি মগটা তুলে নিয়ে।

"ওটা রেখে যান, আমিই ধুয়ে রাখবো," হিরোমি বলল।

"আচ্ছা, ধন্যবাদ," বলে মগটা আবার নামিয়ে রাখলো আয়ানে। "মগগুলো তো তুমিই এনেছিলে, তাই না?"

"হ্যাঁ। এই জোড়াটা আমার এক বান্ধবী বিয়েতে উপহার পেয়েছিল।"

মগদুটো এখন টেবিলে পাশাপাশি রাখা। ওরা দু'জন প্রায়ই একসাথে চা বানিয়ে খেতো শিক্ষার্থীরা চলে যাবার পর।

"এ দুটোও মনে করে নিও কিন্তু," বলে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিল আয়ানে।

"জি," নিচুস্বরে বলল হিরোমি। সেলাই শিক্ষকের পেছন পেছন হাঁটছে সে। আসলে মগগুলো ফিরিয়ে নেয়ার কোন ইছে ছিল না তার; কিন্তু এগুলো সামনে থাকলে আয়ানের পক্ষে হয়তো অতীত মুছে ফেলা সহজ হবে না। মাঝে মাঝে খুব সাধারণ জিনিসও অনেক বড় প্রভাব ফেলে মনে।

জুতো পরা শেষে শিক্ষানবিশের দিকে তাকালো আয়ানে। "অদ্ভুত না ব্যাপারটা? কিভাবে হুট করে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে তোমাকে চলে যেতে হচ্ছে।"

"আজকের মধ্যেই সবকিছু নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো আমি।"

"না, তাড়াহুড়োর কোন দরকার নেই। আমি ওরকম কিছু ভেবে কথাটা বলিনি," সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল আয়ানে। "ভালো থেকো, হিরোমি।"

BanglaBoi.org

"আপনিও নিজের যত্ন নিবেন।"

"আর যত্ন," বলে মৃদু হেসে বাইরে বেরিয়ে গেল আয়ানে। দরজা বন্ধ করে মেঝেতেই বসে পড়লো হিরোমি। কাজটা ছেড়ে দিতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে। তাছাড়া এখন টাকা রোজগার করবে কিভাবে সেটাও ভাবাচ্ছে। কিন্তু এটা ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা নেই। মুখে আয়ানে যা-ই বলুক না কেন, তার পক্ষে ওকে ক্ষমা করা কখনোই সম্ভব হবে না।

তাছাড়া বাচ্চার ব্যাপারটা ভুলে গেলে চলবে না। হিরোমি তো ভয় পাচ্ছিলো আয়ানে জিজ্ঞেস না করে বসে এ সম্পর্কে। এখনও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারেনি ও।

এটাও হতে পারে যে আয়ানে কিছু জিজ্ঞেস করেনি কারণ সে ধরেই নিয়েছে যে বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলবে হিরোমি। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবলো ততই এই ধারণা আরো পাকাপোক্ত হলো তার মনে। কিন্তু সে আসলে কি চায়?

উত্তরটা জানা আছে, কিন্তু স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না। বাচ্চাটা রাখতে চায় সে। কিন্তু একা একটা বাচ্চা নিয়ে কিভাবে জীবন পার করবে? বাবা-মা'র কাছে ফিরতে পারবে না। তাদের শারীরিক কোন সমস্যা নেই, কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে খুব যে সচ্ছল সেটা বলা যাবে না। আর তারা যখন শুনবে যে বিয়ের আগেই মা হয়েছে সে, তাও অন্য একজনের সংসার ভেঙে...আর ভাবতেই পারলো না হিরোমি।

অ্যাবরশনই একমাত্র সমাধান, ভাবলো। ঘুরেফিরে এই সিদ্ধান্ততেই উপনীত হতে হচ্ছে বারবার। কিন্তু মনেপ্রাণে সিদ্ধান্তটা ঘৃণা করে সে। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে জীবনটা আমূল বদলে গেছে তার।

নিজের বোকামীতে অতিষ্ঠ হয়ে মাথা নাড়ছিল, এমন সময় ফোনের শব্দ কানে এলো তার। উঠে ধীরপায়ে ওয়ার্ক টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল হিরোমি। ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করে ডিসপ্লের দিকে তাকালো, নম্বরটা পরিচিত। বেশ লম্বা একটা সময় ভাবার পর রিসিভ বাটনে চাপ দিল। ফোন না ধরে কোন লাভ নেই।

"হ্যালো?" গম্ভীর কণ্ঠে বলল সে।

"হ্যালো, আমি ডিটেক্টিভ উতসুমি বলছিলাম মেট্রোপলিটন পুলিশ থেকে। কথা বলা যাবে এখন?"

"নিশ্চয়ই।"

BanglaBook.org

"এভাবে আবারো বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা বড্ড জরুরি। দেখা করতে পারবেন?"

"কখন?"

"যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

না চাইতেও একটা লম্বা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল হিরোমির বুক চিড়ে। "আমি সেলাই স্কুলটায় আছি এখন। এখানে এসে পড়ুন?"

"দাইকানিয়ামাতে না ওটা? মিসেস মাশিবাও কি আছেন?"

"না, তিনি চলে গেছেন আজকের মতন। আমি একাই আছি।"

"ঠিক আছে। আসছি।"

ফোনটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখে দুই হাত দিয়ে কপালের দু'পাশে চাপ দিলো হিরোমি। মাথাটা ভারি ভারি লাগছে।

আয়ানের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার অর্থ এটা নয় যে অন্য সব ঝামেলাও মিটে যাবে। কেসটার সুরাহা না হওয়া অবধি পুলিশের কাছ থেকে নিস্তার নেই তার–আদৌ যদি সুরাহা হয় কখনো।

মগের অবশিষ্ট চা'টুকু এক চুমুকে শেষ করে ফেলল সে। মানসপটে গত তিন বছরের টুকরো টুকরো স্মৃতিরা আনাগোণা করছে। প্রথম যখন এখানে এসেছিল, কাজ খুব ভালো একটা পারতো না; কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই কৌশলগুলো রপ্ত করে ফেলে। নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিল নিজের উন্নতি দেখে। আয়ানে যখন তাকে সহকারি হবার প্রস্তাব দিয়েছিল, হ্যাঁ বলতে দেরি করেনি।

সন্তুষ্ট ছিলাম আমি, অনুধাবন করল হিরোমি। *একটা ভালো চাকরি ছিল, জীবনটাও ভালো চলছিল।* আর এখন? হঠাৎই শেষ হয়ে গেল সবকিছু। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো কয়েকবার। মানতেই পারছে না। অথচ সব দোষ তার নিজের। অন্য একজনের স্বামীকে চুরি করেছিল সে। তাও যেনতেন কেউ নয়–যার কারণে আজকে এই পর্যায়ে এসেছে, তার স্বামীর সাথেই সম্পর্কে জড়িয়েছে।

ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে প্রথম যেদিন পরিচয় হয়েছিল, সেদিনকার কথা স্পষ্ট মনে আছে হিরোমির। এই ক্লাসেই দেখা হয়েছিল তাদের। ক্লাসের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন সময় আয়ানে ফোন দিয়ে বলে যে একজন লোক সেখানে আসছে। তাকে যেন অপেক্ষা করতে বলে সে। লোকটার পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলেনি।

BanglaBook.org

কিছুক্ষণ বাদেই সেখানে উপস্থিত হয় ইয়োশিতাকা। তাকে ভেতরে নিয়ে এসে চা বানিয়ে দেয় হিরোমি। কৌতূহলী চোখে চারপাশে নজর বোলায় মাশিবা, এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। তাকে প্রথম দেখে হিরোমির মনে হয়েছিল যেন একটা বাচ্চা ছেলে নতুন ক্লাসে এসেছে। তবে কিছুক্ষণ কথা বলার পরেই বুঝে যায় যে ভীষণ বুদ্ধিমান লোকটা।

আয়ানে কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে ওদের দু'জনকে পরিচয় করিয়ে দেয়। হিরোমি এটা শুনে অবাক হয় যে একটা সিঙ্গেল'স পার্টিতে প্রথম দেখা হয়েছিল তাদের। আয়ানে যে ওরকম পার্টিতে যেতে পারে এটা মাথাতেই আসেনি তার।

আয়ানে যখন তাকে জানায় যে ইয়োশিতাকাকে ডেট করছে সে, ভেতরে ভেতরে ভীষণ ঈর্ষান্বিত বোধ করে হিরোমি। লোকটাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় তার। এমনটা যদি হতো তাদের প্রথম সাক্ষাতের সময় আয়ানে সেখানে উপস্থিত থাকতো, তাহলে হয়তো ওরকম কিছু মনে হতো না। সেদিন ইয়োশিতাকার সাথে কাটানো ঐ নির্জন সময়টুকুই পরবর্তীতে ওদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

একবার যদি মনে ভালোবাসার বীজ রোপিত হয়ে যায়, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সেটাকে দমিয়ে রাখা যায় না। আয়ানের বিয়ে হয়ে যাবার পর মাশিবাদের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত শুরু করে হিরোমি। ইয়োশিতাকার প্রতি ভালো লাগার ভাবটা আরো প্রবল হয় এতে। বিশেষ করে যে মুহূর্তগুলোতে আয়ানে উপস্থিত থাকতো না।

হিরোমি অবশ্য এই অনুভূতিগুলো নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। এমন কিছু কোনদিন করেনি যেটায় ইয়োশিতাকার মনোযোগ আকর্ষিত হয়। তার সাথে সম্পর্কের কথা ভাবতেই পারতো না সে।

কিন্তু মি. মাশিবার সত্যটা বুঝতে সমস্যা হয়নি। হয়তো ও শত চেষ্টা করেও অনুভূতিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে লুকোতে পারেনি। সময়ের সাথে সাথে ওর সাথে মি. মাশিবার আচরণ বদলে যেতে থাকে। প্রথমে ছোট বোনের নজরে তাকে দেখতো সে, কিন্তু ধীরে ধীরে সেটা রূপ নেয় অন্য কিছুতে। হিরোমি যদি এটা বলে যে তার ওরকম আচরণ ওর বুকে কাঁপন ধরায়নি, তাহলে সেটা মিথ্যে বলা হবে।

BanglaBook.org

রুমটার চারপাশে একবার তাকালো সে। তিন মাস আগে এক রাতে এখানে বসে কাজ করছিল সে, এমন সময় ফোন দেয় ইয়োশিতাকা। "আয়ানে বলল স্কুলে খুব ব্যস্ত সময় পার করছো তুমি। রাতে খেতেও না কি ভুলে যাও?"

সেদিন অফিস থেকে দেরি করে বেরিয়েছিল ইয়োশিতাকা। নতুন একটা র‍্যামেন রেস্তোরাঁয় যাওয়ার কথা ভাবছিল কয়েকদিন ধরে। হিরোমি তার সাথে যাবে কি না জিজ্ঞেস করে কথার এক পর্যায়ে।

প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছিল, তাই রাজি হয়ে যায় হিরোমি। ইয়োশিতাকা নিজেই আসে তাকে নিয়ে যেতে।

একটা টেবিলে পাশাপাশি বসেছিল ওরা। প্রতিবার র‍্যামেন মুখে দেয়ার সময় তার হাতের সাথে ঘষা খাচ্ছিলো ইয়োশিতাকার হাত। র‍্যামেনের স্বাদ কেমন ছিল এটা মনে নেই। মনে ছিল শুধু ঐ স্পর্শটার কথাই।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে তাকে বাসা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় ইয়োশিতাকা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "আমরা কি আবারো কোথাও একসাথে খেতে যেতে পারি?"

"নিশ্চয়ই," বলে হিরোমি।

"থ্যাঙ্ক ইউ। তোমার সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগে আমার।"

"আসলেই?"

"হ্যাঁ," বলে ইয়োশিতাকা। "এখানটায় বড্ড ক্লান্ত বোধ করছি কয়েকদিন ধরে," বুকের দিকে ইশারা করে বলে সে। "তোমার সাথে কাটানো সময়টুকুতে সেই ক্লান্তির কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমি সত্যি খুশি হয়েছি যে তুমি গিয়েছো আমার সাথে।"

"আমারও ভালো লেগেছে।"

এরপর ওর কাঁধে হাত দিয়ে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নেয় ইয়োশিতাকা। কোন প্রকার বাঁধা দেয় না হিরোমি। একদম স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের ঠোঁটে ঠোঁট মেলায় তারা, যেন অনেকদিনের চেনা।

"গুড নাইট," কিছুক্ষণ পর বলে ইয়োশিতাকা।

"গুড নাইট," জবাব দেয় সে।

সেদিন রাতে ঘুমোতেই পারেনি হিরোমি। এমনটা নয় যে তার মনে হচ্ছিল বড় কোন ভুল করে ফেলেছে। আসলে ওরকম কোন ভাবনা মাথাতেই আসেনি।

BanglaBook.org

কিছুদিনের মধ্যেই তার সমস্ত চিন্তা ভাবনায় জড়িয়ে যায় ইয়োশিতাকা। হৃদয়ে বেশ শক্ত করেই আসন গাঁড়ে সে। সারাদিন কাজের মাঝেও তার কথা মনে পড়তো। যদি এমনটা হতো যে সেদিনের পর আর তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেনি ইয়োশিতাকা, তাহলে হয়তো ঘোরটা কেটে যেত। কিন্তু তাকে প্রতিদিন ফোন দিত সে। ইচ্ছে করে স্কুলে কাজ শেষ হবার পরেও থেকে যেতো হিরোমি, ঐ ফোনগুলোর অপেক্ষায় থাকতো।

বাঁধন ছেড়া বেলুনের মত ধীরে ধীরে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় অনুভূতিগুলো। মানব-মানবীর মধ্যকার সম্পর্কের চূড়ান্ত সীমাটা যেদিন প্রথম স্পর্শ করে তারা, সেদিন প্রথম হিরোমির মনে হয় যে ভুল কিছু করছে সে। কিন্তু ইয়োশিতাকার বলা সেই রাতের কথাগুলো তার সব অস্বস্তিকে দূরে ঠেলে দেয়।

"আয়ানের সাথে ডিভোর্সের ব্যাপারে কথা বলবো শিগ্রই," বলে সে। "আমরা একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম যে বিয়ের এক বছরের মধ্যে যদি বাচ্চা না হয় তাহলে আলাদা হয়ে যাব। এখনও তিন মাস আছে এক বছর পুরো হতে, কিন্তু আমি জানি ফলাফল কি হতে যাচ্ছে।"

ভিন্ন এক পরিস্থিতিতে কথাগুলো শুনলে হয়তো আয়ানের জন্যে খারাপ লাগতো হিরোমির। কিন্তু সেদিন ওরকম কিছু মনে হয়নি। *এতটাই নিচে নেমে গিয়েছিলাম আমি*, ভাবলো সে। *কোন কিছুর পরোয়া ছিল না।*

আয়ানের সাথে বাজে রকমের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে । ঘৃণাই ওর একমাত্র প্রাপ্য।

হয়তো আয়ানেই খুন করেছে ইয়োশিতাকাকে। এমনকি আমাকেও হয়তো হত্যা করতে চায়। তার প্রতি আয়ানের এরকম সহানুভূতিশীল আচরণটা যদি অভিনয়ও হয়ে থাকে, অবাক হবে না হিরোমি।

কিন্তু আয়ানের শক্ত অ্যালিবাই আছে, পুলিশের লোকেরাও সন্দেহের চোখে দেখছে না তাকে। সুতরাং এটাও হতে পারে যে কিছুই করেনি সে।

ইয়োশিতাকাকে খুনের ইচ্ছে পোষণ করে এমন অন্য কারো কথা ভাবার চেষ্টা করল হিরোমি। লোকটার বংশধর তার পেটে, কিন্তু তার সম্পর্কে আসলে খুব কমই জানে সে। চিন্তাটা বিষণ্ন করে তুললো তাকে।

এসময় উতসুমি এসে তাকে উদ্ধার করল এই বিহ্বল দশা থেকে। একটা কালো রঙের স্যুট পরণে তার। আয়ানে কিছুক্ষণ আগে যেখানে বসেছিল, সেই চেয়ারটাতেই বসলো সে। অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চাইলো আবার।

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় না, আমাকে বারবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে আপনাদের তদন্ত এগোবে," হিরোমি বলল তার উদ্দেশ্যে। "সত্যি কথা বলতে, মি. মাশিবা সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না আমি।"

"তবুও তার সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন?"

শক্ত হয়ে গেল হিরোমির চেহারা। "আমি জানতাম মানুষ হিসেবে সে কিরকম ছিল। কিন্তু আপনি সেসব জানতে তো এখন এখানে আসেননি, তাই না? আপনি জানতে চান তার অতীত সম্পর্কে, চাকরি সম্পর্কে। আমার কাছে সে ব্যাপারে কোন তথ্য নেই।"

"আসলে মি. মাশিবা কেমন লোক ছিলেন সেটা জানা তদন্তের জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে আজকে ওরকম কঠিন কোন বিষয়ে কথা বলতে আসিনি আমি। বরং বলতে পারেন যে প্রতিদিনকার ঘটনা সম্পর্কে জানতে এসেছি।"

"মানে?"

"যেমন, মিস্টার এবং মিসেস মাশিবার দৈনন্দিন জীবন। আপনি তো তাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন।"

"আমার চেয়ে মিসেস মাশিবা ভালো জানবে এটা। তার সাথে কথা বলা উচিত আপনার।"

হাসলো উতসুমি। "কাউকে নিজের জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে কখনোই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু বলতে পারে না।"

"কি জানতে চান বলুন," লম্বা একটা শ্বাস ফেলে বলল হিরোমি।

"মাশিবাদের বিয়ের পর তাদের বাসায় যাতায়াত বেড়ে যায় আপনার। এটা কি বলতে পারবেন যে কতদিন পরপর যেতেন?"

"আসলে সেটা পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করতো। এই ধরুন মাসে এক দুইবার",

"মাসের বিশেষ কোন সময়ে?"

"না। তবে রবিবারগুলোতে বেশি যাওয়া হতো। ঐদিন স্কুল বন্ধ রাখতাম আমরা।"

"মি. মাশিবাও তো রবিবারে বাসায় থাকতেন বোহধয়?"

"সাধারণত।"

"তার সাথে কি তখন খুব বেশি কথাবার্তা হতো আপনার?"

"মাঝে মাঝে। কিন্তু মি. মাশিবা ছুটির দিনগুলোতে বেশিরভাগ সময়

BanglaBook.org

তার স্টাডিতেই কাটাতেন। বাসায় থেকেও অফিসের কাজ করতে হতো তাকে," হিরোমি জবাব দিল। "আমি সাধারণত আয়ানের সাথে কাজ থাকলে সেখানে যেতাম," সে চায় না উতসুমি এটা ভাবুক যে ইয়োশিতাকাকে দেখতে সেখানে যেত ও।

"ওখানে মিসেস মাশিবার সাথে কোথায় দেখা করতেন আপনি?"

"লিভিং রুমে। এটা আবার কেমন প্রশ্ন?"

"সবসময়?" হিরোমির প্রশ্নটা আমলে নিল না উতসুমি।

"হ্যাঁ। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

"ওখানে গিয়ে চা বা কফি খেয়েছেন আপনি?"

"হ্যাঁ, প্রতিবারই কিছু না কিছু খেতাম।"

"কখনো কি আপনি চা বা কফি বানিয়েছেন?"

"মাঝে-সাঝে। আয়ানে যখন অন্য কিছুতে ব্যস্ত থাকতেন, তখন।"

"আপনি আমাদের জানিয়েছেন যে আয়ানে নিজেই আপনাকে ওখানে কিভাবে কফি বানাতে হবে সেটা শিখিয়েছেন। মি. মাশিবা যেদিন মারা গেলেন সেদিন সকালেও আপনি তার শেখানো পদ্ধতিতে কফি বানিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ," বলে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে উতসুমির দিকে তাকিয়ে থাকলো হিরোমি। "আমার এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে আমরা আবারো কফি নিয়ে কথা বলছি। আর কতবার এ বিষয়ে প্রশ্ন করবেন?"

এবারো হিরোমির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল উতসুমি।

"ইকাইরা যেদিন দাওয়াতে এসেছিল, সেদিন কি ফ্রিজ খুলেছিলেন আপনি?"

"জি? ফ্রিজ?"

"হ্যাঁ। ভেতরে কয়েক বোতল মিনারেল ওয়াটার থাকার কথা। ওগুলো কি আপনার চোখে পড়েছিল সে সময়?"

"হ্যাঁ, সেদিন আমি একটা বোতল বের করেছিলাম ফ্রিজ থেকে।"

"আপনার কি মনে আছে যে কয়টা বোতল ছিল ভেতরে?"

"এটা কিভাবে মনে থাকে কারো? দুই তিনটা ছিল বোধহয়।"

"দুইটা না তিনটা?"

"আপনাকে তো বললাম যে মনে নেই। এক সারিতে রাখা ছিল বোতলগুলো, চার পাঁচটাও হতে পারে," ধীরে ধীরে গলা চড়ছে হিরোমির।

BanglaBook.org

"বেশ," অনুভূতিহীন স্বরে বলল ডিটেক্টিভ। "আপনি বলেছেন, মারা যাবার আগের দিন আপনাকে বাসায় যেতে বলেছিলেন মি. মাশিবা। এরকমটা কি প্রায়ই হতো?"

"না, সেটাই ছিল প্রথমবার।"

"ঐ দিনটাতেই আপনাকে ডাকার বিশেষ কোন কারণ ছিল কি?"

"আয়ানে তার বাবা-মা'র সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, সেজন্যে বোধহয়।"

"অর্থাৎ সেবারই প্রথম এরকম কিছু করার সুযোগ পেয়েছিলেন আপনারা?"

"হ্যাঁ। সেই সাথে ইয়োশিতাকা আমাকে সামনা সামনি এটা বলতে চেয়েছিল যে আয়ানে ডিভোর্সের ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছে।"

"হুম," মাথা নেড়ে বলল উতসুমি। "তাদের কোন শখের কথা জানতেন আপনি?"

"শখ?" পাল্টা প্রশ্ন করল হিরোমি। বিষয়ের হঠাৎ পরিবর্তনে স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত সে।

"মিস্টার এবং মিসেস মাশিবা, দু'জনের কথাই বলছি। তারা কি ঘুরতে পছন্দ করতেন? বা বিশেষ কোন খেলাধূলার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন?"

কাঁধ ঝাঁকালো হিরোমি। "এটা জানি যে টেনিস আর গলফ খেলতেন মি. মাশিবা। কিন্তু আয়ানের ওরকম কোন শখ আছে বলে মনে হয় না। রান্নাবান্না আর সেলাই নিয়েই যাবতীয় ব্যস্ততা তার।"

"ছুটির দিনগুলোতে একসাথে কিভাবে সময় কাটাতেন তারা?"

"সরি," হিরোমি জবাব দিল। "সে ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না।"

"আন্দাজ করার চেষ্টা করুন," বলল ডিটেক্টিভ।

"আয়ানে সাধারণত সেলাইয়ের কাজ করতেন। যতদুর শুনেছি মি. মাশিবা মাঝে মাঝে ডিভিডি প্লেয়ারে সিনেমা দেখতেন।"

"বাসায় থাকাকালীন সময়ে কোথায় বসে সেলাইয়ে কাজ করতেন আয়ানে?"

"লিভিং রুমেই বোধহয়," হিরোমি বলল। উতসুমির প্রশ্নগুলো কোন দিকে যাচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা করছে সে।

"একসাথে কখনো ঘুরতে গিয়েছিলেন তারা?"

BanglaBook.org

"বিয়ের পরপর প্যারিস আর লন্ডনে গিয়েছিলেন। এরপর মনে হয় না অন্য কোথাও একসাথে যাবার সুযোগ পেয়েছে। মি. মাশিবা অবশ্য ব্যবসার কাজে বাইরে গিয়েছেন কয়েকবার।"

"আপনি কি কখনো মিসেস মাশিবার সাথে শপিংয়ে বেরিয়েছেন?"

"হ্যাঁ, অনেকবার। ক্লাসের সেলাইকাজের জন্যে সবসময় একসাথে কাপড় কিনতাম আমরা।"

"রবিবারেই বের হতেন?"

"না, সাধারণত ক্লাস শুরু হবার আগ দিয়ে যেতাম। অনেক কাপড় কিনতে হতো। তাই দোকান থেকে সরাসরি ক্লাসে যাওয়াটাই সুবিধাজনক ছিল।"

মাথা নেড়ে নোটবুকে কিছু একটা টুকে নিল উতসুমি। "ধন্যবাদ আপনাকে। আপাতত এগুলোই জানার ছিল।"

"হঠাৎ এগুলো জিজ্ঞেস করলেন কেন?" কৌতূহল দমাতে না পেরে শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেই বসলো উতসুমি। "আপনি ঠিক কি জানতে চাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি না আমি।"

"কোন প্রশ্নটা শুনে অবাক হয়েছেন?"

"সবগুলোই। শখ বা শপিংয়ের সাথে তদন্তের কি সম্পর্ক?"

এক মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত বোধ করার পর হাসি ফুটলো উতসুমির ঠোঁটে। "আপনার এ মুহূর্তে না বুঝলেও চলবে। মি. মাশিবা কিভাবে খুন হলেন, সেই রহস্যের একটা সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে কাজ করছি আমরা।"

"আমাকে কি বলা যাবে সমাধানটা সম্পর্কে?"

"সরি," বলে উঠে দাঁড়ালো উতসুমি। "সেই নিয়ম নেই।" বিরক্ত করার জন্যে আরেকবার ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে গেল সে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

"আমাকে যখন হিরোমি জিজ্ঞেস করল যে কেন এই প্রশ্নগুলো করছি, এক মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিলাম। আসলে আমি নিজেও তো জানি না!" বলে কফির কাপটা তুলে উতসুমি। "ডিপার্টমেন্টে যোগ দেয়ার পর প্রথমেই আমাদের শেখানো হয় যে জিজ্ঞাসাবাদের সময় মনে মনে পরিস্কার একটা লক্ষ্য ঠিক করে রাখতে। যাতে সন্দেহভাজনকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে ঐ লক্ষ্যের দিকে এগোতে পারি।" হিরোমি ওয়াকাইয়ামার সাথে সদ্য শেষ হওয়া প্রশ্নোত্তর পর্বের বিবরণ ইউকাওয়াকে শোনাতে ল্যাবরেটরিতে এসেছে জুনিয়র ডিটেক্টিভ ।

"হ্যাঁ, সেটা অবশ্যই জরুরি," উতসুমির নোটবুক থেকে মাথা উঠিয়ে বলল ইউকাওয়া। "কিন্তু এবার আমরা যে অপরাধটার তদন্ত করছি সেটাকে অন্য কোন কেসের সাথে তুলনা করলে চলবে না। এরকম ব্যতিক্রমী অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করে কিছু বের করা কখনোই সহজ নয়। ভুলে যাবেন না, আমি কিন্তু আগেও কঠিন কঠিন রহস্যের সমাধানে আপনাদের ডিপার্টমেন্টকে সাহায্য করেছি," বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো সে।। একটা ব্যাপার কি জানেন? যখন আমরা জটিল কোন রহস্যের মুখোমুখি হই, তখন অনেক কিছুর দ্বারাই আমাদের মন প্রভাবিত হতে পারে। বিশেষ করে কেউ যদি আগে থেকে কোন একটা বিষয়ে বদ্ধমূল ধারণা পোষণ করে রাখে, তখন সে চাইবে সমাধানটা সেভাবেই হোক। কিন্তু এই কেসের ক্ষেত্রে তেমনটা হতে দেয়া চলবে না। আপনি কি পদার্থদবিদ রেনে ব্লন্দলটের নাম শুনেছেন?"

"না।"

"উনিশ শতকের শেষ দিকের একজন ফরাসী বিজ্ঞানী। নতুন এক ধরণের তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কারের দাবি করেছিলেন তিনি। নাম দিয়েছিলেন '*এন-রে*'। তার মতে এই এন-রে'গুলো যেকোন বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের ঔজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দেয়। পুরো পদার্থবিজ্ঞানের দুনিয়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়। কিন্তু কয়েকদিন পর দেখা যায় যে বাস্তবে এটার কোন অস্তিত্বই নেই। অন্যান্য যত ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেন্ট করা হয়েছে, কোথাও বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো সম্ভব হয়নি।"

BanglaBook.org

"ধোঁকাবাজি করেছিলেন তিনি?"

"না, এটাকে ধোঁকাবাজি বলাটা ঠিক হবে না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রেনে এই এন-রে'র অস্তিত্ব বিশ্বাস করে গেছেন।"

"এতে লাভ কি হলো?"

"এখানে একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। রেনে তার এক্সপেরেমেন্টের ফলাফল, অর্থাৎ ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে কি না এটার বিচার করতেন নিজে যা দেখছেন সেটা দিয়ে। আর ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় ভুল। তার কাছে মনে হতো যে ঔজ্জ্বল্য বেড়ে গেছে, যেখানে এন-রে'র কোন অস্তিত্বই নেই। তিনি সেটাই দেখতেন, যেটা তিনি দেখতে চাইতেন।"

"একজন নামকরা পদার্থবিদের জন্যে এটা তো বড়সড় একটা ভুল।"

"আমি আপনাকে গল্পটা বলেছি পূর্বধারণার ব্যাপারে সাবধান করার জন্যে। আর মিস ওয়াকাইয়ামার কাছে কোন কিছু না জানিয়েই আপনাকে পাঠানোর কারণও এটা," আবারো নোটবুকের দিকে দৃষ্টি ফেরালো ইউকাওয়া।

"বেশ। এখন আপনার কি মনে হচ্ছে? আমরা কি এখনও কাল্পনিক সমাধানের পেছনে ছুটছি।"

জবাব না দিয়ে হাতের নোটবুকটার দিকে দীর্ঘ একটা সময় তাকিয়ে থাকলো ইউকাওয়া। "মাত্র কয়েক বোতল পানি ছিল ফ্রিজে?" কিছুক্ষণ পর ভ্রূকুটি করে নিজের উদ্দেশ্যেই বলল যেন।

"আমার কাছে অদ্ভুত লেগেছে ব্যাপারটা," উতসুমি বলল। "মিসেস মাশিবা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি সবসময় খেয়াল রাখতেন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ মিনারেল ওয়াটার মজুত থাকে। কিন্তু ঘটনার দিন মাত্র একটা বোতল ছিল। এটা কি কিছু ইঙ্গিত করে?"

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে চোখ বুজলো ইউকাওয়া।

"প্রফেসর?" উতসুমির ভয় হলো যে ঘুমিয়েই গেল কি না সে।

"অসম্ভব," জবাবে বলল পদার্থবিদ।

"কি অসম্ভব?"

"এটা হতেই পারে না, কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে..." চশমা খুলে নিয়ে দুই আঙুল দিয়ে চোখের পাতায় আলতো করে চাপ দিল ইউকাওয়া, বাক্যটা শেষ করল না।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

ইদাবাশি স্টেশন থেকে বের হয়ে কাগুরা অ্যাভিনিউ ধরে কিছুদূর এগিয়ে গেল কুসানাগি। এই এলাকাটায় এখনও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগেনি। বেশিরভাগই পুরনো স্থাপনা। ফাঁকে ফাঁকে ছোট র‍্যামেন বা সুশি রেস্তোরাঁ। আমোনতেন মন্দিরের কাছে এসে বামপাশের ঢালু রাস্তাটায় প্রবেশ করল সে। ঢালের শেষ মাথায় অবস্থিত অফিস ভবনটাই তার গন্তব্য।

ভবনের প্রবেশ ফটকের পাশে একটা লম্বা ফলকে কোন তলায় কোন কোন কোম্পানির অফিস তার বিস্তারিত লেখা। কুনুগি পাবলিশিংয়ের পাশে লেখা–*তৃতীয় তলা।*

লিফট থাকলেও সিঁড়ি বেয়েই ওপরে উঠতে লাগলো কুসানাগি। তবে সিদ্ধান্তটা যে ভালো হয়নি তা একতলা ওঠার পর সিঁড়ির পাশে স্তূপ করে রাখা কার্ডবোর্ডের বাক্স দেখেই বুঝতে পারলো। অগ্নিনির্বাপণ বিধি লঙ্ঘন করার অপরাধে চাইলে ভবনের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে।

তিনতলায় পৌঁছে দেখতে পেলো কাচের দরজার অপর পাশে কাজে মগ্ন কয়েকজন কর্মি। দরজার সবচেয়ে কাছে বসে থাকা মহিলা কুসানাগিকে দেখে এগিয়ে এলো।

"আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি?"

"মি. সাসোকা আছেন? তার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল আমার।"

"ওহ, হ্যাঁ। হ্যালো," মহিলার পেছনে এসময় উদয় হলো টেকো মাথার একটা লোক।

"আপনিই মি. সাসোকা?"

"জি! ইয়ে..." বলে পাশের ডেস্কের ড্রয়ার খুলে একটা কার্ড বের করে কুসানাগির দিকে বাড়িয়ে ধরলো সে। "আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগছে!"

কুসানাগিও নিজের কার্ড ধরিয়ে দিল ভদ্রলোকের হাতে। সাসোকার কার্ডটায় লেখা :

কুনিও সাসোকা
সিইও, কুনুগি পাবলিশিং হাউজ

BanglaBook.org

"এই প্রথম কোন পুলিশ অফিসার সরাসরি আমাকে তার কার্ড দিলেন," উৎফুল্ল কণ্ঠে বলল মি. সাসোকা। "কার্ড জমানো আমার শখ," বলে ওটা উল্টে চমকে গেল সে। *"মি. সাসোকাকে ১৩/৯/২০০৭ তারিখে প্রদত্ত"* লেখা সেখানে। নিচে কুসানাগির সই।

"কার্ডটা যাতে ব্যক্তিগত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারি, সেজন্যে লিখেছেন এটা, তাই না?"

"দয়া করে কিছু মনে করবেন না। এটাই নিয়ম।"

"না, না-কোন সমস্যা নেই," বলল সাসোকা। সিইও'র পাশাপাশি কুনুগি পাবলিশিং হাউজের সম্পাদকও সে। "তা আপনি কি এখানেই কথা বলবেন, না কি কোন ক্যাফেতে গিয়ে বসবেন?"

"এখানেই কথা বলা যাক।"

কুসানাগিকে অফিসের ছিমছাম মিটিং রুমটাতে নিয়ে গেল সাসোকা।

"অফিস চলাকালীন সময়ে আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত," একটা চেয়ারে বসতে বসতে বলল কুসানাগি।

"আরে, এটা কোন ব্যাপারই না। এই সময়ে খুব বেশি একটা কাজ থাকে না এখানে। আমরা তো প্রথম সারির কোন প্রকাশনা সংস্থা নই যে সবসময় লেখক-সম্পাদকদের ভিড় লেগে থাকবে।"

"আপনাকে ফোনে যেমনটা বলেছিলাম। মিস জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

মুখ থেকে হাসিটা মুছে গেল সাসোকার। "ওহ হ্যাঁ...আমিই ছিলাম তার সম্পাদক," বিষণ্ণ কণ্ঠে বলল সে। "খুবই দুঃখজনক একটা ঘটনা।"

"তাকে কি লম্বা সময় ধরে চিনতেন আপনি?"

"এই ধরুন দুই-আড়াই বছর। আমাদের জন্যে কয়েকটা বইয়ের কাজ করেছিলেন তিনি..." বলে উঠে গিয়ে নিজের ডেস্ক থেকে দুটো বই নিয়ে আসলো সে। "এই যে দেখুন।"

প্রথমটার নাম *তুষারমানবের অভিযান* এবং দ্বিতীয়টার *বন্দি কুকুরছানা।*

"বাচ্চারা পছন্দ করে এরকম চরিত্রদের নিয়ে লিখতে পছন্দ করতেন তিনি। এমনকি বৃষ্টি নিয়েও একটা বই লিখেছিলেন," সাসোকা বলল।

"হ্যাঁ, ওটা দেখেছি আমি," ইয়ামামোতোর দেখানো বইটার কথা বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

মলিন একটা হাসি ফুটলো সাসোকার মুখে। "মিস সুকুই পরিচিত সব চরিত্রদের নিয়ে এমন এমন গল্প লিখতেন, বাচ্চারা কয়েকবার করে পড়তো। তাকে বড্ড মিস করি আমরা সবাই।"

"তার মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু মনে আছে আপনার?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই মনে আছে। আমার উদ্দেশ্যে একটা চিঠিও লিখে রেখে গিয়েছিলেন তিনি।"

"হ্যাঁ...তার পরিবারের লোকদের কাছে শুনেছি মৃত্যুর আগে পরিচিত বেশ কয়েকজনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন মিস সুকুই।"

জুঞ্জি সুকুইয়ের পারিবারিক নিবাস হিরোশিমায়। তার মার সাথে ফোনে কথা হয়েছে কুসানাগির। ঘুমের ঔষধ খেয়ে আত্মহত্যা করবার পূর্বে পেশাগতভাবে চেনা তিনজন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে যায় সে।

"এভাবে কাজ হুট করে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি," মাথা দুলিয়ে বলল সাসোকা। "মারা যাবার কিছুদিন আগেই তাকে নতুন একটা বইয়ের কাজ শুরু করার কথা বলেছিলাম। তিনি জানতেন যে ওটা কখনো আলোর মুখ দেখবে না, তাই..."

"কেন আত্মহত্যা করলেন, এই ব্যাপারে কিছু লেখেননি?"

"নাহ। শুধুমাত্র কাজটা সম্পূর্ণ করে যেতে পারছেন না দেখে দুঃখপ্রকাশ করেন চিঠিতে। এরকম একটা মানুষের ওপর রাগ করে থাকা যায়, বলুন?"

আত্মহত্যা করার আগে নিজের মা'র উদ্দেশ্যেও একটা চিঠি লিখে সুকুই। চিঠিটা হাতে পাওয়ার পরপরই তিনি মেয়েকে ফোন দেন, কিন্তু কেউ রিসিভ করে না। তখন পুলিশকে জানানো হলে তারা এসে সুকুইয়ের মৃতদেহ আবিষ্কার করে।

মা'র কাছে পাঠানো চিঠিতেও কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে সে এ ব্যাপারে কিছু বলেনি সুকুই। বরং, তাকে সে ধন্যবাদ জানায় এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্যে। এভাবে হুট করে জীবনটাকে শেষ করে দিচ্ছে দেখে দুঃখপ্রকাশও করে।"

"আমরা এখনও জানি না কেন ও কাজটা করল," ফোনেই কাঁদতে কাঁদতে কুসানাগিকে বলেছিলেন সুকুইয়ের মা। দুই বছর পরেও সন্তান হারানোর বেদনা যে বিন্দুমাত্র কমেনি তা তার কণ্ঠস্বর শুনেই পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

"আপনারা কি কিছু জানেন এ সম্পর্কে? কেন আত্মহত্যা করতে পারেন সুকুই?"

কপাল কুঁচকে গেল সাসোকার। "দুই বছর আগেও আমাকে বিস্তারিত প্রশ্ন করা হয়েছিল মিস সুকুইয়ের মৃত্যু সম্পর্কে। আত্মহত্যার দুই সপ্তাহ আগে তার সাথে দেখা হয়েছিল আমার, তখন কিন্তু সবকিছু একদম স্বাভাবিকই মনে হয়েছিল।"

শুধু আপনি নন, মনে মনে বলল কুসানাগি। *অন্যরাও কিছু বুঝতে পারেনি।*

জুঞ্জি সুকুই মি. সাসোকা বাদে অন্য যে দু'জনকে চিঠি দিয়েছিল তাদের সাথেও কথা হয়েছে কুসানাগির। সবাই একই কথাই বলেছে। কেউ কিছুই বুঝতে পারেনি।

"আপনি কি এটা জানতেন যে তখন কারো সাথে সম্পর্ক ছিল কি না তার?" ইচ্ছে করেই কথার বিষয়ে পরিবর্তন আনলো ডিটেক্টিভ।

"ভাসা ভাসা শুনেছিলাম। কিন্তু কার সাথে সম্পর্ক ছিল এটা জানতে পারিনি। ইদানীং তো এসব ব্যাপারে খুব খেয়াল করে কথাবার্তা বলতে হয়। কখন কে মানহানি বা যৌন হয়রানির মামলা করে দেয়," বলল সাসোকা।

"আচ্ছা বয়ফ্রেন্ডের কথা বাদ দিন। তার কি ভালো কোন বান্ধবী ছিল?"

কাঁধ ঝাঁকালো সাসোকা। "আগেও এই প্রশ্নটা করা হয়েছে আমাকে। সত্যি কথা বলতে আমার ধারণা একা একা থাকতেই পছন্দ করতেন মিস সুকুই। কারো সাতে পাঁচে জড়াতেন না। আমি আসলে অবাকই হয়েছিলাম এটা শুনে যে তার জীবনে কেউ এসেছে।"

আয়ানের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলে যাচ্ছে, ভাবলো কুসানাগি। ব্যতিক্রম হচ্ছে স্যাপ্পোরোতে ভালো একজন বান্ধবী আছে তার। এখানে তো সারাদিন বাসার লিভিংরুমে বসে একা একা সেলাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন।

হয়তো এরকম একাকী মহিলাদের সাথেই প্রেমের সম্পর্ক করতো ইয়োশিতাকা। তাতসুহিকো ইকাইয়ের বলা কথাটা মনে পড়লো তার। একাকী নারীদের সাথে সম্পর্কে জড়াতো ইয়োশিতাকা কারণ বাচ্চার মা হিসেবে তারা একদম আদর্শ। আর যদি এরকমটা হয়েই থাকে তাহলে তার সম্পর্কগুলোতে '*ভালোবাসা*' জিনিসটা ছিল কি না সে সন্দেহটা থেকেকেই

BanglaBook.org

যায়। প্রেমিকারা নিশ্চয়ই মন থেকেই ভালোবাসতো তাকে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

"ডিটেক্টিভ?" নীরবতা ভেঙে কিছুক্ষণ পর বলল সাসোকা। "আমি কি এটা জানতে পারি যে কেন এতদিন পরে তার আত্মহত্যা নিয়ে খোঁজখবর করছেন আপনি? তখন তো নিশ্চিত করে বলা হয়েছিল যে, আত্মহত্যাই ছিল ঘটনাটা, যদিও মোটিভটা জানা যায়নি।"

"আসলে তার আত্মহত্যার সাথে আমি যে কারণে খোঁজখবর করছি সেটার কোন সম্পর্ক নেই," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কুসানাগি। "কিছুদিন আগে একটা কেসের তদন্তের সময় তার নাম জানতে পারি।"

"ওহ আচ্ছা," সাসোকা যে আরো জানতে আগ্রহী সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু একজন ডিটেক্টিভকে তথ্যের জন্যে চাপ দেয়ার সাহস পাচ্ছে না।

লোকটা আরো কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল কুসানাগি। "আমার ওঠা উচিত এখন," বলল সে। "আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে ধন্যবাদ।"

"আর কিছু জানার নেই আপনার? আমি তো এক কাপ চা-ও খাওয়াতে পারলাম না আপনাকে।"

"সমস্যা নেই। আমি কি এই বইদুটো কিছুদিনের জন্যে নিতে পারি?" হাতের ছবির বইদুটো দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

"এদুটো? অবশ্যই। আপনাকে দিয়েই দিলাম, যান।"

"আসলেই?"

"হ্যাঁ। এক সময় না এক সময় সরিয়েই ফেলতে হতো।"

"ঠিক আছে তাহলে, ধন্যবাদ," বলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে হাঁটতে শুরু করল কুসানাগি। সাসোকা আসছে পেছন পেছন।

"আমি আসলে খুবই অবাক হয়েছিলাম ওনার মৃত্যুর সংবাদ শুনে। এমনকি মারা গেছেন শোনার পর এটা মাথাতেই আসেনি, আত্মহত্যা করেছেন সুকুই। পুরো ঘটনাটা জানার পর লম্বা সময় তর্ক করেছিলাম বন্ধুদের সাথে। কয়েকজনের তো ধারণা ছিল যে খুন করা হয়েছে তাকে। কে স্বেচ্ছায় ওরকম জিনিস পান করবে বলেন? ভীষণ কষ্ট হবার কথা।"

থেমে সম্পাদকের মুখোমুখি হলো কুসানাগি। "কি বললেন? পান করেছিলেন মানে?"

BanglaBook.org

"বিষের কথা বলছি।"

"বিষ? ঘুমের ঔষধ না?"

মি. সাসোকার গোল মুখটা হা হয়ে গেল। "আপনি জানেন না! আর্সেনিক খাওয়ার কারণে মারা গেছেন মিস সুকুই।"

জমে গেল কুসানাগি। "আর্সেনিক?"

"হ্যাঁ, কিছুদিন আগে একটা রেস্তোরাঁয় যে কারণে অনেকের একসাথে ফুড পয়জনিং হলো।"

"মানে আর্সেনাস এসিড?"

"হ্যাঁ! ওটাই।"

কুসানাগির মনে হলো যে তার হৃৎপিণ্ড বুকের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে আসবে। দ্রুত বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেল সে। ভবনের বাইরে পা রেখেই কিশিতানিকে ফোন দিয়ে বলল জুঞ্জি সুকুইয়ের আত্মহত্যার কেসটা যে পুলিশ স্টেশন সামলেছিল সেখানে খোঁজ নিতে।

"এখনও ঐ লেখিকাকে নিয়েই পড়ে আছেন?" কিশিতানি জিজ্ঞেস করল। "নতুন কিছু জানতে পেরেছেন না কি?"

"চিফের সাথে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন মিস সুকুইয়ের ব্যাপারে খোঁজ খবর করার। তোমাকে যেটা বলছি সেটা করো ঠিকমতো," বলে ফোন কেটে দিল কুসানাগি। হাত উঁচিয়ে একটা ট্যাক্সি থামালো। "মেগুরো পুলিশ স্টেশনে চলুন, দ্রুত।"

ট্যাক্সির পেছনের সিটে বসে কেসটা নিয়ে ভাবনায় ডুবে গেল কুসানাগি। ইতোমধ্যে বেশ লম্বা একটা সময় ব্যয় করে ফেলেছে ওরা মি. মাশিবার খুনের তদন্তে। বিষ কিভাবে কফিতে মিশলো সেটা জানতে না পারা এবং উপযুক্ত সন্দেহভাজনের অভাব এই দেরির মূল কারণ। সত্যি কথা বলতে আপাতদৃষ্টিতে মোটিভ একজনেরই আছে বলে মনে হবে। আয়ানে মাশিবা। কিন্তু তার অ্যালিবাইটা মিথ্যে প্রমাণ করার কোন উপায় নেই।

দু'দিন আগে চিফ মামিয়াকে কুসানাগি বলে যে ঘটনার দিনে মাশিবাদের বাড়িতে তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল-এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। মিস জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে খোঁজ খবর নেয়ার অনুমতিও চায় তখন।

BanglaBook.org

"কিন্তু তিনিও তো মারা গেছেন?" মামিয়া জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, সেজন্যেই আরো ভালোমতো খোঁজ নিতে চাই," কুসানাগি তাকে বলে। "যদি ইয়োশিতাকা মাশিবার কারণেই আত্মহত্যা করে থাকেন মিস সুকুই, তাহলে সেটা তার ঘনিষ্ঠ কারো জন্যে মোটিভ হিসেবে কাজ করতে পারে।"

"প্রতিশোধের কথা বলছো? মিস সুকুইয়ের আত্মহত্যার দুই বছরের বেশি হতে চলল। এটা যদি প্রতিশোধই হয়ে থাকে, তাহলে আরো আগে কাজটা করল না কেন আততায়ী?"

"সেটা বলতে পারবো না। হয়তো খুনি চেয়েছিল সবাই আত্মহত্যার ব্যাপারটা ভুলে যাক, যাতে কেউ দুটো ঘটনার যোগসূত্র না স্থাপন করতে পারে।"

"তাহলে তো বলতে হবে আমাদের খুনির ধৈর্য্য অনেক। রীতিমত সাধুদের মতন। দুই বছর ধরে একটা মানুষকে খুন করার অপেক্ষা কিন্তু যা-তা ব্যাপার নয়।"

মামিয়াকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছিল না যে কুসানাগির ব্যাখ্যায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট সে, তবে মানা করেনি জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে খোঁজ নিতে। কুসানাগিও সময় নষ্ট করেনি। *বৃষ্টির ঠিকানা* বইটার সম্পাদক তাকে সুকুইয়ের বাসার ঠিকানা এবং ফোন নম্বর দেন। এরপর ব্যস্ততা আরো বেড়ে যায় সিনিয়র ডিটেক্টিভের। আত্মহত্যার আগে যাদের যাদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল সুকুই, তাদের সবার সাথে কথা বলে সে।

তবে কেউই তার আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে কিছু জানাতে পারেনি। এমন কিছুও বলেনি যেটায় ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে জুঞ্জি সুকুইয়ের সম্পর্কের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে। অনেকে জানতোই না যে কারো সাথে প্রণয় ছিল লেখিকার। তার মা বলেন যে সুকুইয়ের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েও তার কখনো মনে হয়নি যে সেখানে কোন পুরুষের পা পড়েছে। তাছাড়া সুকুইয়ের আত্মহত্যার সাথে প্রেম ভালোবাসার কোন সম্পর্ক নেই বলেই ধারণা তার। সুকুই আর মাশিবাকে চায়ের দোকানটায় একসাথে দেখা গিয়েছিল তিন বছর আগে। যদি এর পরপরই তাদের সম্পর্ক ভেঙে যায় তাহলে হয়তো আসলেও মি. মাশিবার সাথে তার আত্মহত্যার কোন সম্পর্ক নেই।

আর যদি সম্পর্ক থেকেও থাকে, তবুও কারো পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ কেউ তো তাদের প্রণয়ের ব্যাপারে জানতোই না। মামিয়ার কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পরও কুসানাগির মনে হচ্ছিল যে আরেকটা কানাগলিতে প্রবেশ করতে চলেছে সে।

কিন্তু এই আর্সেনাস এসিডের ব্যাপারটা বদলে দিয়েছে তার ধারণা।

যদি আগেই সে জুঞ্জি সুকুইয়ের আত্মহত্যার কেস ফাইলটা দেখতো তাহলে এখন এতটা তাড়াহুড়ো করতে হতো না। কিন্তু লেখিকার মা'র বক্তব্য শুনে কিছুটা হতাশ হয়েই আর খোঁজ খবর নেয়নি সে ব্যাপারে। যদি কেসটার তদন্তকারী অফিসাররাও ঘটনাটাকে আত্মহত্যা বলে মেনে নেয়, তাহলে তার মেনে নিতে অসুবিধে কোথায়?

কিন্তু বিষ পান করে আত্মহত্যা...

অবশ্য এমনটাও হতে পারে যে দুটো কেসের ক্ষেত্রেই একই বিষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা কাকতালীয়। রেস্তোরাঁয় ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনাটা সব টিভি চ্যানেলেই ফলাও করে প্রচারিত হয়েছে। সেখান থেকে অনেকেই বিষটার কার্যকরিতা সম্পর্কে জেনে গেছে।

কিন্তু একজন লোক তার প্রাক্তন প্রেমিকার আত্মহত্যার দু'বছর পর একই বিষের কারণে নিহত হলো–এ ব্যাপারটা কুসানাগির মেনে নেয়ার পক্ষে একটু বেশি কাকতালীয়।

এসব নিয়েই ভাবছে এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল তার। ইউকাওয়ার নাম দেখাচ্ছে ডিসপ্লেতে।

"আবার ফোন করেছো? স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের থেকেও তো তোমার বিল বেশি আসবে এই মাসে।"

"বলার মত কিছু পেলে চুপ করে বসে থাকবো না কি?" শান্তস্বরে বলল ইউকাওয়া। "আজকে দেখা করতে পারবে?"

"পারবো। কিন্তু কেন? কফিতে বিষ কিভাবে মিশলো এটা জানতে পেরেছো অবশেষে?"

" '*জানতে পেরেছি*' বলাটা উচিত হবে না। ধরে নাও একটা সম্ভাব্য পথ আবিষ্কার করেছি।"

পদার্থবিদের এরকম পেঁচিয়ে কথা বলার ধরণে বরাবরের মতনই বিরক্ত হলেও ফোনটা শক্ত করে কানের সাথে চেপে ধরলো সে। ইউকাওয়া যখন

BanglaBook.org

'সম্ভাব্য পথের' ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে তখন মূল সমাধানটা পেতে সাধারণত আর খুব বেশি দেরি হয় না।

"উতসুমির সাথে কথা বলেছো এ ব্যাপারে?"

"না, এখনও না। সত্যি কথা বলতে তোমাকেও বলবো কি না জানি না। সুতরাং খুব বেশি আশান্বিত না হওয়াই ভালো।"

"মানে কি? তাহলে দেখা করতে চাচ্ছো কেন?"

"তদন্তের ব্যাপারে আমার বিশেষ একটা অনুরোধ আছে। আমি যে সম্ভাব্য পথটার কথা ভেবেছি, খুনিকে সেটা অবলম্বন করতে হলে কিছু পূর্বশর্ত পূরণ করতে হবে। সেগুলো সম্বন্ধেই নিশ্চিত হতে চাই।"

"তাহলে তুমি আমাকে খুনের এই কৌশলটা সম্পর্কে কিছু বলবে না, কিন্তু আমি ঠিকই তথ্য দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো? তুমি নিশ্চয়ই ভালো করেই জানো যে সিভিলিয়ানদের সাথে কোন চলমান কেসের ব্যাপারে কথা বলাটা নিয়মের বাইরে?"

"তোমার মুখ থেকে এই কথাটা শুনে আসলেও অবাক হলাম," কিছুক্ষণ নীরবতার পর বলল ইউকাওয়া। "যাইহোক, কেন তোমাকে কৌশলটা সম্পর্কে এখনই কিছু বলতে পারবো না, তার যুক্তিযুক্ত একটা কারণ আছে। সেটা সামনাসামনি দেখা হলে ব্যাখ্যা করবো।"

"টোপ দিচ্ছো, না? আমি এখন মেগুরো স্টেশনে যাচ্ছি, সেখানে কাজ সেরে ভার্সিটিতে আসবো। আটটার মতন বাজবে।"

"তাহলে এখানে এসে আমাকে একটা ফোন দিও। সে সময় ল্যাবে না-ও থাকতে পারি।"

"ঠিক আছে," বলে ফোন কেটে দিল কুসানাগি। ভেতরে ভেতরে কেসটা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে তার। ইউকাওয়া খুনের কৌশল সম্পর্কে কি ধরতে পেরেছে সেটা এখনই জানতে ইচ্ছে করছে। অনুমান করে কোন লাভ হবে না। সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে এটা ভেবে যে ইউকাওয়ার ব্যাখ্যাটা আয়ানেকে আবারো সন্দেহভাজনের তালিকায় নিয়ে আসবে কি না। যদি তার বন্ধু এমন কিছু বলে যেটায় আয়ানের অ্যালিবাইয়ে ছেদ সৃষ্টি হয়, তখন?

আর কোন উপায় থাকবে না, মনে মনে বলল সে—তবে আয়ানের কথা ভেবে নয়, নিজের কথা ভেবে। বিধবাকে সন্দেহ না করার আর কোন উপায়

BanglaBook.org

থাকবে না। মনে মনে নিজেকে যা-ই বোঝাক না কেন সে। অন্য সময় হলে ইউকাওয়ার ফোন পেয়ে খুশিই হতো সে। কিন্তু আজকে খুশি তো দূরে থাক, সামান্য উত্তেজনাও কাজ করছে না।

মেগুরো স্টেশনে পৌঁছে কিশিতানিকে একটা ফ্যাক্সের কাগজ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো কুসানাগি। জুঞ্জি সুকুইয়ের খুনের ব্যাপারে বিস্তারিত লেখা আছে সেখানে। মামিয়াও আছে পাশে।

"এখন বুঝতে পারছি যে কেন আরো তথ্য দরকার ছিল আপনার," কিশিতানি বলল কাগজটা সামনে এগিয়ে দিয়ে।

রিপোর্টে এক নজর চোখ বোলালো কুসানাগি। নিজের অ্যাপার্টমেন্টের বিছানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় সুকুইকে। বিছানার পাশের টেবিলে রাখা ছিল একটা আধখালি পানির গ্লাস আর একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ। সেই ব্যাগেই ছিল অক্সিডাইজড আর্সেনিক বা আর্সেনাস এসিড।

"কিভাবে আর্সেনাস এসিড জোগাড় করলেন তিনি সে ব্যাপারে কিছু লেখা নেই। জানতে পারেনি তারা?"

"হয়তো খোজঁই নেয়নি," মামিয়া বলল। "খুনের সম্ভাবনার ব্যাপারটা মাথায় আসেনি তাদের। তাছাড়া আর্সেনাস এসিড জোগাড় করাটা ওরকম কঠিন কোন কাজ না। তাই সময় নষ্ট করতে চায়নি।"

"তবুও, মাশিবার প্রাক্তন প্রেমিকা যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে, সেই বিষ প্রয়োগেই হত্যা করা হলো তাকে–এ ব্যাপারটা উড়িয়ে দেয়ার মতন বিষয় নয়। ভালো দেখিয়েছেন, বস," কিশিতানি বলল কুসানাগির উদ্দেশ্যে।

"আলামত হিসেবে আর্সেনাস এসিডের ব্যাগটা কি সংরক্ষণ করেছে তারা?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"না, আমরাও জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা। দুই বছর রাখার কথাও না," মামিয়া বলল। যদি আসলেও সংরক্ষণ করা হতো তাহলে হয়তো তুলনা করে দেখা যেত যে দুই কেসেই বিষের উৎস এক কি না।

"তারা কি মিস সুকুইয়ের পরিবারের লোকদের বিষের ব্যাপারে কিছু বলেনি?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"মানে?" কিশিতানি বলল।

BanglaBook.org

"মিস সুকুইয়ের মা আমাকে ফোনে বলেছিলেন যে অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ সেবনে মৃত্যু হয়েছিল তার মেয়ের।"

"হয়তো ভুল শুনেছিলেন তিনি।"

"হতে পারে..." কুসানাগি বলল। কিন্তু একজন মা'র তার মেয়ে কিভাবে মারা গিয়েছে সেটার ব্যাপারে ভুল করাটা একটু অদ্ভুতই ঠেকলো তার কাছে।

"যাক, কুসানাগির এই আবিষ্কার আর উতসুমি তখন যা বলল–তদন্তের উন্নতি হচ্ছে দেরি করে হলেও," মামিয়া বলল।

"কি বলেছে উতসুমি?" চট করে মাথা উঠিয়ে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও যোগাযোগ করেছিল তার সাথে," চিফ বলল। "মাশিবাদের বাসার পানির ফিল্টারটা আবারও পরীক্ষা করে দেখতে বলেছে সে। কোথায় যেন পাঠিয়েছে এবার..."

"স্প্রিং-এইট," কিশিতানি মনে করিয়ে দিল।

"হ্যাঁ। ইউকাওয়া না কি বিশেষ করে বলে দিয়েছে যাতে ওখানেই পাঠানো হয় ফিল্টারটা টেস্টের জন্যে। উতসুমি সেটা নিয়েই ব্যস্ত এখন।"

স্প্রিং-এইট হিয়োগো বিভাগের বিখ্যাত একটা রেডিওলজি ফ্যাসিলিটির নাম। জটিল সব কেসের ক্ষেত্রে সাধারণত এই ফ্যাসিলিটির সাহায্য নেয়া হয়। যখন অন্য সব সাধারণ ল্যাব কোন বিশেষ পদার্থের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়, তখন স্প্রিং-এইট তাদের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় ত্রাতার ভূমিকা পালন করে। একদমই সামান্য পরিমাণেও যদি সে পদার্থের অস্তিত্ব থেকে থাকে, সেটাও বের করতে সক্ষম ওখানকার টেকনিশিয়ানরা। রেস্তোরাঁয় ফুড পয়জনিংয়ের ঘটনার তদন্তের সময় মুখ্য ভূমিকা পালন করে স্প্রিং-এইট।

"তাহলে ইউকাওয়ার ধারণা ফিল্টারেই বিষ মেশানো হয়েছিল?"

"ফিল্টারে আবার বিষ মেশায় কিভাবে?"

"মেশানো বলতে আসলে বোঝাচ্ছি...হয়তো ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, উতসুমিও সেটাই বলেছে।"

"কিন্তু ইউকাওয়া তো বলছিল এটা কোনভাবেই–" বলতে গিয়েও থেমে গেল কুসানাগি।

"কি?" ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল মামিয়া।

BanglaBook.org

"কিছু না। আজকে ওর সাথে দেখা করার কথা আমার। ও বলছিল যে বিষ মেশানোর সম্ভাব্য পথ সম্পর্কে ধারণা করতে পেরেছে। হয়তো ফিলট্রেশন সিস্টেম পর্যন্ত বিষ কিভাবে পৌঁছুলো সে ব্যাপারে কিছু বলবে।"

"উতসুমিরও একই ধারণা–ইউকাওয়া হয়তো আসলেও ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। কিন্তু তাকে না কি সে সম্পর্কে কিছু জানাতে রাজি হয়নি প্রফেসর। যেরকম বুদ্ধিমান, সেরকমই গোঁয়ার লোকটা," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল মামিয়া।

"আমাকেও না কি বলবে না," কুসানাগি বলল।

শুকনো একটা হাসি ফুটলো চিফের মুখে। "কোন স্বার্থ ছাড়াই কিন্তু আমাদের সাহায্য করছে সে। সুতরাং অভিযোগ করাটা উচিত হবে না। আর সে যেহেতু তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছে, নিশ্চয়ই জরুরি কিছু বলার আছে। যাও, শুনে এসো কি বলে সে।"

আটটার কিছুক্ষণ পর ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুলো কুসানাগি। ট্যাক্সি থেকে নেমে কয়েকবার ফোন দিল সে, কিন্তু ধরলো না প্রফেসর। ক্যাম্পাসের অর্ধেক পার হয়ে আবারো ফোন দিল; এবার কয়েকবার রিং হবার পর অবশেষে কল ধরলো ইউকাওয়া।

"দুঃখিত, রিং শুনতে পারিনি।"

"তুমি কি ল্যাবে?"

"না, জিমে। মনে আছে কোথায় ওটা?"

"ভুলবো কিভাবে?"

ফোন কেটে দিয়ে জিমের দিকে হাঁটা শুরু করল কুসানাগি। ইউনিভার্সিটির প্রবেশ ফটকের বামপাশেই ধূসর ভবনটার নিচতলায়। ছাত্র জীবনে হোস্টেলের চাইতে এখানেই বেশি সময় কাটিয়েছে কুসানাগি। ইউকাওয়ার সাথে পরিচিত হয়েছিল এখানেই। তখন দু'জনের শরীরই ছিল একদম শুকনো, খেলাধূলার জন্যে আদর্শ। কিন্তু এখন কেবল ইউকাওয়ার ফিগারই আগের মত আছে।

অ্যাথলেটিক ফ্যাসিলিটিতে ঢোকার সময় গোমড়া মুখ করে এক ছাত্রকে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে দেখলো কুসানাগি। হাতে একটা র‍্যাকেট তার। কুসানাগির উদ্দেশ্যে একবার মাথা নাড়লো ছেলেটা। ভেতরে ঢুঁকে কোর্টের পাশে একটা বেঞ্চে ইউকাওয়াকে বসা অবস্থায় পেলো ডিটেক্টিভ।

BanglaBook.org

"এখন বুঝতে পারছি, কেন ইউনিভার্সিটিতে বয়স্ক প্রফেসরের সংখ্যা বেশি। এখানকার সুযোগ সুবিধার মায়া কাটাতে পারে না তারা।"

ইউকাওয়া কোন প্রতিক্রিয়া দেখালো না। "জিম ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুবিধা দেয়া হয় না কাউকেই। অন্য সবার মতন আমারো আগে থেকে বলে রাখতে হয়। আর তোমার যুক্তি খুব একটা ভুল নয়। একে তো কাউকে প্রফেসর হতে হলে খাটতে হয় অন্যদের চেয়ে বেশি, সেজন্যে সময়ও বেশি লাগে। তাছাড়া কিছু নির্দিষ্ট শারীরিক পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হতে হয়, এটা বোধহয় তোমার জানা নেই।"

চুপচাপ কথাগুলো হজম করল কুসানাগি। "কিসের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে ডেকেছো?"

"এত তাড়াহুড়ার কি আছে? খেলবে না কি?" বলে একটা র‍্যাকেট কুসানাগির দিকে বাড়িয়ে ধরলো ইউকাওয়া।

"এখানে খেলতে আসিনি আমি," বলল কুসানাগি।

"কাজের প্রতি তোমার সমীহ আসলেও প্রশংসার দাবিদার," শুকনো কণ্ঠে বলল ইউকাওয়া। "কিন্তু শরীরের দিকে খুব একটা মনোযোগ দাও না বোধহয় ইদানীং। কোমর তো খালি বাড়ছেই দেখি। জিজ্ঞাসাবাদের কাজে খুব একটা হাঁটাচলা করতে হয় না, না কি?"

"এভাবে যখন খোটা দিচ্ছ..." বলে পরনের জ্যাকেটটা খুলে র‍্যাকেটটা হাতে নিল কুসানাগি।

গত বিশ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতন ব্যাডমিন্টন কোর্টে মুখোমুখি হলো দু'জনে। অবশ্য সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও কোন কিছু অপরিচিত ঠেকলো না কুসানাগির কাছে–র‍্যাকেট হাতে নেয়ার অনুভূতি, মেঝেতে কেডসের শব্দ, নেটের উচ্চতা–সব একই আছে। তবে র‍্যাকেটটা কিভাবে ধরতে হবে, শাটলকক কতটা জোরে মারতে হবে, কোনদিকে মারলে সুবিধা হবে–এগুলো কিছুটা ভুলে গেছে অভ্যাস না থাকার কারণে। স্ট্যামিনাও কমে গেছে তার। দশ মিনিটের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠল।

ইউকাওয়াকে দেখে মনেও হচ্ছে না এই দশ মিনিটে কোর্টে দৌড়েছে সে। মেঝেতেই বসে পড়লো কুসানাগি। "বুড়ো হয়ে যাচ্ছি আসলেই," হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। "তবে তোমার কম বয়সী ছাত্রদের এখনও পাঞ্জায় হারাতে পারবো।"

"পাঞ্জা লড়তে হাতের যে পেশিগুলো ব্যবহৃত হয় সেগুলো কয়েকদিনে অনুশীলনে ফলেই আবার আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু স্ট্যামিনা বজায় রাখার ক্ষেত্রে সে যুক্তি খাটবে না। নিয়মিত অনুশীলন করতে হবে। কারণ হৃৎপিণ্ডের পেশী আর হাতের পেশির মধ্যে পার্থক্য অনেক। তোমার উচিত অন্তত ব্যায়াম করা প্রতিদিন," শান্ত কণ্ঠে বলল ইউকাওয়া। কুসানাগির মত হাঁপাচ্ছে না সে।

হারামি কোথাকার, মনে মনে বলল কুসানাগি। দেয়ালে ঠেস দিয়ে আছে সে এখন। একটা পানির বোতল পাশের ব্যাগ থেকে বের করে বন্ধুর দিকে এগিয়ে দিল ইউকাওয়া। প্লাস্টিকের গ্লাসে পানি ঢেলে চুমুক দিল ডিটেক্টিভ।

"ভার্সিটি জীবনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পার্থক্য একটাই যে আমার শরীর আর আগের মত পরিশ্রম করতে পারে না।"

"যদি শরীর চর্চা না করো, একসময় দেখবে শক্তিও কমতে শুরু করেছে। আমি নিয়মিত অনুশীলন করেছি, তুমি করোনি–এই যা।"

"সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে বলছো?"

"না," ইউকাওয়া বলল মৃদু হেসে। "তোমাকে কি সান্ত্বনা দেয়া উচিত আমার?"

কুসানাগিও হাসলো। মেঝে থেকে উঠে গ্লাসটা এগিয়ে দিল প্রফেসরের দিকে। "তাহলে তোমার ধারণা বিষ ছিল ফিল্টারে?"

মাথা নাড়লো ইউকাওয়া। "তোমাকে ফোনে যেমনটা বলছিলাম, দাবিটা প্রমাণ করতে পারবো না আমি। কিন্তু মোটামুটি নিশ্চিত এ ব্যাপারে যে ওখানেই মেশানো হয়েছিল বিষ।"

"কোন ফলো-আপ টেস্ট করেছো?"

"হ্যাঁ, এখানেই চেষ্টা করেছি–মানে ভার্সিটির ল্যাবে। একই মডেলের চারটা ফিল্টার নিয়ে এসে আর্সেনাস এসিড ছিটিয়ে দিয়েছিলাম ভেতরে। এরপর কয়েকবার পানি দিয়ে ধোঁয়ার পর আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি না টেস্ট করে দেখি। তবে আমাদের ল্যাবে ইনডাকশন কাপলড প্লাজমা অ্যানালাইসিস করা সম্ভব না।"

"ইনডাকশন কি?"

BanglaBook.org

"থাক তোমার বুঝতে হবে না। শুধু মনে করো খুবই জটিল আর কার্যকরী একটা পদ্ধতি। চারটা ফিল্টারই টেস্ট করি আমরা, এর মধ্যে দুটোয় আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব খুঁজে পাই। অন্য দুটোর ফলাফল আশানুরূপ ছিল না। আসলে ফিল্টারটা তৈরিতে এমন উপাদান ব্যবহার করা হয় যাতে কোন কিছু সহজে লেগে থাকতে না পারে। উতসুমির মতে তোমাদের ফরেনসিক ল্যাবে অ্যাটমিক অ্যাবজর্পশন অ্যানালাইসিস করে দেখা হয়েছিল মাশিবাদের ফিল্টারটার। আমি যে পদ্ধতিটা ব্যবহার করেছি, তার চেয়েও কম কার্যকরী ওটা। তাই, স্প্রিং-এইটে পাঠালাম।"

"তুমি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট এবারের সমাধানটা নিয়ে। না-হলে এত ঝামেলা করতে না।"

"পুরোপুরি সন্তুষ্ট বা নিশ্চিত–কিছুই বলবো না। কিন্তু এটাই একমাত্র উপায় বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।"

"খুনি কিভাবে বিষ মেশালো ফিল্টারে? মেশানো শব্দটা ব্যবহার করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু অন্য কি বলবো বুঝতে পারছি না," কুসানাগি বলল।

জবাব দিল না ইউকাওয়া। একটা তোয়ালে শক্ত করে ধরে আছে দু'হাতে।

"আমার কাছ থেকে কেন লুকোচ্ছো ব্যাপারটা?" অসহিষ্ণু কণ্ঠে কুসানাগি বলল কিছুক্ষণ পর।

"যেমনটা উতসুমিকে বলেছি, আমি চাই না আগে থেকেই কিছু একটা ধারণা করে রাখো তোমরা।"

"আগে থেকে কিছু ভেবে রাখলাম কি না সেটার সাথে ফিল্টারে বিষ মেশানোর কি সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক আছে বলেই তো বলছি," কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল ইউকাওয়া। "আমি যে সম্ভাবনার কথা ভেবেছি, সেটা যদি আসলেও সত্য হয়ে থাকে তাহলে অতি সামান্য পরিমাণে হলেও আর্সেনাস এসিড খুঁজে পাবার কথা। সেজন্যে ফিল্টারটা স্প্রিং-এইটে পাঠিয়েছি। তবে যদি না-ও পাওয়া যায়, তবুও এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যাবে না। সমস্যাটা এতই জটিল।"

"তাও, বলে দিলে ক্ষতি কি?"

BanglaBoi.org

“আচ্ছা ধরো তোমাকে বললাম আমি সমাধানটা। পরে টেস্টে যদি আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, তাহলে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু যদি না পাওয়া যায়? তাহলে কি তোমরা আবারো নিরপেক্ষভাবে আগের মত করে ভাবতে পারবে? কিংবা এটা কি মেনে নিতে পারবে যে এই কৌশলটা অবলম্বন করা হয়নি।”

আবারো কথা প্যাঁচাচ্ছে, মনে মনে বলল কুসানাগি। “যদি প্রমাণ না পাই যে কৌশলটা আসলেও অবলম্বন করা হয়নি, তাহলে মানবো,” নিজেও ঘুরিয়ে জবাব দিল সে।

“এটা নিয়েই সমস্যা আছে আমার,” বলল ইউকাওয়া।

“বুঝিয়ে বলো।”

“আমি চাই না তোমরা প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও কাউকে সন্দেহ করো। আর এই কৌশল অবলম্বন করা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।”

ইউকাওয়ার চোখের দিকে তাকালো কুসানাগি। “আয়ানে মাশিবা?” গম্ভীর স্বরে বলল।

পদার্থবিদ কিছু না বলায় *মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ* বলে ধরে নিল ডিটেক্টিভ। “বেশ,” দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল সে। “আমার তদন্ত চালিয়ে যাবো আমি। আশা করি রহস্যটার সমাধান হবেই। ভালো একটা জিনিস জানতে পেরেছি আজকে।”

“বলো দেখি কি জেনেছো।”

“ইয়োশিতাকা মাশিবার এক প্রাক্তন প্রেমিকার খোঁজ বের করেছি। তার সাথে এই কেসের সম্পৃক্ততা আছে বলে মনে হচ্ছে।” জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে যা যা জেনেছে সব খুলে বলল কুসানাগি।

“এটা দুই বছর আগের ঘটনা?” জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া।

“হ্যাঁ, আর সেজন্যেই আমি নিজের মত করে তদন্ত করে খুশি। এই কেসটা শুরুতে খুব সহজ মনে হয়েছিল। পরকীয়ার কারণে স্বামীকে শাস্তি দিতে তাকে হত্যা করেছে স্ত্রী–এরকমটা ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে ভীষণ জটিল একটা কেস।”

কুসানাগির দিকে তাকিয়ে দরাজ হাসলো ইউকাওয়া।

“হাসছো কেন?” জিজ্ঞেস করল কুসানাগি। “নিশ্চয়ই ভাবছো যে আবারো ভুল পথে দৌড়াচ্ছি আমি, তাই না?”

BanglaBook.org

"মোটেও না। আসলে ভাবছিলাম, তোমাকে বোধহয় কষ্ট করে এতদূর না ডেকে আনলেও পারতাম।"

কিছু না বলে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে থাকলো কুসানাগি।

"তোমাকে আসলে একথাটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম আমিঃ এই কেসটার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। সাহিত্যিকদের মত করে কথা বলছি না কি? যাইহোক, শুধু মি. মাশিবা কিভাবে মারা গেলেন সেটা নিয়ে ভাবলে চলবে না আমাদের। যতটা সম্ভব অতীতে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে। সবগুলো সম্ভাবনা যাচাই-বাছাই করে তবেই প্রকৃত সমাধানে পৌঁছুনো সম্ভব। তুমি যা জানতে পেরেছো তার আসলেও গুরুত্ব আছে। মানে-মিস সুকুইয়ের আর্সেনাস এসিড ব্যবহার করে আত্মহত্যার কথা বলছি।"

"তোমার কথা আগামাথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি," কুসানাগি বলল। "তুমি তো মিসেস মাশিবাকে সন্দেহ করো। সেটার সাথে অতীতের কি সম্পর্ক?"

"সম্পর্ক আছে," বলে র‍্যাকেট আর জিম ব্যাগটা তুলে নিল ইউকাওয়া। "ল্যাবে ফিরবো এখন। কফি খাবে?"

"আর কিছু কি বলার আছে তোমার?"

"আপাতত নেই।"

"তাহলে আজকে আর কফি খাবো না। অন্য কোন দিন। স্টেশনে ফিরতে হবে দ্রুত।"

"বেশ," বলে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটা শুরু করল ইউকাওয়া।

"দাঁড়াও," পেছন থেকে ডাক দিল কুসানাগি। "আয়ানে মাশিবা তার বাবার জন্যে একটা জ্যাকেট সেলাই করে দিয়েছিলেন। কোমরের কাছটায় বেশ মোটা করে কাপড় দেয়া, যাতে বরফে পা পিছলে পড়ে গেলে ব্যথা না পান।"

"আর?" ঘুরে বলল ইউকাওয়া।

"বিবেক বিসর্জন দিয়ে অযৌক্তিক কিছু করার কথা না তার। অনেক বুঝে শুনে কাজ করেন। আমার মনে হয় না এরকম কারো পক্ষে হুট করে স্বামীকে খুন করা সম্ভব।"

"আসলে তুমি কি নিজে এটা বিশ্বাস করো? না কি বিশ্বাস করতে চাইছো?"

BanglaBook.org

"আমি আমার মতামত ব্যক্ত করলাম কেবল। তোমার আর উতসুমির যদি এই ধারণা থেকেও থাকে যে মিসেস মাশিবার প্রেমে পড়েছি আমি, সেটায় কিছু আসে যায় না।"

এক মুহূর্ত মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলো ইউকাওয়া। এরপর মুখ তুলে বলল, "তুমি মিসেস মাশিবার প্রেমে পড়েছো কি না, সেটায় আমারো কিছু আসে যায় না। কারণ ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় না তুমি এতটা দুর্বল যে নিজের কাজের সাথে আবেগ মেশাবে। আরেকটা ব্যাপার," আঙুল তুলে বলল পদার্থবিদ। "আয়ানে মাশিবা আর যা-ই হন না কেন, বোকা নন।"

"তাহলে তাকে সন্দেহ করো না তুমি?"

জবাবে একবার হাত নেড়ে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল ইউকাওয়া।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

বেশ খানিকক্ষণ ধরেই দোনোমনায় ভুগছে কুসানাগি। এ মুহূর্তে আয়ানে মাশিবার সেলাই স্কুলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। দৃষ্টি দেয়ালে ঝোলানো ইন্টারকমটার দিকে। বেল চাপবে না কি ইন্টারকমে কল দিবে? অন্য সময় হলে এরকম সাধারণ একটা ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে সমস্যা হতো না, কিন্তু আয়ানের মুখোমুখি হতে হবে ভাবলেই এক ধরণের অস্থিরতা গ্রাস করে তাকে। অস্থিরতা না বলে একে বিহ্বলতা বলা যায় কি?

হয়তো যায়, হয়তো যায় না।

অবশেষে ইন্টারকমটাই বেছে নিল সিনিয়র ডিটেক্টিভ। কিন্তু অপর পাশ থেকে কেউ রিসিভার তুললো না। বরং কিছুক্ষণ পর আয়ানে এসে দরজা খুলে দিল। ওকে দেখে মোলায়েম একটা হাসি ফুটলো তার মুখে। যেন একজন মা তার ছেলের বাসায় ফেরার জন্যে অপেক্ষা করছিল। "সময় মতই এসে পড়েছেন দেখছি," বলল সে।

"জি? ওহ, হ্যাঁ," বিড়বিড় করে ঘড়ির দিকে এক নজর তাকিয়ে বলল কুসানাগি। কাটায় কাটায় দুটা বাজছে। ফোনে এই সময়েই আসবে বলেছিল সে।

দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে ওকে ভেতরে আসার অনুরোধ করল আয়ানে।

শেষবার এখানে কুসানাগি এসেছিল হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে থানায় নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তখন সুযোগ পায়নি ভেতরটা ভালোমতো দেখার, তবুও আজকে কেন যেন মনে হচ্ছে কিছু একটা বদলে গেছে। ওয়ার্ক টেবিল এবং অন্যান্য আসবাবপত্রগুলো অবশ্য জায়গামতই দাঁড়ানো। কিছুক্ষণ পর ব্যাপারটা ধরতে পারলো সে। আগের প্রাণোচ্ছল ভাব হারিয়েছে স্কুলটা।

আয়ানের দেখানো চেয়ারটায় বসে আশপাশে নজর বোলালো সে, ততক্ষণে কাপে চা ঢেলে নিয়ে এলো আয়ানে। মুখে এখনও হাসি লেগে আছে তার। "জায়গাটা খালি খালি লাগছে না?" জিজ্ঞেস করল সে। "হিরোমি ওর জিনিসপত্রগুলো নিয়ে গেছে। আমি বুঝতেই পারিনি কখন সেগুলো এনেছিল ও, জানেন?"

BanglaBook.org

হিরোমি আর কাজ করবে না শুনে অবাক হয়নি কুসানাগি। তার জায়গায় অন্য কোন নারী হলে আরো আগেই এখানে আসা বন্ধ করে দিত। প্রণয়ের খবরটা ফাঁস হবার পরপরই।

আয়ানে গতকাল হোটেল থেকে এখানে এসে উঠেছে পাকাপাকিভাবে। সহসা বাড়িতে ফেরার কোন ইচ্ছে নেই তার। কারণটা অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না কুসানাগির। যে বাড়িতে তার স্বামী খুন হয়েছে, সেখানে কেন ফিরতে চাইবে কেউ?

টেবিলে রাখা চায়ের কাপটা উঠিয়ে একবার চুমুক দিল সে। "ধন্যবাদ," বলল কৃতজ্ঞ সুরে।

"আজ সকালে ওখানে গিয়েছিলাম," আয়ানে বলল তার উল্টোপাশের চেয়ারটায় বসে।

"বাসার কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ," বলে নিজের কাপটা তুলে নিলো আয়ানে। "ফুল গাছগুলোতে পানি দিতে গিয়েছিলাম। সব শুকিয়ে গেছে।"

"আমি দুঃখিত," ভ্রুজোড়া আপনাআপনি কুঁচকে গেল কুসানাগির। "এত ব্যস্ত ছিলাম গত কয়েকদিন... ।"

হাত নেড়ে তাকে থামতে বলল আয়ানে। "এসব নিয়ে ভাববেন না। আসলে এরকম কিছুর অনুরোধ করাটাই উচিত হয়নি আমার। কোন ক্ষোভ নেই আমার মনে, বিশ্বাস করুন।"

"আমি পানি দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। সামনের দিনগুলোতে আর ভুলবো না।"

মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিল আয়ানে। "ঠিক করেছি আমিই প্রতিদিন গিয়ে পানি দেব গাছে, আপনার আর কষ্ট করার দরকার নেই। ইতোমধ্যেই অনেক কিছু করেছেন।"

"কি আর করলাম? আচ্ছা, আপনি বলছেন যখন, তাহলে আপনার চাবিটা ফেরত দিয়ে দেব?"

"আপনাদের কাজ কি শেষ? না কি আবার যেতে হবে সেখানে?" কিছুক্ষণ ভেবে জিজ্ঞেস করল আয়ানে।

"সেটা বলা মুশকিল," সত্যটাই বলল কুসানাগি।

"তাহলে থাক চাবিটা আপনার কাছে। আমার কাছ থেকেও বারবার অনুমতি নিতে হবে না কেউ ওখানে যেতে চাইলে।"

BanglaBook.org

"ঠিক আছে। হারাবে না, এটুকু নিশ্চিত থাকতে পারেন," বুক পকেটে হাত রেখে বলল কুসানাগি।

"আচ্ছা, আপনিই কি ঐ বড় ওয়াটারিং ক্যানটা এনেছেন?"

চায়ে চুমুক দিতে গিয়েও মাঝপথে থেমে গেল সিনিয়র ডিটেক্টিভ। খালি হাতটা নেড়ে বলল, "ওহ, ওটা...আসলে আপনার পুরনো ক্যানটা ঠিকই ছিল। কিন্তু আমি ভাবলাম বড়টা দিয়ে সুবিধে হবে। আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল বোধহয়।"

"আরে না, সেজন্যে বলছি না। আমি তো জানতামই না যে ওয়াটারিং ক্যান এত বড় হতে পারে। খুব সুবিধে হয়েছে এখন, আরো আগে কিনলেই পারতাম। ধন্যবাদ আপনাকে।"

"যাক, আপনার পছন্দ হয়েছে জিনিসটা," কুসানাগি বলল। "আমি ভাবছিলাম পুরনোটাই বোধহয় বেশি ভালো লাগতো।"

"পানি দেয়ার ক্যান আবার ভালো লাগা না লাগার কি আছে? আগেরটা ফেলে দিয়েছেন?"

"হ্যাঁ...কেন, আপনার দরকার ছিল ওটা?"

"না! কাজ কমিয়ে দিয়েছেন," হেসে মাথা নামিয়ে নিল আয়ানে।

কাছের একটা শেলফে রাখা স্কুলের ল্যান্ডলাইন ফোনটায় রিং বেজে উঠল এ সময়।

"আয়ানে বলছি, আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি? মিস ওতা? হ্যা...কী বললেন? ওহ, ঠিক আছে।"

মিসেস মাশিবার মুখের হাসিটা অটুট থাকলেও কুসানাগির বুঝতে সমস্যা হলো না যে কোন একটা সমস্যা হয়েছে। শব্দ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলো সে।

"কিছু হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

"আমার এক ছাত্রি ফোন দিয়েছিল," হতাশ কণ্ঠে বলল আয়ানে। "পারিবারিক কিছু সমস্যার কারণে আর ক্লাসে আসতে পারবে না। গত তিন বছর ধরে আমার কাছে কাজ শিখছিল সে।"

"বাড়ীর সব কাজ সামলে সেলাইয়ে সময় দেয়াটা কঠিনই বোধহয়?"

হাসলো আয়ানে। "আসলে গতকাল থেকে অনেকেই ফোন করে বলছে যে তারা আর আসবে না। ওতাকে নিয়ে ছয়জন হলো।"

"এটা কি দুর্ঘটনাটার কারণে?"

BanglaBook.org

"মনে তো হচ্ছে। তবে সেই সাথে হিরোমির চলে যাওয়াটাও এক্ষেত্রে বড় একটা ভূমিকা পালন করছে। গত বছর থেকে ও পুরোদমে ক্লাস নেয়া শুরু করেছিল। আমার ধারণা অনেকে এখানে আসতো ওর জন্যেই।"

"তাই তিনি কাজ ছেড়ে দেয়াতে তারাও এখানে আসা বন্ধ করে দিচ্ছে?"

"এটা একটা কারণ তো অবশ্যই। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে...কিভাবে যে বোঝাবো আপনাকে। বলতে পারেন এখানে এসে আগের মত স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না অনেকেই। নারীরা এসব ব্যাপারে একটু স্পর্শকাতর।"

"হুম..." পুরোপুরি না বুঝলেও মাথা নাড়লো কুসানাগি। তার ধারণা ছিল এখানে শিক্ষার্থীরা আসে আয়ানের কাছ শিখতে। তাদের তো খুশি হবার কথা যে এখন থেকে সরাসরি এরকম গুণী একজন শিল্পীর কাছে শিখতে পারবে!

উতসুমি হলে ধরতে পারতো ব্যাপারটা, মনে মনে বলল সে।

"আমি মোটামুটি নিশ্চিত আরো অনেকেই চলে যাবে সামনের দিনগুলোতে। এই ব্যাপারগুলো অনেকটা চেইন রিঅ্যাকশনের মতন। হয়তো স্কুলটাই বন্ধ করে দেয়া উচিত," মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ বসে থাকলো আয়ানে। এরপর হঠাৎই সিটে সোজা হয়ে বলল, "আমি দুঃখিত। এসবের সাথে তো আপনার এখানে আসার কোন সম্পর্ক নেই, তাই না ডিটেক্টিভ?"

সরাসরি তার দিকে তাকালো বিধবা। চোখ নামিয়ে নিল কুসানাগি। "আমি জানি আপনাকে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করছি কেসটার দ্রুত সমাধান করার। আমার মনে হয় আপনার অন্য কোথাও থেকে ঘুরে আসা উচিত।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম," আয়ানে বলল। "অনেকদিন কোথাও যাই না। আগে কিন্তু বেশ ঘোরাফেরা করতাম। এমনকি একা একা বিদেশেও গিয়েছি।"

"হ্যাঁ, শুনেছি। ইংল্যান্ডে বোধহয়?"

"মা বলেছে? অনেক দিন আগের কথা," বলে আবারো চোখ নামিয়ে নিল আয়ানে। "আপনার একটা সাহায্য দরকার আমার," খানিকক্ষণের নীরবতার পর বলল সে।

"নির্দ্বিধায় বলুন," চায়ের কাপ টেবিলে নামিয়ে রেখে বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"এই দেয়ালটা," ওরা যেখানে বসে আছে তার বাম পাশের দেয়ালটার দিকে তাকিয়ে বলল আয়ানে। "একটু খালি খালি লাগছে।"

আসলেও দেয়ালটা খালি। তবে ওখানে যে কিছু একটা ঝোলানো ছিল তা হালকা দাগ দেখে বোঝা যাচ্ছে।

"এখানে যে ট্যাপেস্ট্রিটা ঝোলানো ছিল সেটা হিরোমি নিজ হাতে বুনেছিল, তাই ওটা দিয়ে দিয়েছি ওকে। কিন্তু এখন বড্ড বেশি খালি খালি লাগছে না জায়গাটা?"

"হ্যাঁ। নতুন কিছু ঝোলাবেন না কি?"

"হ্যাঁ। আজকে বাসা থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছি সেটা।"

"কি এনেছেন?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"আমার বেডরুমে যে ট্যাপেস্ট্রিটা ঝোলানো ছিল।"

"বেশ," উঠে দাঁড়িয়ে বলল কুসানাগি। "চলুন ঝুলিয়ে ফেলি তাহলে।"

ব্যাগের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল আয়ানে। "দাঁড়ান," হেসে বললো সে। "আপনি তো এখানে আমাকে কিছু প্রশ্ন করতে এসেছিলেন। সেগুলো সেরে নেবেন আগে?"

"নাহ," কুসানাগি জবাব দিল। "একটু পরে জিজ্ঞেস করলেও বড় কোন ক্ষতি হবে না।"

"না," দৃঢ়চিত্তে মাথা নাড়লো আয়ানে। "সেটা হবে না। আপনি এখানে একটা কাজে এসেছেন। আর কাজের গুরুত্ব সবসময় আগে।"

হেসে আবারো বসে পড়লো কুসানাগি। নোটপ্যাডটা বের করে এনেছে পকেট থেকে। আয়ানের চেহারায় আবার ফিরে এসেছে আগের গাম্ভীর্য।

"প্রশ্নগুলো শুনতে আপনার হয়তো খুব একটা ভালো লাগবে না, আশা করি কিছু মনে করবেন না।"

মাথা নাড়লো আয়ানে।

"আপনার সাথে দেখা হবার পূর্বে মি. মাশিবার যার সাথে সম্পর্ক ছিল তার পরিচয় জানতে পেরেছি আমরা। মিস জুঞ্জি সুকুই। নামটা কি পরিচিত লাগছে আপনার কাছে?"

"সুকুই...?"

"হ্যাঁ, বানানটা এরকম," বলে নোটপ্যাডে অক্ষরগুলো সাজিয়ে দেখালো কুসানাগি।

"এই প্রথম নামটা শুনলাম," সরাসরি তার চোখে দিকে তাকিয়ে বলল আয়ানে।

BanglaBook.org

"মি. মাশিবা কি কখনো আপনার সাথে কোন লেখিকার ব্যাপারে কথা বলেছিলেন? বাচ্চাদের বইয়ের লেখিকা।"

"বাচ্চাদের বই?" ভ্রুকুটি করে বলল আয়ানে।

"হ্যাঁ, মিস সুকুই বেশ কয়েকটা ছবির বইয়ের রচয়িতা। হয়তো মি. মাশিবার কাছ থেকে কোন আর্টিস্টের ব্যাপারে কিছু শুনেছিলেন আপনি?"

টেবিল থেকে কাপটা উঠিয়ে আবারো চুমুক দিল আয়ানে। "সরি, কিন্তু আমাকে ও কখনো কোন লেখিকার সম্পর্কে কিছু বলেনি। বললে মনে থাকতো। তাছাড়া খুব বেশি লেখক লেখিকা বা আর্টিস্টদের সাথে পরিচয় থাকার কথাও না ওর।"

"ঠিক আছে," বলল কুসানাগি।

"ওর এই প্রাক্তন প্রেমিকার সাথে কি কেসের কোন সম্পর্ক আছে?" আয়ানে জিজ্ঞেস করল।

"সেটাই জানার চেষ্টা করছি আমরা।"

"ওহ," চোখ নামিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল আয়ানে।

"আরেকটা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম," কুসানাগি বলল। "সাধারণত এরকম কিছু জিজ্ঞেস করি না। কিন্তু যার কথা বলছি তিনি যেহেতু আমাদের মাঝে আর নেই..."

"মানে?"

"মানে মিস সুকুই...তিনি দু'বছর আগে মারা গেছেন।"

বিস্ময় চাপা দেয়ার চেষ্টা করল না আয়ানে।

"তদন্তে আমরা জানতে পেরেছি, মি. মাশিবা তার এই সম্পর্কটার ব্যাপারে কাউকে কিছু বলেননি। আপনি কিছু বলতে পারবেন, কেন অমনটা করেছিলেন তিনি? আপনাদের সম্পর্কের ব্যাপারেও কি রাখঢাক করতেন?"

কাপটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে কিছুক্ষণ ভাবলো আয়ানে। "আমার স্বামী কখনো আমাদের সম্পর্কের কথা কারো কাছ থেকে লুকোয়নি। প্রথম যেবার দেখা হয়েছিল, মি. ইকাইও ছিলেন সেখানে।"

"হ্যাঁ, সেটা জানি।"

"তবে," বলে কাপে চুমুক দিল আয়ানে। "মি. ইকাই যদি ওখানে না থাকতো তাহলে হয়তো সম্পর্কের ব্যাপারটা শুরুতেই কাউকে বলতো না ও।"

"সেটা কেন?"

BanglaBoi.org

"কারণ তখন আমাদের আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে কারো কাছে কোন কৈফিয়ত দিতে হতো না।"

"তাহলে আপনার ধারণা *'আলাদা হয়ে যেতে হবে'* এই কথাটা শুরু থেকেই মাথায় ঘুরতো তার?"

"আমি যে মা হতে পারবো না, এই সম্ভাবনাটা নিয়ে নিশ্চয়ই ভেবেছে সে। যদি বিয়ের আগে প্রেগন্যান্ট হতাম, তাহলে ও বোধহয় আরো বেশি খুশি হতো।"

"কিন্তু আপনারা বাচ্চা নেয়ার চেষ্টা করার আগেই বিয়ে করে ফেলেছিলেন?"

একটা চতুর হাসি ফুটলো আয়ানের চেহারায়। আগে তার এই রূপ দেখেনি কুসানাগি। "আসলে আমি ওকে চেষ্টার সুযোগটাই দেইনি। জন্মনিরোধক পিল খেতাম বিয়ের আগ অবধি।"

"হুম। মিস সুকুইও জন্মনিরোধক পিল খেতেন কি না কে জানে," সাবধানে কথাটা বলল কুসানাগি। জানে যে একটা সীমা লঙ্ঘন করছে।

"মনে হয় না। সেজন্যেই তার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছে ইয়োশিতাকা।"

"দূরে সরে গিয়েছেন বলতে কি বোঝাতে চাচ্ছেন?"

"একদম সহজ তো ব্যাপারটা! ওর চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই প্রেগন্যান্ট হতে পারেননি তিনি। তাই সম্পর্ক শেষ করে দিয়েছে," যেন খুব সাধারণ একটা ব্যাপারে কথা বলছে, এমন ভঙ্গিতে বলল আয়ানে।

নোটপ্যাডটা বন্ধ করে দিল কুসানাগি। "ধন্যবাদ," কলম পকেটে ঢুকিয়ে বলল।

"এটুকুই? আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?"

"না, আপাতত এটুকুই যথেষ্ট। যদি আমার কোন প্রশ্নে দুঃখ পেয়ে থাকেন, তাহলে দুঃখিত।"

"কিছু মনে করিনি আমি। ইয়োশিতাকার সাথে পরিচয় হবার আগেও বেশ কয়েকজনের সাথে সম্পর্ক ছিল আমার।"

"জি, সেটাই স্বাভাবিক," বলেই মনে মনে নিজেকে গালি দিল কুসানাগি।

BanglaBook.org

আয়ানে হাসছে মলিন ভঙ্গিতে।

"চলুন ট্যাপেস্ট্রিটা ঝুলিয়ে ফেলি তাহলে," কুসানাগি বলল।

"হ্যাঁ," বলে ব্যাগের দিকে হাত বাড়িয়ে এবারো থেমে গেল আয়ানে। "নাহ, এখন ঝোলাবো না। দেয়ালটা পরিস্কার করতে হবে আগে। পরে কোন এক সময়।"

"আসলেই? ওটা ঝোলালে কিন্তু ঘরের সৌন্দর্য্য বেড়ে যাবে। আমার সাহায্যের দরকার হলে অবশ্যই বলবেন।"

ধন্যবাদ জানিয়ে বাউ করল আয়ানে।

সেলাই স্কুল থেকে বের হয়ে আজকের প্রশ্নোত্তর পর্ব নিয়ে ভাবতে লাগলো কুসানাগি। আয়ানে যেভাবে জবাব দিয়েছে সেটা নিয়েই ভাবছে মূলত। তার নিজের প্রতিক্রিয়াও কম নাটকীয় ছিল না, যদিও কিছু বুঝতে দেয়নি।

হঠাৎই ইউকাওয়ার বলা কথাটা মনে হওয়াতে থমকে গেল সে। *আমার মনে হয় না ব্যক্তিগত ভাবে তুমি এতটা দূর্বল যে নিজের কাজের সাথে আবেগ মেশাবে।*

আশা করা যায় তার বন্ধু ঠিকই বলেছে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

"এবারে হিরোশিমায় থামবো আমরা..."

ঘোষণাটা শোনার পরপরই এক কানে গুঁজে রাখা এয়ারফোনটা খুলে ফেলল উতসুমি। আইপডের সাথে পেঁচিয়ে চালান করে দিল ট্রাভেল ব্যাগের সামনের পকেটে। গতি কমতে কমতে একসময় থেমে গেল ট্রেনটা।

প্লাটফর্মে নেমে নোটবুক বের করে জুঞ্জি সুকুইয়ের ঠিকানাটা দেখে নিল একবার। পূর্ব হিরোশিমার তাকাইয়াকো আবাসিক এলাকায় থাকে লেখিকার পরিবার। সবচেয়ে কাছের স্টেশনটার নাম নিশিতাকায়া। আসার আগে সুকুইয়ের মা'কে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে। ফোনে কিছুটা বিচলিত মনে হচ্ছিল তার কণ্ঠস্বর। স্বাভাবিক, মেয়ের মৃত্যুর এতদিন বাদে সেটা নিয়ে পুলিশ আগ্রহ দেখালে যে কেউ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবে।

স্টেশনের একটা কিয়স্ক থেকে মিনারেল ওয়াটারের বোতল কিনে লোকাল ট্রেনে উঠে পড়লো উতসুমি। সানিয়ো মেইন লাইন থেকে নয়টা স্টেশন পড়ে নিশিতাকায়া স্টেশন। প্রায় চল্লিশ মিনিটের মত সময় লাগবে পৌঁছতে, তাই আবারো আইপড বের করে কানে এয়ারফোন গুজলো সে। মাসাহারু ফুকুইয়ামার একটা অ্যালবাম শুনছে আজকে। চুমুক দিতে গিয়ে দেখলো মিনারেল ওয়াটারের বোতলটার গায়ে লেখা–সফট ওয়াটার, অর্থাৎ ক্ষারীয় পদার্থের পরিমাণ কম। ইউকাওয়া তাকে বলেছিল এই পানি দিয়ে কোন ধরণের রান্না ভালো হবে, ভুলে গেছে অবশ্য।

পানির কথা ভাবতে ভাবতে ফিলট্রেশন সিস্টেম নিয়ে ইউকাওয়ার আইডিয়াটার কথা মনে পড়ে গেল তার। *কি এমন কৌশল যে জানানো যাবে না কাউকে?*

তবে কৌশল যেটাই হোক, ইউকাওয়ার মতে সেটা কাগজ কলমে সম্ভব হলেও, বাস্তবে প্রয়োগ করা দুরূহ। এক পর্যায়ে প্রফেসর তাকে অবাক করে বলে ওঠে '*অসম্ভব!*'

তার চেহারা দেখে উতসুমি যতদূর ধারণা করেছে, কৌশলটা বোধহয় আসলেও কঠিন এবং বুদ্ধিদীপ্ত কিছু। তবুও সেটাই অবলম্বন করা হয়েছে।

BanglaBook.org

কিভাবে বিষ মিশলো কফিতে তা নিয়ে আর কোন তথ্য না দিলেও উতসুমিকে কিছু কাজের নির্দেশ দেয় ইউকাওয়া। প্রথমটা হচ্ছে ফিলট্রেশন সিস্টেমটা পুনরায় টেস্ট করা। খুব সামান্য পরিমাণ বিষের অস্তিত্ব থাকলেও যাতে টেস্টে ধরা পড়ে সেজন্যে গোটা সিস্টেমটাই স্প্রিং এইটে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

স্প্রিং-এইট থেকে এখনও কোন ফলাফল না আসলেও কিছু ব্যাপার জানতে পেরেছে ওরা। যেমন ফরেনসিক থেকে বলা হয়েছে যে ফিলট্রেশন সিস্টেমটায় কোন ধরণের অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়নি। গত এক বছরের ব্যবহারে যে পরিমাণ ময়লা জমা হওয়ার কথা, সেটুকুই পাওয়া গেছে। মধ্যবর্তী সময়ে কোন ধরণের পরিবর্তনও করা হয়নি ভেতরের কলকব্জায়।

ফোনে যখন ইউকাওয়াকে কথাগুলো জানায় উতসুমি, জবাবে শুধু "*ঠিক আছে, ধন্যবাদ*" বলে ফোন কেটে দেয় সে।

উতসুমি অবশ্য ভেবেছিল এবারে কিছুটা হলেও মুখ খুলবে পদার্থবিদ, কিন্তু বিধি বাম। তবে তাকে সবচেয়ে বেশি খোঁচাচ্ছে অন্য একটা ব্যাপার। কুসানাগিকে ইয়োশিতাকার অতীত সম্পর্কে খোঁজ করতে বলেছে ইউকাওয়া। আর্সেনাস এসিড পানে জুঞ্জি সুকুইয়ের আত্মহত্যার ঘটনাটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে তার।

যদি ইউকাওয়া আসলেও আয়ানে মাশিবাকে সন্দেহ করে থাকে, তাহলে অতীত সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলল কেন? তার স্বামী মারা যাবার আশপাশের সময়গুলোতে যা ঘটেছে তা নিয়ে তদন্ত করলেই তো চলার কথা। যদি এমনটাও হয়ে থাকে যে, এই হত্যাকাণ্ডের বীজ রোপিত হয়েছিল অনেক আগে, তবুও ইউকাওয়ার পুরনো ইতিহাস নিয়ে আগ্রহী হবার কথা না।

কিছুক্ষণ পর মাসাহারু ফুকুইয়ামার গান শেষ হয়ে অন্য এক শিল্পীর গান শুরু হলো। গানটার নাম মনে করার চেষ্টা করছে সে এমন সময় ঘোষণা এলো যে নিশিতাকায়া স্টেশনে পৌঁছে গেছে ট্রেন।

সুকুইদের দোতলা বাড়িটায় হেঁটে পৌঁছুতে পাঁচ মিনিট সময় লাগলো উতসুমির। আবাসিক এলাকাটার উল্টো পাশে বিশাল একটা পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। গত কয়েক দশকে এখানকার সকল পরিবর্তনের সাক্ষী ওটা। বয়স্ক একজন মহিলার থাকার পক্ষে বাসাটা বেশিই বড়। জুঞ্জি সুকুইয়ের বাবা মারা গেছেন বেশ কিছু সময় আগে এবং বিয়ের পর থেকে

BanglaBook.org

তার বড় ভাই ডাউনটাউন হিরোশিমায় একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন স্ত্রী সন্তানসহ।

ইন্টারকম বাটনটায় চাপ দেয়ার কিছুক্ষণ পর পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো সে।

ইয়োকো সুকুইয়ের বয়স ষাটের কিছুটা বেশি। ছিপছিপে গড়ন, চুল ধূসর। উতসুমি একা এসেছে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল সে। নিশ্চয়ই ভেবেছিল গম্ভীর কোন পুরুষ ডিটেক্টিভ আসবে উতসুমির সাথে।

বাড়িটাকে বাইরের দিক থেকে দেখে পশ্চিমা ধাঁচের মনে হলেও ভেতরটা জাপানি ঐতিহ্যে তৈরি। মিসেস সুকুই একটা তাতামি ম্যাট রুমে নিয়ে বসালো উতসুমিকে। মাঝখানে নকশা করা কাঠের টেবিল। একপাশে প্রার্থনা বেদি।

"অনেক দূর থেকে এসেছেন। ভীষণ ক্লান্ত বোধ করছেন নিশ্চয়ই," ইয়োকো বলল একটা চায়ের কাপে গরম পানি ঢেলে।

"না, খুব বেশি ক্লান্ত হইনি," উতসুমি বলল। "আপনাকে এভাবে বিরক্ত করতে আসার জন্যে দুঃখিত। তাও এরকম একটা বিষয়ে।"

গরম চায়ের কাপ ওর দিকে এগিয়ে দিল মিসেস সুকুই।

"আপনার মেয়ে যখন আত্মহত্যা করেন, পুলিশের লোকেরা সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে কিছুই জানাতে পারেনি। এখনও কি একই অবস্থা?"

মলিন একটা হাসি ফুটলো ইয়োকোর ঠোঁটে। "তদন্ত করার মত খুব বেশি কিছু ছিলও না আসলে। টোকিওতে যাদের যাদের চিনতো ও, তারা কেউই কিছু বলতে পারেনি। তবে আমার ধারণা একাকীত্ব সহ্য করতে না পেরেই আত্মহত্যা করেছে সে।"

"একাকীত্ব?"

"সবসময় আঁকাআকি নিয়ে ব্যস্ত থাকতো আমার মেয়েটা। টোকিওতে পাড়ি জমিয়েছিল এই লাইনে ক্যারিয়ার করবে বলেই। বাচ্চাদের ছবির বই বেরিয়েছে ওরা কয়েকটা-জানেন বোধহয়। কিন্তু ছোট থেকেই একদম চুপচাপ ছিল সে, বাসাতেও। ওখানে ওরকম অচেনা একটা শহরে একা একা থাকা! ক্যারিয়ারেরও যে খুব একটা উন্নতি হয়েছিল তা বলা যাবে না। সব কিছু মিলে ভীষণ হতাশায় ভোগা শুরু করে এক সময়। বয়সও কম হয়নি, চৌত্রিশ। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা এই বয়সেই তো মাথায় চাপে। সুখ দুঃখ ভাগাভাগি করার মত কেউ যদি থাকতো...

BanglaBoi.org

তাহলে মিসেস সুকুইও মেয়ের মৃত্যুর ব্যাপারে কিছু জানেন না।

"আত্মহত্যার কিছুদিন আগে এখান থেকে ঘুরে গিয়েছিলেন তিনি, তাই না?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, ওকে দেখে মনে হচ্ছিল ইট কাঠের শহরটায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে যেন। কিন্তু তাই বলে যে এরকম কিছু একটা করে বসবে...ভাবিনি," কান্না চাপতে কষ্ট হচ্ছে বয়স্ক মহিলার।

"তখন কি স্বাভাবিকভাবেই আপনার সাথে কথা বলেছিলেন তিনি?"

"হ্যাঁ, বলেছিল যে ভালোই দিন যাচ্ছে। কিন্তু মা'র কাছে কি আর মিথ্যে বলা যায়?"

কিছুদিনের মধ্যে আত্মহত্যা করবে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কেউ তার মা'র সামনে এসে কিভাবে কথা বলবে তা ভেবে পেল না উতসুমি। সে হলে তো তার চোখের দিকেই তাকাতে পারতো না। "ডিটেক্টিভ?" ইয়োকো মুখ তুলে বলল।

"এখন হঠাৎ ওর আত্মহত্যা নিয়ে খোঁজ করছেন কেন আপনারা?"

"ভিন্ন একটা কেসের তদন্ত করতে গিয়ে তার নামটা জানতে পারি আমরা। হয়তো মিস সুকুইয়ের মৃত্যুর সাথে এই কেসটার সম্পর্ক আছে। তবে কিছুই নিশ্চিত নয় এখন পর্যন্ত, আমরা ধাঁধাঁর টুকরোগুলোকে জোড়া দেয়ার চেষ্টা করছি। আরো কিছু জানলে আপনাকে বলতাম নিশ্চয়ই।"

"ওহ," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ইয়োকো।

"আমরা আসলে তিনি যে বিষটা ব্যবহার করে আত্মহত্যা করেছিলেন সেটা নিয়ে বেশি আগ্রহী।"

"বিষ?" সোজা হয়ে বসলো ইয়োকো।

"হ্যাঁ, আপনার মেয়ে তো বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। মনে আছে বিষের ধরণটা?"

এক মুহূর্তের জন্যে ইয়োকোকে দেখে মনে হলো যে বুঝে উঠতে পারছে না কি বলবে। *আসলেও ভুলে গেছেন না কি?*

"আর্সেনাস এসিড," উতসুমি সাহায্য করার জন্যে বলল তাকে। "কিছুদিন আগে আমার এক সহকর্মী ফোন করেন এখানে, ডিটেক্টিভ কুসানাগি। তাকে আপনি বলেন যে অতিরিক্ত ঘুমের ঔষধ খাওয়ায় মৃত্যু হয় আপনার মেয়ের। কিন্তু তার কেস ফাইলে বিষের কথা লেখা। আপনি কি ব্যাপারটা জানতেন না?"

BanglaBook.org

"আসলে...ইয়ে...মানে," আবারো কথার খেই হারিয়ে ফেলল ইয়োকো। "বিষের নামটা কি আসলেও গুরুত্বপূর্ণ?" কিছুক্ষণ পর দ্বিধান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে। "মানে, আমি যে ঘুমের ঔষধের কথা বলেছিলাম, এতে কি কোন সমস্যা হবে?"

অদ্ভুত, মনে মনে বলল উতসুমি। "তার মানে আপনি জানতেন, ঘুমের ঔষধের কারণে মৃত্যু হয়নি মিস সুকুইয়ের? তা সত্ত্বেও ওটা বলেছিলেন?"

"আমি দুঃখিত," প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল ইয়োকো। চেহারায় বেদনার ছাপ স্পষ্ট। "আমি ভেবেছিলাম ওর মৃত্যুর পর এসবে কিছু যায় আসবে না।"

"আর্সেনাস এসিডের ব্যাপারে না বলতে চাওয়ার কি বিশেষ কোন কারণ আছে?"

চুপ করে থাকলো ইয়োকো।

"মিসেস সুকুই?"

"আমি দুঃখিত," আবারো বলল ইয়োকো। তাতামিতে দুই হাত রেখে মাথা নিচু করল সে। "সত্যিই দুঃখিত। আসলে কথাটা বলতে কষ্ট হয় আমার..."

এরকম প্রতিক্রিয়া আশা করেনি উতসুমি। "আপনার ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই। উঠুন, প্লিজ। শুধু এটুকু বলুন যে কেন ঘুমের ঔষধের কথা বলেছিলেন? বিশেষ কোন কারণ আছে কি?"

ধীরে ধীরে মাথা উঁচু করল ইয়োকো। "আর্সেনিক আমাদের বাসা থেকেই নিয়েছিল ও।"

বিষম খাবার জোগাড় হলো উতসুমির। "কিন্তু কেস ফাইলে তো লেখা আছে যে বিষের উৎস জানা যায়নি।"

"আমার পক্ষে সত্যটা বলা সম্ভব হয়নি তখন। কর্তব্যরত ডিটেক্টিভকে বলেছিলাম যে আর্সেনিক....মানে আর্সেনাস এসিড কোথায় পেয়েছে ও সে সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। আমাকে যদি পরে আবারো জিজ্ঞেস করতো, তাহলে হয়তো বলতাম...কিন্তু আর কিছু জানতে চাননি। আমি আসলেই দুঃখিত।"

"তাহলে আর্সেনাস এসিডটুকু আপনাদের এখান থেকেই নিয়ে গিয়েছিল সে?"

"হ্যাঁ, আমি মোটামুটি নিশ্চিত সে ব্যাপারে। আমার স্বামী ইঁদুর মারার

BanglaBoi.org

বিষ হিসেবে ব্যবহার করতো ওগুলো। স্টোরেজ শেডে রাখা থাকতো সেজন্যে।"

"সেখান থেকেই নিয়েছিলেন মিস সুকুই?"

মাথা নেড়ে সায় জানালো ইয়োকো। "খবরটা শোনার পরপরই আমি স্টোরেজ শেডে গিয়েছিলাম দেখতে। ওখানে যে ব্যাগটায় আর্সেনাস এসিড রাখা থাকতো সেটা খুঁজে পাইনি। তখন বুঝতে পারি, আসলে ওটা নেয়ার জন্যেই বাড়ি ফিরেছিল সে।"

হঠাৎই উতসুমি বুঝতে পারলো, বিস্ময়ের তাড়নায় নোট নিতেই ভুলে গেছে সে। দ্রুত নোটবুক খুলে লিখতে শুরু করল সে।

"আমি এটা কিভাবে কাউকে বলবো যে আমার মেয়ে বাসায় এসেছিল আত্মহত্যার সরঞ্জাম জোগাড় করতে, আর আমি কিছুই বুঝতে পারিনি? বাসা থেকে বিষ নিয়ে গিয়েছে সে! জানতাম, মিথ্যে বলাটা ঠিক হচ্ছে না...ক্ষমা করবেন আমাকে। আপনি চাইলে থানায় গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারি," বারবার বাউ করতে করতে বলল ইয়োকো।

"আমি কি স্টোরেজ শেডটা দেখতে পারি?" উতসুমি জিজ্ঞেস করল।

"অবশ্যই।"

উঠে দাঁড়ালো উতসুমি।

পেছনের উঠোনে এক কোণায় ছিমছাম একটা ছাউনি। খুব একটা বড় নয়। কিছু পুরনো আসবাব আর ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রাখা। সাথে বেশ কয়েকটা কার্ডবোর্ড বক্স। ভেতরে পা রাখলো উতসুমি। ধূলো আর শেওলার গন্ধ এসে ধাক্কা দিল নাকে। "বিষ কোথায় রাখা ছিল?" জিজ্ঞেস করল সে ইয়োকোর উদ্দেশ্যে।

"এখানটায়," একটা খালি ক্যানের দিকে নির্দেশ করে বলল মিসেস সুকুই। "ঐ ক্যানটায় রাখা ছিল ব্যাগটা।"

"কি পরিমাণ পাউডার নিয়েছিলেন মিস সুকুই?"

"পুরো ব্যাগটাই। এতটুকু হবে," হাত দিয়ে দেখালো ইয়োকো।

"অনেকটুকু।"

"হ্যাঁ, ছোট একটা বাটি ভর্তি হয়ে যাবে।"

"আত্মহত্যার জন্যে তো এত লাগার কথা নয়। আর কেস ফাইলের লেখা অনুযায়ী ঘটনাস্থলে যে প্লাস্টিক ব্যাগ পাওয়া গিয়েছিল, সেখানে খুব বেশি পরিমাণ আর্সেনাস এসিড ছিল না।"

"হ্যাঁ, ব্যাপারটা আমার কাছেও অদ্ভুত লেগেছিল। প্রথমদিকে কিছু

BanglaBook.org

বলিনি কারণ...ভেবেছিলাম আমাকে দোষারোপ করা হবে আরো সাবধানী না হবার জন্যে। পরে মনে হয়েছে জুঞ্জি বোধহয় বাকিটুকু ফেলে দিয়েছিল।

উতসুমির অবশ্য মনে হলো না যে আত্মহত্যা করতে চলেছে এরকম কেউ বাড়তি বিষটুকু নিয়ে কি করবে সেব্যাপারে মাথা ঘামাবে।

"আপনি কি এই স্টোরেজটা নিয়মিত ব্যবহার করেন?" জিজ্ঞেস করল সে।

"না, এখানে বলতে গেলে আসিই না। অনেকদিন পর আজ খুললাম।"

"তালা দেয়া যায় এখানটা?"

"তালা? হ্যাঁ, চাবিটা অবশ্য খুঁজতে হবে।"

"তাহলে দয়া করে তালা দিয়ে রাখুন আপাতত। আমাদের ফরেনসিক টিমের লোক আসতে পারে।"

"এখানে?" অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ইয়োকো।

"হ্যাঁ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আপনার কোন প্রকার অসুবিধে হবে না।"

ভেতরে ভেতরে চাপা উত্তেজনা কাজ করছে উতসুমির। ওরা এখনও জানতে পারেনি যে ইয়োশিতাকা মাশিবার কফিতে যে বিষের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে সেটার উৎস কি। সুকুইদের বাসার আর্সেনাস এসিড এবং মাশিবাদের বাসায় পাওয়া আর্সেনাস এসিড যদি মিলে যায়, তাহলে তদন্তের মোড়ই ঘুরে যাবে।

আশা করি যাতে সামান্য হলেও আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় স্টোরেজ শেডে। টোকিও ফিরে যত দ্রুত সম্ভব কথা বলতে হবে মামিয়ার সাথে।"

"আরেকটা কথা," ইয়োকোর উদ্দেশ্যে বলল সে। "আমি শুনেছি মিস সুকুই একটা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আপনাকে?"

"হ্যাঁ...পাঠিয়েছিল।"

"ওটা দেখতে পারি আমি?"

"হ্যাঁ," কিছুক্ষণ ভাবার পর জবাব দিল ইয়োকো।

ভেতরে ফিরে উতসুমিকে মেয়ের পুরনো ঘরে নিয়ে গেল ইয়োকো। পশ্চিমা কায়দায় সাজানো হয়েছে ঘরটা।

"ওর সবকিছু যেমন ছিল তেমনই রেখে দিয়েছি আমি। মাঝে মাঝে

BanglaBook.org

ভাবি যে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বের করে ফেলবো, কিন্তু করা হয়ে ওঠে না।" চিঠি ভর্তি একটা ড্রয়ার খুলল ইয়োকো। ওখানকার সবচেয়ে ওপরের খামটা তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিল উতসুমির দিকে।

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে খামটা নিল ডিটেক্টিভ।

কুসানাগির কাছে যা যা শুনেছিল মোটামুটি সেগুলোই দেখতে পেল চিঠিতে। আত্মহত্যার কারণ সম্পর্কে কিছু বলা নেই। তবে চিঠিটা পড়ে এটা মনে হবে যে বেঁচে থাকার সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে সুকুই।

"আমার সবসময় মনে হয় যে মেয়েটার প্রতি যদি আরেকটু নজর দিতাম," ধরা গলায় বলল ইয়োকো। "যদি ওর কষ্টটা বুঝতে পারতাম।"

সান্ত্বনাবাক্য হিসেবে বলার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে চিঠিটা ড্রয়ারে ফিরিয়ে দিল উতসুমি। এসময় বাকি চিঠিগুলোর ওপর নজর পড়লো তার। "এগুলো কি?" জিজ্ঞেস করল।

"ইমেইল ব্যবহার করি না আমি, তাই নিয়মিত চিঠি লেখতো জুঞ্জি।"

"আমি যদি এগুলো দেখি, কোন সমস্যা হবে?"

"নাহ, দেখুন। আমি চা নিয়ে আসছি," বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল ইয়োকো।

ডেস্কটার পাশে চেয়ার টেনে বসে একটা একটা করে চিঠিগুলো পড়তে শুরু করল উতসুমি। বেশিরভাগই সুকুইয়ের কাজ নিয়ে লেখা। কখন কোন চরিত্রটা নিয়ে কাজ করছে, কোন গল্পের সাথে মেলাবে...এসব। প্রেমিক বা কোন বন্ধুর ব্যাপারে কিছু লেখা নেই কোথাও।

হাল ছেড়ে উঠে দাঁড়াবে এমন সময় একটা পোস্টকার্ড চোখে পড়লো উতসুমির। সামনের দিকটায় একটা লাল রঙের দোতলা বাসের ছবি ওটার। পেছনে নীল কালিতে কয়েকটা বাক্য লেখা।

ছোট ছোট অক্ষরে লেখা কথাগুলো পড়তেই দম আটকে আসার জোগাড় হলো উতসুমির।

কেমন আছো তুমি? অবশেষে লন্ডন পৌঁছিয়েছি। এখানে একটা জাপানিজ মেয়ে সাথে পরিচয় হয়েছে জানো? হোক্কাইদো থেকে বদলি শিক্ষার্থী হিসেবে পড়তে এসেছে সে। আমাকে কথা দিয়েছে কালকে শহর ঘুরে দেখাবে।

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

"মিসেস সুকুইয়ের কথা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুনোর পরপরই একটা চাকরি পান জুঞ্জি। কিন্তু তিন বছর পর চাকরি ছেড়ে দেন কারণ তার ইচ্ছে ছিল প্যারিসে চিত্রকলা বিষয়ে পড়াশোনা করবেন। দু'বছর ইউরোপে কাটান তিনি। পোস্টকার্ডটা তখনকারই পাঠানো।"

জুনিয়র ডিটেক্টিভের বলা কথাগুলো যতই শুনছে মনের ঈষাণ কোণ ততই অন্ধকার হয়ে আসছে কুসানাগির। ভেতরে ভেতরে উতসুমির বলা কথাগুলো বিশ্বাস করতে চাইছে না সে, আবার না করেও পারছে না।

"তাহলে তুমি বলতে চাইছো যে মিস সুকুই এবং মিসেস মাশিবা একে অপরকে চিনতেন?" চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল মামিয়া।

"আপাতদৃষ্টিতে তো সেটাই মনে হচ্ছে। পোস্টকার্ডের পেছনে যে সালটা লেখা আছে, সেই সময়েই লন্ডনে পড়তে গিয়েছিল আয়ানে মাশিবা। আর তার পৈতৃক নিবাসও হোক্কাইদোতে। আমার মনে হয় না এটা কাকতালীয় কোন ঘটনা।"

"এত নিশ্চিত হচ্ছো কি করে?" বলল কুসানাগি। "কাকতালীয় ব্যাপার হতেও তো পারে। লন্ডনে আমাদের দেশ থেকে অনেক শিক্ষার্থী পড়তে যায়।"

"আহহা, তুমি উত্তেজিত হচ্ছো কেন?" কুসানাগির উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে বলল মামিয়া। "আচ্ছা উতসুমি, ধরো তারা আসলেও বন্ধু ছিলেন। তাহলে সেটার সাথে আমাদের বর্তমান কেসের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?"

"এখনও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব না, কিন্তু আন্দাজ করতে পারি," জবাব দিল উতসুমি। "যে আর্সেনাস এসিড পানিতে মিশিয়ে আত্মহত্যা করেছিল জুঞ্জি সুকুই, সেটাই পরবর্তীতে মিসেস মাশিবা ব্যবহার করেছেন," আয়ানেকে সন্দেহের ব্যাপারে আর কোন রাখঢাক করল না জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"ফরেনসিকের ওরা টেস্ট করে দেখবে যে দুই ক্ষেত্রে একই উৎসের বিষ ব্যবহার করা হয়েছিল কি না। তবে এতদিন পরে টেস্ট করে আদৌ কোন লাভ হবে কি না সন্দেহ আছে। তোমার ভাষ্যমতে তাহলে নিজের বান্ধবীর প্রাক্তন প্রেমিককে বিয়ে করেছিলেন মিসেস মাশিবা?"

BanglaBook.org

"হুম।"

"ব্যাপারটা কি একটু অদ্ভুত ঠেকছে না তোমার কাছে?"

"সত্যি কথা বলতে...অদ্ভুত লাগছে না।"

"কেন না?"

"অনেক নারীই তাদের বান্ধবীর প্রাক্তনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। আমি নিজেও এমন কয়েকজনকে চিনি।"

"কিন্তু মিস সুকুই তো আত্মহত্যা করেছেন। এই ঘটনার পরেও তার প্রেমিকের সাথে সম্পর্কে জড়ালেন আয়ানে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল। "এমনটাও তো হতে পারে যে প্রেমিকের অবহেলার কারণেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন মিস সুকুই। সেটা জানার পর কেন এরকম একটা লোকের সাথে সম্পর্কে জড়াবে কেউ?"

"হয়তো তিনি ভেবেছিলেন যে আত্মহত্যার সাথে ইয়োশিতাকার কোন সম্পর্ক নেই, কিংবা জানতেনই না।"

"একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ভুলে যাচ্ছো তুমি," অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল কুসানাগি। "আয়ানের সাথে ইয়োশিতাকার দেখা হয়েছিল একটা পার্টিতে। সেখানেও কি কাকতালীয়ভাবে বান্ধবীর প্রাক্তনের সাথে মোলাকাত হয় তার?"

"অসম্ভব কিছু না। তারা দু'জনই সেসময় সিঙ্গেল ছিলেন।"

"আর দেখা হবার কয়েকদিনের মধ্যেই একে অপরের প্রেমে পড়ে যান? সরি, আমি এই থিওরি সহজে মানতে পারছি না।"

"হয়তো ব্যাপারটা কাকতালীয় ছিল না।"

"মানে?"

ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে তাকালো উতসুমি। "হয়তো আগে থেকেই মি. মাশিবাকে ভালো লাগতো আয়ানের কিন্তু মিস সুকুইয়ের কারণে কিছু করতে পারছিলেন না। তিনি মারা যাবার পর ব্যাপারটা কাছাকাছি নিয়ে আসে দু'জনকে। পার্টির আগেও দেখা হতে পারে তাদের, আর সেটাও হয়তো কাকতালীয় ছিল না।"

"ফালতু কথা!" গলা চড়িয়ে বলল কুসানাগি। "উনি ঐ ধরণের মহিলাই নন।"

"তাহলে কেমন মহিলা তিনি? তার সম্পর্কে ঠিক কতটা জানেন আপনি, ডিটেক্টিভ কুসানাগি?" উতসুমিও একই স্বরে জবাব দিল।

BanglaBook.org

"যথেষ্ট হয়েছে!" উঠে দাঁড়িয়ে বলল মামিয়া। "উতসুমি, এবারে বোধহয় একটু বেশি কল্পনা করে ফেলছো তুমি । আগে আমাদের হাতে আরো প্রমাণ আসুক, তখন নাহয় এসব বলো। আর কুসানাগি, অন্য কেউ যখন কোন কেসের ব্যাপারে নিজের মতামত দেয়, হোক সে জুনিয়র–সেটা চুপচাপ শোনা উচিত। অভিযোগ থাকলে পরে বলবে। এতদিন বাদেও যদি তোমাকে এসব শেখাতে হয়। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি ভালো একজন শ্রোতা। কিন্তু এবার হলোটা কি তোমার?"

কিছু না বলে কেবল মাথা নাড়লো কুসানাগি। উতসুমি লজ্জায় মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। "সরি," বলল সে।

চেয়ার টেনে নিয়ে আবারো বসে পড়লো মামিয়া। "যা বললে, তা যদি সত্যি হয় তাহলে কেসের মোড় ঘুরে যাবে, উতসুমি। কিন্তু আমরা যেহেতু নিশ্চিত নই, তাই এখনই কোন সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না। আমাদের আগে জানতে হবে যে মিসেস মাশিবার কাছে আর্সেনাস এসিডটুকু আসলো কিভাবে। আর এটার সাথে পুরো কেসের কি সম্পর্ক। অবশ্য..." বলে ডেস্কের উপর দুই হাত রেখে সরাসরি জুনিয়র ডিটেক্টিভের চোখের দিকে তাকালো চিফ। "তোমার কি মনে হয় যে বন্ধুর খুনের বদলা নিতে ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে সম্পর্ক করেছিলেন আয়ানে?"

"এটা আবার একটু বেশি বেশি হয়ে যায়...মানে শুধু প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে একজনকে বিয়ে করা...নাহ।"

"তাহলে আমি বলবো আপাতত অনুমান করা বাদ দেই আমরা। আগে দেখা যাক মিস সুকুইদের বাসার স্টোরেজ শেডটায় কি পাওয়া যায়।"

বারোটার কিছুক্ষণ পর বাড়ী ফিরলো কুসানাগি। ভেবেছিল এসেই গোসল করবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্লান্তির কাছে হার মেনে জ্যাকেট খুলে চিৎপটাং হয়ে গেল বিছানার ওপর। একজন পুলিশ অফিসার থানায় ব্যস্ত সময় পার করে ক্লান্ত হয়েই বাসায় ফিরবে, এটা একদমই স্বাভাবিক একটা ঘটনা। কিন্তু আজকের ক্লান্তিটুকু কতটা শারীরিক আর কতটা মানসিক সেটা বুঝতে পারছে না কুসানাগি।

"তাহলে কেমন মহিলা তিনি?"

উতসুমির বলা কথাটা অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে তার মস্তিষ্কে।

BanglaBoi.com

"তার সম্পর্কে ঠিক কতটা জানেন আপনি, ডিটেক্টিভ কুসানাগি?"

কিছুই না, ভাবলো সে। আয়ানের সাথে খুব কমই কথা হয়েছে তার। এতটুকু সময় একজন মানুষকে জানার পক্ষে আদর্শ নয়। তবুও...তার কেন যেন মনে হয় আয়ানেকে বুঝতে পারে সে।

আত্মহত্যা করেছে এমন বান্ধবীর প্রাক্তন প্রেমিককে বিয়ে করার ব্যাপারটা মানতেই পারছে না কুসানাগি। মনে মনে সবসময়ই একটা অপরাধবোধ কাজ করার কথা তার। জুঞ্জির মৃত্যুর সাথে ইয়োশিতাকার কোন সম্পর্ক না থাকলেও।

টাইয়ের বাঁধন আলগা করার সময় টেবিলের ওপর রাখা ছবির বই দুটোর ওপর নজর পড়লো তার। উঠে ওগুলো নিয়ে এসে আবারো বিছানায় শুয়ে পড়লো সে। অলস ভঙ্গিতে ওল্টাতে লাগলো *তুষারমানবের অভিযান* বইটার পাতা। অনেকদিন দক্ষিণের শীতে সময় কাটানোর পর হঠাৎই তুষারমানবের মনে হলো এবার কোন উষ্ণ এলাকায় যাওয়া উচিত তার। কিন্তু উত্তর দিকে কিছুদূর এগোনোর পরই বুঝতে পারলো, আর বেশি সামনে গেলে গলে যাবে সে। তাই আবারো দক্ষিণে ফিরে যেতে লাগলো। পথে একটা বাসার জানালায় উঁকি দিয়ে দেখলো ভেতরের বাসিন্দারা ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে হাসিমুখে গল্পগুজব করছে। বাইরে ঠাণ্ডা কিন্তু ভেতরে আরামদায়ক উষ্ণতা-এ ব্যাপারেই কথা বলছিল তারা।

জুঞ্জি সুকুইয়ের আঁকা এই দৃশ্যটার দিকে চোখ পড়তেই তড়াক করে সোজা হয়ে বসলো কুসানাগি। আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলো।

তুষারমানব যে বাড়িটার ভেতরে উঁকি দিয়েছে সেটার দেয়ালে তার পরিচিত একটা জিনিস ঝুলছে। ফুলেল নকশা তোলা একটা ট্যাপেস্ট্রি।

প্রথমবার এই নকশা দেখে মুগ্ধ হওয়ার ঘটনাটা স্পষ্ট মনে আছে তার। কোথায় দেখেছিল সেটাও জানে-মাশিবাদের মাস্টার বেডরুমে।

সেলাইস্কুলের খালি দেয়ালটাতে সেদিন এই ট্যাপেস্ট্রিটাই ঝোলাতে চেয়েছিল আয়ানে।

হয়তো আমি জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করাতেই আর ওটা ঝোলায়নি সে? জানতো যে মিস সুকুই তার একটা বইয়ে ট্যাপেস্ট্রিটার ছবি এঁকেছে নিখুঁতভাবে।

দুই হাত দিয়ে মাথা চেপে ধরলো কুসানাগি।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে ফোনের শব্দে ঘুম ভাঙলো তার। ঘড়ির কাটা সাড়ে আটটা ছুঁইছুঁই করছে। সোফায় শুয়ে ছিল সে। পাশের টেবিলে একটা গ্লাস আর হুইস্কির বোতল রাখা।

ঘুমই আসছিল না গত রাতে। কারণটা মনে করতে চাচ্ছে না এ মুহূর্তে।

আড়মোড়া ভেঙে ফোনটা হাত বাড়িয়ে তুললো সে। উতসুমি কল করেছে।

"এত সকালে ঘুম ভাঙ্গানোর জন্যে দুঃখিত, কিন্তু ব্যাপারটা যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে জানানো উচিত বলে মনে হয়েছে আমার কাছে।"

"কি?"

"স্প্রিং-এইট থেকে টেস্টের রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। ফিল্টারে আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে তারা।"

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

ইবিসু স্টেশন থেকে পাঁচ মিনিটের দূরত্বে একটা ছয়তলা ভবনে অবস্থিত *ইকাই ল' অফিস*। পুরো চতুর্থ তলাটাই তাদের। ধূসর রঙের স্যুট পরা এক তরুণী রিসিপশনিস্ট কুসানাগিকে স্বাগত জানাতে উঠে এল ডেস্ক ছেড়ে। ছোট একটা মিটিং রুমে নিয়ে বসালো তাকে। গোটা অফিসে এরকম আরো কয়েকটা রুম চোখে পড়লো কুসানাগির। মি. ইকাইয়ের অধীনে আরো কয়েকজন আইনজীবী কাজ করে বোধহয়।

সেজন্যেই ইয়োশিতাকা মাশিবা'র কোম্পানীতে কনসাল্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করার সময় পায় সে, ভাবলো কুসানাগি।

পনেরো মিনিট পর ইকাইয়ের দেখা পাওয়া গেল। বসিয়ে রাখার জন্যে কোন রকম দুঃখপ্রকাশ করল না আইনজীবী।

উনি নিশ্চয়ই ভেবেছেন কাজের সময় বিরক্ত করার জন্যে আমিই ক্ষমা চাইবো।

"তদন্তের উন্নতি কতদূর?" খালি একটা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল ইকাই। "আয়ানের সাথে অনেকদিন কথা হয় না।"

"উন্নতি হয়েছে কি না সেটা ঠিক বলতে পারবো না," কুসানাগি জবাব দিল। "তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হাতে এসেছে। তবে আপনাকে সেগুলো সম্পর্কে এখনই অবহিত করতে পারছি না।"

হাসলো ইকাই। "আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য শোনার ইচ্ছে বা সময় কোনটাই নেই আমার। মাশিবাদের অফিস যেহেতু ঠিকঠাকই চলছে, কেসটা যত দ্রুত বন্ধ হবে তত ভালো। আমার সাথে হঠাৎ দেখা করতে চাইলেন যে? এতদিনে তো এটা নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খুব একটা ওয়াকিবহাল ছিলাম না আমি," বলে হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে।

"আসলে আজকে এমন একটা বিষয়ে কথা বলতে এসেছি, যেটা সম্পর্কে ভালো করেই জানেন আপনি," কুসানাগি বলল। "কিংবা বলা যেতে পারে যে শুধুমাত্র আপনিই জানেন বিষয়টা।"

BanglaBook.org

ভ্রুজোড়া উঁচিয়ে ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো ইকাই। "যেটা শুধুমাত্র আমিই জানি? বুঝিয়ে বলুন।"

"মিস্টার এবং মিসেস মাশিবার প্রথম দেখা হবার ঘটনার কথা বলছি। আপনি তো সেখানে ছিলেন?"

"আবার সেই পুরনো কাসুন্দি," হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো ইকাই।

"সেদিনের পুরো ঘটনাটা বিস্তারিত বললে সুবিধে হতো আমাদের। দেখা হবার পর একে অপরের সাথে কিরকম আচরণ করেছিল তারা, কিভাবে কথা বলছিল–এসব।"

"কেসের সাথে কি এটার কোন সম্পর্ক আছে?" সন্দিহান ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ইকাই।

জবাবে কেবল মৃদু হাসলো কুসানাগি।

"এটাও জানানো যাবে না তাহলে? আমরা কিন্তু অনেক আগে ঘটেছিল এমন একটা ঘটনা নিয়ে কথা বলছি। তাই স্বাভাবিকভাবেই কেসের সাথে এটার কি সম্পর্ক তা বোধগম্য হচ্ছে না আমার।"

"আসলেও সম্পর্ক আছে কি না সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই আমরা। বলতে পারেন যে এ মুহূর্তে একদম ছোট ছোট সূত্রও কাজে দেবে। সেগুলো যোগাড়ের চেষ্টা করছি, এই আরকি।"

"আপনাকে প্রথমদিন দেখে আমার মনে হয়নি যে ছোট ছোট সূত্রের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবেন। যাইহোক, ঠিক কী জানতে চাচ্ছেন সেটা বলুন।"

"একটা ডেটিং পার্টিতে দেখা হয়েছিল তাদের দু'জনের, এটা আগেই বলেছিলেন। আমি যতদুর জানি এসব পার্টি আয়োজন করা হয় যাতে আগে দেখা হয়নি এরকম নারী এবং পুরুষেরা একে অপরকে জানার সুযোগ পায়। এই পার্টিতেও কি এরকমই ঘটেছিল? আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করে দেয়া হয়েছিল অংশগ্রহণকারীদের?"

"না, ওরকম কিছু ঘটেনি," ইকাই মাথা ঝাঁকিয়ে বলল। "বরং বলতে পারেন একটা ককটেল পার্টি। '*আপনার ভবিষ্যৎ জীবন-সঙ্গীর দেখা মিলবে এখানেই*' এসব ছাইপাশ হলে যেতাম না আমি।"

মাথা নাড়লো কুসানাগি। "আচ্ছা, আয়ানে একাই এসেছিল পার্টিতে?"

"যতদুর মনে পড়ছে, হ্যাঁ, একাই ছিল। বারের সামনে বসেছিল খুব সম্ভবত, ককটেল গ্লাস হাতে।"

BanglaBook.org

"কে কথা বলেছিল প্রথমে?"

"মাশিবা," দ্রুত জবাব দিল ইকাই।

"মি. মাশিবা তার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন?"

"আমরাও বারের সামনে বসে ড্রিঙ্ক করছিলাম। আমাদের দু'টা সিট পাশে ছিল আয়ানে। এসময় হঠাৎ করেই তার মোবাইল ফোনের কভার নিয়ে মন্তব্য করে মাশিবা।"

নোটপ্যাডে লেখা বন্ধ করে মাথা উঁচু করে তাকায় কুসানাগি। "মোবাইল ফোনের কভার?"

"হ্যাঁ, ফোনটা বারের কাউন্টারের ওপরই রেখেছিল আয়ানে। সেলাইয়ের সুন্দর কাজ ছিল কভারটায়, মাঝে ডিসপ্লের জন্যে চারকোণা জায়গা। *'সুন্দর তো'* বা *'এরকমটা আগে দেখিনি'* গোছের কিছু বলেছিল মাশিবা, আমার ঠিক মনে নেই। কিন্তু ও-ই যে প্রথমে কথা বলেছিল এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তখন আয়ানে বলে যে, কভারটা নিজেই তৈরি করেছে সে। এরপর গল্প করা শুরু করে দু'জন।"

"তাহলে এভাবেই দেখা হয়েছিল তাদের?"

"হ্যাঁ, আমি অবশ্য সেদিন কল্পনাও করিনি যে সম্পর্কটা বিয়ে পর্যন্ত গড়াবে।"

"সেবারই কি প্রথম মি. মাশিবার সাথে ওরকম কোন পার্টিতে গিয়েছিলেন আপনি?"

"একবারই যথেষ্ট আমার জন্যে।"

"এভাবে আগ বাড়িয়ে কথা বলাটা কি মি. মাশিবার স্বভাবের সাথে যায়? একটু ভেবে উত্তর দিন।"

ভ্রুকুটি করল ইকাই। "সেটা বলা কঠিন। মেয়েদের সাথে কথা বলতে কখনোই কোনরকম সমস্যা হতো না তার, তবে এভাবে বারে কারো সাথে ফ্লার্ট করতেও দেখিনি। ভার্সিটিতে পড়ার সময়েও না। ও বলতো যে চেহারার চাইতে ভেতরের মানুষটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ।"

"তাহলে আমরা এটা বলতে পারি, সেদিন বারে ওভাবে আগ বাড়িয়ে আয়ানের সাথে তার কথা বলাটা একটু অস্বাভাবিক?"

"বলতে পারেন। আমিও অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু সব কিছুরই প্রথমবার বলে একটা কথা আছে। হয়তো আয়ানেকে দেখে আসলেই ভালো লেগেছিল ওর। সেজন্যেই সম্পর্কটা দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়েছে।"

BanglaBook.org

“আপনার কি কিছুই অস্বাভাবিক মনে হয়নি সেদিন? কিছুই না?”

এক মুহূর্ত ভাবলো ইকাই, এরপর মাথা নেড়ে বলল। “ওরকম কিছু মনে পড়ছে না। ওরা যখন পরস্পরের সাথে কথা বলা শুরু করল, আমি একরকম অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম দৃশ্যপট থেকে। কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, ডিটেক্টিভ?”

হেসে নোটপ্যাডটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো কুসানাগি।

“একটু আভাসও দেবেন না?” ইকাই জিজ্ঞেস করল।

“সময় হলে আপনার সাথে খুশিমনেই সবকিছু নিয়ে আলাপ করবো। আজকে সময় দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ,” বলে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার উদ্দেশ্যে হাঁটতে শুরু করল সে। বের হবার আগে পেছন দিকে ঘুরে বলল, “দয়া করে আমাদের আজকের সাক্ষাতের ব্যাপারে মিসেস মাশিবাকে কিছু বলবেন না।”

“তাহলে ওকে সন্দেহ করছেন আপনারা?” চোখজোড়া সরু করে বলল ইকাই।

“তা বলিনি আমি। না বললে...আমাদের তদন্তের কাজে সুবিধে হতো,” বলে দ্রুত রুমটা থেকে বেরিয়ে পড়লো কুসানাগি, যাতে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে না পারে ইকাই।

ভবনের বাইরে পা রেখে লম্বা একটা শ্বাস ছাড়লো ডিটেক্টিভ। ইকাইয়ের কথা যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে আয়ানে আগ বাড়িয়ে কথা বলেনি মাশিবার সাথে। পার্টিতে তাদের দেখা হবার ঘটনাটা ছিল কাকতালীয়।

আসলেই কি?

কুসানাগি যখন জুঞ্জি সুকুইকে চেনে কি না এ ব্যাপারে আয়ানেকে জিজ্ঞেস করে তখন সরাসরি মানা করে দেয় সে। এটাই খোঁচাচ্ছে তাকে। তাকে অবশ্যই চিনতো আয়ানে।

এটা ছাড়া জুঞ্জির বইয়ের ঐ ট্যাপেস্ট্রিটার কোন ব্যাখ্যা নেই। নকশাটা আয়ানে মিতার নিজস্ব। মাসের পর মাস বসে অন্য কারো নকশা অনুকরণ করার মত মানুষ নয় সে। অর্থাৎ জুঞ্জি সুকুই কোথাও না কোথাও কাজটা দেখেছিল।

কুসানাগি যতদুর শুনেছে, এই ট্যাপেস্ট্রিটার ছবি আয়ানে মাশিবার নকশার বইয়ে ছাপা হয়নি। তাহলে নিশ্চয়ই কোন না কোন গ্যালারিতে ওটা

BanglaBook.org

দেখেছিল সুকুই। এখানেও একটা ঝামেলা আছে। আর্ট গ্যালারিতে ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর জুঞ্জি সুকুইয়ের আঁকার হাত খারাপ না হলেও শুধুমাত্র একবার দেখে হুবহু একটা জিনিস এঁকে ফেলার মত প্রতিভা তার ছিল বলে মনে হয় না। আয়ানে নিজেই ট্যাপেস্ট্রিটা দেখিয়েছিল তাকে। অর্থাৎ, জানাশোনা ছিল তাদের মধ্যে।

তাহলে আয়ানে সেদিন মিথ্যে বলল কেন? কুসানাগির কাছে মিস সুকুইয়ের ব্যাপারে চেপে গিয়ে কি লাভ হয়েছে তার? ইয়োশিতাকা যে তার বান্ধবীর প্রেমিক ছিল এটাই লুকোতে চাইছিল?

ঘড়ির দিকে তাকালো কুসানাগি। *চারটা পাঁচ। আমার রওনা দেয়া উচিত।* ইউকাওয়ার সাথে সাড়ে চারটায় দেখা করার কথা তার; কিন্তু কেন যেন গড়িমসি করছে ইচ্ছে করেই। এমনটা নয় যে বন্ধুর সাথে দেখা করার ইচ্ছে নেই। কিন্তু সে নিশ্চয়ই এমন সব উত্তর নিয়ে বসে আছে যেগুলো এ মুহূর্তে শুনতে চাচ্ছে না কুসানাগি। তবুও অন্য কাউকে নিজের জায়গায় পাঠানো সম্ভব নয়। ডিটেক্টিভ ইনচার্জ হিসেবে সব তথ্য ঠিকঠাক জোগাড় করা তার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া সে নিজেও এই বিহ্বলতা থেকে যত দ্রুত সম্ভব মুক্তি চায়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

একটা চামচের সাহায্যে কাগজের ফিল্টারের ওপর কফির গুঁড়ো ঢেলে দিল ইউকাওয়া।

"কফি মেকার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন দেখছি," উতসুমি মন্তব্য করল পেছন থেকে।

"অভ্যস্ত হচ্ছি–এটা ঠিক। কিন্তু সেই সাথে অসুবিধেগুলোও পরিস্কার হচ্ছে।"

"তাই? কী রকম?"

"আপনাকে আগেই ঠিক করতে হবে যে কত কাপ কফি বানাতে চান। মাঝপথে কেউ এসে গেলে আবারো কষ্ট করে সবকিছু যোগ করতে হবে, এটা বিরক্তিকর। আমি সাধারণত একটু বেশিই বানাই, কিন্তু মাঝে মাঝেই ফেলে দিতে হয় বাড়তিটুকু। ভালো কফি এভাবে নষ্ট করার পক্ষপাতী নই আমি। তাছাড়া বার্নার ঠিকঠাক মত বন্ধ না করলে কফির স্বাদের ওপর প্রভাব পড়ে। বুঝতে পারছেন?"

"আজকে আপনাকে এসব নিয়ে না ভাবলেও চলবে। আপনি খাবার পর যেটুকু বাঁচে সেটুকুতেই চলবে আমার।"

"আরে নাহ, আজকে সমস্যা হবে না। চার কাপ বানিয়েছি আমি। আমার জন্যে, আপনার জন্যে আর কুসানাগির জন্যে। বাড়তিটুকু আমি আপনারা যাবার পরে খাবো।"

ওদেরকে খুব বেশি সময় আতিথেয়তা দেয়ার ইচ্ছে নেই পদার্থবিদের, এটা পরিস্কার। উতসুমির অবশ্য মনে হচ্ছে না যে খুব দ্রুত যেতে পারবে এখান থেকে। ইউকাওয়া কোন রকম ভণিতা না করে ওদের সমাধানটা বলে দিলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

"পুরো ডিপার্টমেন্ট আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ, প্রফেসর," বলল সে। "আপনি যদি জোর না দিতেন তাহলে স্প্রিং এইটে ফিলট্রেশন সিস্টেমটা পাঠানোর কথা মাথায় আসতো না।"

"আমাকে ধন্যবাদ জানানোর কোন দরকার নেই। অন্য যে কোন

BanglaBoi.org

বিজ্ঞানী আমার জায়াগায় থাকলে একই পরামর্শই দিত," ডিটেক্টিভের মুখোমুখি বসে বলল ইউকাওয়া। একটা দাবার বোর্ড রাখা তাদের মাঝে; সেখান থেকে একট সাদা নৌকা তুলে নিয়ে আঙুলে ঘোরাতে লাগলো সে। "তাহলে আর্সেনাস এসিড খুঁজে পেয়েছে তারা?"

"আমরা বলেই দিয়েছিলাম যাতে ভালো করে অ্যানালাইসিস করা হয়। এটা মোটামুটি নিশ্চিত, ফিল্টারেই বিষ মেশানো হয়েছিল ইয়োশিতাকা মাশিবাকে হত্যা করার জন্যে।"

মাথা নাড়লো ইউকাওয়া। নৌকাটা আগের জায়গায় নামিয়ে রাখলো সে। "ফিলট্রেশন সিস্টেমের ঠিক কোন জায়গায় বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে তারা?"

"আসলে ঠিক ফিল্টারের ভেতরে নয়, ওয়াটার আউটলেট-মানে যেখানটায় ফিলট্রেশন সিস্টেমের সাথে মূল লাইনের পানি এসে মেশে সেখানকার পাইপে কোনভাবে বিষ ছিটিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ একদম সন্ধিস্থলে।"

"ওহ।"

"একটাই সমস্যা," উতসুমি বলল। "তারা বুঝতে পারছে না যে কাজটা কিভাবে করল খুনি। স্প্রিং-এইটের রিপোর্টটা তো পেয়ে গেছি আমরা। আপনার নিশ্চয়ই এখন কৌশলটা বলতে সমস্যা নেই।"

সাদা ল্যাব কোটের হাতা দুটো কনুই অবধি ভাঁজ করে নিল ইউকাওয়া। "ফরেনসিকের লোকেরা বুঝতে পারেনি?"

"তাদের মতে কেবল একটাই সম্ভাব্য পথ আছে। পাইপটা সম্পূর্ণরূপে খুলতে হবে ফিলট্রেশন সিস্টেম থেকে, এরপর বিষ ছিটিয়ে আবারো বসিয়ে দিতে হবে আগের জায়গায়। কিন্তু সেটা করলে বোঝা যাবার কথা, পাইপ কিংবা সন্ধিস্থলে কোন না কোন চিহ্ন থাকতোই। আর আপনি তো জানেনই, ওরকম কিছু পাওয়া যায়নি।"

"কিভাবে কাজটা করা হয়েছে তা একদম ঠিকঠাক জানতে হবে আপনাদের?"

"অবশ্যই। আমরা যদি প্রমাণই করতে না পারি যে কাজটা কিভাবে করা হলো তাহলে কাউকে সন্দেহ করেও লাভ নেই।"

"ফিল্টারে বিষের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া সত্ত্বেও?"

BanglaBook.org

“অপরাধটা কিভাবে সংঘটিত হয়েছে, এটাই প্রথমে জানতে চাওয়া হবে কোর্ট থেকে। আসামী পক্ষের উকিল নিশ্চয়ই *তদন্তে ভুল হয়েছে*—এই যুক্তি দেখাবে।”

“তাই?”

“তারা বলবে, কোন না কোনভাবে সামান্য পরিমাণ আর্সেনাস এসিড ফিল্টারে প্রবেশ করেছে। কারণ টেস্টে যে পরিমাণ আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, তা আসলেও সামান্য।”

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো ইউকাওয়া। “হ্যাঁ, এটা বলার ভালো সম্ভাবনা আছে। আর যদি আপনাদের পক্ষ থেকে পাল্টা কোন যুক্তি দেখানো না হয়, সেক্ষেত্রে আসামী পক্ষের উকিলদের যুক্তিই মেনে নেবে আদালত।”

“সেজন্যেই কিভাবে কাজটা করা হয়েছিল সেটা আপনার কাছ থেকে জানাটা জরুরি। ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টও আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। ওদের কয়েকজন তো আমার সাথে এখানে আসতেও চেয়েছিল।”

“আমি চাই না পুলিশের লোকে ভরে যাক আমার ল্যাব,” মৃদু হেসে বলল ইউকাওয়া।

“তাই আমি একাই এসেছি। ডিটেক্টিভ কুসানাগিও এসে পড়বেন।”

“ওর জন্যে আমরা একটু অপেক্ষা করি? একই কথা দু'বার বলতে ভালো লাগবে না আমার। তাছাড়া একটা ব্যাপার জানতে হবে আমার,” বলল ইউকাওয়া। “আপনার ডিপার্টমেন্টের মতে—নাহ, এভাবে বলাটা ঠিক হবে না। আপনি বাদে আপনার ডিপার্টমেন্টের লোকদের কি ধারণা? ইয়োশিতাকা মাশিবার খুন হবার মোটিভ কি?”

“পরকীয়া।”

“এত সংক্ষেপে না। একটু ভেঙে বলুন,” ইউকাওয়া বলল। “কে কাকে ভালোবাসতো, কে ভিক্টিমকে এতটাই ঘৃণা করতো যে তাকে খুন করল এবং কেন?”

“সবই তো এ মুহূর্তে অনুমান।”

“আচ্ছা, ধরুন আপনার ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চাচ্ছি আমি।”

মাথা নাড়লো উতসুমি। মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত ভেবে নিল যে কি বলবে।

BanglaBook.org

কফিমেকার থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে বেশ কিছুক্ষণ ধরেই। ইউকাওয়া উঠে গিয়ে দুটো কাপ ধুয়ে ফেলল সিঙ্কে।

"আসলে," উতসুমি বলল পেছন থেকে, "আমার ধারণা আয়ানে মাশিবাই খুনি। স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা সহ্য করতে না পেরে কাজটা করেছেন তিনি–এমনটা নয় যে, শুধুমাত্র তার কাছে ডিভোর্স চেয়েছিলেন মি. মাশিবা; তার প্রিয় শিক্ষার্থীর সাথে সম্পর্কেও জড়িয়েছেন। এটাই তাকে ঠেলে দেয় খুনের দিকে।"

"মাশিবাদের বাসায় যেদিন ইকাইদের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল সেদিনই কি সিদ্ধান্তটা নেন তিনি?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করল।

"চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা হয়তো সেরাতেই নেন। কিন্তু আমার ধারণা এর বেশ আগে থেকেই খুনের ইচ্ছে দানা বাঁধতে থাকে তার মনে। ইয়োশিতাকা আর হিরোমি ওয়াকাইয়ামার সম্পর্কের ব্যাপারে জানতেন তিনি। হিরোমি যে প্রেগন্যান্ট এটাও ধরতে পেরেছিলেন।"

টেবিলে কফির কাপদুটো নিয়ে ফিরে এলো ইউকাওয়া। একটা উতসুমির সামনে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল। "আর মিস জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে কি ধারণা আপনার? খুনের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই তাহলে? কুসানাগি তো এই বিষয়েই তদন্ত করছে বোধহয় এখন?"

ল্যাবে আসার পর প্রথমেই জুঞ্জি সুকুই এবং আয়ানে মাশিবার আগে থেকে একে অপরকে চেনার সম্ভাবনার ব্যাপারে প্রফেসরকে জানিয়েছে উতসুমি।

"কোন সম্পর্ক নেই সেটা বলবো না। এটা খুবই সম্ভব যে ইয়োশিতাকা মাশিবাকে যে আর্সেনাস এসিড প্রয়োগে খুন করা হয়েছে মিস সুকুইও সেই আর্সেনাস এসিডই পানিতে মিশিয়ে খেয়েছিলেন আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে। কোন একভাবে আয়ানে মাশিবা সেটা যোগাড় করেছিলেন তার কাছ থেকে।"

"আর?" কাপে একবার চুমুক দিয়ে ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া।

"মানে?" বুঝতে না পেরে বলল উতসুমি।

"কেসটার সাথে জুঞ্জি সুকুইয়ের সম্পৃক্ততা এটুকুই? শুধু বিষের জোগান দিয়েছিলেন তিনি? তার মৃত্যুর সাথে হত্যার মোটিভের কোন সম্পর্ক নেই?"

BanglaBook.org

"সেটা বলা কঠিন..."

শুকনো একটা হাসি ফুটলো ইউকাওয়ার ঠোঁটে। "তাহলে আপনাকে কৌশলটা বলে দেয়া ঠিক হবে না আমার।"

"কি?! কেন?"

"কারণ এখনও মূল কারণটা ধরতে পারেননি আপনি।"

"আপনি পেরেছেন?"

"কিছুটা।"

কাপটা দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে ইউকাওয়ার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকলো উতসুমি। দরজায় কারো কড়া নাড়ার শব্দ ভেসে এল এসময়।

"ভালো সময়ে এসেছে! হয়তো কুসানাগি এ বিষয়ে আলোকপাত করতে পারবে," উঠে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল প্রফেসর।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

কুসানাগি ভেতরে এসে বসার সাথে সাথে ইকাইয়ের সাথে তার কী কথা হয়েছে সে ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল ইউকাওয়া। কিছুক্ষণ ইতস্ততবোধ করে সবকিছু খুলে বলল সিনিয়র ডিটেক্টিভ।

"ইয়োশিতাকা মাশিবা প্রথমে কথা বলে আয়ানের সাথে। তোমার থিওরির সাথে এটা সাংঘর্ষিক, উতসুমি," কুসানাগি বলল। "মানে, তুমি যে বলেছিলে আয়ানে আগে থেকেই জানতো সেখানে যাবে মি. মাশিবা, সেটার কথা বলছি।"

"থিওরি ঠিক না, আমি একটা সম্ভাবনার কথা বলেছিলাম।"

"বেশ। সেই সম্ভাবনাটা সত্য হওয়ার *'সম্ভাবনা'* শূন্য। তাহলে এখন কি বলার আছে তোমার?" সরাসরি জুনিয়র ডিটেক্টিভের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল কুসানাগি।

এক কাপ কফি কুসানাগির দিকে এগিয়ে দিল ইউকাওয়া। ওটা হাতে নিয়ে ধন্যবাদ জানালো সে।

"উতসুমির কথা ছাড়ো। তোমার কী বলার আছে সেটা শুনতে চাচ্ছিলাম," বন্ধুকে বলল ইউকাওয়া। "আমরা যদি মি. ইকাইয়ের কথা সত্য বলে ধরে নেই, তাহলে ওনাদের প্রথমবার পার্টিতেই দেখা হয়েছিল। অর্থাৎ গোটা ব্যাপারটাই কাকতালীয়। তুমি কি এটাই মেনে নিচ্ছো?"

কাপে চুমুক দিল কুসানাগি। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে তার। একবার কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলেও বন্ধ করে নিল। বুঝতে পারছে না যে কি বলবে।

"অর্থাৎ আইনজীবী ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস হয়নি তোমার?" হেসে বলল ইউকাওয়া।

"এমন নয় যে মি. ইকাই মিথ্যে বলছেন," অবশেষে বলল কুসানাগি। "কিন্তু তিনি যা দেখেছেন সেটা সত্য কি না তা প্রমাণের কোন উপায় নেই।"

"বলতে থাকো।"

BanglaBook.org

"পুরোটাই অভিনয় হতে পারে," লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বলল কুসানাগি।

"অভিনয়?"

"হ্যাঁ, এতে আশপাশে উপস্থিত সবার মনে হবে যে সেখানেই প্রথম দেখা হয়েছে দু'জনের। ফলে তাদের যে আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল তাও ধরতে পারবে না কেউ। ইকাইকে ইচ্ছেকৃতভাবে সাথে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যাতে সে এই ঘটনার স্বাক্ষী হয়ে থাকতে পারে। একটা মোবাইল ফোনের কভার সম্পর্কে মন্তব্য করার পর দু'জন দু'জনার প্রেমে পড়ে যাবে, এটা বিশ্বাস করাটা একটু শক্ত বৈকি।"

"ঠিক বলেছো," চকচক করছে ইউকাওয়ার চোখজোড়া। "এবার দেখা যাক উতসুমির কি ধারণা," বলল সে।

মাথা নেড়ে সায় জানালো জুনিয়র ডিটেক্টিভ। "যুক্তি আছে কথায়। কিন্তু এত ঝামেলার দরকার কি ছিল?"

"এটাই তো প্রশ্ন। কেন এই অভিনয়?" বলে কুসানাগির দিকে তাকালো ইউকাওয়া। "তোমার কি মনে হয়?"

"সত্যটা লুকানোর চেষ্টা করছিল তারা, এই তো।"

"কোন সত্যটা?"

"আসলে তাদের কিভাবে পরিচয় হয়েছিল-সেটা। নিশ্চয়ই জুঞ্জি সুকুই দেখা করিয়ে দিয়েছিল দু'জনের। এটাই লুকোতে চেয়েছে। চায়নি কেউ জানুক যে মৃত বান্ধবীর প্রেমিকের সাথে সম্পর্কে জড়িয়েছে আয়ানে। সেজন্যেই নতুন করে পরিচয় হবার নাটকের অবতারণা।"

"বুদ্ধিটা দারুণ কিন্তু," শব্দ করে আঙুল ফুটিয়ে বলল ইউকাওয়া। "কারো মনে সন্দেহ কাজ করবে না। তাদের দেখা কিভাবে হয়েছিল সেটা নিয়ে কথা বলা যাক। কখন একে অপরের প্রেমে পড়েছিল দু'জনে? সুকুইয়ের আত্মহত্যার আগে না পরে?"

"আপনার কি ধারণা, মি. মাশিবার সাথে আয়ানের সম্পর্কের ব্যাপারটা জেনে আত্মহত্যা করেছিলেন মিস সুকুই?" চেয়ারে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

"তেমনটা হওয়াই স্বাভাবিক। চিন্তা করে দেখো ব্যাপারটা, খুব কাছের দু'জন মানুষের বিশ্বাসঘাতকতা। কাছের বন্ধুরাও কিন্তু ভালোবাসার মানুষের মতনই মন ভাঙার কারণ হতে পারে।"

BanglaBook.org

যতই সময় গড়াচ্ছে, বুকের ওপর জড়ো হওয়ার পাথরের সংখ্যা বাড়ছে কুসানাগির। ইউকাওয়া যা বলছে তা আসলেও সম্ভব। ইকাইয়ের সাথে কথা বলার সময় তার নিজেরও এই কথাটা মনে হয়েছিল।

"তাহলে আর পার্টির নাটকটার ব্যাপারে কোন প্রশ্ন থাকবে না," উতসুমি বলল। "কেউ যদি পরবর্তীতে তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলতোও, স্রেফ অস্বীকার করতো তারা। আর মি. ইকাই তাদের হয়ে সাফাই গাইতো।"

"দেখলেন? এবারে আসল সত্যের দিকে এগোচ্ছি আমরা," সন্তুষ্টচিত্তে বলল ইউকাওয়া।

"মিসেস মাশিবাকে কি এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবো?" কুসানাগির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

"কোন ব্যাপারে?"

"তাকে যদি মিস সুকুইয়ের বইয়ের ছবিটা দেখাই, তাহলে তো সে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে একে অপরকে চিনতো তারা।"

"মানা করে দিলেও আমাদের কিছু বলার থাকবে না," মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কুসানাগি।

"কিন্তু..."

"ইয়োশিতাকার প্রাক্তন প্রেমিকার সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারটা চেপে গিয়েছে সে। এমনকি দাবি করেছে যে, মি. মাশিবার প্রাক্তনদের ব্যাপারে কিছুই জানে না। এখন যদি তার সামনে এই ছবির বই নিয়ে যাই, মনে হয় না নিজের অবস্থান থেকে টলবে সে। বরং আমরা যে সত্যের কাছাকাছি চলে এসেছি, এটা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যাবে।"

"কুসানাগির সাথে একমত আমি," দাবার একটা কালো গুটি হাতে তুলে নিয়ে বলল ইউকাওয়া। "যদি চেকমেটের লক্ষ্য থাকে আপনাদের, তাহলে কোনভাবেই তাকে সাবধান হতে যাওয়া যাবে না।"

ডিটেক্টিভ গ্যালিলিওর চোখে চোখ রাখলো কুসানাগি। "তাহলে সে-ই কাজটা করেছে?"

দাবার বোর্ড থেকে চোখ সরালো না ইউকাওয়া। "এই অংশটুকুই সবচেয়ে জরুরি। আমরা এখন মিসেস মাশিবার অতীত সম্পর্কে জানি। কিন্তু কেসের সাথে কিভাবে সবকিছুর সমন্বয় করবে? একমাত্র ঐ আর্সেনাস এসিডের ব্যাপারটা দিয়ে?"

BanglaBook.org

"হয়তো এটাই একমাত্র যোগসূত্র," উতসুমি বলল ভাবুক কণ্ঠে। "তাদের দু'জনের সম্পর্কের কারণে মিস সুকুই আত্মহত্যা করেছে। তা সত্ত্বেও ইয়োশিতাকা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন আয়ানের সাথে, হিরোমি ওয়াকাইয়ামার সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে। আর সেকারণেই তাকে ক্ষমা করা সম্ভব হয়নি মিসেস মাশিবার।"

"সেটা হতে পারে," মাথা নেড়ে বলল ইউকাওয়া।

"নাহ, এভাবে ভাবেনি সে," কুসানাগি বলল। "বান্ধবীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার প্রেমিককে ছিনিয়ে নিয়েছিল আয়ানে–ঠিক যেভাবে মিস হিরোমি ইয়োশিতাকাকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার কাছ থেকে।"

"ভাগ্যের নির্মম পরিহাস বোধহয় একেই বলে?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করল। "মানে তুমি বলতে চাচ্ছো স্বামী কিংবা তার প্রেমিকার ওপর কোন রাগ ছিল না তার?"

"ঠিক সেটা না...আসলে বোঝাতে পারছি না।"

"তোমাদের দু'জনকেই একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি," দাবার বোর্ড থেকে মাথা তুলে বলল প্রফেসর। "জুঞ্জি সুকুইকে ছেড়ে কেন আয়ানের কাছে এসেছিল মি. মাশিবা?"

"জানি না," উতসুমি বলল। "হয়তো, মন উঠে গিয়ে–" বাক্যটা পুরোপুরি শেষ করল না সে। কিছুক্ষণ বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো ইউকাওয়ার দিকে, "না, আসলে অন্য একটা কারণ ছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ," কুসানাগি বলল পাশ থেকে। "বাচ্চা হয়নি দেখে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল ইয়োশিতাকা। মি. ইকাই কি বলেছিলেন, ভুলে গেছো? তার বাচ্চার মা হতে সক্ষম এমন যে কাউকে বিয়ে করতে রাজি ছিল মি. মাশিবা। যদি দেখা যেত কোন কারণে বাচ্চা নিতে রাজি হচ্ছে না তার প্রেমিকা বা বাচ্চাধারণে অক্ষম সে, তখন তাকে ছেড়ে দিতেও কোন প্রকার দ্বিধাবোধ করতো না।"

"আমরা এতক্ষণ যে সম্ভাবনাগুলো নিয়ে কথা বললাম, সবগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে কুসানাগির কথা," একমত প্রকাশ করে বলল ইউকাওয়া। "এখন প্রশ্ন হচ্ছে আয়ানে কারণটা জানতো কি না বিয়ের আগে। ইয়োশিতাকা যে বাচ্চা নেয়ার লক্ষ্যে তাকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে এটা বুঝতে পেরেছিল সে?"

"তা বলা মুশকিল..." মাথা চুলকে বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

"আমার মনে হয় না বুঝতে পেরেছিলেন," উতসুমি বলল। "কোন নারী নিশ্চয়ই এটা চাইবে না, এরকম একটা কারণে তাকে বেছে নিক কেউ। আর যদি বুঝেও থাকেন, তবে সেটা বিয়ের ঠিক আগ দিয়ে। ততদিনে তাদের মধ্যে এই চুক্তি হয়ে গিয়েছিল যে বিয়ের এক বছরের মধ্যে যদি বাচ্চা না হয়, তাহলে আলাদা হয়ে যাবে।"

"আমারও সেটাই ধারণা," ইউকাওয়া বলল। "মোটিভ নিয়ে আবারো কথা বলা যাক তাহলে। আপনি বলছিলেন, মি. মাশিবার বিশ্বাসঘাতকতাই সবচেয়ে বড় মোটিভ। কিন্তু আসলেও কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল সে? এক বছর পর কিন্তু আসলেও গর্ভধারণে সক্ষম হয়নি মিসেস মাশিবা, তাই অন্য একজন জীবনসঙ্গী বেছে নিয়েছিল। এমনটাই তো চুক্তি ছিল।"

"সেটা সত্যি; কিন্তু কারো পক্ষে কি এটা আসলেও মেনে নেয়া সম্ভব?"

হাসলো ইউকাওয়া। "একটু অন্যভাবে বলি কথাটা। যদি আমরা ধরে নেই যে আয়ানেই খুনটা করেছে, তাহলে এটাও মেনে নিতে হবে যে ইয়োশিতাকার দেয়া শর্তটা মানতে কখনোই রাজি ছিল না সে। আর এটাই তার আসল মোটিভ।"

"সেটা বলতে পারেন।"

"কি বোঝাতে চাচ্ছো তুমি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"বিয়ের ঠিক আগ দিয়ে আয়ানের মনে কি চলছিল সেটা কল্পনার চেষ্টা করো। ইয়োশিতাকার চুক্তিতে রাজি হয় সে। তাহলে কি সে ধরেই নিয়েছিল যে এক বছরের মধ্যে যে কোন সময়ে প্রেগন্যান্ট হতে পারবে? না কি এটা ভেবেছিল যে এই এক বছরে তার স্বামী সরে আসবে শর্তটা থেকে?"

"আমার মতে দুটোই," উতসুমি বলল।

"ঠিক আছে। তাহলে এবার এই প্রশ্নের উত্তর দিনঃ আয়ানে যদি এটা ভেবেই থাকে যে এক বছরের মধ্যে গর্ভধারণে সক্ষম হবে সে, তাহলে কি একবারও হাসপাতালে যাবে না?"

"হাসপাতাল?" ভ্রুজোড়া কুঁচকে গেল উতসুমির।

"আপনার ভাষ্যমতে, বিয়ের পরবর্তী এক বছরে কোনরকম বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে যায়নি আয়ানে। কিন্তু যে দম্পতি বিয়ের আগে এরকম একটা চুক্তি করেছে, তাদের তো অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবার কথা। আমাকে জিজ্ঞেস করলে তো বলবো যে বিয়ের কয়েকমাসের মধ্যেই গাইনোকলজিস্টের শরণাপন্ন হওয়া উচিত ছিল মাশিবাদের।"

BanglaBook.org

"হিরোমি ওয়াকাইয়ামাকে আয়ানে বলে যে তারা কোনরকম চিকিৎসা করায়নি, কারণ এসবে সময় অনেক বেশি লাগে।"

"এটা নিশ্চয়ই মি. মাশিবার কথা। ইচ্ছে করলেই তো অন্য একজনকে বিয়ে করতে পারবে সে, তাহলে চিকিৎসা করে টাকা নষ্ট করার কি মানে? কিন্তু আয়ানের মনে কি চলছিল? সে-ও কি কোন প্রকার চেষ্টা করবে না?"

"করার তো কথা," বিড়বিড় করে বলল কুসানাগি।

"তাহলে সে হাসপাতালে যায়নি কেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই কেসের সমাধান লুকিয়ে আছে," এক আঙুল দিয়ে চশমা ঠিক করে বলল ইউকাওয়া। "চিন্তা করে দেখো। সময় ছিল তার কাছে। টাকাও ছিল। তাহলে কেন গেল না?"

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে লাগলো কুসানাগি। আয়ানের জায়গাকে নিজেকে কল্পনা করল, কিন্তু কোন উত্তর মাথায় এলো না।

"হয়তো সে জানতো যে কোন লাভ হবে না," হঠাৎই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল উতসুমি।

"লাভ হবে না? মানে?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"চিকিৎসায় কোন ফল পাবে না, এটা জানাই ছিল তার।"

"ঠিক ধরেছেন!" ইউকাওয়া বলল। "মিসেস মাশিবা জানতো যে হাসপাতালে গিয়ে কোনই লাভ হবে না তার। সেজন্যেই যায়নি। এটাই সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।"

"অর্থাৎ...সে জানতো যে কখনোই বাচ্চা হবে না তার," উতসুমি বলল।

"তার বয়স ত্রিশের বেশি। এর মধ্যে একবার হলেও নিশ্চয়ই গাইনি পরীক্ষা করাতে হয়েছে। হয়তো আগেই তাকে বলে দেয়া হয়েছিল যে কখনো মা হতে পারবে না সে। আর সেটাই যদি হয়, তাহলে হাসপাতালে গিয়ে কোন লাভ হতো না। বরং ইয়োশিতাকার কাছে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।"

"দাঁড়াও!" হাত উঁচিয়ে বন্ধুকে থামালো কুসানাগি। "তুমি বলতে চাচ্ছো যে ভবিষ্যৎ নিয়ে জুয়া খেলেছিল সে? এটা জানা সত্ত্বেও যে তার কখনো বাচ্চা হবে না?"

"হ্যাঁ, এটাই বোঝাতে চেয়েছি। তার একমাত্র আশা ছিল যে বিয়ের পর হয়তো চুক্তির কথা আর মাথায় থাকবে না ইয়োশিতাকার। কিন্তু

BanglaBook.org

তেমনটা যে হয়নি, তা আমরা সবাই জানি। সেজন্যেই তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় সে। এখন একটা প্রশ্নের জবাব দাও, প্রথম কখন ইয়োশিতাকা মাশিবাকে হত্যা করার পরিকল্পনাটা মাথায় আসে তার?”

“যখন সে হিরোমি ওয়াকাইয়ামার সাথে স্বামীর সম্পর্কের –”

“না!” কুসানাগি কথা শেষ করার আগেই বলে ওঠে উতসুমি। “ইয়োশিতাকা তার শর্তে অটল থাকলে তাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় আয়ানে। আর সেরকমটা হলে বলতে হবে যে শর্তে রাজি হবার সময়েই পরিকল্পনাটা করে সে।”

“এই উত্তরটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ ধরে,” ইউকাওয়া বলল, হঠাৎই এক ধরণের বিষন্নতা ভর করল তার চেহারায়। “আয়ানে আসলে আগেই বুঝতে পেরেছিল যে এক বছর পর এমন একটা সময় আসবে যখন ইয়োশিতাকা মাশিবাকে খুন করতে হতে পারে তাকে। সেজন্যেই আগে থেকে খুনের প্রস্তুতি সেরে রাখা সম্ভব হয়েছে তার পক্ষে।”

“কি বললে? খুনের প্রস্তুতি?” কুসানাগির চোখজোড়া যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে।

উতসুমির দিকে তাকালো ইউকাওয়া। “আপনি বলেছেন যে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞদের ধারণা কেবলমাত্র একটা উপায়েই ফিল্টারের ওখানে বিষ মেশানো সম্ভব। পাইপটা খুলে নিয়ে ভেতরে বিষ ছিটিয়ে আবারো আগের জায়গা লাগিয়ে দিতে হবে, তাই না? আসলে একদম ঠিক বলেছে তারা। সেরকমটাই ঘটেছিল...এক বছর আগে।”

“অসম্ভব,” বলেই চুপ হয়ে গেল কুসানাগি।

মাথা ঝাঁকালো উতসুমি। “কিন্তু তেমনটা হলে তো ফিল্টারটা ব্যবহার করা যাবে না।”

“ঠিক বলেছেন। এক বছর ফিল্টার ব্যবহার করেনি সে।”

“কিন্তু টেস্টে তো দেখা গেছে যে ফিল্টারের ভেতরে ঠিকই ময়লা জমা হয়েছে, ব্যবহারের কারণে।”

“ময়লাটুকু আসলে গত বছরের নয়, বরং আরো আগের,” বলে ড্রয়ার থেকে একটা কাগজ বের করল ইউকাওয়া। “আপনাকে আমি ফিল্টারের ভেতরের অংশের সিরিয়াল নম্বর নিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম না? প্রস্তুতকারকের অফিসে ফোন দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম এই সিরিয়ালের প্রোডাক্ট কবে বাজারে ছাড়া হয়। সেখান থেকে বলা হয় যে সিরিয়াল

BanglaBook.org

নম্বরটা দুই বছর আগের। এক বছর আগে সেটা কোনভাবেই বাজারে থাকার কথা না। অর্থাৎ এক বছর আগে যখন ফিল্টার বদলানো হয়, এর পরপরই খুনি সেটা বদলে আবারো পুরনো ফিল্টারটা লাগিয়ে দেয়। কারণ তদন্তের সময় যদি এটা বেরিয়ে আসে যে এক বছর ফিল্টারটা ব্যবহার করা হয়নি, তখন স্বভাবতই সন্দেহ জাগবে মনে। আর ভেতরের পাইপে তখনই বিষ ছিটিয়ে রাখে সে।"

"অসম্ভব," ফিসফিসিয়ে বলল কুসানাগি। "এটা স্রেফ অসম্ভব। তুমি বলতে চাইছো যে বিষ ছিটিয়ে দেয়ার পর এক বছর ফিল্টারটা ব্যবহার করেনি আয়ানে মাশিবা? একবারের জন্যেও না? এটা কি করে সম্ভব? যদি অন্য কেউ ফিল্টার থেকে পানি নেয়? সেই বিপদ থাকবে না?"

"অবশ্যই থাকবে," ঠাণ্ডা স্বরে বলল ইউকাওয়া। "কিন্তু অসাধ্যই সাধন করেছে সে। পুরো একটা বছর, যখন স্বামী বাসায় ছিল তার, কখনো বাইরে যায়নি। কাউকে রান্নাঘরের ফিলট্রেশন সিস্টেমের কাছেও ঘেঁষতে দেয়নি। যখন তাদের বাসায় কাউকে দাওয়াত দেয়া হতো, তখন নিজেই সব রান্না করতো সে। আর ফ্রিজে সবসময় মিনারেল ওয়াটার মজুদ থাকতো পর্যাপ্ত পরিমাণে। এসবই পরিকল্পনার অংশ।"

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগলো কুসানাগি। "আমি বিশ্বাস করি না। এটা অসম্ভব, ইউকাওয়া। মানে কিভাবে...?"

"আসলে, সম্ভব," উতসুমি বলল। "প্রফেসর আমাকে দিয়ে মাশিবাদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করিয়েছেন। মিস ওয়াকাইয়ামার সাথে এ বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেছি আমি। তখন বুঝতে পারিনি এসব প্রশ্নের কারণ, কিন্তু এখন সব পরিস্কার। আপনি আসলে জানতে চাইছিলেন, মিসেস মাশিবা বাদে অন্য কারো ফিলট্রেশন সিস্টেমটা ব্যবহার করা সম্ভব কি না, তাই না?"

"হ্যাঁ। মাশিবারা ছুটির দিনগুলো কিভাবে কাটাতো, সেটা শোনার পর সব সন্দেহ দূর হয়ে গেছে আমার। লিভিং রুমের সোফায় বসে সারাদিন সেলাইয়ের কাজ করতো আয়ানে। ঐ রুমটাই বেছে নিয়েছিল কেন সে? যাতে রান্নাঘরে নজর রাখতে পারে।"

"পাগল হয়ে গেছ তুমি," দূর্বল কণ্ঠে বলল কুসানাগি।

"এটাই একমাত্র উত্তর আসলে। আমাদের খুনির মনের জোর অসম্ভব রকমের আর তার জেদও প্রচণ্ড।"

BanglaBook.org

বিড়বিড় করে বারবার 'অসম্ভব' বলছে আর মাথা নাড়ছে কুসানাগি। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছে, সে বুঝতে পারছে যে সত্য কথাই বলছে ইউকাওয়া।

এসময় মি. ইকাই স্বামীর প্রতি আয়ানের ভক্তি নিয়ে যা বলেছিল সেটা মনে পড়ে গেল কুসানাগির।

'একজন আদর্শ স্ত্রী বলতে যা বোঝায়, আয়ানে মাশিবা একদম সেটাই। ইয়োশিতাকা যখন বাসায় থাকতো, তখন সবসময় লিভিংরুমের সোফায় বসে সেলাইয়ের কাজ করতো সে, যাতে যে কোন দরকারে ছুটে যেতে পারে'।

আয়ানের বাবা-মা'র সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে তারা বলেন যে রান্নার বিষয়ে কখনোই আগ্রহ ছিল না তাদের মেয়ের। বিয়ের আগ দিয়ে রান্নার স্কুলে ভর্তি হয়ে সব শিখেছে।

এ দুটো কাজই সে করেছে যাতে অন্য কেউ রান্নাঘরে না ঘেঁষতে পারে।

"অর্থাৎ, যখন ইয়োশিতাকাকে খুনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় সে...তখন আসলে কিছুই করতে হয়নি?"

"ঠিক বলেছেন। কিছুই না। শুধু স্বামীকে একা রেখে কিছুদিনের জন্যে দূরে চলে যেতে হতো তাকে। ওহ হ্যাঁ, খালি একটা কাজ করেছে। একটা দুটো বাদে বাকি মিনারেল ওয়াটারের বোতলগুলো খালি করে রেখে গেছে। ইয়োশিতাকা যতদিন বোতলের পানি ব্যবহার করবে, তার কিছু হবার কথা না। প্রথমবার কফি বানানোর সময় মিনারেল ওয়াটারই ব্যবহার করেছিল সে। কিন্তু দ্বিতীয়বার বানানোর সময় যখন দেখে যে মাত্র এক বোতল পানি আছে ফ্রিজে, তখন ফিল্টার করা পানি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এক বছর ধরে জায়গামত থাকার পর, অবশেষে বিষটুকু মিশে যায় পানিতে।"

টেবিল থেকে কফির কাপ তুলে নিল ইউকাওয়া।

"গত এক বছরের মধ্যে যে কোন সময় স্বামীকে খুন করতে পারতো আয়ানে। কিন্তু সেটা করেনি সে। বরং খেয়াল রেখেছে যাতে দুর্ঘটনাবশত ফিল্টারের পানি ব্যবহার না করে ফেলে ইয়োশিতাকা। বেশিরভাগ খুনি ভাবে যে কিভাবে খুনটা করবে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আয়ানের সব ভাবনা ছিল কিভাবে ইয়োশিতাকাকে বাঁচানো যায় সেটাকে ঘিরে। এক বছর ধরে তাকে রক্ষা করেছে সে। এরকম খুন আগে কখনো হয়েছে কি না জানা নেই

BanglaBook.org

আমার। একদমই ভিন্ন অন্য সব খুন থেকে, এটা তো স্বীকার করবে তোমরা? কাগজে কলমে সম্ভব হলেও, বাস্তবে করা সম্ভব কি না সে ব্যাপারে প্রশ্ন থেকেই যায়। সেজন্যেই *কাল্পনিক সমাধান* বলেছিলাম আমি।"

"আমাদের এখনই মিসেস মাশিবাকে গ্রেফতার করা উচিত," কুসানাগির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল উতসুমি।

জুনিয়র ডিটেক্টিভের সন্তুষ্ট চেহারার দিকে এক ঝলক তাকিয়ে আবারো ইউকাওয়ার দিকে দৃষ্টি ফেরালো কুসানাগি। "কোন প্রমাণ আছে? কোর্টে কি প্রমাণ করা যাবে কাজটা সে করেছে?"

চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলে নামিয়ে রাখলো ইউকাওয়া। "কোন প্রমাণ নেই," বলল সে।

"আসলেই?" অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল উতসুমি।

"একটু ভেবে দেখুন, আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন। সে যদি মি. মাশিবা খুন হবার আগে বা পরে আসলেও কিছু করে থাকত, তাহলে হয়তো কোন প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু তাকে খুন করার জন্যে কিছুই করতে হয়নি আয়ানে মাশিবাকে। হাজার খুঁজলেও তাই কিছু পাবেন না। শুধুমাত্র ফিল্টার পাইপে বিষের অস্তিত্ব পাওয়াটাই আপনাদের একমাত্র হাতিয়ার। কিন্তু সেটা আদালতে টিকবে না। আর আমি যে সিরিয়াল নম্বরের ব্যাপারে কথা বললাম সেটাও ইচ্ছে করলে নাকচ করে দেয়া যেতে পারে। শুধু এটুকু বললেই হবে যে জিনিসগুলো দেরিতে বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনভাবেই প্রমাণ করতে পারবো না আয়ানে মাশিবা তার স্বামীকে হত্যা করেছে।"

"আমি মানতে..." প্রতিবাদে কিছু বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল উতসুমি।

"আপনাকে তো আগেই বলেছিলাম," গম্ভীর স্বরে বলল ইউকাওয়া। "এটা একটা পারফেক্ট ক্রাইম।"

BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

মেগুরো স্টেশনে নিজের ডেস্কে বসে কেস ফাইল গোছাচ্ছিল উতসুমি, এমন সময় মামিয়া ভেতরে প্রবেশ করে ইশারায় ডাকলো তাকে। উঠে তার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"সেকশন চিফের সাথে কেসের ব্যাপারে কথা হলো আমার," মামিয়া বলল। চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে তার।

"গ্রেফতারের অনুমতি পেয়েছি আমরা?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল মামিয়া। "না, পাইনি। পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। আমাদের কাছে তো খুনিকে শনাক্ত করার মত পর্যাপ্ত আলামত নেই। ডিটেক্টিভ গ্যালিলিও'র কাজে বরাবরের মতন এবারেও অভিভূত সবাই, কিন্তু আদালতে প্রমাণটাই সবচেয়ে জরুরি।"

"আমিও সেটাই ভাবছিলাম," হতাশ স্বরে বলল উতসুমি। "ইউকাওয়া যেমনটা বলেছিল তেমনটাই হচ্ছে।"

"পুরো কাহিনী শোনার পর তো সবার চুল টেনে ছেড়ার অবস্থা। কে ফিল্টারে বিষ ঢুকিয়ে এক বছর অপেক্ষা করবে কাউকে খুন করার জন্যে?! এটা কি বিশ্বাস করা যায়? প্রথমে তো আমার কথা বিশ্বাসই করেনি কেউ। আমি নিজেই তো করিনি! এটাই একমাত্র সমাধান হতে পারে, কিন্তু মেনে নেয়াটা...কি আর বলবো।"

"প্রফেসর ইউকাওয়া যখন সব খুলে বললেন, আমিও বিশ্বাস করিনি প্রথমে।"

"মানুষের পক্ষে যে কি কি করা সম্ভব! আয়ানে আর প্রফেসর ইউকাওয়া, দু'জনই একই ধাঁচের কিন্তু। তাদের মাথায় কি আছে কে জানে," মামিয়া বলল, চেহারায় বিরক্তিভাব স্পষ্ট তার। "আমাদের কাছে এর স্বপক্ষেও প্রমাণ নেই যে প্রফেসর একদম ঠিক কথাই বলছেন। আর যতক্ষণ শতভাগ নিশ্চিত হতে না পারছি, আয়ানে মাশিবা ধরা ছোঁয়ার বাইরেই রয়ে যাবে।"

"জুঞ্জি সুকুইয়ের ব্যাপারে তাদের সাথে কথা বলেছেন? আমি শুনেছি ফরেনসিকের লোকেরা হিরোশিমায় তার মা'র বাসায় গিয়েছিল?"

BanglaBoi.com

মাথা নাড়লো মামিয়া। "যে ক্যানটায় আর্সেনাস এসিড রাখা ছিল সেটা স্প্রিং এইটে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু তারা যদি এটা প্রমাণও করতে পারে যে দুটো জায়গার আর্সেনাস এসিড একই উৎসের, তবুও সেটা আদালতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না। তাছাড়া জুঞ্জি সুকুইয়ের সাথে যদি ইয়োশিতাকা মাশিবার আসলেও সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলে আসামী পক্ষ থেকে এটা দাবি করা হবে যে সে নিজেই বিষটুকু বাসায় এনে রেখেছিল।"

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো উতসুমির বুক চিড়ে। "তাহলে আমরা কিভাবে প্রমাণ করবো অপরাধটা? কিছু একটা তো বলুন! যা করতে হয় করবো! প্রফেসর ইউকাওয়া যে বলছেন এটা একটা *পারফেক্ট ক্রাইম*, তা বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।"

"আমাকে এসব বলে লাভ নেই," মামিয়া বলল গোমড়া মুখে। "আমি যদি সমাধান জানতামই, তাহলে আর এই বিপদে পড়তে হতো না। আমাদের কাছে একমাত্র প্রমাণ বলতে এখন স্প্রিং-এইটের ঐ রিপোর্টটা। সেকশন অফিসের সবাই বলল ওটাকেই ভালোমতো কাজে লাগাতে।"

নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো উতসুমি। চিফ যা বলছে সেটার সাথে হাল ছেড়ে দেয়ার কোন পার্থক্য নেই।

"এখনই ভেঙে পড়ো না। আমি হাল ছাড়িনি, কিছু না কিছু তো পাবোই। *পারফেক্ট ক্রাইম*–বললেই হলো না কি?"

চুপচাপ মাথা নাড়লো উতসুমি। একবার বাউ করে বেরিয়ে এল চিফের অফিস থেকে। *ঠিক বলেছেন*, ভাবলো সে, *সহজ নয় মোটেও*। কিন্তু আয়ানে মাশিবা যা করেছে, তা সাধারণ কোন মানুষের পক্ষে করা রীতিমত অসম্ভব। *আর সেজন্যেই তাকে কোনভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে পারবো না আমরা, আর সবার থেকে আলাদা সে।*

ডেস্কে ফিরে এসে পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করল উতসুমি। আশা করছিল কুসানাগি হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোন ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছে, কিন্তু সে আশায় গুড়েবালি। শুধুমাত্র একটা মেসেজই এসে জমা হয়েছে, আর সেটা পাঠিয়েছে তার মা।

BanglaBoi.org

অধ্যায় ৩০

কুসানাগি ক্যাফেতে পৌঁছে দেখলো হিরোমি ওয়াকাইয়ামা আগেই চলে এসেছে। দ্রুত টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল সে।

"সরি, বসিয়ে রাখলাম আপনাকে।"

"কেবলই এসেছি আমি," বলল হিরোমি।

"ধন্যবাদ, সময় দেয়ার জন্যে। যত দ্রুত সম্ভব আপনাকে ছেড়ে দেব।"

"সময় নিয়ে না ভাবলেও চলবে," মৃদু হেসে বলল হিরোমি। "আপাতত কোন কাজ নেই আমার, সুতরাং সময়েরও অভাব নেই।"

চেহারার ক্লান্ত ভাবটা দূর হয়ে গেছে তার, ভাবলো কুসানাগি। হয়তো ধীরে ধীরে অনুভূতিগুলোকে পোষ মানাতে পারছেন।

একজন ওয়েট্রেস ওদের দিকে এগিয়ে এলে নিজের জন্যে কফির অর্ডার দিল কুসানাগি। "আপনি কি নিবেন, দুধ?"

"লেবু চা," বলল হিরোমি।

অর্ডার নিয়ে চলে গেল ওয়েট্রেস। "গতবার দুধের অর্ডার দিয়েছিলেন তো, সেজন্যে ভাবলাম..." হেসে বলল কুসানাগি।

"আসলে দুধ খেতে কখনোই অতটা ভালো লাগে না আমার। আর এখন সেটা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছি।"

"তাই? কেন?"

"আমাকে কি আপনার *সব* প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে?" ভ্রু উঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল হিরোমি।

"না," হাত নেড়ে বলল কুসানাগি। "অবশ্যই না। আমি দুঃখিত। তাহলে এসব ছেড়ে কাজের কথা বলি এখন। আপনাকে আসলে মাশিবাদের রান্নাঘর নিয়ে প্রশ্ন করার জন্যে ডেকেছি আজকে। আপনার কি মনে আছে যে তাদের সিঙ্কের সাথে একটা ফিলট্রেশন সিস্টেম লাগানো আছে?"

"হ্যাঁ।"

"ওটা কখনো ব্যবহার করেছিলেন আপনি?"

BanglaBook.org

"নাহ, একবারও না," কোনরকম দ্বিধাবোধ ছাড়াই জবাব দিল হিরোমি।

"খুব দ্রুত জবাব দিয়ে দিলেন দেখছি," কুসানাগি বলল, "মানে, এসব প্রশ্ন শোনার পর সাধারণত কিছুক্ষণ ভাবে সবাই।"

মাথা ঝাঁকালো হিরোমি। "আসলে ওখানকার রান্নাঘরে খুব কমই গিয়েছি আমি। কখনো রান্নার কাজেও সাহায্য করিনি। তাহলে সিঙ্কেরই বা দরকার পড়বে কেন? আমি তো মিস উতসুমিকেও এসব বলেছি। একমাত্র আয়ানে যখন আমাকে কফি বা চা বানাতে বলতেন, তখনই যেতাম রান্নাঘরে। সেটাও কদাচিৎ। তিনি আশেপাশেই থাকতেন।"

"তাহলে এটা সত্য যে রান্নাঘরে কখনো একা সময় কাটাননি আপনি?"

"আসলে কি জানতে চাচ্ছেন, বলুন তো," হিরোমি ভ্রু কুঁচকে বলল।

"আমি শুধু এটাই জানতে চাচ্ছি যে মাশিবাদের রান্নাঘরে কখনো একা ছিলেন কি না। একটু ভেবে দেখুন। কেন গিয়েছিলেন সেটা বলা জরুরি না।"

বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবলো হিরোমি। এরপর কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল, "না বোধহয়। আমার সবসময়ই এটা মনে হতো যে মিসেস মাশিবা তার অনুমতি ছাড়া কারও রান্নাঘরে যাওয়াটা পছন্দ করতেন না।"

"আপনাকে কি কখনো সরাসরি এটা বলেছেন তিনি?"

"না, মুখে বলেননি। কিন্তু আমার এরকমটাই মনে হতো। আর আপনি তো জানেনই, কোন গৃহিণীই চায় না তার রান্নাঘরে অন্য কেউ এসে হম্বিতম্বি করুক।"

"তাই তো শুনেছি।"

ওয়েট্রেস এসে কফি এবং চা রেখে গেল টেবিলে। হেসে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে একবার চুমুক দিল হিরোমি। আগে কখনো তাকে এরকম হাসিখুশী দেখেনি কুসানাগি।

অন্তত আমার চেয়ে তার অবস্থা ভালো এখন। সে যা যা বলছে, ইউকাওয়ার গল্পের সাথে মিলে যাচ্ছে।

কফির কাপটায় একবার চুমুক দিয়েই উঠে দাঁড়ালো সে। "সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।"

"এটুকুই?" অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হিরোমি।

BanglaBook.org

"যা শোনার শুনে নিয়েছি আমি। আপনি আরাম করে চা শেষ করুন," বলে বিলের কাগজটা নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

রাস্তায় বের হয়ে ট্যাক্সি খুঁজছে এমন সময় ফোন বেজে উঠল। ইউকাওয়া কল দিয়েছে।

"তোমার সাথে খুব জরুরি কথা আছে আমার," বলল পদার্থবিদ। "দেখা করতে পারবে?"

"নিশ্চয়ই, এখনই আসছি। কিন্তু এখন আবার জরুরি কি কথা? আমি তো ভেবেছিলাম খুনের কৌশলের থিওরিটা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী তুমি।"

"আত্মবিশ্বাস এখনও আছে। সেজন্যেই যত দ্রুত সম্ভব, চলে এসো," বলে ফোন কেটে দিল ইউকাওয়া।

ত্রিশ মিনিট পর ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুল কুসানাগি।

"তোমাদের সাথে কথা বলার পর থেকে কৌশলটার ব্যাপারে আবারো ভাবছিলাম আমি। কোন একটা বিষয়ে খটকা লাগছিল, কিন্তু ধরতে পারছিলাম না। একটু আগে বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা, তোমাদের তদন্তের জন্যেও জরুরি ওটা," কুসানাগি ল্যাবে প্রবেশ করা মাত্র বলল ইউকাওয়া।

"গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হচ্ছে।"

"অনেক। আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও–খুনের ঘটনার পর বাসায় ফিরে আয়ানে মাশিবা প্রথম কোন কাজটা করেছিল? তুমি তো তার সাথে ছিলে, তাই না?"

"হ্যাঁ, আমি আর উতসুমি তাকে এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় নিয়ে আসি।"

"বাসায় প্রবেশ করেই প্রথমে কি করেছিল সে?" ইউকাওয়া জিজ্ঞেস করল।

"প্রথমে? চারপাশটা ভালোমত একবার দেখ—"

"না, ওটা না," মাঝপথেই তাকে থামিয়ে দিল ইউকাওয়া। "রান্নাঘরে গিয়েছিল সে, পানি নিতে। ঠিক বলছি?"

মুখ হা হয়ে গেল কুসানাগির। এক মুহূর্ত ভাবলো সে ওদিনকার কথা। "হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। পানি নিতে গিয়েছিল সে।"

BanglaBook.org

"কী জন্যে পানি নিয়েছিল? যদি আমার অনুমান ঠিক হয়, তাহলে বেশ ভালো পরিমাণ পানি দরকার হবে তার," উৎসাহী কণ্ঠে বলল ইউকাওয়া।

"ফুলগাছে পানি দেয়ার জন্যে। ওগুলো শুকিয়ে যাবে বলা আশঙ্কা করছিল সে। একটা বালতিতে পানি ভরে দোতলার ব্যালকনির গাছগুলোর জন্যে নিয়ে যায়।"

"এটাই!" ইউকাওয়ার চোখ চকচক করছে রীতিমত। "এবারে সব উত্তর মিললো।"

"আমি বোধহয় ধরতে পারছি তুমি কি বোঝাতে চাচ্ছো, তবুও বলো একবার, শুনি," বন্ধুর উদ্দেশ্যে বলল কুসানাগি।

"খুনির মত করে ভাবার চেষ্টা করছিলাম আমি। বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে সে জানতো যে ফিল্টারের লাইনে বিষ ছিটানো আছে। আর সে যেমনটা আশা করেছিল, তেমনটাই ঘটেছে। বিষাক্ত পানি দিয়ে কফি বানিয়ে খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে ইয়োশিতাকা মাশিবা। কিন্তু কফি বানানোর জন্যে যে পরিমাণ পানি দরকার, তাতে সবটুকু বিষ পাইপ থেকে ধুয়ে যাবার কথা না।"

"তা সত্যি," সোজা হয়ে বসে বলল কুসানাগি।

"কেউ যদি তখন ফিল্টারটা ব্যবহার করতো, তাহলে তারও মৃত্যু ঘটার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। তদন্তকারী অফিসারদেরও এটা বুঝতে অসুবিধে হতো না যে ভিক্টিমের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ কি। সেজন্যে যত দ্রুত সম্ভব প্রমাণ নষ্ট করাটা জরুরি ছিল তার জন্যে।"

"সেজন্যে ফুল গাছগুলোতে পানি দেয়ার নাম করে..."

"ফিল্টার থেকে বালতিতে পানি ঢেলে নিয়েছে। এতে সম্পূর্ণ বিষ ধুয়ে যাবে ভেতর থেকে। চিন্তা করে দেখো, আসলেও তাই হয়েছিল। স্প্রিং-এইটের সাহায্য না নিলে আমরা ধরতেই পারতাম না যে ভেতরে বিষ ছিল। ফুল গাছগুলোতে পানি দেয়াটা মুখ্য ছিল না, সে আসলে তোমাদের চোখের সামনেই প্রমাণ নষ্ট করেছে সেদিন।"

"তাহলে ঐ পানিটুকুই–"

"তোমাদের মূল প্রমাণ। ফিল্টারের ভেতরে আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া তাকে দোষী প্রমাণ করতে না পারলেও, পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব পাওয়া গেলে সে আটকে যাবে।

BanglaBoi.com

ইয়োশিতাকা মাশিবার মৃত্যু নিয়ে আমার থিওরিটাও তখন সঠিক প্রমাণিত হবে।"

"কিন্তু পানি তো নেই। সেদিনই খরচ করে ফেলেছিল সে গাছে পানি দেয়ার নাম করে।"

"তাহলে টবের মাটি টেস্ট করে দেখো। আমি নিশ্চিত স্প্রিং-এইটের লোকজন সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ আর্সেনাস এসিড খুঁজে পাবে। যদিও এটা প্রমাণ করা শক্ত হবে যে আয়ানের ব্যবহৃত পানিই সেটার উৎস। কিন্তু আদালতে বলার মত কিছু পাবে অন্তত।"

ইউকাওয়ার কথা শোনার সময় ভেতরে ভেতরে একটা কথা মনে করার চেষ্টা করছিল কুসানাগি। হঠাৎই সব পরিস্কার হয়ে গেল তার কাছে, মনে পড়েছে ব্যাপারটা। এতদিন একদম ভুলে গিয়েছিল। উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো সে। ইউকাওয়ার দিকে তাকালো চোখ বড় করে।

"কি হলো, এমন করছো কেন? আমার চেহারায় কিছু লেগেছে না কি?"

মাথা ঝাঁকালো কুসানাগি। "একটা উপকার দরকার আমার। না, ধরে নাও মেট্রোপলিটন পুলিশ ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ইমপেরিয়াল ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ইউকাওয়ার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

শক্ত হয়ে গেল ইউকাওয়ার চেহারা। "বলো, শুনছি," ডানহাতের তর্জনী দিয়ে চশমা ঠিক করে বলল সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

আয়ানের সেলাই স্কুলের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে উতসুমি। এই নিয়ে গত কয়েকদিনে বেশ ক'বার আসতে হলো তাকে এখানে। অবশ্য এখন জায়গাটাকে *আয়ানের সেলাই স্কুল* না বলে আয়ানের বাসা বললেই যথাযথ হবে। এখানে এসে ওঠার পর থেকে ক্লাস নেয়া বলতে গেলে বন্ধই করে দিয়েছে সে।

কুসানাগি দাঁড়িয়ে আছে তার পেছনে। সামনে এগিয়ে কলিংবেলে চাপ দিল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না তৎক্ষণাৎ। কিছুক্ষণ পর আবারো বেলে চাপ দিতে যাবে এমন সময় খড়খড় করে উঠল ইন্টারকমের স্পিকার।

"কে?" আয়ানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা।

"আমি, ডিটেক্টিভ উতসুমি," স্পিকারের সামনে গিয়ে নিচুস্বরে বলল সে, যাতে প্রতিবেশীরা কিছু শুনতে না পায়।

"ওহ্, আপনি," কিছুক্ষণের নীরবতার পর আবারো সরব হয়ে উঠল স্পিকার। "কিভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?"

"আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল। যদি সময় দিতে পারেন, তাহলে খুব ভালো হবে।"

আবারো কিছুক্ষণের নীরবতা। আয়ানেকে ভেতরে ইন্টারকমের পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় কল্পনা করল উতসুমি। নিশ্চয়ই চিন্তায় মগ্ন সে।

"দরজা খুলছি দাঁড়ান," অবশেষে বলল আয়ানে।

একবার চোখাচোখি হলো উতসুমি আর কুসানাগির। ঢোক গিললো সিনিয়র ডিটেক্টিভ।

দরজাটা খুলে গেল এক মুহূর্ত পর। উতসুমির সাথে কুসানাগিকেও দেখতে পেয়ে অবাক হয়েছে আয়ানে, তার চেহারায় স্পষ্ট সেটা।

"এভাবে না বলে চলে আসার জন্যে দুঃখিত," কুসানাগি মাথা নিচু করে বলল।

"আপনিও এসেছেন তা তো বুঝিনি," হেসে বলল আয়ানে। "ভেতরে আসুন।"

BanglaBook.org

"ইয়ে...মানে," কুসানাগি বলল কিছুক্ষণের ইতস্ততার পর। "আপনি কি আমাদের সাথে মেগুরোতে আসতে পারবেন?"

হাসিটা উবে গেল আয়ানের ঠোঁট থেকে। "পুলিশ স্টেশনে?"

"হ্যাঁ। আপনার সাথে কিছু বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলতে হবে আমাদের। ব্যাপারটা একটু বেশিই জরুরি..."

সিনিয়র ডিটেক্টিভের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো আয়ানে। উতসুমিও তার দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকালো কুসানাগির দিকে। চেহারায় কষ্টের ছাপ স্পষ্ট তার, যেন অনুশোচনা বোধ করছে এখানে এসে।

আগে বুঝতে না পারলেও, এবারে নিশ্চয়ই আয়ানে বুঝে যাবেন যে কেন এসেছি আমরা, উতসুমি ভাবলো।

"আচ্ছা," হঠাৎই একদম শান্তস্বরে বলল আয়ানে। "আপনাদের সাথে যেতে কোন সমস্যা নেই আমার। কিন্তু তৈরি হতে হবে আগে। আপনারা কি ভেতরে অপেক্ষা করবেন? মেহমানদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখতে আমার ভালো লাগে না।"

"নিশ্চয়ই," কুসানাগি জবাব দিল।

দরজা পুরোপুরি খুলে ওদের ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল আয়ানে।

ক্লাসরুমগুলো একদম পরিস্কার। বেশ কয়েকটা আসবাবপত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঝখানের বড় টেবিলটাই কেবল আগের মত আছে।

"ট্যাপেস্ট্রিটা এখনও ঝোলাননি দেখছি," একবার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করল কুসানাগি।

"আসলে, সময়ই পাইনি।"

"তাই? ওটা কিন্তু ঝোলানো উচিত আপনার। নকশাটা এত সুন্দর, যেন ছবির কোন বই থেকে তুলে আনা হয়েছে।"

"ধন্যবাদ," আয়ানের মুখ থেকে হাসিটা পুরোপুরি মুছে গেল না।

ব্যালকনিতে চোখ গেল কুসানাগির। "আপনার ফুলগাছগুলোও নিয়ে এসেছেন দেখছি।"

উতসুমিও তাকালো সেদিকে। রঙ বেরঙের ফুল গাছের সমারোহ সেখানে।

"খুব বেশি আনতে পারিনি," আয়ানে বলল।

"আচ্ছা। গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে নিয়মিত পানি দেয়া হয়," বাইরের বড় ওয়াটারিং ক্যানটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে বলল কুসানাগি।

BanglaBook.org

“আপনার কেনা ক্যানটা আসলেও কাজে লেগেছে,” আয়ানে বলল। “আবারও ধন্যবাদ।”

“ব্যাপার না,” কুসানাগি বলল তার দিকে তাকিয়ে। “আমাদের কথা ভাবার দরকার নেই, আপনি তৈরি হয়ে নিন।”

মাথা নেড়ে পাশের রুমের দিকে হাঁটতে শুরু করল আয়ানে। কিন্তু দরজাটা খোলার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, “কিছু জানতে পেরেছেন আপনারা?”

“এক্সকিউজ মি?”

“কেসের ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন? কোন নতুন সূত্র বা আলামত? সেজন্যেই তো আমাকে স্টেশনে নিয়ে যাচ্ছেন তাই না? জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে?”

উতসুমির দিকে একবার তাকিয়ে আবার আয়ানের চোখে চোখ রাখলো কুসানাগি। “হ্যাঁ,” ক্ষীণকণ্ঠে বলল।

“কি জেনেছেন? না কি স্টেশনে যাবার আগে বলা যাবে না?” এমন ভাবে কথাগুলো বলল সে, যেন একদম সাধারণ কোন ব্যাপারে আলাপ করছে।

কথা বলার আগে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবলো কুসানাগি। এরপর মুখ তুলে বলল, “আমরা জানতে পেরেছি যে বিষ কোথায় ছিল। বেশ কয়েকবার টেস্ট করতে হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে যে আপনার রান্নাঘরের ফিল্টারেই বিষ ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল।”

আয়ানেকে পর্যবেক্ষণ করছে উতসুমি। তার অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হলো না কথাগুলো শুনে। শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কুসানাগির দিকে।

“ওহ্ আচ্ছা ফিল্টারে,” বলল সে। বিস্ময়ের লেশমাত্রও নেই কণ্ঠে।

“ফিল্টারের ভেতরে কিভাবে বিষ প্রবেশ করানো হলো সেটা বের করতেই কষ্ট হয়েছে। ওখানে পাওয়া আলামতের ভিত্তিতে বোঝা গিয়েছে যে শুধুমাত্র একটা উপায়েই খুনির পক্ষে কাজটা করা সম্ভব। আর সেই উপায়টা কেবলমাত্র একজনের পক্ষেই অবলম্বন করা সম্ভব,” ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে কুসানাগি। “সেজন্যেই আপনাকে আসতে হবে আমাদের সাথে।”

BanglaBoi.org

ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠল আয়ানের চেহারা, তবে হাসিটা এখনও ঝুলছে ঠোঁটের কোণে। "আপনাদের কাছে এ ব্যাপারে কোন প্রমাণ আছে যে ফিল্টারেই বিষ ছিল?"

"টেস্টে ফিল্টারের ভেতরে আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু সেই প্রমাণটা যথেষ্ট নয়। তাছাড়া খুনি এক বছরেরও বেশি সময় আগে ভেতরের কলকব্জায় বিষ ছিটিয়ে রেখেছিল। আমাদের শুধু এটা প্রমাণ করতে হবে যে খুনের দিন ফিল্টারে একজন মানুষকে হত্যার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ বিষ মজুদ ছিল। অন্যভাবে বললে, ফিল্টারটা এক বছর ব্যবহার করা হয়নি, যাতে বিষটুকু ধুয়ে না যায়–এটা প্রমাণ করাই যথেষ্ট।"

কুসানাগি যখন *'এক বছর'* কথাটা বলল ঠিক সে মুহূর্তে কিছুটা হলেও থমকে গেল আয়ানে, ব্যাপারটা দৃষ্টি এড়ালো না উতসুমির।

"প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে?"

"প্রথমে যখন এই কৌশলটার কথা শুনেছিলাম, মানে এক বছর আগে বিষ জায়গামত ছিটিয়ে রাখার কথা বলছি–বিশ্বাসই হয়নি!" কুসানাগি বলল। "অন্য যারা শুনেছে তাদের অভিব্যক্তিও এরকমটাই ছিল। আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না অবাক হয়েছেন, মিসেস মাশিবা।"

"যা বলছেন তা এতটাই অবিশ্বাস্য যে, কী প্রতিক্রিয়া দেখাবো বুঝতেই পারছি না।"

"তাই না কি?" বলে উতসুমির দিকে একবার তাকালো কুসানাগি। ইশারা বুঝতে পেরে হ্যান্ডব্যাগ থেকে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ বের করল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

ব্যাগের ভেতরের জিনিসটা দেখে অবশেষে হাসিটা পুরোপুরি মুছে গেল আয়ানের চেহারা থেকে।

"আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন এটা?" কুসানাগি বলল। "খালি ক্যানটার নিচে আপনি ফুটো করেছিলেন যাতে পানি ছিটাতে সুবিধে হয়।"

"আপনি তো বলেছিলেন যে ফেলে দিয়েছেন জিনিসটা..."

"না, ফেলিনি আসলে। একবার ধুইওনি," চোখমুখ শক্ত করে বলল কুসানাগি। "আমার বন্ধুর কথা মনে আছে আপনার? প্রফেসর ইউকাওয়া? ক্যানটা ওর ল্যাবে পরীক্ষা করিয়েছি আমি। খুব বেশি লম্বা বর্ণনায় যাবো না। শুধু এটুকু শুনে রাখুন যে ওখানেও আর্সেনাস এসিডের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। শেষবার ব্যবহারের জন্যে ফিল্টার থেকেই পানি নিয়েছিলেন

BanglaBook.org

আপনি। তাছাড়া আপনি ঘটনার দিন বাড়ী ফেরার পর যখন ফুলগাছে পানি দিচ্ছিলেন, আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। মাঝপথে মিস হিরোমি এসে পড়াতে থামতে হয়েছিল আপনাকে। এরপর আর ক্যানটা ব্যবহৃত হয়নি, কারণ আমি নতুন একটা ক্যান কিনেছিলাম। আর এটা ঢুকিয়ে রাখি আমার ডেস্ক ড্রয়ারে।"

"আপনার ডেস্ক ড্রয়ারে? কেন?" এবারে খানিকটা বিস্ময় ভর করল আয়ানের কণ্ঠে।

জবাব দিল না কুসানাগি। বরং অনুভূতিহীন কণ্ঠে বলল, "ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে ঘটনার দিন ফিল্টারের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্সেনাস এসিড উপস্থিত ছিল। আর সেই পানি দিয়ে কফি বানানোর কারণেই মি. মাশিবা মারা গেছেন। এছাড়া আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে এক বছর আগে ফিল্টারে বিষ প্রবেশ করানো হয়েছে। কাজটা যে করেছে তার জন্যে সবচেয়ে বড় বাঁধা ছিল অন্য কাউকে ফিল্টারটা এক বছর ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখা, আর সেটা একজনের পক্ষেই করা সম্ভব।"

ঢোঁক গিললো উতসুমি। এখনও আয়ানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। সদ্য বিধবার সুন্দর চেহারাটা কিছুটা মলিন হয়ে এসেছে। আগের আত্মবিশ্বাস আর নেই।

"থানায় বিস্তারিত কথা বলবো আমরা," কুসানাগি বলল।

মাথা উঁচু করল আয়ানে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার বুক চিড়ে। "বেশ। একটু সময় লাগবে আমার," সরাসরি কুসানাগির দিকে তাকিয়ে বলল সে।

"কোন তাড়া নেই। যত সময় দরকার, নিন।"

"আসলে ফুলগাছগুলোতে পানি দিচ্ছিলাম আমি, এখনও শেষ হয়নি।"

"শেষ করুন, আমরা অপেক্ষা করছি।"

মাথা নেড়ে ব্যালকনির দিকে এগিয়ে গেল আয়ানে। দু'হাতে বড় ক্যানটা তুলে নিয়ে একমনে পানি দেয়া শুরু করল গাছগুলোয়।

BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

গাছে পানি দিতে দিতে অতীতে ফিরে গেল আয়ানে মাশিবা। এক বছর আগে ঠিক এভাবেই একদিন গাছে পানি দিচ্ছিল সে। তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিনগুলোর একটা ছিল সেদিন। ইয়োশিতাকার কাছ থেকে সত্যটা শুনেছিল সে। গোটা সময় অপরাজিতা গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে ছিল আয়ানে।

এই বেগুনী ফুলগুলো ভীষণ পছন্দ ছিল তার বান্ধবীর। সেজন্যেই তো জুঞ্জি সুকুই নাম বদলে *'সুমিরে উকো'* ছদ্মনামে বই লেখতো সে। অপরাজিতারই অপর নাম সেটা, অর্থ *বেগুনী প্রজাপতি*।

লন্ডনে একটা বইয়ের দোকানে দেখা হয়েছিল দুইজনের। আয়ানে সেলাইয়ের নকশার বই খুঁজছিল সেদিন। হঠাৎ একটা বইয়ের নাম দেখে পছন্দ হওয়াতে হাত বাড়ায় সে, কাকতালীয় ঠিক সেই সময়েই আরেকটা মেয়ে একই বইটার জন্যে হাত বাড়ায়। সে-ও ছিল জাপানিজ, আয়ানের চাইতে কয়েক বছরের বড়।

খুব অল্প সময়েই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যায় দু'জন। একসাথে লন্ডন চষে বেড়ায়। কথা দেয় যে জাপানে ফিরেও যোগাযোগ অক্ষুন্ন রাখবে। জুঞ্জি টোকিওতে পাকাপাকিভাবে চলে আসার কয়েক বছর পর আয়ানেও পাড়ি জমায় সেখানে।

কাজ নিয়ে দু'জনেই ব্যস্ত থাকলেও সময় বের করে প্রায়ই দেখা করতো। জুঞ্জির সামনে কোনপ্রকার সংকোচ বোধ করা ছাড়াই সবকিছু বলতে পারতো আয়ানে। প্রকৃত বন্ধুরা তো এমনই হয়। তাছাড়া জুঞ্জির কাছেও তাদের বন্ধুত্বটা ঠুনকো কোন বিষয় ছিল না। এরকম ঘনিষ্ঠতার আরেকটা কারণ হচ্ছে–জুঞ্জিও সহজে অন্য কারো সাথে মিশতে পারতো না, আয়ানের মতনই।

এরপর একদিন আয়ানেকে একজন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার কথা বলে সুকুই। তার আঁকা একটা চরিত্রকে না কি অনলাইনে অ্যানিমেতে রূপান্তরিত করার পরামর্শ দিয়েছিল সে।

BanglaBook.org

“কিছু খেলনাও বানানোর কথা ভাবছি আমরা। যখন ওকে বললাম যে আমার পরিচিত খুব দক্ষ একজন কারুশিল্পী আছে, তখন তোমার সাথে দেখা করতে চায় সে। আমি জানি যে তুমি খুব ব্যস্ত, কিন্তু একদিন সময় বের করো, প্লিজ।”

বান্ধবীর অনুরোধ ফেলতে পারেনি আয়ানে। আর এভাবেই ইয়োশিতাকা মাশিবার সাথে পরিচয় হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, ইয়োশিতাকাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় তার। গ্রীক দেবতাদের মতন চেহারা, চোখজোড়া যেন পাথর কুঁদে বানিয়েছে দক্ষ কোন শিল্পী। ঘন্টার পর ঘন্টা সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়। কথাও বলে দারুণ ভঙ্গিতে।

ক্যাফে থেকে সে চলে যাবার পর হাসিমুখে আয়ানে বলে, “চমৎকার একটা লোক।”

“তাই না?” উৎফুল্ল স্বরে বলে জুঞ্জি। তার দিকে একবার তাকিয়েই আয়ানে বুঝে যায় যে ইয়োশিতাকার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে সে।

কিন্তু সেদিন সুকুইকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি আয়ানে। ব্যাপারটা এখনও পীড়া দেয় তাকে। শুধু একবার যদি জিজ্ঞেস করতো যে তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি না, তাহলেই আর দুর্ঘটনাটা ঘটতো না।

সুকুইয়ের চরিত্রের অনুকরণে যে খেলনাটা বানানো হবে সেটায় অবশ্য শেষ অবধি সেলাইয়ের কাজ অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা বাদ দেয়া হয়। ইয়োশিতাকা পরে নিজ থেকে ফোন দিয়ে আয়ানের কাছে ক্ষমা চায় তার সময় নষ্ট করার জন্যে। বলে যে ভবিষ্যতে কোন একদিন দামী একটা রেস্তোরাঁয় নিয়ে খাওয়াবে তাকে, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে।

আয়ানে ভেবেছিল শুধু কথার কথা বলছে সে, কিন্তু কিছুদিন বাদে আসলেও ফোন দেয় ইয়োশিতাকা। এটাও পরিস্কার হয়ে যায় যে ডিনারে শুধু তাকেই দাওয়াত দিচ্ছে সে, জুঞ্জিকে নয়। ওদের মধ্যে তাহলে কোন সম্পর্ক নেই, নিজেকে বোঝায় আয়ানে।

দুরুদুরু বুকে ইয়োশিতাকার সাথে দেখা করে সে। সেদিন আগেরবারের চেয়েও বেশি উপভোগ করে সন্ধ্যাটা।

দ্রুত ইয়োশিতাকার প্রতি দূর্বল হতে শুরু করে আয়ানে। একই সাথে দূরে সরে যেতে থাকে জুঞ্জির কাছ থেকে। ইয়োশিতাকার প্রতি তার বান্ধবীর

BanglaBook.org

মনোভাব কি ধরণের এটা জানার পর থেকে কেন যেন সহজ হতে পারছিল না সে।

কয়েক মাস পরে জুঞ্জির সাথে দেখা হলে ভীষণ অবাক হয় আয়ানে। একদম ভিন্ন একটা মানুষে বদলে গেছে তার বান্ধবী। ইয়োশিতাকার কথা জিজ্ঞেস করতে ফ্যাকাসে হয়ে যায় সুকুইয়ের চেহারা।

কোন সমস্যা হয়েছে কি না তা জিজ্ঞেস করে আয়ানে, কিন্তু জবাবে পরিস্কার কিছু বলে না সুকুই। হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে তার, বাড়ি ফিরতে হবে। আয়ানেও পেছন পেছন রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে আসে তার সাথে। কোনদিকে না তাকিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ে সুকুই।

সেটাই ছিল তার সাথে আয়ানের শেষ দেখা।

এর পাঁচদিন পর একটা পার্সেল আসে আয়ানের অ্যাপার্টমেন্টে। প্যাকেট খুলে সাদা পাউডার ভর্তি একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ দেখতে পায় সে। ব্যাগটার গায়ে পার্মানেন্ট মার্কার দিয়ে লেখা *'আর্সেনিক(বিষ)'*। সুকুই পাঠিয়েছিল ব্যাগটা।

সাথে সাথে সন্দেহ চেপে বসে আয়ানের মনে। দৌড়িয়ে গিয়ে বান্ধবীর নম্বরে ডায়াল করে সে। কিন্তু ওপাশ থেকে ফোন ধরে না কেউ। কোনরকমে গায়ে একটা জ্যাকেট চাপিয়ে সুকুইয়ের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় আয়ানে। কিন্তু গিয়ে দেখে পুলিশের লোকেরা ঘিরে রেখেছে জায়গাটা। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক মহিলা বলে যে বিষপানে আত্মহত্যা করেছে অ্যাপার্টমেন্টটার বাসিন্দা।

একটা ঘোরের মধ্যে চলে যায় আয়ানে। উদ্দেশ্যহীনের মত হাঁটতে থেকে টোকিওর রাস্তায় রাস্তায়। রাতে বাসায় ফেরার পর সুকুইয়ের পাঠানো পার্সেলটা হাতে নিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ। এ সময় ব্যাপারটা ধরতে পারে সে। শেষবার যখন রেস্তোরাঁয় একসাথে খেতে গিয়েছিল তারা, সুকুই বেশ লম্বা একটা সময় তার মোবাইল ফোনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ফোনটা টেবিল থেকে উঠিয়ে বিছানায় এনে রাখে আয়ানে। একটা সুন্দর রিং লাগানো ফোনের কভারের সাথে। ইয়োশিতাকার সাথে প্রথম ডেটে গিয়ে রিংটা কেনে সে। মাশিবার নিজের ফোনেও একই রিং লাগানো ছিল।

BanglaBook.org

সুকুই নিশ্চয়ই রিংটা দেখে ধরতে পারে যে ইয়োশিতাকার সাথে সম্পর্ক আছে তার এবং ঈর্ষার বশীভূত হয়ে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু একতরফা ভালোবাসার জন্যে কারো আত্মহত্যা করাটা বাড়াবাড়িই মনে হয় আয়ানের কাছে। তাছাড়া সুকুইও ওরকম মানুষ না।

সত্যটা ধরতে সময় লাগে না তার। ইয়োশিতাকার সাথে পেশাগত সম্পর্কের বাইরেও বিশেষ সম্পর্ক ছিল সুকুইয়ের। পুলিশের লোকদের কিছু জানায় না আয়ানে। এমনকি সুকুইয়ের শেষকৃত্যেও যায়নি। বান্ধবীর এরকম মৃত্যুর জন্যে যে সে-ই দায়ি, এই ভাবনাটা ভুলে থাকতে চায় যতটা সম্ভব।

একই কারণে কখনো ইয়োশিতাকাকেও সত্যটার ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারেনি সে। তাদের সম্পর্কটা ভেঙেও যেতে পারতো এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে।

বেশ কয়েক মাস পর অদ্ভুত একটা প্রস্তাব নিয়ে হাজির হয় ইয়োশিতাকা। বলে যে একটা পার্টিতে আলাদা আলাদা ভাবে যাবে তারা এবং এমন ভান করবে যেন সেখানেই প্রথম দেখা হয়েছে তাদের। কারণ জিজ্ঞেস করলে ইয়োশিতাকা বলে, সে চায় না লোকে ভাবুক পেশাগতভাবে পরিচিত কারো সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে সে।

'কোন দাওয়াতে গেলে দেখবে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে 'প্রথম কোথায় দেখা হয়েছিল আপনাদের?' তাদের ভালো একটা জবাব তো দিতে হবে আমাদের, না কি? সেক্ষেত্রে এরকম একটা পার্টির চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না'-বলে ইয়োশিতাকা।

অন্য কিছু একটা বানিয়ে বললে সমস্যা কোথায়? ভাবে আয়ানে। কিন্তু ইয়োশিতাকা ইতোমধ্যে তার এক বন্ধুকে বলে ফেলেছিল পার্টিটায় আসার কথা। তাদের কথিত *প্রথম সাক্ষাতের* সাক্ষী হিসেবে কাজ করবে সে। ইয়োশিতাকার এহেন কাজে অবশ্য অবাক হয়নি আয়ানে। জানতো যে সবকিছু একদম আগে থেকে পরিকল্পনা করেই করে সে। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে ভাবার পর আয়ানের কেন যেন মনে হয় যে সুকুইকে তাদের অতীত থেকে মুছে দেয়ার নিমিত্তে কাজটা করেছে ইয়োশিতাকা। অবশ্য এই সন্দেহের ব্যাপারে কখনো তাকে কিছু বলে না সে।

এই ঘটনার পর তাদের সম্পর্ক সুন্দরভাবে সামনে এগোতে থাকে। ছয় মাস পর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয় ইয়োশিতাকা।

BanglaBoi.org

ভীষণ খুশি হয় আয়ানে, কিন্তু তার মনে রোপিত হওয়া সন্দেহের বীজটা ততদিনে রূপ নিয়েছে এক মহীরুহে। *কেন আত্মহত্যা করেছিল সুকুই? ইয়োশিতাকার সাথে কিরকম সম্পর্ক ছিল তার?*

সত্যটা জানার একটা প্রবল বাসনা জেঁকে বসে তার চিত্তে। একই সাথে মনে প্রাণে কামনা করতে থাকে যাতে সত্যটা কখনো হাজির না হয় তার সামনে। এই বিপরীতমুখী চিন্তাধারার কারণেই আসন্ন বিয়ে নিয়ে কোন ধরণের উৎসাহ বোধ করে না সে।

এরপরেই আসে সেই দিনটা যেদিন তাকে অবাক করে দিয়ে অদ্ভুত একটা শর্তের কথা বলে ইয়োশিতাকা। পরবর্তীতে অবশ্য আয়ানে বুঝতে পারে যে শর্তটা ইয়োশিতাকার কাছে অদ্ভুত ছিল না। *আমাদের যদি এক বছরের মধ্যে বাচ্চা না হয়, তাহলে আমরা আলাদা হয়ে যাবো।*

আয়ানে প্রথমবার ভেবেছিল যে ভুল শুনছে সে। বিয়ের আগে কেন ডিভোর্স নিয়ে কথা বলবে কেউ ।

ইয়োশিতাকাকে জিজ্ঞেসও করে যে সে ঠাট্টা করছে কি না। জবাবে তার হবু স্বামী বলে, "*আমার জীবনের একটা মূলমন্ত্র আছে। বিয়ের এক বছরের মধ্যেই বাচ্চা নিতে চাই। কোনরকম জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার না করলে এই সময়ে বাবা-মা হতে পারবে যে কেউ। আর সেটা যদি না হয় তাহলে বুঝতে হবে আমাদের দু'জনের মধ্যে কারো কোন সমস্যা আছে। আর আমি...নিয়মিত চেক-আপ করাই। আমার পক্ষ থেকে যে কোন সমস্যা হবে না তা নিশ্চিত করে বলতে পারি*" ।

আয়ানের মনে হয়েছিল তার পুরো শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। "জুঞ্জিকেও কি এই কথাই বলেছিলে?" শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে সে।

"কি?" ইয়োশিতাকা বুঝতে না পেরে বলে। এর আগে কখনো তাকে ঘাবড়াতে দেখেনি আয়ানে।

"দয়া করে মিথ্যে বলবে না। তোমার সাথে সম্পর্ক ছিল জুঞ্জির, তাই না?"

ভ্রূকুটি করে দীর্ঘ একটা সময় তার দিকে তাকিয়ে থাকে ইয়োশিতাকা, কিন্তু সত্যটা লুকোয় না। যদিও এটা পরিস্কার হয়ে যায়, না জিজ্ঞেস করলে কখনোই ব্যাপারটা তাকে জানানোর ইচ্ছে ছিল না তার। "আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে কোন না কোন সময় এটা জেনে যাবে তুমি কিংবা জুঞ্জি হয়তো নিজেই বলবে।"

BanglaBook.org

"আমাদের দু'জনের সাথে কি একই সময়ে সম্পর্ক ছিল তোমার?"

"না, ওরকম কিছু না। তোমার সাথে যখন ডেটিং শুরু করেছি, ততদিনে জুঞ্জির সাথে সম্পর্কটা ভেঙে গিয়েছিল।"

"কি বলে ব্রেক-আপ করেছিলে?" আয়ানে জিজ্ঞেস করে। "এমন একজন নারীকে জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিতে চাও যে তোমার বাচ্চার মা হতে পারবে, এটা?"

জবাবে কাঁধ ঝাঁকায় ইয়োশিতাকা। "ঠিক এই শব্দগুলোই ব্যবহার করিনি। কিন্তু যা বলেছিলাম তার অর্থ করলে অনেকটা এরকমই দাঁড়ায়।"

"কি বলেছিলে?"

"বলেছিলাম তার সময় শেষ।"

"সরি? '*সময় শেষ*' মানে?"

"ইতোমধ্যে চৌত্রিশ বছর হয়ে গিয়েছিল জুঞ্জির। কনডম বা পিলও ব্যবহার করিনি আমরা, তবুও গর্ভধারণে সক্ষম হয় না সে। আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হতো।"

"তাই আমাকে বেছে নিয়েছিলে?"

"আমি কি ভুল কিছু করেছি? যে সম্পর্কের কোন ভবিষ্যৎ নেই, সেই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার কি মানে? একটা নিজের পরিবার চাই আমার।"

"কথাটা আমাকে এতদিন কেন বলোনি?"

"কারণ আমার মনে হয়নি এটা তোমার জানার কোন প্রয়োজন আছে। তবে তুমি যদি কিছু জিজ্ঞেস করো, তাহলে সব খুলে বলার জন্যে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। আয়ানে, আমি কিন্তু তোমার সাথে কোনরকমের বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। কোন মিথ্যেও বলিনি।"

ইয়োশিতাকার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয় আয়ানে। ব্যালকনির ফুলগুলো এসময় চোখে পড়ে তার। সেখানেই অপরাজিতা ফুলগুলো দেখতে পায় সে। জুঞ্জির *বেগুনী প্রজাপতি*। বান্ধবীর কথা মনে পড়াতে চোখ ফেটে কান্না আসে তার।

ইয়োশিতাকা জুঞ্জিকে ভুলে গেলেও, আয়ানের জন্যে ব্যাপারটা এত সহজ ছিল না। এরপর যখন আয়ানের ফোনে রিংটা দেখে সে, দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে সমস্যা হয় না। অভিমানে আত্মহত্যার পথটাই বেছে নেয়। তবে তার আগে একটা বার্তা পাঠিয়ে যায় আয়ানেকে–আর্সেনিকের প্যাকেটটা।

BanglaBook.org

অবশেষে বুঝতে পারে আয়ানে। বিষটা তাকে জুঞ্জি পাঠায় একটা সতর্কবার্তা হিসেবে :

একসময় তোমাকেও ব্যবহার করতে হবে এই বিষটুকু।

জুঞ্জিই ছিল একমাত্র ব্যক্তি যার কাছে সুখ দুঃখের সব ব্যাপারে আলাপ করতো আয়ানে। ভেঙে যাওয়া স্বপ্নগুলোর পাশাপাশি আগামী দিনের স্বপ্নের কথাও তাকে বলতো সে। এক বিকেলে বারে বসে কথা বলার সময় জুঞ্জিকে আয়ানে জানায় যে জন্মগত একটা সমস্যার কারণে কখনো মা হতে পারবে না সে।

সে জানতো যে একসময় আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিবে ইয়োশিতাকা। যেমনটা ছুঁড়ে ফেলেছিল তাকে।

"আমার একটা কথাও কি তোমার কানে ঢুকেছে?" বিরক্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল ইয়োশিতাকা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে তার উদ্দেশ্যে একটা হাসি দিল সে, "হ্যাঁ, সব শুনেছি। না শোনার কি হলো?"

"তাহলে দয়া করে একটু দ্রুত জবাব দিয়ে আমাকে বাধিত করবে এরপর থেকে," পা ভাঁজ করে সোফায় বসতে বসতে বলল ইয়োশিতাকা।

"অন্য কিছু ভাবছিলাম।"

"তাই? আগে তো কখনও এমন করোনি।"

"তুমি যা যা বললে সেগুলো কিন্তু অবাক করেছে আমাকে।"

"অবাক হওয়ার কি আছে? এতদিনে তো আমার জীবন-যাপনের ধরণের সাথে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার কথা তোমার।"

বিয়ে নিয়ে তার নিজের কি ধারণা সে সম্পর্কে সব খুলে বলে ইয়োশিতাকা। তার মতে যে দম্পতির কোন বাচ্চাকাচ্চা নেই, তাদের সম্পর্কেরও কোন অর্থ নেই।

"এত মন খারাপ করছো কেন, আয়ানে? কিসের অভাব আছে তোমার, শুনি? যদি তোমাকে কিছু দিতে ভুলে যাই আমি, তাহলে মনে করিয়ে দাও। তোমার জন্যে যা যা করা সম্ভব, সব করতে রাজি আছি। তাই আপাতত এই ফালতু আলোচনা বন্ধ করে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করি বরং। না কি অন্য কোন উপায় জানা আছে তোমার?"

ইয়োশিতাকার ধারণাই ছিল না যে তার কথাগুলো কতটা আঘাত করছে

BanglaBook.org

আয়ানেকে। তবে সত্যি কথা বলতে ভুল কিছু বলেনি সে। তার সাহায্যের কারণেই আয়ানের অনেকগুলো স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে। কিন্তু এই কথাগুলো শোনার পর বিবাহিত জীবনের কথা ভাববে কি করে সে? এক বছর পরেই তো শেষ হয়ে যাবে সব।

"প্রশ্নটা হয়তো বোকার মত শোনাবে, তারপরও না জিজ্ঞেস করে পারছি না।"

"কি প্রশ্ন?"

"আমার জন্যে তোমার ভালোবাসার কি হলো?" *তুমি কি জুঞ্জির সাথে সম্পর্কে শেষ করে দিয়েছিলে এটা ভেবে যে আমি তোমার বাচ্চার মা হতে পারবো? আমাকে কি কখনো ভালোবেসেছো তুমি?*

"তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা একটুও কমেনি," বলে ইয়োশিতাকা, "তোমাকে এখনও আগের মতই ভালোবাসি আমি।"

কথাটা কি সত্য? জানতেই হবে তাকে। ভালোবাসা এবং ঘৃণা তার হৃদয়কে দু'টুকরো করে ফেলে সেমুহূর্তে। সত্যটা জানার জন্যে খুন করতেও পিছপা হবে না। আর তাই আয়ানে সিদ্ধান্ত নেয় যে তার সামনে বসে থাকা লোকটার স্ত্রী হবে সে।

কিন্তু ইয়োশিতাকা মাশিবার জীবনের নাটাই থাকবে ওর হাতে। তৎক্ষণাৎ কোন শাস্তি তাকে দেবে না সে। নিজেকে শুধরানোর সুযোগ পাবে ইয়োশিতাকা। তবে সুযোগটা নেবে কি না সেটা নির্ভর করছে তার নিজের ওপর।

প্রথমে যখন ফিলট্রেশন সিস্টেমটার ভেতরে আর্সেনাস এসিড ছিটিয়ে দেয় আয়ানে, কিছুদিন খুব ভয়ে ভয়ে থাকে। এটা ভালো করেই জানতো যে রান্নাঘরে অন্য কাউকে ঘেষতে দেয়া যাবে না। তবে সত্যি কথা বলতে অন্য একজনের জীবন যে কোন মুহূর্তে শেষ করে দেয়ার ক্ষমতাটুকু উপভোগই করে সে।

ইয়োশিতাকা যখনই বাসায় থাকতো, সোফায় বসে কাজ করতো আয়ানে। এমনকি টয়লেটেও এমন সময়ে যেত যখন রান্নাঘরে ঢোকার কোন সম্ভাবনা ছিল না তার স্বামীর।

বিয়ের পরে তাকে যথেষ্ট করেছে ইয়োশিতাকা। এসব নিয়ে কখনো কোন অভিযোগ ছিল না আয়ানের। *যতদিন অবধি এই অবস্থার পরিবর্তন*

BanglaBook.org

না হচ্ছে ততদিন ওকে ফিল্টারের কাছে ঘেঁষতে দেব না–ঠিক করেছিল সে।

তবে জুঞ্জির সাথে ইয়োশিতাকা যা করেছে, এটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি আয়ানে। যদি তার সাথে ওরকম কিছু না করে ইয়োশিতাকা, তাহলে বেঁচে যাবে সে। আয়ানের জন্যে বিয়েটা দাঁড়ায় একজন মানুষকে প্রতিদিন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার এক অনভিপ্রেত যুদ্ধে। যুগে যুগে সাধুরা হয়তো এভাবেই পরিত্রাণের পথ বাতলে এসেছে মানবজাতিকে।

তবুও ভেতরে ভেতরে সে ঠিকই জানতো, ইয়োশিতাকার সিদ্ধান্ত কখনোই বদলাবে না। হিরোমির দিকে তার তাকানোর ভঙ্গি দেখেই আয়ানে বুঝতে পেরেছিল যে সময় ঘনিয়ে এসেছে।

ইকাইদের যেদিন দাওয়াত করেছিল ওরা, সেদিন রাতেই ইয়োশিতাকা তাকে ডিভোর্সের ব্যাপারে জানায়। অনুভূতিহীন কণ্ঠে কথাগুলো বলে সে।

"তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে প্রায়। এখান থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি শুরু করো।"

কথাটা শুনে নিষ্প্রভ একটা হাসি ফোটে আয়ানের চেহারায়। "আমার একটা অনুরোধ আছে," বলে সে।

"কি?"

"দুই তিনদিনের জন্যে হোক্কাইদো যাবো আমি। আশা করি তোমার কোন অসুবিধে হবেনা এই সময়টুকুতে।"

জবাবে হেসে কাঁধ ঝাঁকায় ইয়োশিতাকা। "এটা আবার কিরকম অনুরোধ। যাবে তো যাও, আমার কোন সমস্যা হবে না।"

"তা জানি," বলে আয়ানে।

আর কারো জীবনের পরিত্রাণকর্তার ভূমিকা পালন করতে হবে না তাকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

একটা বহুতল ভবনের বেসমেন্টে বারটা। সিঁড়ি ভেঙে ভেতরে ঢুকে একদম পেছনের দিকের টেবিলটায় ইউকাওয়া আর কুসানাগিকে বসে থাকতে দেখলো উতসুমি।

"সরি, দেরি করে ফেলেছি," কুসানাগির পাশে একটা সিটে বসে বলল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"খবর কি?" কুসানাগি জিজ্ঞেস করল।

"ভালো। দুটো জায়গার বিষের গঠন একদম হুবহু মিলে গেছে," মাথা নেড়ে বলল সে।

"বাহ।"

জুঞ্জি সুকুইয়ের মা'র বাসা থেকে উদ্ধার করা আর্সেনাস এসিডের ক্যানটা স্প্রিং এইটে পাঠায় ওরা। সেখানে টেস্টে দেখা যায় যে ক্যানের আর্সেনাস এসিডের সাথে ইয়োশিতাকা মাশিবার কফিতে যে আর্সেনাস এসিড ছিল, সেটার গঠন পুরোপুরি মিলে গেছে। আয়ানে মাশিবার স্বীকারোক্তির সত্যতাও প্রমাণ হয় এতে।

"কেসটার ঝামেলা তাহলে শেষ হলো অবশেষে," ইউকাওয়া বলল।

"তা বটে," কুসানাগি বলল পাশ থেকে। "আমরা সবাই যেহেতু এখানে আছিই এখন, টোস্ট হয়ে যাক?" ওয়েটারকে ডেকে শাম্পেইন অর্ডার করল সে। "এ যাত্রা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো তুমি ইউকাওয়া, এটা স্বীকার করতেই হবে। যত ইচ্ছে গেল আজকে, বিল আমার।"

" *'এ যাত্রা?'* বলো যে *'আবারো বাঁচিয়ে দিয়েছো আমাকে'*। আর আমি তো আসলে মিস উতসুমিকে সাহায্য করেছি, তোমাকে না।"

"হয়েছে, থামো। সুযোগ পেলেই কথা প্যাঁচাতে শুরু করো। বাহ, শ্যাম্পেইন এসে গেছে!"

তিনজন শ্যাম্পেইনের গ্লাস একসাথে ঠুকে *'কানপাই!'* বলে চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি এটা শুনে যে, তুমি ঐ জিনিসটা রেখে দিয়েছিলে," এক রাউন্ড ড্রিঙ্ক শেষ করার পর বলল ইউকাওয়া।

"কোন জিনিসটা?"

BanglaBook.org

"মিসেস মাশিবার ফুলগাছে পানি দেয়ার খালি ক্যানটা।"

"ওহ ওটা," মেঘ ডাকলো যেন কুসানাগির চেহারায়।

"আমি শুনেছিলাম যে তুমি নিজ থেকেই গাছে পানি দেয়ার ব্যাপারে সাহায্যের কথা বলেছিলে তাকে। কিন্তু বড় ওয়াটারিং ক্যানটার ব্যাপারে জানতাম না। যাইহোক, পুরনো ক্যানটা কেন রেখে দিয়েছিলে? উতসুমির কাছে শুনলাম তোমার ডেস্ক ড্রয়ারে ছিল ওটা।"

কটমট দৃষ্টিতে উতসুমির দিকে তাকালো কুসানাগি, কিন্তু অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল জুনিয়র ডিটেক্টিভ।

"ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কারসাজি বলতে পারো," অবশেষে বলল সে।

"ওহ হ্যাঁ, তোমার বিখ্যাত *ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের* কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"তাছাড়া পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এটা জানতাম, তদন্তে কোন জিনিসই ফেলনা নয়।"

"আসলেও ফেলনা নয়, ঠিক বলেছো," শ্যাম্পেইনের গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে কিছুটা জড়ানো কণ্ঠে বলে ইউকাওয়া। "আমি তো ভেবেছিলাম স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে জিনিসটা রেখে দিয়েছো তুমি।"

"কী বলতে চাচ্ছো?"

"নাহ, কিছু না। বাদ দাও।"

"আসলে," উতসুমি বলল এ সময়। "আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি, প্রফেসর।"

"নিশ্চয়ই, করুন।"

"কৌশলটার কথা কিভাবে মাথায় এসেছিল আপনার? ভাবতে ভাবতে বের করে ফেলেছিলেন?"

হাসি ফুটলো ইউকাওয়ার চেহারায়। "কোন কিছু মাথায় আপনা-আপনি এসে হাজির হয় না ম্যাডাম। তবে হ্যাঁ অনেক বেশি ভেবেছি আমি কেসটা নিয়ে। প্রথমবার খটকা লাগে ফিল্টারের অবস্থা দেখে। আমি পরিস্কার বুঝতে পেরেছিলাম, দীর্ঘ সময় ওটা ব্যবহার করা হয়নি।"

"আচ্ছা। কিন্তু আমরা তো এটা বের করতে পারছিলাম না যে ফিল্টার পর্যন্ত বিষ কিভাবে গেল।"

"হ্যাঁ। আমি খেয়াল করেছিলাম, ফিল্টারের বাইরের অংশে ধূলো জমে আছে। অথচ আপনার কথা শুনে মনে হয়েছিল মিসেস মাশিবা ঘরদোর পরিস্কার রাখতে পছন্দ করেন। আপনিও তো শ্যাম্পেইনের গ্লাসগুলো

BanglaBook.org

অগোছালো অবস্থায় দেখে তাকে সন্দেহ করেন, তাই না? আপনার অনুমান যদি ঠিক বলে ধরে নেই, তাহলে মিসেস মাশিবার সিঙ্কের নিচটুকুও ᅳকঝকে করে রাখার কথা।"

মাথা নাড়লো উতসুমি। ইউকাওয়ার ব্যাখ্যা শোনার পর এখন ব্যাপারটা কত সহজ মনে হচ্ছে।

"তখন মনে হয়েছিল যে ইচ্ছেকৃতভাবে ফিল্টারটা অব্যবহৃত ফেলে রাখা হয়েছিল। আর সেটার কারণ নিয়ে চিন্তা করতে গিয়েই আইডিয়াটা মাথায় আসে।"

"আমি আসলেও অভিভূত আপনার কাজ দেখে," মাথা দুলিয়ে বলল উতসুমি।

"আমাকে প্রশংসার কোন দরকার নেই, মিস উতসুমি। প্রশংসা যদি কারো প্রাপ্য হয়েই থাকে, তাহলে সেটা মিসেস মাশিবার। একমাত্র কোন নারীর পক্ষেই এতটা ধৈর্য্য ধরে এরকম কিছু করা সম্ভব।"

"ওহ আপনাদের তো বলতে ভুলে গিয়েছি, মিস হিরোমি ওয়াকাইয়ামা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বাচ্চা নষ্ট করবেন না তিনি।"

"এটাই তো হবার কথা ছিল, তাই না?" ইউকাওয়া বলল।

"হ্যাঁ, কিন্তু তাকে রাজি করিয়েছে আয়ানে মাশিবা।"

এক মুহূর্তের জন্যে জমে গেল পদার্থবিদ। "এটা...বুঝতে পারলাম না," ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল সে।

"নারীদের আপনারা বুঝতে পারলেই বরং অবাক হতাম," উতসুমি বলল সান্ত্বনা দেয়ার সুরে।

"তাহলে তো বলতে হবে, এই কেসটার সমাধান করতে পেরেছি আমরা কারণ ভাগ্য সহায় ছিল। কী বলো তুমি–" বলে কুসানাগির দিকে ঘুরে মুখ বন্ধ করে ফেলল ইউকাওয়া।

পাশের সিটে বসে থাকা সিনিয়র ডিটেক্টিভের দিকে তাকালো উতসুমি। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

"বেচারা বড্ড বেশি ক্লান্ত," ইউকাওয়া বলল। "পারফেক্ট ক্রাইমের সমাধান হলেও ওর হৃদয়ের সমস্যাগুলোর কিন্তু সমাধান হয়নি। ঘুমিয়ে যদি একটু শান্তি পায়।"

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org